মৃত বেড়ে ১১, আক্রান্ত ৩০০ জন

শুধু ডেঙ্গি নয়, অজানা জ্বরে ত্রাস সারা রাজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গির সংক্রমণ যে নিয়ন্ত্রণে নেই, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের হিসাবই তা স্পষ্ট করে দিল।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ২০০ জন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যসচিব কল্যাণ বাগচি জানান, আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০। শুধু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়েনি, বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও। সোমবার এই সংখ্যাটা ছিল ৯। মঙ্গলবার হয়েছে ১১। সব থেকে ভয়ের ব্যাপার, হাওড়া, হুগলির পরে ডেঙ্গি ছড়িয়েছে বীরভূমেও। অজানা জ্বরের কবলে পড়েছে গোটা দক্ষিণবঙ্গই। উত্তরবঙ্গেও অজানা জ্বরের প্রকোপ চলছে। তিন দিনে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছয় ছাত্রছাত্রী-সহ আট জনের মৃত্যু হয়েছে মালদহে। আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

'ডেঙ্গু' ভাইরাস শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য দফতরকে সাহায্য করছে সল্টলেক সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল। গত দু'দিনে তারা ২০ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছে। তার মধ্যে ১১টি নমুনায় মিলেছে ডেঙ্গির ভাইরাস। যাঁদের রক্তে ওই ভাইরাস মিলেছে, তাঁদের মধ্যে সল্টলেকের বাইরের লোকও আছেন। কারও বাড়ি শ্যামপুকুর, কারও বাড়ি মুচিপাড়া থানা এলাকায়। খিদিরপুরের এক বাসিন্দার রক্তেও মিলেছে ডেঙ্গির জীবাণু। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র রোগ নিয়ন্ত্রণে আছে বলে যে-দাবি করছেন, তা হাস্যকর ঠেকছে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত সরকারি বেসরকারি কর্মীদের কাছে।

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়, মুর্শিদাবাদের সুতিতেও অজানা জ্বর রীতিমতো ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। ইলমবাজারে অজানা জ্বরে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। অজানা জ্বরে আক্রান্তদের মধ্যে এক জনের রক্তের নমুনায় মিলেছে ডেঙ্গির ভাইরাস। কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষজ্ঞদলকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। সুতিতে মৃত্যু হয়েছে দু'টি শিশুর। বেলিয়াতোড়ে তিনটি গ্রামের ৭০ জন আক্রান্ত হয়েছেন জ্বরে। ধুমজ্বর, গায়ে ব্যথা ও বমির উপসর্গ থাকা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ওই সব এলাকায়। প্রতিটি জায়গা থেকেই রক্তের নমুনা এনে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু কোথাও রক্তপরীক্ষার কিট পাঠায়নি তারা। ওই কিটের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি রক্তের নমুনায় ডেঙ্গির ভাইরাস শনাক্ত করা যায়। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পক্ষে যে আর চাপ নেওয়া সম্ভব নয়, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। এ বার নাইসেডও জানিয়ে দিল, এই হারে রক্তের নমুনা আসতে থাকলে তাদের পক্ষে আর চাপ নেওয়া সম্ভব হবে না।

কলকাতার মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মঙ্গলবার বলেন, নাইসেড জানিয়েছে, ডেঙ্গির রক্ত পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে মেয়র সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার পরেও মেয়র জানিয়ে দেন, পুরসভা ডেঙ্গির রক্তপরীক্ষার পরিকাঠামো গড়বে না। কেন? মেয়রের যুক্তি, ডেঙ্গি কলকাতায় প্রতি বছর হানা দেয় না। তাই ওই রোগের জন্য পরিকাঠামো গড়লে তা নিয়মিত ভাবে সারা বছর ব্যবহৃত হবে না। পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে যাবে। তবে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের সবিস্তার পরিকল্পনা তৈরি করছে পুরসভা।

কলকাতায় রক্তপরীক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম একটা পরিকাঠামো থাকলেও জেলাগুলিতে তেমন কিছু নেই। জেলার বাসিন্দাদের মতো স্বাস্থ্য দফতরও তাই অসহায়। কলকাতায় রক্ত পরীক্ষা করাতে পাঠালে অনেক সময় সাড়ে চার মাসেও রিপোর্ট মেলে না। তাই জেলায় জেলায় পরিকাঠামো তৈরির দাবি উঠছে। শুরু হয়েছে বিক্ষোভও। ডেঙ্গির রক্তপরীক্ষার পরিকাঠামো না-থাকায় এ দিন হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। জেলা স্বাস্থ্য দফতর জানায়, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাওড়ায় কেউ মারা যাননি। জেলার কোথাও এই রোগ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বলেও তাদের কাছে কোনও খবর নেই।

হাওড়া, হুগলির মানুষ যেমন সহজেই কলকাতার হাসপাতালে পৌঁছতে পারছেন, সেই সুযোগ পাচ্ছেন না অন্যান্য জেলার মানুষ। যেমন পরীক্ষার জন্য বীরভূমের ইলমবাজারে আক্রান্ত ৩৯ জনের রক্ত সরাসরি কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে না। প্রথমে সেই রক্ত যাচ্ছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখান থেকে কলকাতার ট্রপিক্যালে। কবে যে সেই রিপোর্ট ইলমবাজারে পৌঁছবে, তা জানেন না জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা। যদিও মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেবের সঙ্গে বৈঠক সেরে স্বাস্থ্যসচিব জানান, সব হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিংহোমকে ডেঙ্গির উপসর্গ ও চিকিৎসা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ এলে কী হবে, অধিকাংশ জেলা হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামোই যে নেই!

● **মালদহে পাঁচ জনের মৃত্যু...পৃঃ ৬**

ডেঙ্গিতে রক্তক্ষরণ হলে কী চিকিৎসা
(বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র নির্দেশিকা) *

রক্তক্ষরণ শুরু হলে

(পালস প্রেসার কমে যাবে)

ইন্ট্রাভেনাস (আই ভি) ফ্লুইড চালু করতে হবে

❋ এক থেকে দুই ঘণ্টা ধরে চলবে

অবস্থার উন্নতি না হলে

(পালস প্রেসার আরও কমবে)

আই ভি ফ্লুইড বাড়িয়ে দিতে হবে

❋ দুই ঘণ্টা ধরে চলবে

উন্নতি না হলে

(মূত্রত্যাগের হারও কমবে)

যদি প্লাজমা কমে	যদি প্লাজমা ঠিক থাকে
রক্ত দিতে হবে	**ডেক্সট্রান দিতে হবে**

অবস্থার উন্নতি হলে

পর্যায়ক্রমে আই ভি ফ্লুইডের পরিমান কমাতে হবে

❋ ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্লুইড দিয়ে যেতে হবে

*হাসপাতালে রেখেই এই চিকিৎসা সম্ভব

শিল্পনগরী হল সল্টলেকের সেক্টর ৫

আজকালের প্রতিবেদন: বিধাননগরের সেক্টর ৫ এলাকা এখন থেকে পৃথক শিল্পনগরী। আর বিধাননগর পুরসভার অন্তর্গত নয়। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কোনও আপত্তি থাকলে আগামী ৩ মাসের মধ্যেই করতে হবে। এদিন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে জানান, সেক্টর ৫ এলাকাটি ক্রমশ পুরসভার অন্যান্য এলাকা থেকে পৃথক চরিত্র পাচ্ছে। নিত্যনতুন মেধাভিত্তিক শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিন শিল্প গড়ে উঠছে। মোট ১১০০ লোকসংখ্য নিয়ে গড়ে ওঠা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই অংশে তাই একটু উন্নত পরিষেবা প্রয়োজন। মন্ত্রী জানান, শিল্পনগরীর মোট এলাকা হবে ২.৩ বর্গ কিলোমিটার। দায়িত্বে থাকবে ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে গড়া পৃথক অথরিটি। তারা পানীয় জল, জলনিকাশি, রাস্তা ইত্যাদি সমস্ত পরিষেবা দেখবে। পুরমন্ত্রী জানান, সরকার ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এটা গড়া যেতে পারে। আবার কেন্দ্রের আই ইউ আই স্কিমেও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৫০ কোটি টাকা অনুদান মিলতে পারে।

জমি নিয়ে তুলকালাম অথচ মূল প্রশ্নটাই উঠছে না

শুভাশিস মৈত্র

ভোট এলেই এ রাজ্যে মহাজোটের কথা শোনা যায়। কিন্তু সম্প্রতি শিল্পায়নের জন্য জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে যে ঐক্য দেখা দিয়েছে তাকে মহা-মহাজোট বললেও কম বলা হয়।

বাংলার কৃষকদের নিয়ে যে এ রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলই খুব চিন্তিত তার প্রমাণ দেওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রস্তাবিত একটি প্রকল্পের রূপায়ণে ৫১০০ একর জমির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর তা নিয়েই যত রাজনৈতিক তর্জন-গর্জন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়া হবে না। কংগ্রেস বলেছে, কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্যই শুধু কৃষিজমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মানা হবে না। বামফ্রন্টের শরিক আর এস পি প্রস্তাবিত প্রকল্প বাতিল করার দাবি জানিয়েছে কৃষকদের স্বার্থে। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও মত, শিল্পের জন্য কোনও কৃষিজমি দেওয়া চলবে না। প্রতিবাদ জানিয়েছে বি জে পি-ও। আর এক ফ্রন্ট শরিক সি পি আই-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতাদের তৃণমূলের উদ্যোগে গঠিত জমি বাঁচাও মঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। একে মহা-মহাজোট ছাড়া আর কী বলা যায়!

জ্যোতি বসু যখন হলদিয়া পেট্রোকেম বা বক্রেশ্বরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন তখন এই প্রশ্ন সে ভাবে ওঠেনি। ৪০-৪৫ বছর আগে যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালিতে শিল্পনগরী তৈরির জন্য হাজার বিঘারও বেশি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তখনও নয়। কিন্তু রাজারহাটে উপনগরী বা বজবজে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। সে আন্দোলন পরে থেমে যায়। কিন্তু কিছু প্রশ্ন রেখে গিয়েছে সেই আন্দোলন। যার মূল কথা হল, রাজনৈতিক নেতারা কাদের স্বার্থে আন্দোলন করেন এবং আজকের যুগে পুনর্বাসনের বিষয়টিকে কেন যে কোনও প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হবে না?

১৯৮৭ সালে কলকাতার রডন স্কোয়ারে নন্দনের মতো একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরির পরিকল্পনা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। একই পদ্ধতিতে 'হবে না' আওয়াজ তুলে আন্দোলনে নামল কংগ্রেস। বেশ কয়েক দফা লাঠি চলার পর কাজ আর এগোয়নি। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পিছু হঠে সরকার। কিন্তু এ ধরনের আন্দোলনে কার লাভ হয়? যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণের পাশে একটি হোটেল নির্মাণ নিয়েও একই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কাজটা শেষ পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু ওই আন্দোলন কি আন্দোলনকারী নেতা-নেত্রীদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পেড়েছে? ভোটের ফল কিন্তু অন্য কথা বলে।

এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে এই ধরনের রাজনীতি সি পি এম-ও

এ রাজ্যে যে সব ভয়ঙ্কর সমস্যা রয়েছে, যেগুলির সমাধানে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত অসফল, সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোধীদের ভূমিকা দায়সারা বললেও কম বলা হয়।

করেছে। ইউ পি এ সরকারের আগে অথবা ভি পি সিংহের সরকারের সময়টুকু বাদ দিলে প্রায় সব কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে সি পি এমের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এমনই। এখন ২৮ বছর ক্ষমতায় থেকে মানুষের চাহিদা অনুসারে সি পি এম নিজেকে কিছুটা বদলে নিয়েছে। কিন্তু অন্য সব বিরোধী দল, শরিক দলগুলিও সি পি এমের ওই ফেলে আসা পথেই হাঁটছে।

সি পি এমের ভিতরেও অবশ্য এই পরিবর্তন নিয়ে বেশ ভাল রকম সমস্যা রয়েছে। আর তা আছে বলেই শুধু শরিক দল বিরোধীদের সঙ্গে গলা মেলায়নি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভার অন্তত দু'জন মন্ত্রী প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন তাঁর জাকার্তা সফর নিয়ে। শুধু এই সফর কেন, বুদ্ধদেবের অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজেরও বিরোধিতা শুরু হয়েছে প্রকাশ্যেই। লোকসানে চলা অলাভজনক শিল্প বন্ধ করে দেওয়া বা গ্রেট ইস্টার্নের হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল বলে সি পি এমের কিছু সংস্কারবাদী নেতা মনে করেন। কারণ এগুলি চালাতে কোটি-কোটি টাকা খরচ হয়, অথচ আয় শূন্য। রাজ্যবাসী সরকারকে যে কর দেয় তা অপচয় করার অধিকার কোনও মুখ্যমন্ত্রীরই নেই। এই ধরনের কিছু আপাত কঠোর সিদ্ধান্ত বুদ্ধদেব দেরিতে হলেও নিয়েছেন।

বিরোধী এবং শরিক দলের এই নেতা-নেত্রীরা অথবা সি পি এমের ভিতরের রক্ষণশীলেরা কি তা হলে স্থিতাবস্থারই পক্ষে? পরিবর্তন-ভীরু?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে ভোরের দিকে যে সব ট্রেন শিয়ালদহে আসে, কলকাতার বাবুরা সেগুলিকে 'ঝি স্পেশ্যাল' বলে থাকেন। এটা অসভ্যতা তো বটেই, একটা জেলার পক্ষে লজ্জারও। অরণ্যাঞ্চল বাদ দিলে মাত্র ২২ শতাংশ সেচ জমি এই জেলায়। ভূমি সংস্কারের ফলে যাঁরা পাট্টা পেয়েছিলেন, তাঁদের পরিবার এত দিনে সংখ্যায় আড়াই-তিন গুণ বেড়েছে। জমির আয়ে অনেকেরই আর সংসার চলে না। লেখাপড়ার সুযোগ কম। বহু মানুষ শহরে এসে রিকশা চালাচ্ছেন। কলকাতায় যত অপরাধী ধরা পড়ে, দেখা যায় তারও একটা বড় অংশ এই জেলার বাসিন্দা। রাজনৈতিক দলগুলি কী চায়? এমনই চলুক!

এ রাজ্যে যে সব ভয়ঙ্কর সমস্যা রয়েছে, যেগুলির সমাধানে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত অসফল, সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোধীদের ভূমিকা দায়সারা বললেও কম বলা হয়। এই রাজ্যে এখনও প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় ২৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলছুট হয়ে যায়। কয়েক লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার। নারী ও নাবালিকা পাচার প্রতি দিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। ভয়াবহ নদী ভাঙন। এই সব বিষয় নিয়ে কিন্তু বিরোধীরা কার্যত নিষ্ক্রিয়। কারণ একটাই, এই নিয়ে আন্দোলন কলকাতায় বসে হয় না। সুতরাং, আন্দোলনও নেই।

শিল্পের জন্য জমি ছাড়তেই হয়। বিধান রায়ের সময়ে যে সব শিল্পাঞ্চল বা উপনগরী হয়েছিল সেগুলিও আকাশে হয়নি। অন্য রাজ্যও এ পথেই এগিয়েছে। জমি হারানো চাষিকে কতটা উন্নত মানের পুনর্বাসন দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা কোথায়? কে করবে সে আলোচনা?

বিরোধীরা যে পথে হাঁটছেন তাতে তো এই মূল প্রশ্নটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

30 AUG 2005 THE STATESMAN

Looking east, southward bound!

Anjan Chakraborty in Kolkata

Aug. 29. — Mr Buddhadeb Bhattacharjee may have said all the right things about attracting foreign capital to the state while in Singapore and Indonesia last week. But the rosy picture he painted of the state during his investment-hunting trip notwithstanding, any potential investor would think twice before buying his words if s/he chances upon a report of the National Productivity Council (NPC), under the Union ministry of commerce and industry.

To woo foreign investors, Mr Bhattacharjee claimed during his visit that the state was an ideal destination for foreigners because of its natural and human resources and finally, political stability. And that his government is an investor-friendly one — not only in talk but also in action.

However, according to the NPC's latest report on the competitiveness of Indian states judged by five factors, namely, economic strength, business efficiency, governance quality, human resources and infrastructure, West Bengal ranks a lowly ninth among the 15 bigger states of the country.

Bengal ranked 14th in terms of industrial labour productivity and 11th in terms of industrial labour productivity growth among the 15 states. In terms of the number of registered factories, the state came 10th, while it was ranked last in terms of its factories showing a profit.

According to NPC officials, the rankings made based on a vast list of quantitative and qualitative parameters. "The present study by the NPC identified about 95 socio-economic and technological criteria through extensive research and feedback from the business community, government agencies and academia," said Dr NK Nair, head (economic services) of NPC.

Bengal is Buddha?

KOLKATA, Aug. 29. — The few areas where the Buddhadeb government scored over other states are indicative of the chief minister's own attitude and priorities, complete with wooing investors. The NPC report put the state at the top of the list in terms of its interface with the private sector. Bengal was ranked second in terms of the government's speed of response and fourth in terms of the government's investor-friendliness. — SNS

The chief minister also claimed during his visit that he was trying to change the mind set of its work-force by making people understand that issues like production, productivity and the quality of production were not the headache of the management alone and pointed to the IT sector as not having faced a shutdown for even a single day. The NPC report, however, has the state's workforce as "toppers: of another sort". Bengal topped the rankings in terms of the number of mandays lost in a single year. The state also topped the rankings in terms of the number of industrial disputes. In addition, the NPC report ranked West Bengal a lowly 11th in terms of industry-labour relations and 13th in terms of work culture.

Mr Bhattacharjee iterated on his visit that Communists would have to formulate new policies and reform old policies in order to survive globalisation. The NPC report, though, was very critical of the quality of governance provided by the state government. Bengal was ranked a lowly 14th in terms of government expenditure on GDP and 15th in terms of fiscal deficit. The state ranked 12th in terms of government financing, 11th in terms of its transparency and 10th in terms of its spending on transport and communication — two vital components for establishing industries.

Salim Buddha: Rhetoric Takes Backseat, Cold Numbers Take Over

Infrastructure, investment high on Buddha priority list

Our Kolkata Bureau
29 AUGUST

FOR most, it would seem a 180 degree policy turnaround. For the man of the moment though, it was hardcore business. At West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's maiden press conference after his return from Singapore and Jakarta, dogma and rhetoric took a firm backseat. Instead, it was numbers and cold logic that did the talking.

"We are scouting for investment with a definite objective in mind. The PM's 'Look East' policy forms a broad framework of what we are trying to achieve. Countries in South East Asia need to work closely together. But this cannot be achieved unless we manage to develop proper infrastructure — ports, airports, special economic zones and expressways," Mr Bhattacharjee said at a packed press conference at Writers' Buildings on Monday.

"We have signed a final agreement with the Salim group of Indonesia for setting up an industrial zone and an ancillary township, which will include a health city," he announced.

Armed with a well-thought out policy objective, Mr Bhattacharjee seemed confident about tackling bouquets and brickbats with equal poise. "I am meeting the prime minister on Wednesday (August 31) and the CPI(M) general secretary Prakash Karat," he said. "Marxism isn't a dogma, it is a science. We have to learn from facts," he said, suggesting it was time for a reform in the Marxist mindset.

"We need FDI for both industry and infrastructure. For that, we have to identify land and make it available to prospective investors. But we have decided not to disturb three-crop agricultural land. Only single crop land will be considered, that too if necessary," Mr Bhattacharjee clarified.

Allaying apprehension in some Left Front circles that fertile agricultural land was being given away for industry, he said we will strike the right balance between agriculture and industry.

"While giving land the government will ensure that land owners and agricultural labourers are compensated. I have called a meeting of the Left Front chairman and I will explain it there," a visibly confident Mr Bhattacharjee said.

"We will start a comprehensive overview on allotment of agricultural land to industries. This will be based on three principles — compensation for owners, rehabilitation package for workers and a guarantee that the food chain, especially that the production of food grains, will not be disturbed," the CM said. The main task before the state government now is to identify land for these new projects. The industrial zone for which 2,500 acres in south Parganas district has been identified is expected to include an integrated logistics hub. It is being planned to facilitate efficient movement of container cargo between the existing and future port projects slated to come up either at Kulpi or at Sagar. Salim group representatives will arrive on a follow-up visit to the state within the next few weeks.

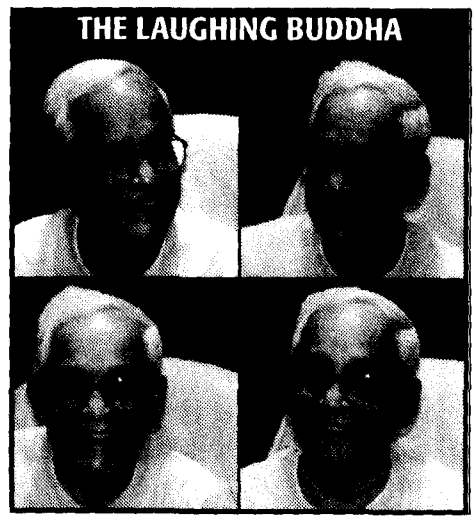

Some 2500 acres of land will be required for the ancillary township and health city project. While a report prepared jointly by 14 private sector health units has been given to the Salim group, which in turn will add inputs, given its experience in running a similar project in Singapore.

"A consortium of Singapore and Indonesian companies are slated to initiate development work on the project once the feasibility study is completed," Mr Sabyasachi Sen, the state's principal secretary (industries & commerce) told ET. A team comprising the Salim group's Australian partner is scheduled to visit West Bengal and firm up the dairy venture. "We hope to show them land around Haringhata," Mr Sen added.

This apart, a Salim group project to manufacture two-wheelers in Uluberia is at an advanced stage. The state has also received a new proposal to set up a paper mill in partnership with April Paper Solutions, part of Muchtar Wijaya's Asian Pulp and Paper. The Indonesian company also owns Sinar Mas, one of the world's largest paper companies.

In addition to this, Indonesian companies are keen to invest in a coal-mixing project at Haldia to blend high-ash local coal with low ash grades imported from Indonesia. "A three-way venture between power companies, Coal India and Indonesian companies will need to be facilitated for this," Mr Sen said.

Incidentally, offshore investors have evinced an interest in setting up a centre for Chinese herbal medicine in the state.

Asked specifically about his views on FDI in retail, Mr Bhattcharjee said: "I have discussed the issue with MS Swaminathan and he feels FDI in retail sectror will disturb the balance in the supply chain for those in between farmers and consumers."

Jharkhand iron ore trade gets CM nod

CHIEF minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee has said that all outstanding issues regarding sharing and transfer of iron ore from Jharkhand into West Bengal have been resolved. This paves the way for the OP Jindal group's Rs 10,000-crore steel plant project to come up in West Bengal without fears of a supply side hitch.

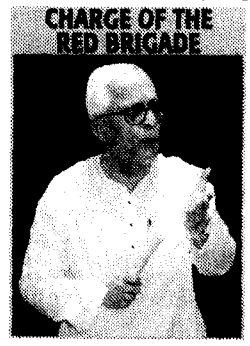

Apparently, it required the intervention of no less a person than the Prime Minis-ter himself to enable the issues to be resolved successfully, Mr Bhattacharjee said in Kolkata on Monday. He was planning to set aside some 3,000 to 4,000 acres of land for the Jindal project in and around Kharagpur in Midnapore district.

The project was earlier thrown into uncertainty with Jharkhand chief minister Mr Arjun Munda refusing the Jindals to take iron ore out of Jharkhand. The two chief ministers had met in Kolkata to discuss the issue in July.

After his last meeting with Mr Bhattacharjee on July 30, Mr Jindal sounded posi-tive on going ahead with the group's proposed five million tonne steel plant in the state. Mr Jindal had then hoped there wouldn't be a problem in getting iron ore for his plant, since Mr Bhattacharjee was also the chairman of the Eastern Region Development Council. Mr Jindal plans to invest another Rs 2,000 crore in Jharkhand to set up an ore beneficiation unit. The steel project has been divided into two parts to involve both the states. Jharkhand forms an integral part of the plan.

30 AUG 2007 The Economic Times

ডেঙ্গির দাপট উদ্বেগজনক, স্বীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রীও

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে রবিবার ঘোষণা করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য সে-কথা বলেন শুক্রবারেই। সোমবারেও তিনি বলেন, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বিদেশ থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিভিন্ন মহলে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, পরিস্থিতি মোটেই নিয়ন্ত্রণে নেই।

মুখ্যমন্ত্রী তাই উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। সোমবার মহাকরণে তিনি বলেন, "ডেঙ্গি পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। রাজ্য সরকার সতর্ক। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর, কলকাতা পুরসভা এবং সব জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকেও।" স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভাকে গয়ংগচ্ছ ভাব ছেড়ে ডেঙ্গির মোকাবিলায় সর্বাত্মক অভিযানে নামার নির্দেশও দেন তিনি।

'ডেঙ্গু' ভাইরাসের সংক্রমণে ডেঙ্গি জ্বর শুরু হওয়ার পরে ১৫ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়নি স্বাস্থ্য দফতর। রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্যসচিব ও পুর-কমিশনারকে বৈঠকে ডেকে এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ডেঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পুরসভার তৈরি প্রচারপত্রও দেখতে চান তিনি। পুর-কমিশনার পুরসভার সচিবকে ফাইল নিয়ে তলব করেন মহাকরণে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গির চিকিৎসার পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বিশেষজ্ঞেরা বারবার বলছিলেন, রক্তের নমুনায় ডেঙ্গির ভাইরাস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা যথাযথ না-হলে আসল পরিস্থিতি বোঝাই যাবে না। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন লোকাভাবে রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট দ্রুত দিতে পারছে না। তাতে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে শুধু নাইসেডের উপরে। জেলা দূরের কথা, ডেঙ্গির রক্তপরীক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে। ওই সব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে অবহিত, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গির মোকাবিলায় লোকজন আরও বাড়ানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, যে-ধরনের রক্তপরীক্ষায় ডেঙ্গি ধরা পড়তে পারে, জেলাগুলিতে তার ব্যবস্থা নেই। তবে কলকাতার ট্রপিক্যালে রক্তপরীক্ষার হার আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দূরবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর সুযোগ কম, এ কথা মেনে নিলেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনগুলি এই ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হোক।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের বারবার বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব অফিসার পর্যায়ে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে কলকাতার পুর-কমিশনারও ছিলেন। পুরসভায় তাঁর ঘরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করে মশা মারার অভিযান ও রক্তের নমুনা সংগ্রহ চলছে। প্রতি ঘণ্টায় অফিসারদের রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে কমিশনারের কাছে। প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে পরের দিনের কর্মসূচি তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন কমিশনার।

স্বাস্থ্য দফতরের কাজ দেখে মনে হচ্ছে, ডেঙ্গি যেন শুধু কলকাতাতেই। সল্টলেকের নতুন নতুন ব্লক থেকে ডেঙ্গির খবর আসছে। কিন্তু সল্টলেক পুরসভার হেলদোল নেই। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা বা মশা মারার অভিযান শুরু হয়নি। হাওড়া, হুগলি, নদিয়া— সব জায়গাতেই ডেঙ্গির জীবাণু মিলেছে রক্তের নমুনায়। কিন্তু ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়নি। জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য 'র‍্যাপিড ডিটেকশন কিট' পৌঁছয়নি কোনও জেলাতেই। তাই কলকাতার দু'টো সংস্থার উপরে চাপ পড়ছে। এর মধ্যে ট্রপিক্যাল ধুঁকছে পরিকাঠামো ও লোকাভাবে। সক্রিয় রয়েছে সবেধন নীলমণি নাইসেড। সপ্তাহে সাত দিনই বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে রক্তের নমুনা নিচ্ছে নাইসেড। পরের দিনই পাওয়া যাচ্ছে রিপোর্ট।

ডেঙ্গির প্রাথমিক অবস্থা বুঝবেন কী করে*

- হঠাৎ করে প্রচণ্ড জ্বর (১০২-১০৫ ডিগ্রি)
- জ্বর থাকবে অন্তত ৫ থেকে ৬ দিন
- তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে জ্বর কমলেও ফের তা বাড়বে
- কপালে প্রচণ্ড ব্যথা, ব্যথা চোখের পিছনেও
- গাঁটে গাঁটে অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হবে হাড় ভাঙছে
- বমি ও অস্বস্তি ভাব, খেতে ভাল না-লাগা

ডেঙ্গির মারাত্মক অবস্থা কী ভাবে বুঝবেন *

- পেটে একনাগাড়ে অসহ্য যন্ত্রণা
- জ্বরের সঙ্গে রক্তক্ষরণ বা হেমোরেজিক ফিভার
- নাক, মুখ, মাড়ি বা চামড়া ফেটে রক্তপাত
- ঘন ঘন বমি, রক্ত বমিও হতে পারে
- আলকাতরার মতো কালো পায়খানা
- সব সময়েই জল তেষ্টার ভাব
- চোখমুখ বসে যাওয়া, গা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া

** বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র নির্দেশিকা অনুযায়ী*

10 AUG 2005

বিরোধীদের সঙ্গেও বৈঠকে রাজি

চাই কৃষি আর শিল্পের ভারসাম্য, ঘোষণা বুদ্ধের

স্টাফ রিপোর্টার: সালিম গোষ্ঠীকে জমির দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের বাম ও বিরোধীদের 'দুশ্চিন্তা'কে একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, "এই দুশ্চিন্তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই বিষয়ে আলোচনা করেই এগোব। কৃষি যাক, শিল্প হোক— তা আমরা চাই না। চাই এই দুইয়ের ভারসাম্য।"

শরিকদের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন বুদ্ধবাবু। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বসতেও রাজি আছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, তিনি দলের সর্বস্তরের নেতাদের সম্মতি আদায় করতে পারবেন। চলতি সপ্তাহেই দিল্লিতে দলের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার কথা আছে তাঁর। কাল, বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে তাঁর সিঙ্গাপুর-ইন্দোনেশিয়া সফরের 'প্রাপ্তি' সম্পর্কে অবহিত করাবেন বুদ্ধবাবু।

সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত শিল্পনগরী সম্পর্কে রাজ্য-রাজনীতিতে সংশয়, কৃষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ক্রমে জোরালো হচ্ছে। সি পি এমের ভিতরে, ফ্রন্টের অন্য শরিকদের মধ্যেও এই সংশয় তীব্র আকার নিচ্ছে। বিরোধীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে 'জমি রক্ষা'য় জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়ে তিনি যে যথেষ্ট অবহিত, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়ন প্রয়োজন, কৃষির গুরুত্বও অপরিসীম। তাঁরা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই চলবেন।

বুদ্ধবাবুর বক্তব্য, রাজ্য খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জায়গা থেকে যাতে বিচ্যুতি না-ঘটে, সেই জন্য তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক আছেন। আবার শিল্পায়ন, নগরায়ণের জন্য জমিরও প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, ভারসাম্য রক্ষা করে, এই স্ববিরোধিতাকে নিয়েই এগোতে হচ্ছে। কৃষক ও শ্রমিক, উভয় পক্ষের স্বার্থই রক্ষা করতে হবে। তবে 'গেল গেল' বলে যে-রব উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী তাকে গুরুত্ব দেননি। ফ্রন্টের ২৮ বছরের জমানায় মূল নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে। মার্ক্সবাদী মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামগ্রিক ব্যবস্থাকে দেখতে হবে। তাঁরা মার্ক্সবাদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। তাঁদের দলের মধ্যে এই নিয়ে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা চলছে। কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর উপলব্ধি: মার্ক্সবাদ কোনও 'ডগমা' নয়।

দেশে ফেরার পরে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বুদ্ধবাবু। তাঁর সফরের সবিস্তার বিবরণ দেন। তবে যে-শিল্পনগরীর জন্য জমি পাওয়া নিয়ে এত বিতর্ক, এত আগ্রহ এবং এত অনীহা— সেই বিষয়টিই তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করতে ভুলে যান। বিস্মিত সাংবাদিকেরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরে তিনি এই ব্যাপারে তাঁর 'প্রাথমিক কল্পনা'র ছবিটি তুলে ধরেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রস্তাবিত শিল্পনগরীর এলাকা থেকে রেজ্জাক মোল্লার 'ভাঙড়'কে বাদ দেওয়ার কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কলকাতার মাছ-সব্জির অধিকাংশ সরবরাহ করে ভাঙড়। সেই কারণেই ওখানকার কৃষি উৎপাদন কোনও ভাবে বিঘ্নিত না-করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য এলাকার উর্বর জমিতেও তাঁরা হাত দেবেন না। এক লপ্তে পাঁচ হাজার বা তিন হাজার একর জমির দেওয়াও যে সম্ভব নয়, তা স্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বারাসত, রাজারহাট, ভাঙড়, বারুইপুর হয়ে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির কাজ যেমন যেমন এগোবে, তেমন ভাবেই ওই মহাসড়কের ধারে ধারে গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যনগরী, লজিস্টিক হাব এবং শিল্পনগরী। বিমানবন্দরের কাছাকাছি, উত্তর ২৪ পরগনায় স্বাস্থ্যনগরী গড়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারের বিরোধিতা করে রাজ্যে বামপন্থীদের সেই সংস্কারকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'রোল মডেল' আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলায় যা ঠিক, দিল্লিতে তা ভুল কেন? বামপন্থীদের ক্রমাগত চাপ লঘু করতে বুদ্ধবাবুর সংস্কারমুখী মনোভাবকেই হাতিয়ার করেছেন মনমোহন। এই নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি এ দিন বলেন, "কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সংস্কারের ফারাক আছে। ওরা লাভজনক নবরত্ন-রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে বিলগ্নিকরণ চাইছে। বামেদের আপত্তি এখানেই। আমরা এ রাজ্যে যা করছি, তা হল, রুগ্‌ণ, লোকসানে চলা সরকারি সংস্থাগুলির পুনর্গঠন। এটিও সংস্কার।" কেন্দ্রীয় সরকার যে নবরত্ন সংস্থার বিলগ্নিকরণ স্থগিত করে দিয়েছে, সেই ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

'সংস্কার করো নইলে ধ্বংস হও'— মুখ্যমন্ত্রীর এই স্লোগানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এ দিন বুদ্ধবাবু তাঁর বক্তব্যে অবিচল থাকার কথা জানিয়ে বলেন, "আমার কাছে সংস্কারের অর্থ কাজ করা। কাজ না-করলে শেষ তো হয়ে যাবই।" বিমানবন্দর, নৌবন্দরের ক্ষেত্রে সার্বিক বেসরকারি লগ্নি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিয়েও বিতর্ক আছে। এ দিন তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় নীতিই যেখানে ১০০ ভাগ লগ্নির কথা বলছে না, সেখানে তিনি এ কথা বলতে যাবেন কেন। তবে নতুন বন্দর বা বিমানবন্দর হলে সেখানে বেসরকারি লগ্নিকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যেও বেসরকারি লগ্নিতে বন্দর, বিমানবন্দর চান মুখ্যমন্ত্রী।

লগ্নির ক্ষেত্রে লগ্নিকারীর প্রেক্ষিত কি বিবেচ্য? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব, "কালো টাকা বা স্মাগলারের টাকা নেব না। কিন্তু শিল্প-পুঁজি লগ্নিকারীর টাকার রং দেখা আমার কাজ নয়। পুঁজির কোনও রং হয় না।"

● বসুর পরামর্শ মেনেই কৃষিজমিতে শিল্পায়ন...পৃঃ ৭

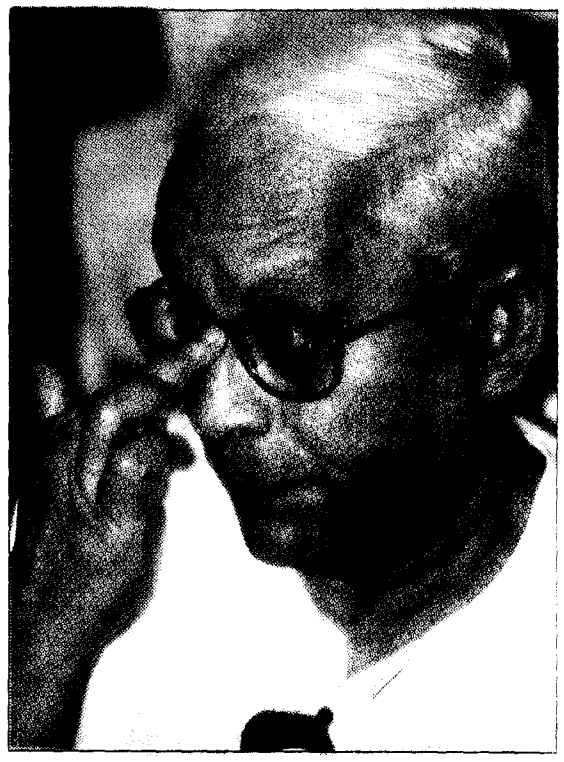

মহাকরণে প্রশ্নের মুখোমুখি। — অশোক মজুমদার

বুদ্ধ: শিল্পনগরী গড়তে উর্বর জমি দেব! পাগল নাকি?

শিল্প গড়তে ব্ল্যাকমানি চাই না, স্মাগলারের টাকা চাই না

চাষী ন্যায্য দাম ও পুনর্বাসন পাবেন

বুদ্ধর প্রয়াস

✓ *শিল্পনগরী*	প্রাথমিক চুক্তি সম্পন্ন
✓ *লজিস্টিক হাব*	টেন্ডার ডাকা হয়েছে
✓ *স্বাস্থ্যনগরী*	রূপরেখা তৈরি
✓ *উপনগরী*	বর্ষার পর শুরু
✓ *মোটর সাইকেল কারখানা*	সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত
✓ *পেপার মিল*	সেপ্টেম্বরে টিম আসছে
✓ *ডেয়ারি*	কথা এগিয়েছে
✓ *কোল মিক্সিং*	প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য
✓ *ভেষজ সংগ্রহ করে ওষুধ*	ভাবনার পর্যায়ে
✓ *জল পুনর্ব্যবহার*	নতুন পরিকল্পনা
✓ *কম খরচে আবাসন*	ভাবনার পর্যায়ে
✓ *রাবার টায়ার কারখানা*	আলোচনা শুরু
✓ *শপিং মল*	আগ্রহ বিবেচনাধীন

আজকালের প্রতিবেদন: বাংলার কোনও উর্বর জমি শিল্পনগরী গড়ায় দেওয়া হচ্ছে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিঙ্গাপুর ও জাকার্তা সফর সেরে এদিনই প্রথম সরকারিভাবে মুখ খোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্পনগরী হবেই। তবে এই জেলার উর্বর জমি দিয়ে দেব, আমরা কি পাগল? কী এল, কী গেল তা আগে হিসেব করেই সরকার এগোবে। কৃষকের স্বার্থ আমরা সব চেয়ে আগে দেখব। ভারসাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হবে শিল্প, উন্নয়ন। বুদ্ধদেব কড়া সুরে জানিয়ে দেন: শিল্প গড়তে ব্ল্যাকমানি, স্মাগলারদের টাকা চাই না। অবশ্য বাস্তবের পথে হেঁটে সংস্কার চাই। কেন না সংস্কার মানে পুরনো নীতির পরিবর্তন।

শতকরা ৬৫

আমাদের লাইন হল, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি থাকবে, শিল্পও হবে। এ রাজ্যে ৬৫ ভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতে কত জমি দরকার, আমরা তার একটা হিসেব করেছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে-জমিতে ভাল চাষ হয়, দিয়ে দেব নাকি? যেমন ধরুন, ভাঙড়ের সবজি, মাছ কলকাতায় আসে। না, এ-সব জমিতে হাত পড়বে না। চাষীর স্বার্থ তো আমরাই দেখি, আমরাই দেখব। কী গেল, কী এল— হিসেব করেই এগোব। আমরা শিল্পনগরীর জন্য ভেবেচিন্তে জমি চিহ্নিত করেছি। কোনও চাষীর ক্ষতি হবে না। তারা জমির ন্যায্য দাম পাবে, পুনর্বাসনও হবে। এমনকি দিনমজুররাও নতুন নগরী নির্মাণে কাজ পাবে। ফল, ফুল, সবজি ও শস্য চাষ মার খাবে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি থাকবে। এমন জমি দেওয়া হচ্ছে যাতে লোকসান হবে না। কৃষি ও শিল্প এবং গ্রাম ও শহর পাশাপাশি না চললে সভ্যতার বিকাশ বা সমৃদ্ধি হয় না। আসলে ভারসাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হবে কৃষি ও শিল্প অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়ন।

বিনিয়োগের ক্ষেত্র

সফর শেষে, কলকাতায় ফিরে, আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্পনগরী গড়ার জন্য প্রাথমিক চুক্তি হয়ে গেছে। ওরা জমি কিনে নেবে। দূষণমুক্ত মেশিনারি, টুলসের আধুনিক কারখানা গড়ে উঠবে। জাকার্তা থেকে দল আসছে। নলেজ সিটি গড়ার ভাবনাও রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় হচ্ছে স্বাস্থ্য উপনগরী। সিঙ্গাপুরের পার্কওয়ে গোষ্ঠী বিমানবন্দরের কাছে জায়গা

এরপর ৫ পাতায়

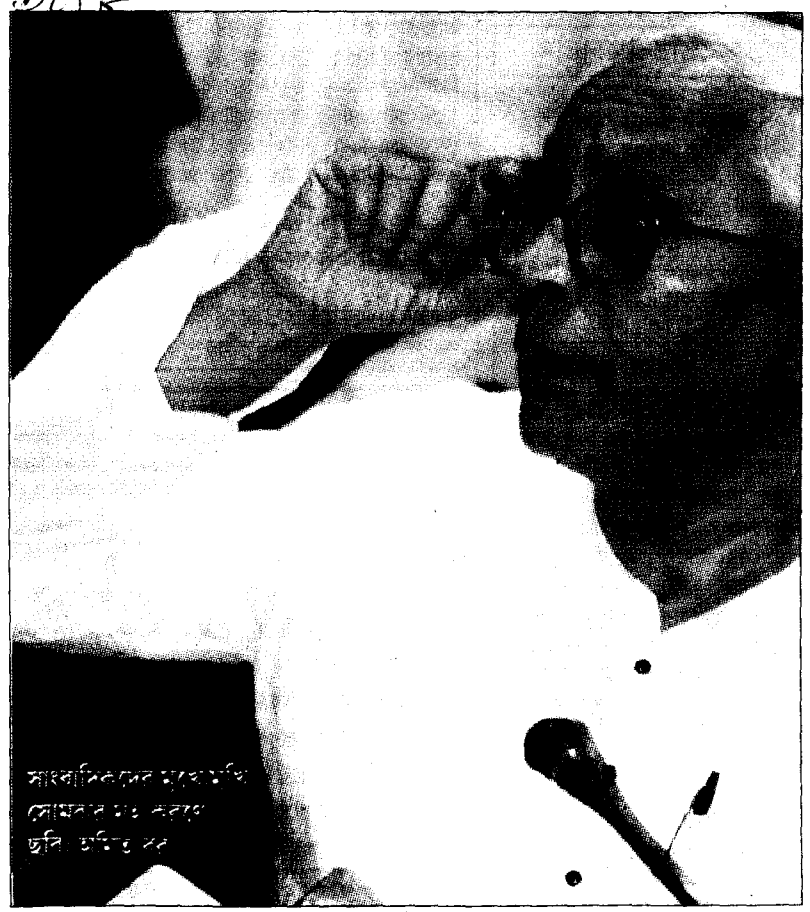

৫ পাতায় ● মমতাকে কটাক্ষ অনিলের: উনি কৃষকদরদী হলেন কবে?

সাংবাদিকদের মুখোমুখি [illegible] ছবি: [illegible]

৩০ AUG 200[illegible]

P.T.O.

চাষী ন্যায্য দাম ও পুনর্বাসন পাবেন

১ পাতার পর

চেয়েছে। আমরা এলকা নির্দিষ্ট করেছি। সিঙ্গাপুরের দু-তিনটি সংস্থা মিলে লজিস্টিক হাব করবে। টেন্ডার ডাকার পর্ব সারা। সালিম গোষ্ঠী হাওড়ায় উপনগরী এবং উলুবেড়িয়ায় মোটর সাইকেল কারখানার কাজ শুরু করবে বর্ষার পর। অস্ট্রেলিয়ার সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা হরিণঘাটায় অত্যাধুনিক ডেয়ারিও গড়বে। ইন্দোনেশিয়ার আর-এক বড় সংস্থা মিত্রা আদিপ্রকাশ। এরা রাবার টায়ার তৈরির কারখানা এবং কলকাতায় এ দেশের সব চেয়ে বড় শপিং মল গড়তে চায়। হাওড়ায় যে রাবার পার্ক হচ্ছে, সেখানে ওদের যোগ দিতে বলা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের বড় সংস্থা অ্যাসেন্ডার্স তথ্যপ্রযুক্তির বাড়ি তৈরির জন্য খ্যাত, এরা আসতে চেয়েছে। সিঙ্গাপুরের চীনা বণিকসভার প্রতিনিধিরা, যাঁরা ওষুধের ব্যবসা করেন, এখানে ভেষজ উৎপাদন করে ওষুধ কারখানা করতে চান। সিঙ্গাপুরে শ্রমিকদের জন্য কম খরচে আবাসন এবং জল পুনর্ব্যবহার করার আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়েছে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত পাঠাতে। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম সারির কয়েকজন শিল্পপতি কাগজ তৈরির কারখানা খুলতে আগ্রহী। টিম পাঠাচ্ছেন কলকাতায়। এ ছাড়া ওখানকার বাকরি গোষ্ঠী ভাল কয়লার সঙ্গে বাজে কয়লা মিশিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী এক ধরনের কয়লা সস্তায় তৈরি করে। ওরাও আসছে কোল ইন্ডিয়া ও আমাদের শিল্প দপ্তরের সঙ্গে কথা বলতে।

সংস্কারের পথিক

সংস্কার যে চান, তা এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, দেখুন, এ রাজ্যে ৫০টির মতো সরকার পরিচালনাধীন সংস্থা। প্রায় সব ক'টি লোকসানে চলে। সরকারি ভাঁড়ার থেকে কত দিন এভাবে টাকা যাবে? আমরা এমনভাবে পুনর্গঠন করতে চাই যাতে ওগুলি বেঁচে যায়, মানুষের কাজ থাকে। এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগেও যেতে হচ্ছে। এটা একটা সংস্কারের পথ। মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে আমরা এ পথ হাঁটছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কার নীতির সঙ্গে আমাদের মৌলিক তফাত রয়েছে। ওরা দেশের নবরত্ন মানে সব চেয়ে সেরা, লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিও বেচে দিতে চায়। ভাল কথা, আমাদের আপত্তি ওরা শুনেছে। তবে সংস্কারের প্রশ্নে কেন্দ্রের সঙ্গে এ রাজ্যের বাম সরকারকে একলাইনে ফেলা ভুল, অর্থহীন। হ্যাঁ, বলছি, সংস্কার মানে আমাদের কাছে জনস্বার্থে পুরনো নীতির পরিবর্তন।

পার্টি, শরিক, প্রধানমন্ত্রী

জমি নিয়ে, শিল্প নিয়ে দুশ্চিন্তা কারও কারও হতেই পারে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে, মহাকরণে দুপুরবেলায় বললেন বুদ্ধদেব। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য: আমরা বাংলায় কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে। ফল, ফুল, সবজি, খাদ্যশস্য উৎপাদন রাজ্যের মেরুদণ্ড। শিল্পায়নের জন্য আমাদের এই জোরের জায়গা যে চলে যাচ্ছে না, তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমার দল তা জানে। আজ সকালে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে বললাম, বামফ্রন্টের বৈঠক ডাকুন। হ্যাঁ, আমি ওদের সামনে ব্যাখ্যা করব, পরিষ্কার চিত্র দেব। খড়্গপুর, উলুবেড়িয়ায় কারখানার জন্য জমি দিলাম। এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিয়ে হইচই হচ্ছে। আমরা এখানকার ভাল জমি দিতে যাব কেন? এটা বোঝাতে হবে। অবশ্য নতুন কিছু করার আগে এরকম একটু হওয়া স্বাভাবিক। জমি নিয়ে যখন একটা আপত্তি উঠেছে, চিন্তার কথা শোনানো হচ্ছে— তা কথা বলব শরিক, বিরোধীদের সঙ্গে। সিঙ্গাপুর, জাকার্তার বিনিয়োগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলব। সামনের বুধবারই।

সালিম, কালো টাকা

সালিম গোষ্ঠীর বিনিয়োগ নিয়ে দু-তিনজন বাদে কারও মাথাব্যথা আছে বলে মনে করেন না মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বলেন, সালিমের অতীত নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। সালিমের সঙ্গে সুহার্তোর ঘনিষ্ঠতার কারণে একটা বিতর্ক হয়েছিল ঠিক। আর কী অতীত? তা হলে ওরা ওদেশে এত বড় ব্যবসা করছে, শিল্প চালাচ্ছে কী করে? সালিম গোষ্ঠী তো চীনেও ব্যবসা করছে। ভিয়েতনামেও ব্যবসা করছে আমেরিকা। সালিমরা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করে কী করে সে-টাকা তুলবে? তা এ দেশের বাজাজরা ইন্দোনেশিয়ায় মোটর সাইকেল কারখানা করেছে। ওরা যেভাবে টাকা তুলবে, এরাও সেভাবে তুলবে। আর একটা কথা। আমাদের বক্তব্য, রাজ্যের উন্নয়নে লগ্নি দরকার। পুঁজি চাই। কোন পুঁজিপতি ভাল, বিচার করব না। শুনে রাখুন, কোনও অবস্থাতেই ব্ল্যাক মানি, স্মাগলারদের টাকা নেব না।

...হাস্যকর প্রিয়রঞ্জন এবং চৈনিক শিক্ষা

আমি সিঙ্গাপুরে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের সভায় বলেছি, আপনাদের দেশের শিল্পোদ্যোগীরা আমাদের রাজ্যে আসছেন। আপনারাও ওঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। বিদেশি ব্যাঙ্কারদের এ দেশে ডাক দেওয়া নিয়ে বিতর্কের ইতি এভাবেই টেনে দেন বুদ্ধদেব। তিনি বলেন, ঠিকই, আমাদের দ্বিতীয় বিমানবন্দর দরকার। ওদেশে তা-ই বলেছি। বেসরকারি বিনিয়োগ চাইছি। আর এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি স্পষ্ট। বিনিয়োগের হার ৫১:৪৯। হালকা সুরে বুদ্ধদেব জানান, আমার এই সফরকে কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি গিমিক বলেছেন। বলেছেন, ভোট এলে বামেরা একটা নয়া হলদিয়া, বক্রেশ্বরের কথা বলে। এখন সালিম বলছে। এ-সব হাস্যকর কথা। আরে, হলদিয়া, বক্রেশ্বর সবই হয়েছে। শিল্পনগরী করতে বাধা দেওয়া হবে বলে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যে-হুমকি দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, চীনা মডেলে চলার কথা বলতে যাব কেন? কোনও দেশ অন্য দেশের মডেল হতে পারে না। তিনি বলেন, আমি কেবল এটুকুই বলছি— চীনে পরিবর্তন হয়েছে, তা দেখে শিখতে হবে।

AUG 2005

কৃষি আর শিল্পকে মেলাতে রাজ্যে চুক্তি-চাষের উদ্যোগ

দেবব্রত ঠাকুর

বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে রাজ্যে পুরোমাত্রায় 'কনট্র্যাক্ট ফার্মিং' বা চুক্তি-চাষ চালু করতে সরকার এ বার নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা চাষিদের সঙ্গে পণ্য-চুক্তি করছে। বিশেষ করে ফুল-চাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে এই ধরনের কিছু চুক্তি হলেও যেখানে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক ফসল প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট কোনও নীতি না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। কার্যত সেই কারণেই কৃষি এবং শিল্পের মেলবন্ধন ঘটাতে রাজ্য সরকার চুক্তি-চাষ নীতি তৈরির জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। পাশাপাশি, এই ক্ষেত্রে বাংলার নীল চাষের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্যও সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে শিল্প সংস্থাগুলির দাবি ছিল: কৃষি-বাণিজ্যের প্রসারে তাদের নিজস্ব জোত তৈরি করতে দেওয়া হোক। তারা নিজেরাই চাষ করবে, উৎপাদিত ফসল প্রক্রিয়াকরণ করবে, উৎপাদিত বাণিজ্য পণ্য বাজারে নিয়ে যাবে। শিল্প সংস্থার এই দাবিকে সমর্থন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারও। কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে কৃষি-বাণিজ্যের প্রসারে রাজ্য সরকার নিযুক্ত মার্কিন পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিনসে তাদের রিপোর্টে বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে জমি-ভিত্তিক চুক্তির প্রস্তাব দেয়। এতে জমির মালিকানা বদল হবে না ঠিকই। কিন্তু ওই জমিতে নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া আর কোনও রকম চাষ করা যাবে না। কার্যত জমির দীর্ঘমেয়াদি লিজের কথাই বলা হয়েছিল ম্যাকিনসের বিকল্প প্রস্তাবে। এই প্রস্তাবও রাজ্যের কর্তারা খারিজ করে দেন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই।

এর পরেই চুক্তিভিত্তিক চাষের ভাবনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বায়ো-ডিজেল তৈরির জন্য ছ'টি সংস্থা রাজ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভ্যারেন্ডা (জ্যাটোফা) চাষের জন্য চুক্তি-চাষ করতে চেয়ে রাজ্য শিল্প দফতরের কাছে প্রস্তাব জমা দিয়েছে। অধিকাংশ প্রস্তাবেই ব্যাপক হারে ভ্যারেন্ডা চাষের কথা বলা হয়েছে। কোনও সংস্থা ৫০০ একর, কোনও সংস্থা ৭০০ একর জায়গায় ভ্যারেন্ডা চাষের অনুমতি চাইছে। উল্লেখ্য, ভ্যারেন্ডা ফলের বীজ থেকে যে তেল বেরোয় সেই তেল নির্দিষ্ট পরিমাণে ডিজেলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় বায়ো-ডিজেল। বায়ো-ডিজেলে গাড়ি যেমন চলে, তেমনই এর দূষণের হারও খুব কম। সেই কারণেই কয়েকটি তেল কোম্পানি বাণিজ্যিক হারে বায়ো-ডিজেল তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ ভ্যারেন্ডা তেল। সেই তেলের জোগান দেওয়ার জন্যই একাধিক সংস্থা প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে।

প্রস্তাবগুলি পাওয়ার পর রাজ্য

এর পর পনেরোর পাতায়

কৃষি ও শিল্পকে মেলাতে

প্রথম পাতার পর

শিল্প দফতর বিভিন্নস্তরে আলোচনা করছে। রাজ্যের জেলাশাসকদের কাছ থেকেও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট মতামত চাওয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে সরকারিস্তরে একটি খসড়া তৈরি হচ্ছে। আরও কয়েক দফা আলোচনার পর তা চূড়ান্ত করা হবে। সরকারি এক সূত্র জানিয়েছেন, 'কন্ট্র্যাক্ট ফার্মিং পলিসি' তৈরির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখা হচ্ছে সেগুলি হল:

● চাষির সঙ্গে উৎপাদক সংস্থা নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের বিষয়েই চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। কোনও সংস্থা টোম্যাটো প্রক্রিয়াকরণ করতে চাইলে সে টোম্যাটো উৎপাদনের বিষয়েই চাষির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। উৎপাদিত ফসল চাষি সংশ্লিষ্ট দাদনদারের হাতে তুলে দেওয়ার পর এই জমিতে বছরের অন্য সময় চাষি কী উৎপাদন করবে, তা চাষিই ঠিক করবে। সেই স্বাধীনতা চাষির থাকবে। (যদিও ভ্যারেন্ডার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে এক একটি গাছের আয়ু গড়ে ৩০ থেকে ৪০ বছর।)

● জমির মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে থাকবে চাষির হাতেই। সংশ্লিষ্ট সংস্থার জমির উপর কোনও অধিকারই থাকবে না। চাষি চাইলে চুক্তির বাইরেও চলে যেতে পারবে। মালিকানা বদল না হওয়ায় জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের কোনও বাধাও থাকবে না।

● উৎপাদক সংস্থা চাষিকে প্রয়োজনীয় বীজ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করবে।

● উৎপাদক সংস্থার সঙ্গে চাষির ফসল-চুক্তির ক্ষেত্রে মহকুমা বা ব্লকস্তরে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একটি 'নিয়ন্ত্রক তথা তদারকি কমিটি' তৈরি হবে। এই কমিটি যে কোনও রকম বিবাদ-বিতর্কের ক্ষেত্রে সালিশির কাজ করবে। চাষির স্বার্থ দেখবে। একই সঙ্গে উৎপাদকের সঙ্গে চাষির চুক্তির সঠিক রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তাও দেখভাল করবে।

● চাষিকে তাঁর ন্যূনতম উৎপাদন মূল্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দিতেই হবে। এই মূল্য কত হবে তাও সরকার আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করে দেবে।

তবে ভ্যারেন্ডা দিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা যে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অন্যান্য কৃষি-পণ্যও একই ভাবে এর আওতায় আসবে। সরকারি এক সূত্রের বক্তব্য, চাষির উৎপাদিত পণ্যের বাজার এর ফলে বাড়বে। চাষি ফসলের দাম পাবে। তবে এই 'দাদন' প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজ্যের মানুষ যাতে নীল চাষের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না দেখেন, সেই ব্যাপারেও আগাম সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। চুক্তি-ভঙ্গ হলে চুক্তি বাতিলের মতো কড়া রক্ষাকবচও প্রস্তাবিত নীতি-পত্রে রাখা হবে।

প্রশ্নোত্তরে সি পি এম

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সালিম সংস্থার উদ্যোগে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন) গড়া নিয়ে, বহু-ব্যবহৃত কথাটাই ব্যবহার করতে হয়, 'বিতর্কের ঝড় উঠেছে'। এই সূত্রে এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক বিদেশ সফর ঘিরে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। অথবা বলা যায়, মূল একটা প্রশ্নই নানা ভাবে নানা ভাগে মাথাচাড়া দিয়েছে। রাজ্যের প্রধান শাসকদল সি পি এমকে এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে ও হবে। প্রশ্নগুলো জানা। এবং সম্ভাব্য উত্তরও অজানা নয়।

প্রশ্ন ১: সিঙ্গাপুরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ এ কথা বলে ফেললেন কেন যে, বিমানবন্দরে ১০০% বিদেশি লগ্নিতেও রাজি? এদিকে সি পি এম তো বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির তীব্র বিরোধী? দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী বলা যাবে?

উত্তর ১: ভুল। সি পি এম নতুন বিমানবন্দরে বেসরকারি ও বিদেশি লগ্নির বিরোধী নয়। যে-সব বিমানবন্দর সরকারি পরিচালনায় আছে, সেখানে বিদেশি ও বেসরকারি প্রবেশ চায় না পার্টি। কুলপিতে বেসরকারি লগ্নিতে বন্দর তৈরির অনুমোদন তো দিয়েইছিল বামফ্রন্ট সরকার। বন্দরে যা হতে পারে, বিমানবন্দরে হতে বাধা কোথায়? পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি লগ্নি হতে পারে, বলাই তো রয়েছে।

প্রশ্ন ২: মুখ্যমন্ত্রী এমন কিছু কথা বলছেন, যা সি পি এমের ঘোষিত লাইন নয়। সিদ্ধান্ত নয়। এর ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে না?

উত্তর ২: বিভ্রান্তি যদি কেউ তৈরি করে, সেটা তার সমস্যা। মুখ্যমন্ত্রী পার্টির সিদ্ধান্তের বাইরে একটা কথাও বলেননি। তিনি পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ নেতা, ভিন্ন কথা বলবেন কেন? যা বলছেন, যা করছেন, তার সিদ্ধান্ত পার্টিতে হয়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ উদ্ধৃত করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এখানে হয়।

প্রশ্ন ৩: হঠাৎ এই উপনগরী তৈরির জন্য তেড়েফুঁড়ে নামলেন কেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? পার্টিই বা সায় দিল কেন? বিরোধীরা তো বলছেন, শিল্প নয়, উপনগরী নির্মাণের জন্য কৃষিজমিতে হাত পড়ছে।

উত্তর ৩: আবার ভুল। হঠাৎ 'তেড়েফুঁড়ে' নয়, পরিকল্পনা করেই নগরায়ন ও শিল্পায়ন হচ্ছে। নামেই তো পরিষ্কার— 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'। ওখানে শিল্প হবে, পরিষেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকটাও থাকবে। সরাসরি হবে কিছু, পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে অনেক বেশি। উন্নয়ন চাই, অর্থনৈতিক বিকাশ চাই, পরিকাঠামো চাই। এ জন্য চাই অনেক টাকা। নেই। যদি বিদেশি লগ্নি এমন ক্ষেত্রে আসে, পার্টির আপত্তি নেই। এটা ঘোষিত নীতি, কোনও গোপন কথা নয়।

প্রশ্ন ৪: কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে জোর দিয়ে, ছোট ছোট উদ্যোগ ছড়িয়ে দিয়ে বিকল্প উন্নয়নের পথ কি তাহলে পরিত্যক্ত হল? বামপন্থীরা বিকল্প পথের কথা বলেন, তারই বা কী হবে?

উত্তর ৪: এসব ক্ষেত্রেও জোর থাকছে, থাকবে। নতুন কিছু মানেই পুরনোকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ নয়। সব মিলিয়েই বিকল্প পথ।

প্রশ্ন ৫: তাই বলে কৃষকের জমিতে থাবা বসানো হবে? গরিব নিম্নবিত্ত কৃষিজীবীদের উৎখাত করতে হবে?

উত্তর ৫: থাবা বসানোর প্রশ্নই আসে না। তিনফসলি জমিতে হাত দেওয়া হবে না, সেজন্যই তো ভাঙড়কে (রাস্তা ছাড়া) এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে। দু'ফসলি জমিতেও কখনও নয়। হবে অনাবাদী, পতিত ও একফসলি জমিতে। একফসলি জমিতে কৃষকদের যা হয়, তা যথেষ্ট নয়। এবং এ কথাও তো মানতে হবে যে, শিল্প আকাশে হয় না, জমি চাই। জমি তো রাবারের মতো টেনে বড় করা যায় না। যে জমিতে চাষ হয় না, সেখানে শিল্প হতে পারে। মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে এমন জমির অভাব নেই। বাংলার জমি ও আবহাওয়া এমনিতেই চাষবাসের উপযোগী। আরও একটা কথা মনে রাখা উচিত। এ রাজ্যে এক সময়ে কৃষিজমি ছিল মোট জমির তিন ভাগের এক ভাগ। আর এখন— তিন ভাগের দু'ভাগ। একদিকে যেমন অল্প-সুবিধের জমিতে শিল্প হতে পারে, অন্যদিকে কৃষির জন্য নতুন জমিও খুঁজতে হবে। মানে, চাষযোগ্য করে তুলতে হবে। ভূমিসংস্কারের আরেকটা পর্ব। তাতে ক্ষতি নয়, ভাল হবে কৃষকের।

প্রশ্ন ৬: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রস্তাবিত উপনগরী গড়তে গিয়ে বহু কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এটা তো সত্যি?

উত্তর ৬: সত্যি নয়। বারবার 'উপনগরী' বলার কারণ কী? বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। পরিকাঠামো। শিল্পও। স্বাস্থ্য ও শিল্পনগরী। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনেই রাখা হচ্ছে না। বারাসত থেকে রায়চক পর্যন্ত ৮৫ কিলোমিটার আধুনিক বড় রাস্তা হবে। তাতে মানুষ উপকৃত হবেন না? পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এটা বড় পদক্ষেপ নয়? এবং, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে, এমন কিছু করবে কেন বামফ্রন্ট সরকার? এমন কিছু ভাববেন কেন মুখ্যমন্ত্রী? এমন কিছুতে থাকবে কেন পার্টি? যেখানে একফসলি জমি নেওয়া হবে, কৃষক ন্যায্য দাম পাবেন। বিকল্প বাসস্থান ও রুজির দিকেও নজর দেওয়া হবে। জাকার্তাতেই তো মুখ্যমন্ত্রী বলে এসেছেন, গরিব কৃষককে বঞ্চিত করে কিছুই করা হবে না। মনে রাখবেন, সব দিক দেখেই জমি চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমন তো নয় যে, একদিনেই সবটা জমি দরকার। শিল্প হবে, নগরায়ন হবে— এ তো অনিবার্য। কিন্তু কোনও কৃষককে পথে বসিয়ে নয়। হবে না। এখানে হবে না।

প্রশ্ন ৭: কিছু কৃষককে, কৃষক নন— এমন অনেককেও সরে যেতে হবে। যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও বিকল্পের ব্যবস্থা হবেই, এ কথা মানুষ বিশ্বাস করছেন?

উত্তর ৭: করছেন, করবেন। পার্টির ওপর, বামফ্রন্টের ওপর মানুষের বিশ্বাস আছে বলেই তো সমর্থন আছে। যাঁরা অবিশ্বাসী, তাঁরাও বিশ্বাস করবেন, যখন দেখবেন যে এক্ষেত্রে পার্টি যা বলছে তা-ই করা হবে।

প্রশ্ন ৮: সি পি এমের মধ্যেই তো তীব্র মতপার্থক্য। বামফ্রন্টের দু-তিন শরিক প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিভ্রান্তি তৈরি হওয়াটা কি অস্বাভাবিক?

উত্তর ৮: পার্টিতে মতপার্থক্য আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে ফেলা হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়েছে। বামফ্রন্টে আলোচনা হবে, সমস্যা হবে না। সব তথ্য জানলে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৯: দিল্লির সঙ্গে কলকাতার মতের তফাত দেখা যাচ্ছে। প্রকাশ কারাত যা ভাবছেন, এখানে তা ভাবা হচ্ছে না। তবু বলছেন, বিভ্রান্তি নেই?

AAJKAL

উত্তর ৯: সরল বিভ্রান্তি থাকলে তা কাটাতে হবে। আর যদি কেউ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে চান, তার জবাব দিতে হবে। সি পি এমে সিদ্ধান্ত হয় নানা স্তরে আলোচনার মধ্য দিয়ে। প্রকাশ কারাত একরকম ভাবছেন আর এখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অন্যরকম করছেন, এটা হবে না। হতে পারে না। মন্ত্রী রেজ্জাক আলি মোল্লার মন্তব্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়েছে। উনিও পার্টির সিদ্ধান্তের অংশীদার। পার্টি সব দিকের বক্তব্য শুনেছে। তারপর একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই রাজ্য কমিটিতে পেশ ও পাস হয়েছে। বিভ্রান্তি কোথায়?

প্রশ্ন ১০: বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি খারাপ, মেরামতের চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী?

উত্তর ১০: আবার, আবার ভুল। ভাবমূর্তি খারাপ নয়। ভাবমূর্তি সাফল্যের। এ রাজ্যে রাজনৈতিক সুস্থিতি আছে, কর্মসংস্কৃতি আছে, উপযুক্ত পরিবেশ আছে, অর্থনৈতিক উন্নতির স্পষ্ট ছবি আছে, সেজন্যই তো লগ্নিকারীরা আসতে চাইছেন। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। পার্টির সায় ও সাহায্য নিয়েই।

•

সাধারণ প্রশ্নোত্তর পাওয়া গেল। বিরোধীদের স্বাভাবিক বিরোধিতার বাইরেও একটা জায়গা আছে। বামপন্থার জায়গা। সি পি এমের মধ্যেই মতপার্থক্য। আছে বা ছিল বা এখনও একটু আছে। কোনও দলের সঙ্গে নেই, এমন বামপন্থীদের মধ্যেও অনেক সংশয় আছে, গুরুতর প্রশ্ন আছে। ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছে সি পি এম? আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পার্টি দপ্তরে রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের ঘরের দরজা সব সময় খোলা। মানে, দরজা আছে, বন্ধ করা হয় না। যখন কোনও মন্ত্রী বা পার্টি নেতার সঙ্গে কথা বলছেন, তখনও খোলা। সেই খোলা দরজা থেকেই বেরিয়ে এল উত্তর: পার্টিতে যদি দুটো-তিনটে মত থাকে, ক্ষতি কী? ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতেই পারে। সবার মত শুনে বুঝে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং সেই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করার জন্য সবাইকে একসঙ্গে যেতে হবে। বামপন্থীদের মধ্যে, সমাজে পাঁচটা মত থাকতেই পারে। আমি বলব, থাকাই উচিত। প্রশ্ন ও সংশয় যদি সচেতন মানুষদের দিক থেকে আসে, তাতে সমাজেরই মঙ্গল। এই প্রশ্নকে স্বাগত জানাই। ...বললেন অনিল বিশ্বাস।

যাবে না ভাঙড়ের জমি, আশ্বাস সি পি এমের

সঞ্জয় চক্রবর্তী

সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত নগরায়ন প্রকল্পে ভাঙড়ের কৃষি জমি যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই বলে শনিবার এলাকার কৃষিজীবীদের আশ্বস্ত করলেন এলাকার সিপিএম নেতারা।

এ দিন ভাঙড়ের প্রভাবশালী সিপিএম নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, "সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পেশ করা মানচিত্রে ভাঙড়ের কৃষি জমি নেই।" ভূমিসংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জার মোল্লার ঘনিষ্ঠ, দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য আবদুস সাত্তার এ দিন সাফ বলেছেন, "রাজারহাট-নিউটাউন আবাসন প্রকল্পের পরে নতুন করে আবাসন গড়তে ভাঙড়ের কৃষি জমি ব্যবহার হবে না। সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত নগরায়ন প্রকল্পেও ভাঙড়ের কৃষি জমি যাবে না। তবে প্রস্তাবিত বারাসত-রায়চক রোডের জন্য ভাঙড়ের কিছু কৃষি জমি দিতেই হবে। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।"

দলীয় সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকের কিছু কৃষি জমির উপরে হাত পড়ার আশঙ্কা আছে। কারণ প্রস্তাবিত বারাসত-রায়চক রোডের দু'পাশের জমিতেই ওই প্রকল্প গড়ে ওঠার কথা। ভাঙড় থেকে বারুইপুর হয়ে রাস্তাটি বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে উস্তির শিরাকলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিষ্ণপুরের আঁধারমানিক, জুলপিয়া এবং রসখালির কিছু কৃষি জমিতে টান পড়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সিপিএম সূত্রের খবর, সালিম গোষ্ঠীর কাছে জমির যে মানচিত্র পেশ করা হয়েছে, তাতে ক্যানিংয়ের কারখানাচক, ধোয়াঘাটা-নারায়ণপুর এলাকা রয়েছে। আছে বারুইপুরের উত্তরভাগের নীচু এলাকা। রয়েছে উস্তির শিরাকল এবং মগরাহাটের বেশ কিছু কৃষি জমি। জেলা সিপিএম নেতাদের দাবি, যে জমি সালিম গোষ্ঠীর প্রকল্পের জন্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অধিকাংশই এক ফসলি। বর্ষায় সেখানে এক গলা জল থাকে। উস্তি এবং মগরাহাটের সেচসেবিত দুই কিংবা তিন ফসলি কোনও জমির উপরে যাতে হাত না পড়ে, সেই বিষয়টিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে বলা হয়েছে।

জেলা সিপিএমের প্রতিটি সভায় আলোচ্যসূচিতে না-থাকলেও সালিম গোষ্ঠীর প্রকল্পে কৃষি জমির উপরে হাত পাড়ার সম্ভাবনা অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে। দলের জেলা সম্পাদক শান্তিময় ভট্টাচার্য জানান, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর বারুইপুরে দলের এক কনভেনশন হবে। মূলত সাংগঠনিক আলোচনা, বিশেষত আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত বন্‌ধের দলীয় প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য কনভেনশন ডাকা হয়েছে। জেলা সিপিএমের প্রভাবশালী নেতারা বলছেন, সেখানেও সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত প্রকল্পে কৃষি জমিতে হাত পড়ার বিষয়টি নিয়ে সবিস্তার আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কর্মীরা। ৪ সেপ্টেম্বর আমতলার একটি সিনেমা হলে কনভেনশন ডেকেছে বিষ্ণুপুরে সিপিএমের জোনাল কমিটি। সেখানকার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কৃষি জমিতে হাত পড়ার বিষয়টি না-থাকলেও দলীয় নেতৃত্ব বলছেন, "আলোচ্যসূচিতে না-থাকলেও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হতে পারে সব সময়ই।"

Left to multinationals

Anil Biswas quotes from capitalist manual!

The resentment against conversion of agricultural land for industrial purposes has been raging for so long that Buddhadeb Bhattacharjee sounded far from convincing when, just before leaving for Singapore, he pleaded ignorance about differences in the cabinet. Abdur Razzak Molla, land reforms minister, had raised the banner of revolt until he was silenced by his party. Now the Forward Bloc and RSP have joined the battle. Their main target seems to be the chief minister who has taken his reform programme to Singapore with a stirring call to multinationals — still untouchable for the junior Left partners — to land in Bengal's virgin territory mostly rejected by Indian investors. This time he also has secured the endorsement of Alimuddin Street for the bold declaration that West Bengal is even prepared for 100 per cent foreign investment in new ports and airports — a stunning announcement of which there was no hint earlier. Protests from the Forward Bloc, RSP and CPI get them nowhere.

More significant is the chief minister's confession that "communists (in Bengal as elsewhere) have changed". The party that had made solid inroads in the rural belt by embracing landless peasants now offers 5,000 acres in South 24-Paraganas to an Indonesian group for shopping malls, residential complexes, food, health and IT parks. Despite assurances that this doesn't include agricultural land where up to three crops are grown in a year, how this will affect the overall food security position is anyone's guess. There is also no word on manufacturing industries when factories have closed and unemployment levels are quite fearsome. Anil Biswas says, "can you name any big company in India that has no relationship with one or more multinationals?" and sounds like an apologetic Marxist ready to quote from the capitalist manual. In defence of the dramatic U-turn, he pulls out the Left's election manifesto of 2001 which had spoken of "new investments" in petrochemicals, biotechnology, IT, food processing and tannery. Was that the green signal for multinationals which the Forward Bloc now compares with the arrival of the East India Company? Despite protests, the message is that the deed is done and junior partners, even Mamata Banerjee, are minor obstacles. It's simply a matter of disowning the past, rationalising distortions and making the market Marxist credible. Whether Bengal's deep-rooted infrastructure problems will be solved is another matter.

'Globalisation is a must'

EXCLUSIVE

Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee returned to Kolkata at 10.50 p.m. on Friday night from Jakarta after his two-nation (Singapore and Indonesia) tour of South-east Asia. In an interview to The Jakarta Post, **a member of the** Asia News Network, **he told Veeramalla Anjaiah that the fact that even American companies were coming to Bengal was proof that the state was a favoured investor destination. Strongly endorsing the liberalisation process, the chief minister asserted that "Communists... have to reform... we can't speak of old dogmas...". Excerpts:**

How do you see globalisation?

Globalisation is a must. Nobody can stop it. And we have to admit it. We want globalisation but not at the cost of our interest, developing countries' interest. We want a level playing field, otherwise it will be one-sided. Only developed countries will benefit from it at the cost of Third World countries. That is not good. We cannot avoid this globalisation process. We must participate in it.

How would you rate the investment climate in West Bengal?

In the past, there were some apprehensions about West Bengal. Now, those apprehensions no longer exist. For example, Japan's foreign direct investment (FDI) in West Bengal is the highest in India. Four years back I visited Japan. Mitsubishi Chemicals came to West Bengal and established a big plant.

Why is Bengal such a favourite destination for foreigners?

It's because of our locational advantage, because of our natural resources, human resources and finally, political stability. I try my best with other colleagues to prove that we are an investor-friendly government, not only in our talk but in our actions. Foreigners are coming, even Americans are coming to West Bengal. American companies like IBM, Pepsicola have already established plants in Bengal. It's an indication that foreigners also feel now the West Bengal is their favourite place.

What about the red-tapism in your state?

After 1992, the Indian government started the liberalisation process and things got moving. The situation is not like it was previously. As far as our state is concerned, I personally believe that foreign companies in West Bengal are protected. We have to take their needs into consideration. Once again, Mitsubishi's case is a good example. They made a profit in just three years. Now they are planning to establish another plant.

Yours is a Leftist government. If any labour dispute arises in a foreign company, how will your government deal with the issue?

Our involvement in trade unions is an advantage. The majority of workers are in support of this government. And we are trying to change their mind-set. I tell them, look this is a new situation. We need FDI; we need infrastructure. Issues like production, productivity and the quality of production are not the headaches of the management alone. You have to share them. Otherwise, industries will collapse and jobs will be lost. Now things have changed. For example, there are so many Information Technology (IT) companies in West Bengal. Not a single working day has been lost due to strikes or unrest since their establishment.

It's a strange situation. You represent a Communist party but work with the Congress Party as well as foreign businesses, including American capitalists. Could you please throw some light on this?

You see, we can't speak anymore about old dogmas. The world is changing . We are also changing. Look at China. The situation is completely different if you compare it with what it was before 1978. The Chinese realise that their position in the world has changed. So, they changed their policies accordingly. Deng Xiaoping used to say: "We learn truth from facts, not from books." We learned from our experiences in India and abroad. We are functioning in a small area. India is a big country and West Bengal is part of India. We have to formulate new policies. We have to reform our old policies. Otherwise, we will not be able to survive. And our success story is our land reforms. The majority of the land belongs to poor farmers. Based on this success in the agriculture sector, now we want to focus on the industrial sector.

What is the main purpose of your visit to South-east Asia and Indonesia in particular?

Our policy at this moment is to interact with all South-east Asian countries and also East Asian

Turn to page 5

27 AUG 2005

কলকাতার মুখ বদলাতে চার হাজার কোটির রূপরেখা

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী পাঁচ বছরে কলকাতাকে ঘিরে ৪,০০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি রূপরেখা তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। যুক্তি, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে এ রাজ্যকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই প্রধান শহরের আধুনিক মুখচ্ছবি। নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য জানান, কলকাতার মুখচ্ছবি আধুনিক করে তুলতে বাছাই করা কিছু পরিকাঠামো প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব তৈরি করে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠাচ্ছেন তাঁরা।

তবে শুধু কলকাতা নয়, লগ্নি যাতে রাজ্যের অন্যত্রও ছড়াতে পারে, তার জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদি এই পরিকল্পনায় আসানসোলকে ঘিরে আরও ৩৫০ কোটি টাকার একটি নকশা তৈরি করেছে রাজ্য। কলকাতার মতো ওই শহরেও নতুন প্রাণ সঞ্চার করাই লক্ষ্য সরকারের।

পরিকাঠামো উন্নয়নের আর পাঁচটা পরিকল্পনার সঙ্গে এই নকশার পার্থক্য হল, এটির প্রধান উদ্দেশ্য বিনিয়োগকারীদের নজর আকর্ষণ। ফলে এই তালিকায় অগ্রাধিকার পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা, উড়ালপুল, সেতু ও শহরের বাণিজ্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে আর বিশদ কিছু জানাতে রাজি হননি অশোকবাবু।

তবে পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে যাতে জমির অভাব না হয়, তার জন্য রাজ্য সরকার কলকাতা বন্দর-সহ রেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে অব্যবহৃত জমি চাইবে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসছেন অশোকবাবু। তিনি বলেছেন, ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট বা জমির উর্দ্ধসীমা আইন সংশোধন করা হলে, বা যদি তা তুলে দেওয়াও হয়, তা হলে শহরের মধ্যে জমির জোগান কিছু বাড়ানো গেলেও, কলকাতা ঘিরে সরকার উন্নয়নের যে রূপরেখা তৈরি করেছে তাতে আরও জমি প্রয়োজন।

নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রের 'লুক ইস্ট পলিসি' বা পুবে তাকাও নীতিকে কার্যকর করতে কলকাতাকে ঘিরে লগ্নিকারীদের জন্য রাজ্যে আরও দু'টি উন্নত শহর গড়ে তুলতে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হলদিয়া ও শিলিগুড়িকেও 'আরবান রিনিউয়াল মিশন'-এর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভা-সহ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বসে কলকাতার পরিকাঠামো উন্নয়নের যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য মোট যে টাকা ব্যয় হবে, তার ৩৫ শতাংশ অর্থ চাওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আসানসোলের জন্য ৫০ শতাংশ টাকা। দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করার পর বাকি অংশ সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বা আর্থিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে যে ভাবে সিঙ্গাপুরে লগ্নি শিকারে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং বুদ্ধবাবুকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছেন, তাতে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করবে বলে অশোকবাবু মনে করছেন। বিশেষ করে খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন পূর্ব ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ভিতকে আরও মজবুত করতে তাঁর 'লুক ইস্ট' নীতিকে বাস্তবায়িত করতে চাইছেন।

এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মন্ত্রী নিরুপম সেনের ধারণা, বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে না পারলে পিছিয়ে পড়বে রাজ্য। আর সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রতি শিল্প দফতরও প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে রাজ্য জুড়ে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নেরও একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর জন্য অর্থের সংস্থান ও প্রকল্প চিহ্নিত করতে ভার দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ

এর পর নয়ের পাতায়

কথা নতুন কাগজকল নিয়ে

সালিম-সহযোগীদের সঙ্গেও বৈঠক বুদ্ধের

জয়ন্ত ঘোষাল ● জাকার্তা

২৬ অগস্ট: জাকার্তা-বিজয় সেরে ফেরার সময়েও লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরালেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

স্বপ্নের উপনগরী গড়ার প্রাথমিক চুক্তিপত্রে কালই সই করা হয়ে গিয়েছে। অ্যাস্তনি সালিমের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মানচিত্র।

এ বার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উপনগরী পত্তনের জন্য সালিমের সহযোগী শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালালেন বুদ্ধবাবু। সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং মত বিনিময় সেরে ফেললেন সফরের শেষ দিনে। উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের পারদরেখাকে আরও কিছুটা উপরে ওঠানো।

সকালে বুদ্ধবাবুকে সালিম গোষ্ঠীর ইন্দোমোবিল কারখানা ঘুরিয়ে দেখান সংস্থার প্রধান গুনাদি কাঙ্গ। ৪০০ একর জমির উপর এই পেল্লায় কারখানায় বছরে ১২ লক্ষ মোটরসাইকেল তৈরি হয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে, প্রায় চোখের নিমেষে তৈরি হচ্ছে মোটর সাইকেল, স্কুটার। যা দেখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দৃশ্যতই মুগ্ধ। উলুবেড়িয়ায় ৬৫ একর জমি নিয়ে মোটর সাইকেল কারখানা গড়বে ইন্দোমোবিল। বুদ্ধবাবু বলেন, "আরও ২০ একর জমি ওদের দেওয়া হবে বলে ঠিক করে রাখা হয়েছে। মোটর সাইকেলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরি হবে। ওরা ২২৫ কোটি টাকা ওই কারখানার জন্য বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে।" শীঘ্রই জায়গা দেখতে কলকাতায় যাবেন ইন্দোমোবিলের কর্তারা। জানা গিয়েছে, মোটর সাইকেল তৈরির ক্ষেত্রে চিন বা জাপানের কাছ থেকে প্রযুক্তি সহায়তা নেওয়া হবে। বুদ্ধবাবু জানান, সালিম গোষ্ঠীর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বেনি সান্তোসোর সঙ্গে এই বিষয়ে সবিস্তার কথা হয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রকল্পে ভারতীয় শরিক থাকবে কি না তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

বুদ্ধদেব আজ বৈঠক সেরেছেন লিপ্পো ব্যাঙ্কের সঙ্গেও। সালিমের শিল্প-সাম্রাজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এই ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শিল্পপ্রকল্পে ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে। ব্যাঙ্কের কর্ণধার জেমস রিয়ার্ডির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বিনিয়োগ-সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এশিয়ান পাল্প অ্যান্ড পেপারের চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্কি বিজয়া এবং তাঁর ছেলে মুখতার বিজয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বুদ্ধ। টিটাগড় এবং বেঙ্গল পেপার মিলের রুগ্‌ণ দশা কাটানো যায় কি না, সে ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী কোনও সহায়তা করতে পারবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি জানান, রুগ্‌ণ মিলের দায়িত্ব নেওয়ার বদলে ওঁরা রাজ্যে এক বা একাধিক নতুন পেপার মিল খুলতে আগ্রহী। সামনের মাসেই একটি দল রাজ্যে যাবে। বিজয়াদের বক্তব্য, ব্রিটিশ আমলের কাগজের মিল অচল হয়ে গিয়েছে। তা চালানোর থেকে নতুন কারখানা করা সহজ।

কাল বাখরি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিন্দ্য বাখরির সঙ্গে বৈঠক করে অভিভূত মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, "এতটা হবে আমি ভাবতে পারিনি।" কয়লার প্রসেসিং-এ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই গোষ্ঠীর প্রধান আবু রিজাল বাখরি। হলদিয়ায় একটি কয়লা কারখানা (দু'রকম কয়লা মিশ্রণ করে) গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এর আগে কলকাতায় ঘুরে গিয়েছেন অনিন্দ্য। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। একশো একর জমিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এই কোল-মিক্সিং প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চাকরি হবে ৩০০ জনের। বিনিয়োগ হবে আড়াইশো কোটি টাকা। বছরে ১২০ কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হবে। বুদ্ধবাবু জানালেন, চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। অক্টোবরে ওঁরা আবার কলকাতায় যাবেন।

খুচরো বাজারের বিপুল সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে মিত্রা আদি প্রকাশের সঙ্গেও আলোচনায় বসেন বুদ্ধদেব। এ দেশের সব চেয়ে বড় শাপং মল এই আদি প্রকাশের। ভারতে কোনও প্রকল্প করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখছেন আদি

সালিমের কারখানায় বুদ্ধ। শুক্রবার। — *এ এফ পি*

প্রকাশ। মুখ্যমন্ত্রীর এই দফায় দফায় বৈঠক এবং শিল্প কারখানা পরিদর্শনের সঙ্গী ছিলেন শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব এস ই আহমেদ এবং ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান প্রসূন মুখোপাধ্যায়।

তবে কলকাতায় ফিরেও কোনও বিশ্রাম নয়। মুকেশ অম্বানী, হিন্দুজা এবং টাটাগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই সফরের বিভিন্ন দিক তাঁদের কাছে তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী। চাইবেন দেশি শিল্পপতিদের সহযোগিতা।

● বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলবেন মনমোহন. পৃঃ ৪

শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

শিল্পায়নে গতি আনতে এক মাসের মধ্যে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং জমির চরিত্র পাল্টানোর কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগ প্রতিটি ব্লক ও জেলা স্তরের কৃষি আধিকারিকদের কাছে ওই নির্দেশ পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পের জন্য এ-পর্যন্ত কোথায় কত জমি দেওয়া হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও তৈরি করছে ভূমিরাজস্ব বিভাগ। জেলা-ভিত্তিক জমি অধিগ্রহণের রিপোর্ট অনুসারেই ওই তালিকা তৈরি হবে।

সম্প্রতি শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় ভূমিরাজস্ব বিভাগ নির্দিষ্ট ভাবে দেখাতে চায়, এ-পর্যন্ত কী ধরনের জমি শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনও উর্বর কৃষিজমি ব্যবহৃত হয়েছে কি না, হলে তা কোথায় হয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে ৯৭ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে চাষযোগ্য জমি সাড়ে ৫৪ লক্ষ হেক্টর।

সরকারের দাবি, এ-পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই শিল্প গড়ার জন্য উর্বর চাষযোগ্য জমি ব্যবহার করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে ৪২ লক্ষ হেক্টর অকৃষি জমি আছে। তার মধ্যে ২০ শতাংশ বন ও বনাঞ্চল। বাকি অকৃষি

চরিত্র বদল এক মাসেই

জমির মধ্যে আছে নদীনালা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, গোচারণ ভূমি, শ্মশান, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যে চার রকমের চাষযোগ্য জমি আছে। শালি, সুনা, আমন এবং দো। ভূমিরাজস্ব দফতর দেখতে চায়, এ-পর্যন্ত শিল্পের জন্য কোন কোন ধরনের জমি নেওয়া হয়েছে। ভূমিরাজস্ব দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওই সমীক্ষা চালাচ্ছে কৃষি বিভাগ।

রাজ্য সরকারের বক্তব্য, এ-পর্যন্ত মূলত পতিত ও অব্যবহৃত চাষের জমিতেই শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পতিত জমির মধ্যে নেওয়া হয়েছে মূলত লায়েক পতিত জমি। যেখানে পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনও চাষ হয়নি, লায়েক পতিত জমি সেগুলোই। এ ছাড়াও আছে সাবেক পতিত এবং খন্দ পতিত জমি। সাবেক পতিত হচ্ছে সেই সব জমি, যেখানে এক বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনও চাষ হয়নি। যেখানে কোনও কৃষিবর্ষের একটি খন্দে কোনও চাষ হয়নি, সেটাকে বলে খন্দ পতিত জমি। কৃষিবর্ষে মোট চারটি খন্দ থাকে— ভাদুই, রবি, শীত ও গ্রীষ্ম। প্রতিটি কৃষিবর্ষের মেয়াদ ১ জুলাই থেকে পরের বছর ৩০ জুন পর্যন্ত। শিল্পের জন্য এ-পর্যন্ত উঁচু ও নিচু জমিই ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝারি শ্রেণির চাষযোগ্য জমি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। রাজ্যে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ জমি মাঝারি চাষযোগ্য শ্রেণিভুক্ত। যে-সব জমি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুৎপাদক এবং ফাঁকা অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলিকে তাড়াতাড়ি খাস ঘোষণা করতে চাইছে সরকার।

বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শিল্পপতিরা জমি চেয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বসে আছেন। ক্ষতিপূরণ নিয়ে রফা না-হওয়ায় কৃষকের কাছ থেকে জমি পেতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যে-সব জমির ক্ষেত্রে মিউটেশন করানো হয়নি, সেখানে সমস্যা বেশি। রেকর্ড ঘাঁটতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, জমির প্রকৃত মালিক হিসাবে এক জনের নাম আছে আর জমি ভোগ করছেন অন্য এক জন। সে-ক্ষেত্রে শিল্পপতি বুঝে পাচ্ছেন না, ক্ষতিপূরণের টাকা কাকে দেওয়া হবে। এই সব বিষয়ের চটজলদি নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

27 AUG 2005

বারাসতের কাছে জমি খুঁজছে রাজ্য

জয়ন্ত ঘোষাল ● জাকার্তা

২৫ অগস্ট: ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী আবু রেজাল বাকরির কাছেও কথাটা পাড়লেন বুদ্ধবাবু। আর তখনই বোঝা গেল, একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে কলকাতায় নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ার প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কতখানি উৎসাহী।

বাকরি হলেন অর্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প এই তিনটি মন্ত্রকের সমন্বয়কারী মন্ত্রী। এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনার হেমন্ত কৃষ্ণ সিংহ জানাচ্ছেন, আরও সাত-আটটা মন্ত্রকের উপরে বাকরির প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। কারণ, মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি বিখ্যাত বাকরি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ছিলেন।

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী তে মাসেক হোল্ডিংসের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি হো চিংয়ের সঙ্গে বৈঠকেও বিমানবন্দর এবং নদীবন্দর গঠনে বিদেশি লগ্নির কথা বলেন বুদ্ধবাবু। আজ জাকার্তায় ফোর সিজনস হোটেলের ১৬২২ নম্বর সুইটে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "নতুন বিমানবন্দর এবং নদীবন্দর গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের কথা আমি খুব সচেতন ভাবেই বলেছি। এটা নিয়ে অনেক দিন থেকেই ভাবনাচিন্তা চলছে। পৃথিবীর যে কোনও উন্নত শহরে কম পক্ষে দু'টি বিমানবন্দর আছে। আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করছি। স্বাস্থ্যনগরী, উপনগরী গড়ে তুলছি। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে। রাস্তা হবে, সেতু হবে। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের বিমানবন্দর এবং বন্দরের সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট নেই।" তাঁর ব্যাখ্যা, "এই কারণে কুলপিতে আমরা একটা নতুন বন্দর স্থাপন করতে চাইছি। কিন্তু কেন্দ্র এখন বলছে, ওরা সাগরে নতুন বন্দর গড়বে। যদি সাগরে নতুন বন্দর গঠন হয়, তা হলে আমাদের কুলপি বন্দরের বদলে নতুন বিমানবন্দরকে অগ্রাধিকার দেব।"

নতুন বিমানবন্দর

নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোথায় হচ্ছে, ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে তা নিয়েও। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দেড় ঘণ্টার বেশি যাত্রাপথে বিমানবন্দর তৈরি করা যাবে না। কমপক্ষে ৩০০ একর জমিও লাগবে। রাজারহাটে বরাদ্দ করার মতো আর জায়গা খালি নেই। তাই এ বার বারাসতের দিকে ঝুঁকেছে সরকার। সরকারি সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বারাসতের অদূরে জায়গা বাছার প্রাথমিক কাজ চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রকাশ কারাট দলে আগে বিমানবন্দরে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করেছেন। দল এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা করেছে কেন্দ্রে, তা হলে এই সিদ্ধান্তে দলের ছাড়পত্র বুদ্ধবাবু পাবেন কী করে?

মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য সাফ জবাব, "দল যেটা বলছে, সেটা নতুন বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে প্রকাশের সঙ্গে মতপার্থক্যের কোনও প্রশ্নই উঠছে না। বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে।" কিন্তু বিমান বা নদী বন্দর গঠনের কাজ তো কেন্দ্রের, আপনি কী করবেন?

বুদ্ধবাবুর জবাব, "বিষয়টি কেন্দ্রের হলেও, জমি রাজ্যকেই দিতে হবে। রাজ্য সরকার যদি নিজের দিক থেকে বিমানবন্দর গঠনে উদ্যোগী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কাজটা আরও ত্বরান্বিত হবে।" তবে তিনি স্বীকার করেন "ভাবমূর্তির সমস্যার জন্য অনেকে বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত। বিশেষত আমি চাইছি আর প্রকাশ কারাট চাইছে না, এমন একটা প্রচারেও বিদেশের অনেকে মনে করছেন, যে, তা হলে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের জেরে যদি কাজটাই না হয়? আ

এর পর সাতের পাতা

বারাসতের কাছে জমির খোঁজ

প্রথম পাতার পর

তাই বিদেশে এসে স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে জানাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের প্রশ্নে দলের দিল্লির সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এ কারণেই, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেটে একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি নিতে পারছি। রিটেল সেক্টরেও একই ভাবে সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগে কাজ করছি।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সালিম উপনগরী গড়লে সেখানে স্বাস্থ্যনগরীকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই।"

কিছু দিন আগেই জাপানের এক প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকেও নতুন একটি বিমানবন্দর গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জুরি কোইজুমি যখন দিল্লিতে আসেন, তখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, বুদ্ধবাবু এ ব্যাপারে সব শ্রেণির শিল্পপতিদের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা চাইছেন।

প্রশ্ন করলাম, জমি বণ্টন নিয়ে এত বিতর্ক। মমতা বিরোধিতা করছেন। দেশে ফিরে কি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন? বুদ্ধবাবু বললেন, "উন্নয়নের স্বার্থে যে কোনও কথা বলতে পারি। বোঝাতে পারি, কেন, কী ভাবে এ কাজ করছি। সর্বদলীয় বৈঠক করতেও রাজি। সবাইকে ক্ষুদ্র রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে।"

সেই লক্ষ্য মাথায় রেখেই অসুস্থ শরীর নিয়েও কাজ করে চলেছেন বুদ্ধবাবু। গত সোমবার তিনি যখন সিঙ্গাপুরে এলেন তখন এসেছিলেন জ্বর নিয়ে। চার দিন ধরে একনাগাড়ে মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, আমলাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে বৈঠক করে চলেছেন তিনি। শরীর এতটাই খারাপ, প্রথম দিন সিঙ্গাপুরে এসে রাতে স্থানীয় ভারতীয় হাইকমিশনারের দেওয়া নৈশভোজেও যাননি বুদ্ধবাবু। সঙ্গে স্ত্রী-কন্যাও নেই। যেমন থাকে প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে।

আর শহর ঘুরে দেখা, বেড়ানো, কেনাকাটা, এ সবের কোনও বাসনাই নেই তাঁর। সিঙ্গাপুরে দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পরেই হোটেলের ঘরে ঢুকে পড়েছেন বুদ্ধবাবু। রাতে খেতে যাওয়া কিংবা রাতের শহর দেখা তো দূরের কথা, গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন পরের দিনের জন্য। প্রশ্ন করলাম, সিঙ্গাপুরের কিছুই প্রায় দেখলেন না। কোনও দ্রষ্টব্য স্থানও না? মুখ্যমন্ত্রীর সহাস্য জবাব, "কেন এত লম্বা লম্বা বাড়ি দেখলাম।"

পরিবারের কেউ সঙ্গে না থাকলেও, পরিবারের সদস্যের মতোই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চোখে চোখে রাখছেন যিনি, এমনকী ওষুধটা পর্যন্ত খাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তিনি আর কেউ নন, নিরাপত্তা অফিসার এ কে মালিওয়াল।

নানা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা আছে। সেই সব সফরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ফারাক কিছুই দেখছি না। রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শীর্ষ বণিক সংগঠন, সকলেই বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দেখা করতে উৎসাহী। হয়তো এই হাইপ্রোফাইল সফর দেখেই মধ্যাহ্নভোজনে মুখমন্ত্রীর পাশে বসে ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত সিপুত্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ভুল করে বুদ্ধবাবুকেই প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করে বসলেন। ভুল শোধরাতে হল খোদ বুদ্ধবাবুকেই।

26 AUG 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

শহর ছাপিয়ে ডেঙ্গুর হানা এ বার হাওড়া-হুগলিতেও

দেবদূত ঘোষঠাকুর

বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ, কোন রোগের সংক্রমণ কোথায় কী ভাবে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই ব্যাপারে এলাকার মানুষের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। তাতে নাগরিকেরা নিজেরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হতে পারবেন। প্রশাসনের পক্ষেও রোগ মোকাবিলার কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নিদান, পরিস্থিতি গোপন রাখতে হবে। নইলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। তাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজ বাধা পাবে।

পরিস্থিতি গোপন করতে গিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কী করা উচিত, স্বাস্থ্য দফতর তা জানায়নি পুরসভাগুলিকে। নিজেরাও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরি করেনি। পুরসভাগুলি আগে থেকে বুঝতে পারছে না, তাদের কী করা উচিত।

পরিস্থিতি তেমন উদ্বেগজনক নয় বলে শনিবার থেকেই বলে আসছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। কলকাতা পুরসভা তাই বিশেষজ্ঞদের সব আশঙ্কা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেজ (নাইসেড) এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রিপোর্ট জেনে তাদের 'অপ্রস্তুত' অবস্থাটা বেরিয়ে পড়ল।

সব কিছু চেপে যাওয়ার তাগিদে প্রথম চার-পাঁচ দিন ওই সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর বা পুরসভা, কেউই মাথা ঘামায়নি। ন্যাশনাল মেডিক্যালে মৃত তিন জনের 'ক্লিনিক্যালি ডেঙ্গু' হয়েছিল বলে রিপোর্ট পাওয়ার পাশাপাশি ভাটপাড়ায় চার জন রোগীর রক্তে ডেঙ্গুর ভাইরাস মেলার পরেও।

স্বাস্থ্য দফতরের নড়েচড়ে বসতে লাগল ১২ দিন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বুধবার এ ব্যাপারে প্রথম বৈঠক করেন দফতরের অফিসারদের সঙ্গে। তিনি যে পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁর কথায় তা বোঝা যায়নি। তাঁর বক্তব্য শুনে বোঝার উপায় ছিল না যে, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। আক্রান্ত এলাকায় যাননি তিনি। আবদ্ধ ছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের চার দেওয়ালের মধ্যেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন সেখান থেকে।

কলকাতা পুরসভা তখনও পর্যন্ত স্থবির। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া অন্যত্র ডেঙ্গু ছড়ায়নি বলে নিশ্চিন্তে বসে ছিল তারা। ডেঙ্গুর ভাইরাস কিন্তু বসে থাকেনি। অনুকূল পরিবেশে বংশ বিস্তারের হার বাড়িয়ে সে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন নতুন এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট জানাল, ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার নতুন নতুন এলাকায়।

দক্ষিণ কলকাতার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড, দমদম আর ভাটপাড়ার নাম আগেই উঠে গিয়েছিল ডেঙ্গু-মানচিত্রে। এ বার তাতে সংযোজিত হল উত্তর, মধ্য, পূর্ব কলকাতা, সল্টলেক, বারাসত সোদপুরও। নাইসেড ও ট্রপিক্যালের রিপোর্ট বলছে, ডেঙ্গু ছড়িয়েছে হাওড়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা, বাগনান এবং হুগলির ভদ্রকালী ও তারকেশ্বরে। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে ডেঙ্গু সন্দেহে রক্তের যে-সব নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলির সব রিপোর্ট পায়নি স্বাস্থ্য দফতর। তাই ডেঙ্গু সংক্রমণের পুরো চিত্রটি অজানাই থেকে গিয়েছে।

কলকাতায় ১৯৯৮-'৯৯ সালে এক বার ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘটেছিল। তার পরে এই রোগ হয়েছিল শিলিগুড়ি, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের গড়বেতার বিভিন্ন এলাকায়। এত দিন পরে ফের কলকাতায় কী ভাবে এল ডেঙ্গু? এত দিন ওই ভাইরাস কোথায় ছিল?

সংক্রমণ-বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেন, ডেঙ্গু, এনসেফ্যালাইটিসের মতো রোগ হয় মূলত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। পরিবেশে ওই সব জীবাণু সব সময়েই থাকে। ওই জীবাণুর বাহকও থাকে। মাঝেমধ্যে এমন পরিস্থিতি আসে, যখন জীবাণু সক্রিয় হয়। তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে

এর পর সাতের পাতায়

কী করবেন

- দিনের বেলা যতটা সম্ভব দেহ ঢাকা পোশাক পরুন।
- উপসর্গ মিললে সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সেরোলজি পরীক্ষা করান।
- নিজের বাড়ি থেকে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করুন।
- ফুলদানি, এয়ার কুলার সহ অন্য পাত্রের জল নিয়মিত বদলান।
- রক্তবমি শুরু হলে রোগীকে হাসপাতালে দিন।

কী করবেন না

- ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখলে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাবেন না।
- চিকিৎসকেরা পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ খাবেন না।
- জ্বরের সঙ্গে মাথায় ব্যথা হলে তা অবহেলা করবেন না।
- যেখানে সেখানে পরিষ্কার জল জমতে দেবেন না।
- পরিবারে কারও ডেঙ্গু হলে তা চেপে রাখবেন না।

ডেঙ্গুর হানা হাওড়া-হুগলিতেও

প্রথম পাতার পর

যায় বাহক। ওই রোগ ছড়াতে শুরু করে। অনেক সময় পরিস্থিতি অনুকূল না-হলে সামান্য জ্বর ছাড়া কিছু হয় না। আবার পরিস্থিতি অনেক সময় এমন দাঁড়ায়, যখন সংক্রমণে মৃত্যুও হয়।

অনেক বিশেষজ্ঞের মত, এডিস ইজিপ্টাই মশা পরিবেশে থাকে সব সময়েই। কিন্তু ডেঙ্গু-আক্রান্ত মানুষ পরিবেশে থাকে না। ডেঙ্গু-এলাকা থেকে কেউ ভাইরাস নিয়ে এলে তখনই সংক্রমণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এডিস মশা আক্রান্ত মানুষের দেহ থেকে ভাইরাস নিয়ে অন্য কাউকে কামড়ালে দ্বিতীয় ব্যক্তিও আক্রান্ত হন। এই ভাবে রোগ ছড়াতে থাকে। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে অ্যানোফিলিস মশা রোগীর দেহ থেকে প্লাজমোডিয়াম জীবাণু সংগ্রহ করে সঙ্গেই সঙ্গেই তা অন্যের মধ্যে ছড়াতে পারে না। ওই এককোষী প্রাণীটি মশার দেহে তার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। বংশবিস্তার করে। তার পরে সেই নতুন জীবাণু মশার কামড়ের সঙ্গে বাহিত হয় অন্যের শরীরে।

ডেঙ্গুর সংক্রমণ হয় অনেক দ্রুত। ডেঙ্গুর বিপদটা সেখানেই।

ডেঙ্গুর উপসর্গ

জ্বর ■ গাঁট ও গলার গ্ল্যান্ড ফোলা (লিম্ফনোড) **■ মাথা ব্যথা ■ চোখের পিছনে ব্যথা, চোখ নাড়ালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি ■** অন্ধকার ভাল লাগা **■** মানসিক অবসাদ **■** ক্ষুধামান্দ্য **■ শরীরে ছোট ছোট ঘামাচির মতো র‍্যাশ ■** চুলকানি ১ **■ হাড়ে অসহ্য ব্যথা (ব্রেক বোন ফিভার) ■ কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা ■ রক্তবমি ■ রক্ত পায়খানা ■ মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত।**

ডেঙ্গুর চিকিৎসা

ম্যালেরিয়ার মতো **কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। উপসর্গ-ভিত্তিক চিকিৎসা হয়।** তাই তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে ভাল। বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে রক্তের সেরোলজি পরীক্ষা করিয়ে ডেঙ্গু ধরা যায়। **মৃত্যুর কারণ এনসেফ্যালাইটিস, অধিক রক্তপাত এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।**

শিল্পের জন্য কৃষিজমি তবে চুক্তি-চাষের জন্য কোনও সংস্থাকে জমি নয়, জানিয়ে দিলেন বুদ্ধ

জয়ন্ত ঘোষাল ● জাকার্তা

২৫ অগস্ট: জাকার্তায় আজ যখন সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিপত্র সই হল, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সালিমকে জমি দেওয়ার বিরোধিতায় কলকাতায় মিছিল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বিরোধী দলই নয়, আছে শরিক দলের বিরোধিতাও। বুদ্ধবাবুর বক্তব্য, "যারা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে, তারা রাজ্যের উন্নয়ন চায় না। এই নেতিবাচক রাজনীতির অবসান হোক।"

জাকার্তায় যখন এই উপনগরী, শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা হচ্ছে, তখনও বুদ্ধবাবু জানেন, বিভিন্ন স্তরে জমি নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি এখনও আছে।

শুধু বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, দলেরও একাংশ প্রথমে জমি বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তা সামলানো গেলেও ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এসপি-র মতো শরিক দলেরা বিরোধিতা ছাড়েনি। কিন্তু তিনি যে 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' বলতে রাজি নন, সেটা প্রাথমিক চুক্তি সইয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে মধ্যাহ্নভোজনের আসরেই স্পষ্ট হয়েছিল।

ভারতীয় হাই কমিশনার হেমন্তকৃষ্ণ সিংহের আয়োজিত জমি-বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্নটা এসেছিল সিঙ্গাপুরের শিল্পপতিদের কাছ থেকেই।

বুদ্ধবাবু স্বীকার করেন জমি নিয়ে সমস্যা আছে। তাঁর কথায়, "সাধারণত আমরা দেশি বা বিদেশি, যে সংস্থাই হোক, কাউকে চাষ করার জন্য জমি দিই না।" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "এই যেমন পেপসি বা ডাবর কোম্পানি যখন পট্যাটো চিপস-এর কারখানা করতে চেয়েছিল, তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, কারখানা করার জন্য জমি পেতে পারেন, কিন্তু আলু আপনাদের কিনতে হবে কৃষক-সমবায়ের কাছ থেকে। অর্থাৎ আলু চাষের জন্য আমরা কাউকে জমি দেব না। কনট্র্যাক্ট ফার্মিং হবে না। জমির মালিকানার চরিত্র আমরা বদলাতে চাই না।"

বিদেশিদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের জমি আইন ব্যাখ্যা করে বুদ্ধদেববাবু বলেন, ল্যান্ড সিলিং আইন অনুসারে একটি পরিবার সর্বোচ্চ ১২ একর সেচযোগ্য জমি রাখতে পারে। অসেচ জমির ক্ষেত্রে সীমা ১৭ একর। তাঁর সাফ কথা, "চাষ করার ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি বিনিয়োগে রাজি নই।"

এই বক্তব্য শুনে অনেকের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। তাঁরা প্রশ্ন করেন, সালিমের সঙ্গে সমঝোতা করার কয়েক ঘণ্টা আগে বুদ্ধবাবু কৃষিজমি না দেওয়ার কথা বলছেন! পরে ধন্দ মেটান শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন। তিনি বলেন, "চলতি আইনে শিল্প করার জন্য যে কোনও পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করার অধিকার সরকারের আছে। চাষ করার জন্য জমি দেওয়া হবে না। কিন্তু শিল্পের জন্য কৃষিজমি দেওয়া হবে না তা নয়। কৃষিজমি দিয়েই চিরকাল শিল্প হয়েছে।"

কংগ্রেস জমানায় দুর্গাপুর বা বাম জমানায় হলদিয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন, "অতীতে যা হয়েছে, কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেই হয়েছে। ক'দিন আগে বানতলায় ৪০ একর জমি নিয়ে চর্মনগরী গঠন হল, তা তো কৃষি জমি নিয়েই হল। সেখানে একটি গ্রামে ২৫০ পরিবার বসবাস করত। তাদের প্রত্যেকের বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে।"

সব্যসাচীবাবু বলেন, "প্রথমে চেষ্টা করব, যাতে কৃষিজমি বা এক ফসলি জমি নিতে না হয়। কৃষিজমি নেওয়া হলে, কৃষক কর্মচ্যুত হলে, তাদের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। তাদের কী ভাবে অন্য কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন পেশাদারি সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুরু হয়েছে। তাদের বাসস্থান চলে গেলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করার দায়িত্বও সরকারের।"

বুদ্ধবাবু বিলক্ষণ জানেন, দেশে ফিরলে এই প্রাথমিক চুক্তিপত্র সইয়ের প্রতিক্রিয়া সামলাতে হবে। আর তাই যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে, সেই ভাবেই তিনি গোটা ব্যাপারটা সামলাতে চাইলেন।

মধ্যাহ্নভোজের আগে ছিল পশ্চিমবঙ্গের উপরে 'প্রেজেন্টেশন'। দায়িত্ব ছিল সব্যসাচী সেনের উপরে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই প্রেজেন্টেশন-এ জোর দেওয়া হয় খুচরো ব্যবসা এবং রিয়েল এস্টেট এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে।

তবে ইন্দোনেশিয়ায় সম্প্রতি অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির ধাক্কা এর একটা কারণ। স্থানীয় মুদ্রা রুপিয়ার দাম পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেকে ইন্দোনেশিয়ার এই অর্থনৈতিক সংকটের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলছেন যে এই অবস্থায় সালিম গোষ্ঠীকে নিয়ে এসে সরকারই বিপদে পড়বে।

এ দিন সালিম গোষ্ঠীর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বেনি সান্তোসোকেই এ ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়। তাঁর জবাব, "সব দেশেই অর্থনৈতিক সংকট আসে- যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের চাপ তো ভারতেও পড়েছে। আমার আশা, ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা স্থায়ী হবে না। আমার ব্যবসায় এর কোনও প্রভাব পড়বে না।" আর সালিম গোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগী প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের পাল্টা প্রশ্ন, "ভারতে এমন সমস্যা হলে কি ভারতীয় শিল্পপতিরা লগ্নি বন্ধ করে দেন?"

মধ্যাহ্নভোজের আগে আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট জুসুল কালার সঙ্গে দেখা করেন। তারপরে সবিস্তার কথা হয় আর্থিক সমন্বয় মন্ত্রী আবু রিজাল বাখরির সঙ্গে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পরিকাঠামো, পরিবহণ কাঠামো গড়ে তোলার জন্য আলোচনা করেন বুদ্ধদেববাবু। তবে সব মিলিয়ে তাঁর সরকারের অভিমুখ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন মধ্যাহ্নভোজনের আগে ওই বক্তৃতাতেই।

তিনি বলেন, "২৮ বছর ক্ষমতায় আছি। আমাদের যারা ভোট দিয়েছেন, তাদের শতকরা ৭০ ভাগ গরিব মানুষ। খেতমজুর। রাজ্যে আমরা যে ভূমি সংস্কার করেছি, সেটা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক সাফল্য। এ বার আমরা সেই সাফল্যকে শিল্পায়নের পথে নিয়ে যেতে চাই। যাতে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সেই সঙ্গে মানুষকে দিতে হবে কাজের সুযোগ। সেই কারণে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ চাই।"

সালিমের সঙ্গে চুক্তির আগে এ ভাবেই বুদ্ধবাবু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কৃষি ও শিল্প বিতর্কে কোন পথে হাঁটতে চায় তাঁর সরকার।

CM signs MoU with Salim

KOLKATA, Aug. 25. — Mr Buddhadeb Bhattacharjee today signed a memorandum of understanding with Indonesia's Salim Group in Jakarta for a special economic zone in South 24-Parganas.

In another development, Mr Anil Biswas, the CPI-M's state secretary, sought to distance the party from those who had hailed the chief minister's statements in Singapore, calling them the wrong kind of supporters.

At a programme organised by India's envoy to Jakarta, the chief minister said farmers would not be deprived of their land. Mr Bhattacharjee said: "Indian companies are investing millions of dollars here. Indonesian companies should go to India too."

Asked if inviting FDI would encourage stock market speculation, which the CPI-M opposes, Mr Biswas said: "Let me find out what Mr Bhattacharjee said. Only then can I reply".

Reacting to Miss Mamata Banerjee's demand for a probe by the CBI into the setting up of some industries in Haldia and Dankuni, Mr Biswas said : "We have never done anything secretly. What she is saying is absurd." — SNS

26 AUG 2005 THE STATESMAN

Dengue spreads, 86 test +

But mayor says there is no need to panic

HT Correspondent
Kolkata, August 25

IF YOU are running a fever that refuses to go away, get yourself tested for dengue. The killer disease is spreading fast — a fact acknowledged by health secretary Kalyan Bagchi himself. In a report to the state government on Thursday, Bagchi confirmed that at least 70 per cent of the people suffering from high fever could be infected by the dengue virus. "Blood samples of 120 people have been tested; 86 have been found positive for dengue," a senior health official told *Hindustan Times*.

The School of Tropical Medicine tested 10 positive out of 23 blood samples sent to it on Thursday, while the ID Hospital, Beliaghata, has found 45 positive cases out of the 47 blood samples that it analysed. Another 50 samples were sent to Apollo Gleneagles and 31 were found infected with the dengue virus.

Death from dengue, though, has not yet reached a stage to alarm the KMC. Mayor Bikash Bhattacharjee said that the KMC has recorded two deaths from Tollygunge and Ballygunge. "There have been two deaths from dengue so far. There are many more who have tested positive and they are being treated. I would say the situation is under control and there is no need to panic," he said.

But residents of the Musjidpara bustee in south Kolkata are spending sleepless nights. Blood samples of 47 people suffering from high fever were sent for tests and the report says that two of them are victims of dengue. The mayor paid a visit to the bustee on Thursday to supervise conservancy work.

In fact, the Left Front-led KMC board has donned combat outfit and has drawn up elaborate plans to tackle the spread of the disease. To begin with, KMC members and staff are carrying out awareness camps to educate the people about the disease. Camps have been set up and posters pasted to tell Kolkatans how to stop the spread of dengue. Local cable spots have also been booked to drive home the message.

The KMC is also putting in at least 20 fogging machines, mostly in the slum areas, to spray insecticide. The municipality has also stepped up conservancy work in many localities.

"We have instructed all our men to keep disease-prone areas of the city clean. Since dengue is caused by mosquito bites, we are ensuring that there are no stagnant water pots. Bleaching powder and mosquito repellents are also being sprayed to prevent the spread of the disease," MmiC (conservancy) Chandana Ghosh Dastidar told *HT*.

CHECKLIST

- ✓ Two deaths so far and over 86 people have tested positive for dengue. Health secretary says 70 per cent of people with high fever could be affected with the disease
- ✓ Disease moving out from slums into other residential areas
- ✓ KMC steps up awareness drive. Camps being conducted and testing done free. Local TV slots booked to increase awareness among people
- ✓ Fogging machines will be pressed into service soon

DEAL DONE

Indonesians coming, never mind protests

HT Correspondent & Agencies
Jakarta/Kolkata, August 25

BUDDHADEB BHATTACHARJEE happily signed a deal with the Salim Group in Jakarta on Thursday, ignoring protests back home.

"It is the happiest day in my life. It is not a memorandum of understanding; it is a memorandum of action," he said. He called the MoU historic and put his signature as a witness, alongside those of industries secretary Sabyasachi Sen and Salim's Beni Santosa. A formal agreement will be signed in Kolkata in September.

The projects include a special economic zone in South 24-Parganas, a township in Howrah including a health city, a four-lane highway from Barasat to Raichak, which Salim will maintain by collecting toll tax, and yet another bridge over the Hooghly.

THE BOUNTY

- Special economic zone in South 24-Parganas
- Township in Howrah
- 85-km, four-lane road from Raichak to Barasat
- Bridge over Hooghly
- Bridge linking Raichak and Kukrahati
- State-of-the-art hospital
- Coke processing plant
- Rehabilitation and employment for affected farmers

Salim may also fund a bridge from Raichak to Kukrahati, while Parkway will build a state-of-the-art hospital and the Bhakhari group a coke plant. The chief minister also discussed further possibilities with the Indonesian vice-president.

The applause that followed the deal was a far cry from the grumbles back home. Though Bhattacharjee dismissed fears of prime farmland being given away and promised rehabilitation for the displaced, it didn't convince either the Left Front or Mamata Banerjee.

Salim's association with former dictator Suharto, called a "butcher of Communists", has led to partners demanding a Front meeting to discuss the need to deal with such a group. Bhattacharjee will justify it before the Cabinet on Saturday. Till then, CPI(M) state secretary Anil Biswas skirted the issue: "I don't know much about the group."

Mamata said Salim was blacklisted in Indonesia for misappropriation of land. "We will not accept the handover of fertile land. We will take to the streets and fight to the last drop of our blood," she vowed. Her party will work out an agitation programme.

AFP

Buddhadeb Bhattacharjee and Anthony Salim, chairman of the Salim Group, after inking the deals in Jakarta on Thursday.

Why only in Bengal, PM asks Left

HT Correspondents
New Delhi/Kolkata, August 25

WHAT BENGAL does today, India should do tomorrow. If Buddhadeb Bhattacharjee can ink a deal with Salim, then, the Prime Minister feels, the Left should have no reservations about the Centre's industrial policies either.

"In areas of privatisation, the Left parties are moving forward. Our role is to convince their national leadership that what is good for West Bengal can also be good for the rest of the country," Manmohan Singh said in an interview to *McKinsey Quarterly*, a publication of Mc Kinsey and Co.

The limitations of coalition politics, he said, were affecting the country's economic growth potential. "We are a coalition government and that limits our options in some ways. Privatisation happens to be one such area," he said.

Yet he felt there was hope for more flexibility from the Left parties. Pointing at West Bengal's recent moves, he said, "I haven't given up hope. I have full confidence in the patriotism of our Left colleagues."

The CPI(M) responded by denying that it was adopting different stands for West Bengal and the nation. In fact, it said, Buddhadeb Bhattacharjee's policies were also the party's. "If the UPA government is praising his policies, it should emulate him and implement these policies of land reforms, empowering the landless, and other policies throughout the country," Sitaram Yechury said.

The party's stand is that FDI must satisfy three conditions — augmenting productive capacity, upgrading technology and expanding employment opportunities. "All FDI in Bengal adheres to these conditions. That is exactly what we want the UPA government to say as well. But they are not," Yechury said.

Party MP Nilotpal Basu said the Prime Minister was mistaken in inferring that Bengal was going for privatisation. "Bengal is only restructuring sick units," he said.

Anil Biswas played down the Prime Minister's praise, saying, "We work on our own principles."

Mamata Banerjee rubbished the praise: "The Prime Minister had made it a habit to praise the Left Front to save his government. He never speaks of the victims of CPI(M) politics."

Detailed PM interview on P2

QUOTE UNQUOTE

The happiest day of my life. It is not a memorandum of understanding; it is a memorandum of action

In privatisation, the Left parties are moving forward. Our role is to convince their national leadership that what is good for Bengal can also be good for the rest of the country

If the government appreciates Buddhadeb's policies, it should implement these throughout the country

The PM has made it a habit to praise Left to save his government

স্বপ্নের উপনগরী গড়তে আজ সমঝোতাপত্র সই সালিমের সঙ্গে

জয়ন্ত ঘোষাল ● জাকার্তা

২৪ অগস্ট: এ বার 'ডেস্টিনেশন জাকার্তা'।

সিঙ্গাপুরের অধ্যায় শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ এসে পৌঁছলেন জাকার্তায়। সালিম গোষ্ঠীর অন্যতম আর্থিক সহযোগী, যিনি বেনি সান্তোসোকে কলকাতা চিনিয়েছেন, সেই প্রসূন মুখোপাধ্যায় অনেক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে জাকার্তায় আসতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, "এখানে না এলে বুঝতে পারবেন না সালিম গোষ্ঠীর সাম্রাজ্য আসলে কত বড়।" বুদ্ধবাবু প্রথমে রাজি হননি। বলেছিলেন, "কিছু কাজ না করে আমি জাকার্তায় যাব না।"

সেই কাজের প্রতিফলন ঘটবে আগামিকাল। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীতে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে বঙ্গবাসীর স্বপ্নপূরণের সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করতে চলেছেন বুদ্ধবাবু। রাজ্য সরকারের পক্ষে সই করবেন শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন। অন্য দিকে থাকবেন সালিম গোষ্ঠীর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বেনি সান্তোসো। প্রাথমিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হয়ে গেলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতায় চূড়ান্ত চুক্তি হবে। সেই চুক্তিতে সই করতে বেনি যাবেন কলকাতায়। তবে আগামিকালের সমঝোতাপত্রে অর্থের মোট অঙ্ক লেখা থাকবে না। কারণ সেটা দস্তুর নয়। কোন কোন জমি চিহ্নিত হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যও থাকবে না।

তবে কাগজে-কলমে না থাকলেও ৫১০০ একর জমির মানচিত্র তৈরি করে এনেছেন সব্যসাচী সেন। ঠিক এই কারণেই সফরে আসার আগে দলের মধ্যে জমি বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। সালিম গোষ্ঠী প্রথমে চেয়েছিল এ বারেই চুক্তি চূড়ান্ত করতে। কিন্তু রাজ্য সরকার এখন ঘরপোড়া গরু। সালিম গোষ্ঠী যে প্রকল্প জমা দিয়েছে তাতে ১৫ বছরে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা তারা খরচ করবে বলে জানানো হয়েছে। করতে চায় শিল্পনগরী, উপনগরী, অক্সিলিয়ারি টাউনশিপ, বারাসত থেকে শিরাকোল পর্যন্ত ৭০ কিমি দীর্ঘ টোল-সড়ক। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, "১৫ বছর আমি বাঁচবো না। যা প্রকল্প করার ১০ বছরের মধ্যেই করুন।"

বুদ্ধবাবু, নিরুপম সেন, সব্যসাচী সেন কলকাতায় বসে নিজেরা স্থির করেন, এই বিশাল প্রকল্পে খরচের দিকটি আরও সময় নিয়ে খতিয়ে দেখা দরকার। এই বিনিয়োগে কতটা ঋণ তা বুঝে নিয়ে এগোতে হবে। কতগুলো পর্যায়ে কাজ হবে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কতটা হবে— এই জটিল বিষয়গুলি নিয়ে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে কাল কথা বলবে রাজ্য সরকার। আবার সালিম গোষ্ঠীর কর্তারাও মানচিত্র দেখে বুঝতে চাইবেন, ঠিক কোন কোন জমি তাঁদের দেওয়া হল। কাল সন্ধ্যায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে সালিম গোষ্ঠীর বৈঠক। বৈঠকের পরে নৈশভোজ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সৌজন্যে।

জাকার্তা বিমানবন্দর থেকে নামতে না নামতেই টের পাওয়া গেল এখানে সালিম গোষ্ঠীর তাৎপর্য কী! বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাওয়ার পথেই বিশাল টোল-সড়কটি বানিয়েছে এই গোষ্ঠী। শহরের অধিকাংশ বড় হোটেলের নির্মাতাও এরাই। রসিকতা করে আমাদের ড্রাইভার বলল, "ইন্দোনেশিয়ার সরকার বলা যায় যৌথ উদ্যোগে চলছে। সালিমের সঙ্গে।" সালিম গোষ্ঠীর ব্যবসার অঙ্ক বছরে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বড়ভাই অ্যান্থনি সালিম এবং ছোটভাই বেনি চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার।

তবে শুধু সালিম নয়, ইন্দোনেশিয়ার অন্য কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে বুদ্ধবাবুর

এর পর নয়ের পাতায়

স্বপ্নের উপনগরী

প্রথম পাতার পর

এ বার আলোচনা হবে। কাল সকালে বাখরি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিন্দ্য বাখরির সঙ্গে বৈঠক। কয়লার প্রসেসিং-এ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই গোষ্ঠীর প্রধান আবু রিজাল বাখরি এখন এখানে 'কোঅর্ডিনেটিং মিনিস্টার ফর ইকনমি'। তাঁর দায়িত্ব শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ। বাবা মন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পর ছেলে এখন ব্যবসা দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী দু'জনের সঙ্গেই বৈঠক করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে গাজা তুঙ্গোল গোষ্ঠীর সঙ্গে। এই গোষ্ঠী এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ টায়ার উৎপাদক সংস্থা। এশিয়ান পাল্প ও পেপারের চেয়ারম্যান ফ্যাঙ্কি বিজয়ার সঙ্গেও বৈঠক করবেন বুদ্ধবাবু।

শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীকে ইন্দোমোবিল, ইন্দোফুড এবং ইন্দোসিমেন্ট-এর কারখানা দেখাবেন বেনি সান্তোসো। তিনি চাইছেন তাঁদের তৈরি অন্তত একটি রিসর্ট এবং উপনগরী বুদ্ধবাবু নিজে দেখে যান। জাকার্তায় সালিম গোষ্ঠীর বিখ্যাত শিল্পনগরী বাতাম-ইন্দো এবং বান্তাই কাপুক ইন্দা। এই সফরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তত কাপুক দেখাতে চান সান্তোসো।

25 AUG 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

CM sticks to 100% FDI in Bengal airports

Statesman News Service

KOLKATA / NEW DELHI, Aug. 24. — Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee today reiterated his stand on allowing 100 per cent foreign direct investment in new ports and airports in West Bengal.

"What I have said, I have said consciously," Mr Bhattacharjee told a Press conference in Singapore today before leaving for Jakarta. He was referring to his statement before the Singapore Indian Chamber of Commerce yesterday. The chief minister said his government was opening up to foreign investment and was ready to accept 100 per cent foreign capital to develop new ports and airports in the state.

He also cited Dr Manmohan Singh as his role model when queried about his Marxist party's stand on foreign investment. And the compliment was repaid today in full measure by the Prime Minister. Dr Singh told the Rajya Sabha: "I compliment the chief minister of West Bengal. He has done his duty as a chief minister. Other chief ministers should take initiatives like him."

The BJP today described Mr Bhattacharjee's trip to invite foreign investments as an exercise "far too late in the day, but better late than never"..

Another report on page 8

THE STATESMAN

Terror threat tops CP's agenda

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 24. — Kolkata's police chief has revealed that a "terrorist threat is now real". The commissioner of Kolkata Police, Mr Prasun Mukherjee, also accepted that terrorists from outside could well take shelter in the city.

Speaking at the Merchants' Chamber of Commerce in the city today, Mr Mukherjee said: "The first priority of the Kolkata Police is to tackle the terrorist situation. Terrorism is a real threat and one cannot give a guarantee that it cannot threaten Kolkata, though we hope that it won't."

Asked why he perceived terrorism as his first priority when it had never been within the ambit of policing in the city, the police chief said: "Neighbouring areas of the state, including Bangladesh and the north-eastern states, have been affected by terrorism. People from these areas often come to the city and it could well happen that some people involved in terrorism would find shelter in hotels and residential apartments in the city. We have to guard against this. Supposing any terrorist group from Bangladesh comes here and carries out explosions in the New Market area, it could easily fuel communal tension."

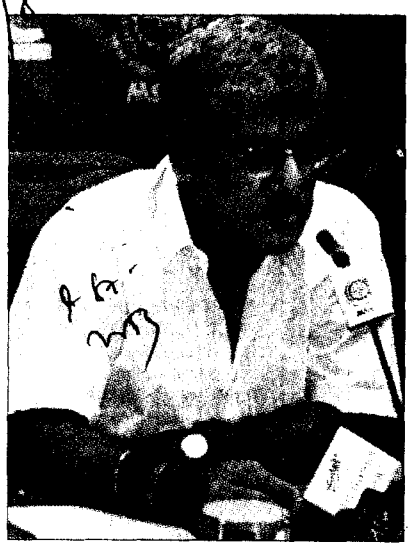

The CP at the Chamber meeting. — SNS

Mr Mukherjee, however, was critical of the media's reaction to terrorist threats. "Whenever any arrests are made in the city for terrorist activities, the media says that Kolkata has become the hub of terrorist activities in the region and that there are many more terrorists roaming around the city," Mr Mukherjee said.

Incidentally, The Statesman reported two weeks ago that Dhaka had approached Interpol to hand over terrorists, claimed by it to be staying in Kolkata, who were responsible for a grenade attack on an Awami League rally in August last year.

AFP

Buddhadeb Bhattacharjee shakes hands with Sinagpore PM Lee Hsien Hoong, turning his back to critics back home.

We won't allow any MNC to evict farmers from their land

— Debabrata Banerjee

This is exactly how the East India Company grabbed land

— Ashok Ghosh

Bold new Bengal rises in the East

HT Correspondent and Agencies
Singapore/Kolkata, August 23

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee showed on Tuesday that he means business, real business, even if that entails having to shed much of the dogma associated with his Communist-led state for decades.

"We're encouraging foreign direct investments because we need it badly. We either reform or perish," he said in Singapore, his first stop on a tour aimed at wooing investors.

It was a strong reply to colleagues and allies who had opposed his decision to give land to foreign investors. This, they say, goes against the land reforms policy that has returned the Left Front to power year after year.

But Bhattacharjee said Indian Communists have changed, learning from the collapse of the Soviet Union, the rise of China and economic reforms in Vietnam.

"We're not fools. We're trying to learn from our mistakes. One thing is very clear —globalisation has become a must and nobody can hold back this process. The world has become a global village and we have to take advantage of this," he said.

The pitch appears to be working. On Tuesday itself, Singapore-based Ascendas announced a Rs 400-crore, 20-acre IT park at Rajarhat.

Bhattacharjee said his government would allow 100 per cent foreign ownership in new ports, airports and other infrastructure, something the Communists had opposed in the past. "You want a 50 per cent stake? I'll give you 100 per cent."

Industrialist Sanjeev Goenka said the labour situation had improved, but Tarun Das of CII conceded, "It's very difficult to change perceptions."

Back home, opposition from within continued with the RSP and the Forward Bloc vowing to thwart the "entry of MNCs". For once, Mamata Banerjee backed their views, saying farmers would be affected.

The RSP went public to allege that the chief minister had kept Left Front partners in the dark while inviting Indonesia's Salim Group. "There was no discussion in the Front... We won't allow any MNC to evict farmers," RSP state secretary Debabrata Banerjee said.

Bloc secretary Ashok Ghosh said this was exactly how the East India Company had started grabbing land. "This MNC, too, seems to grab the best plots along the Ganga," he said.

CPI(M) state secretary Anil Biswas said whatever Bhattacharjee was doing was in keeping with the Left Front's 2001 election manifesto. "The RSP state secretary had also been a signatory," he said.

24 AUG 2006 THE HINDUSTAN TIMES

Purnendu sends Haldia truce call

SUTANUKA GHOSAL

Calcutta, Aug. 23: Purnendu Chatterjee is ready to make a peace overture to the Bengal government to settle out of court their spat over Haldia Petrochemicals Ltd (HPL).

Purnendu, who had approached the company law board (CLB) to resist the government's decision to issue a 7.5 per stake to Indian Oil Corporation (IOC), told **The Telegraph**: "I am very disappointed with the turn of events. I have been pushed to move the CLB. I want to settle the matter amicably with the state government."

The non-resident Indian investor fell out with the state government after it refused to allow him to leverage the assets of Haldia Petrochemicals to stump up the cash to finance his end of the $5.7-billion buyout of Basell Polyolefins — a Royal Dutch Shell subsidiary — along with a gaggle of Russian and US investors.

He had planned to pledge the shares of HPL and raise Rs 2,500 crore that would be put up to finance the Basell buyout.

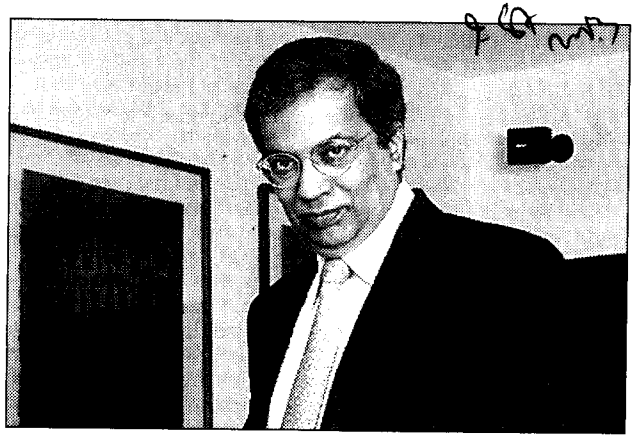

Purnendu: Having second thoughts

He accused the Buddhadeb Bhattacharjee government of scuppering his chances of acquiring Basell — which would have been the largest global acquisition in which an Indian was involved. The state government hardened its stand in response and sold the small HPL stake to IOC.

Purnendu said there had been no talks with the state government since he filed the case before the CLB. Chatterjee had wanted to buy the Bengal government's 36.87 per cent in HPL. He was asked by the government to pay Rs 29 per share. The government also set a July 31 deadline for the NRI promoter to pay up Rs 1,560 crore for the stake.

However, on July 28, the government took the decision not to sell its stake to Purnendu.

Simultaneously, the government encashed the Rs 150 crore cheque that IOC had deposited with HPL on February 18.

There is apprehension in corporate circles that Purnendu, who is the original investor in HPL, may sell his shares and get out of the company. The NRI entrepreneur rubbished the rumours.

"I came to do business in Bengal. I do not want to fight with the government. That is not my goal. I want to invest in HPL to make it a much bigger company. I do not want to get out of HPL. I could have done that earlier if I had wanted to," he said.

The total equity size of HPL is Rs 1,410 crore. Out of this, the Bengal government holds 36.87 per cent (Rs 520 crore), The Chatterjee Petrochem Mauritius 30.7 per cent (Rs 433 crore), The Chatterjee Petrochem India 10.99 per cent (Rs 155 crore), and the Tatas 3.19 per cent (Rs 45 crore).

The remaining 18.22 per cent (Rs 257 crore) is held by friends and associates of TCG. Purnendu has already left the Basell dream behind. "My main concern now is HPL. I am not thinking about Basell at all," he added.

Lawyers continue offensive

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Aug. 23: Purnendu Chatterjee today filed a fresh plea before the company law board (CLB) asking for a review of its September 5 order on Haldia Petrochemicals (HPL) on the ground that "facts on the share transfer to Indian Oil were suppressed" at the hearing.

Arguing this was tantamount to "fraud", lawyers for the NRI entrepreneur said HPL shares were allotted on August 2, a day before IOC's cheque was encashed. This, they said, was enough to make the settlement "invalid".

The Bengal government insisted there was nothing wrong if the shares were issued before the processing of the cheque. They cited a Supreme Court verdict that makes cheque encashment effective from the day it is issued. In IOC's case, it was done long back, in February.

Early this month, the CLB upheld the allotment to IOC, but maintained a status quo on the rest of HPL shares till the final hearing slated for September 26 and 27.

The Chatterjee Group has accused the Bengal government of "secretly and surreptitiously" allotting the shares to IOC in violation of a 1994 pact that gives Purnendu the right of first refusal on the shares of Haldia Petrochem.

The Bengal government told the company board the shares went to IOC in line with a decision taken on November 2, 2004 at an HPL board meeting attended by TCG.

The move was also cleared at HPL's extraordinary general meeting on January 14. "There is no question of it being a secret allotment," the Bengal government said.

জমি দেওয়ার বিরুদ্ধে সব দলের কাছে আন্দোলনের আবেদন তৃণমূলের

শিল্পের নামে ভাঁওতা : মমতা

আজকালের প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কৃষিজমি নিয়ে শিল্পনগরী করা হবে বলে যা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিতে দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না। বাংলাকে বিক্রি করা চলবে না। মঙ্গলবার তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেছেন। আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক একই সুরে বলেছে, কৃষিজমিতে বহুজাতিক সংস্থাকে দিয়ে শিল্প করা যাবে না। সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, ফ্রন্টের নীতি মেনে হচ্ছে। নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার বলা আছে। মমতার অভিযোগ, লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে গেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পপতি নন। প্রমোটার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তৃত জমি নিয়ে হবে আবাসন। শপিং মল, ফুড পার্ক। এ সব তৈরি করার জন্য কেন বিদেশি লগ্নির প্রয়োজন ? এখানে বহু বাঙালি শিল্পপতি রয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এক ইঞ্চি জমি দেওয়া হবে না। মমতা সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আবেদন জানান। মমতা ২৫ আগস্ট কলকাতায় মিছিল করবেন। মমতা বলেন, গায়ের জোরে এরা তিনফসলি জমি কেড়ে নিচ্ছে। সামনে নির্বাচন। নির্বাচনের আগে আবার সি পি এম ভাঁওতা দিচ্ছে। রাজারহাট, বানতলা, কুলপি, ই এম বাইপাসের বহু জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে লোক ধরে এনে শিল্পনগরী করতে হচ্ছে। হাওড়া, হুগলিতে বহু কারখানা বন্ধ। কানোরিয়া জুট মিল খুলছে না। অথচ চাষের জমি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ওদের জমিদারি? মমতা বলেন, হলদিয়া নিয়ে পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর এস পি-র রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে বামফ্রন্টে কোনও আলোচনা হয়নি। মঙ্গলবার দেবব্রতবাবু বলেন, শিল্পায়নের নামে কৃষিজমিকে বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোন জমিতে কী হচ্ছে জানা দরকার। কিন্তু অন্ধকারে রয়েছি। আমরাও শিল্প চাই কিন্তু এ ব্যাপারে বামফ্রন্টের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে।পশ্চিমবঙ্গে ৯৭ লাখ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৪-৫৬ লাখ হেক্টর কৃষিজমি । কোন ব্লকে কত জমি, পতিত না উর্বর — তা প্রকল্প রূপায়ণের আগে স্পষ্টভাবে রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে। আর এস পি-র এই বিরোধিতা বামফ্রন্টের মধ্যে থেকেই চলবে । ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষের মতে, বামফ্রন্টের নীতি মানা হচ্ছে না। এভাবে শিল্পায়নের ফলে রাজ্যে ৭৩ লাখ ভূমিহীন কৃষিমজুর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, ২০০১ সালের বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে তো. পরিষ্কার বলা আছে — তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিভিত্তিক জৈব, রসায়ন শিল্প গড়তে উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার। বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়বে । আর বামফ্রন্টের নীতি থেকেও বিচ্যুত হয়নি। কৃষকদের স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। ভূমি উদ্ধার ও সংস্কারের জন্য বহু পতিত জমি আছে। প্রযুক্তির ব্যবহারে তা উৎপাদনশীল করা যায়। বিদেশি বিনিয়োগ তো আসছে। ওরা (শরিকরা) চাইলে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করব। সদ্য গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই নেতা জয়ন্ত রায় ও অমর রায়প্রধানদের দাবি, কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকেও শিল্পায়নের নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে কৃষিজমি তুলে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের মন জয় করলেন বুদ্ধ

'চীন শিখিয়েছে গোঁড়ামি চলবে না'

'সহকর্মীরাই এগিয়ে যেতে বলেছেন'

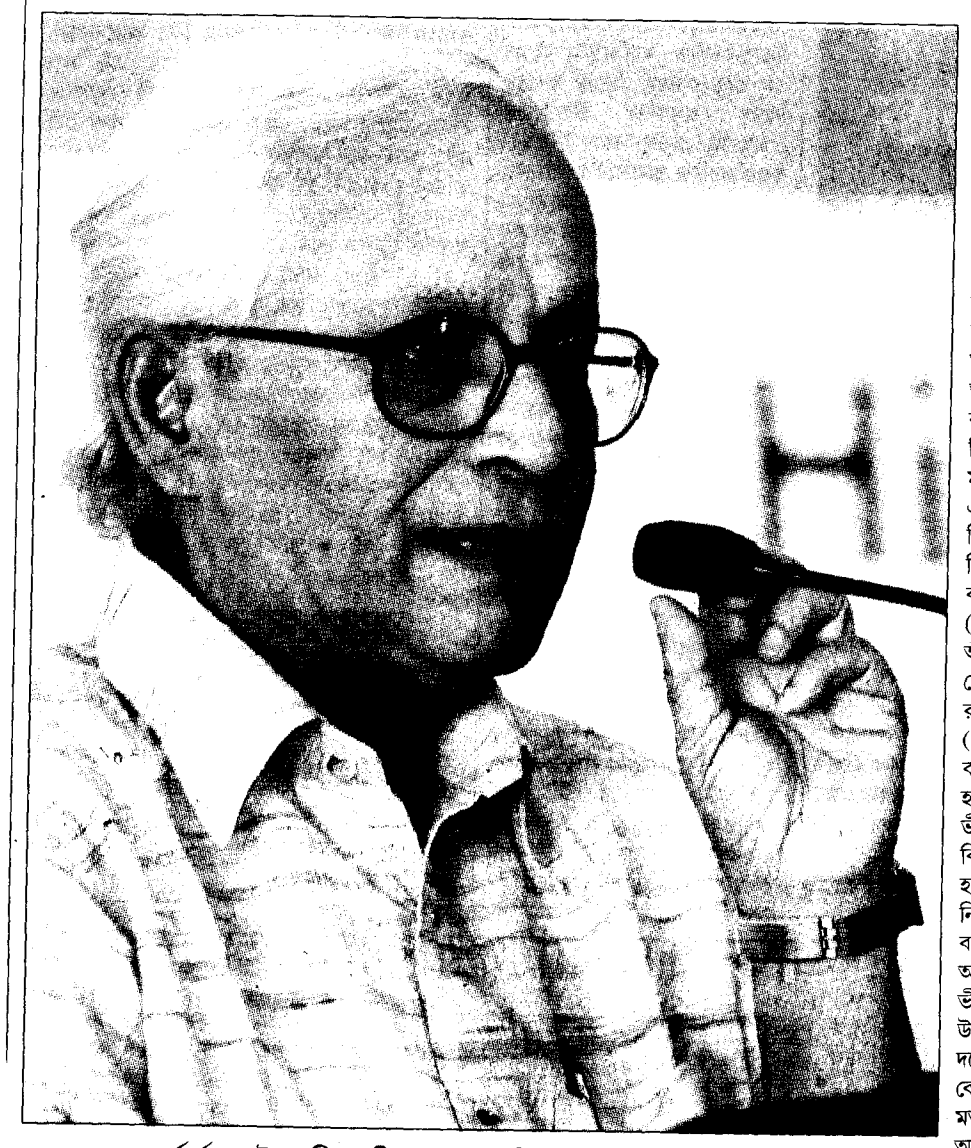

অর্চার্ড হোটেলে শিল্পপতিদের মুখোমুখি। মঙ্গলবার। ছবি: এ এফ পি

দেবজ্যোতি ঘোষ, সিঙ্গাপুর

২৩ আগস্ট— বর্ষণমুখর মঙ্গলবারের সকালে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। শহরের অন্যতম অভিজাত অর্চার্ড হোটেলের ঘণ্টা দেড়েকের আবহকে সম্ভবত সংক্ষেপে প্রকাশ করার ভাষা এটাই। উপচে পড়া বলরুমের শিল্পপতি-শ্রোতাদের কাছ থেকে এতবার হাততালি কুড়িয়েছেন যে, বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ হয় বইকি! বক্তৃতায় ও প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে এমন এক বাস্তবসম্মত ও স্বচ্ছ চিত্র ফুটিয়ে তোলেন যাতে এই শিল্পপতিরা দৃশ্যতই খুশি। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নে সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে চীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, আমরা ওই দেশ থেকে কী শিখছি! গোঁড়ামি (ডগ্‌মা) আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না। ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে (হাততালি)। দেং শিয়াও পিং-কে উদ্ধৃত করে বললেন, কিতাবের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। সত্যকে খুঁজে নিতে হবে ঘটনা থেকে (হাততালি)। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে বললেন, আমাদের সংস্কার করতে হবে। নতুবা আমরা শেষ হয়ে যাব। এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। শিল্পায়নের জন্য ভীষণভাবে আমাদের বিদেশি লগ্নি প্রয়োজন, বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা স্বচ্ছ (আবার হাততালি)। দলের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হচ্ছে না? নিমেষের মধ্যে প্রশ্নকর্তাকে জবাব দিলেন 'ছক্কা' মেরে। বললেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের এই নীতিই অনুসরণ করতে হবে। আমরা সরাসরি বিদেশি লগ্নিতে ভীষণভাবে উৎসাহ দিচ্ছি। ভারতের প্রথম উপনগরী গড়ে উঠছে হাওড়াতে সরাসরি বিদেশি পুঁজিতে। দিল্লিতে আমার দলের সহকর্মীদের সঙ্গে বসে আমরা আলোচনা করে নিই কোনও মতপার্থক্য হলে। কখনও কখনও দলের মধ্যে মতপার্থক্য হয় ঠিকই। আবার আমরা মিটিয়েও নিই। আমার সহকর্মীরাই আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। বিশ্বায়ন আবশ্যিক। কারও ক্ষমতা নেই এটা রুখে দেওয়ার। বিশ্বায়নের সুযোগ আমাদের নিতে হবে। পরনে তসরের হাফ হাতা বুশশার্ট, সাদা ট্রাউজার, পায়ে স্ট্র্যাপ শু। জয় করলেন সিঙ্গাপুরের কোটিপতি শিল্পপতিদের আস্থা। অর্চার্ড হোটেলে শুরুতেই দাঁড়িয়ে উঠে শিল্পপতিরা অভিবাদন জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি যে ভারতেরও প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিতে বললেন, 'মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের দেশ 'লুক ইস্ট পলিসি' গ্রহণ করেছে। উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ যেন এই নীতির জন্য তৈরি থাকে। তাই প্রধানমন্ত্রী হয়েই উনি প্রথমেই ছুটে যান ব্যাঙ্ককে। দিল্লি-ব্যাঙ্কক রাস্তা গড়ার চুক্তি করেন। তারপর যান লাওসে। শেষে জাকার্তা, বান্দুং উৎসব উপলক্ষে। এতেই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশের সরকার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও এই পথ অনুসরণ করছে। আমরা কুলপিতে বন্দর তৈরি করছি। কেন্দ্রীয় সরকার সাগরে আরও একটি বন্দর করতে চায়। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে বড় আকারে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর গড়তে সিঙ্গাপুর এগিয়ে আসুক।' প্রশ্ন উড়ে এল বন্দর, বিমানবন্দর গড়তে কত শতাংশ অংশীদার হবে বিদেশি কোম্পানি? ৫০ শতাংশ? নিমেষে প্রশ্নকর্তাকে বুদ্ধর জবাব: কেন ৫০ শতাংশ? আমি একশো শতাংশ দিতে রাজি (আবার হাততালি)। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রসূন মুখার্জির কোম্পানি ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজ। উদ্বোধনী ভাষণে চমকে দিলেন এদেশের সিনিয়র রাষ্ট্রমন্ত্রী (তথ্য, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও শিল্প) ড. বালাজি সদাশিবন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টেনে। তিনি সংক্ষেপে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবন তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবন, ডি

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা এবং রবীন্দ্রনাথ

দেবজ্যোতি ঘোষ: সিঙ্গাপুর, ২৩ আগস্ট— প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সেই সঙ্গে বামপন্থীদের অতীতের কিছু ভুলভ্রান্তির জন্য রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। শহরের ট্যাংলিন ক্লাবে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের সভায় মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বক্তৃতা দিলেন। সাদা পাজামা এবং পাঞ্জাবি পরে এসে বললেন বাংলায়। বক্তৃতা শেষে আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। শ্রোতারা পরে তাঁকে প্রশ্নও করেন বাংলায়। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। বলি, আমি কোনও দাবিপত্র নিয়ে আসিনি। জানতে চাই আপনি কী ভাবছেন। তিনটি কথা উনি বলেন। এক, এদেশে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর ৫ পাতায়

সিঙ্গাপুরের মন জয় করলেন বুদ্ধ

১ পাতার পর

ওয়াই এফের নেতৃত্ব দেওয়া, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান এবং সাতাত্তরে মন্ত্রী হওয়া ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিতে ভোলেননি বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবং বাংলার নাটক, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। আরও বলেন, দলের মধ্যে কট্টরপন্থী ও উদারপন্থীদের একসঙ্গে নিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছেন বুদ্ধদেব। বিদেশি পুঁজিকে উৎসাহের সঙ্গে আহ্বান জানালেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর দলের পার্থক্যের কথা শ্রোতাদের জানাতে ভোলেননি। বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নবরত্নকে বিক্রি করতে চাইছে যা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। আর আমরা সেই সব কারখানায় বেসরকারি বিনিয়োগ চাইছি যেগুলি অলাভজনক, বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই আমরা বামফ্রন্ট সরকার, গরিব মানুষের সরকার। তবে একই সঙ্গে আমরা বোকা নই। সোবিয়েত রাশিয়ার পতন, বার্লিন প্রাচীরের অবলুপ্তি, চীনের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি— এ সবই আমরা নজরে রেখেছি। সিঙ্গাপুরের শিল্পপতিদের কাছে এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য, মেডিকেল যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ, কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প পরিকাঠামো ও কম্পিউটার শিল্পে লগ্নি চেয়েছেন। তিনি বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনগরী গড়তে আমরা আপনাদের চাই। চিকিৎসার সরঞ্জাম উৎপাদনের কোনও কারখানা নেই বাংলায়। সিঙ্গাপুরি পুঁজি এগিয়ে এলে রাজ্য সরকার উৎপাদিত পণ্যের প্রায় সবটাই কিনে নেবে। বিদ্যুতে আমাদের রাজ্যের অবস্থা ভাল। চাই ট্রান্সফর্মার, টার্বাইনের মতো যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা। আমাদের ফল, কৃষিজ পণ্য সিঙ্গাপুরকে রপ্তানি করতে চাই। রাজ্যে হিমঘরের অভাব। সিঙ্গাপুর 'কোল্ড স্টোরেজ চেন' গড়তে এগিয়ে আসুক। আত্মসমালোচনার সুরে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেরিতে কাজ শুরু করেছি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তিতে এখন আমাদের বৃদ্ধি ৭৫ শতাংশ। রিলায়েন্স কলকাতায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য আই টি ইনস্টিটিউট গড়ছে। কম্পিউটারে আমাদের রাজ্যে ভাল সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার আছে যাঁরা ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ। সিঙ্গাপুরের হার্ডঅ্যার এবং আমাদের সফ্‌টঅ্যার যুক্ত হলে সাফল্য আসবেই। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আই এস এ এসের চেয়ারম্যান গোপীনাথ পিল্লাই, সি কি-র চেয়ারম্যান এম রাজারাম, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অলোকপ্রসাদ, রাজ্যের শিল্পসচিব ড. সব্যসাচী সেন, সি আই আইয়ের রবি পোদ্দার, তরুণ দাস, প্রসূন মুখার্জি, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, সঞ্জয় বুধিয়া প্রমুখ। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা তাঁর প্রশ্ন রাখার সময় পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিমণ্ডলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেশের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করেন। বুদ্ধবাবু জবাব দেওয়ার সময় জানিয়ে দেন, আর পি জি-দের 'ম্যানেজমেন্ট স্কুল' খোলার আবেদন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর অনুমোদন করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করতে হবে। দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হোটেলে একান্তে বৈঠক করেন সিঙ্গাপুর সরকারের বিনিয়োগকারী সংস্থা টেমাসেক হোল্ডিংয়ের চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হো চিংয়ের সঙ্গে। হো চিং জানিয়েছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসবেন। তার আগে টেমাসেকের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরে যাবে। এদিন অর্চার্ড হোটেলে ডব্লু বি আই ডি সি, সি আই আই এবং সি কি-র মধ্যে দুটি মউ স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলা এবং রবীন্দ্রনাথ

১ পাতার পর

কারণ অফুরন্ত মানব সম্পদ। শিল্প ও পরিকাঠামো গড়তে একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। দুই, গ্রামীণ চাহিদাও দেখতে হবে। তিন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে যে ভারত আবার শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকেও খুব উৎসাহিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাকে শুনতে হয় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। আমাদের নিঃশব্দে কাজ করতে হবে। বামপন্থীদের অতীতের কিছু ভুলভ্রান্তি মানুষের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করেছে। দেশে-বিদেশে অনেকে মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে গোলমাল হয়। আমাকে কয়েক বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত পেশাদার বাঙালিদের কাছে আহ্বান জানান: পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা কাটাতে আমরা চেষ্টা করছি। আপনারাও সাহায্য করুন। এজন্য আপনাদের কাছে এসেছি। রসিকতার সুরে বলেন, ২৮ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আমরা আছি। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্বই সমস্যা এখন। ঢুকেছিলাম তরুণ মন্ত্রী হিসেবে, এখন বৃদ্ধ মন্ত্রী। পরে বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম তরুণরা রয়েছে বাংলায়। এরাই পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ, এই প্রজন্মের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। এরাই প্রযুক্তি ও কারিগরিতে রাজ্যকে দাঁড় করাবে। এমনভাবে সাহায্য করুন যাতে দুটো দেশ কাছাকাছি আসতে পারে। ভারত ও বাংলার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সাহায্য করুন। পরিশেষে বলেন, সাহিত্য আমার প্রাণ। তাই রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শেষ করছি: 'শুধায়ো না কবে কোন গান/ কাহারে করিয়াছিনু দান/ পথের ধূলার পরে, পড়ে আছে তারই তরে/ যে তাহারে দিতে পারে মান।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিভা দত্ত। উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচী সেন, এস এ আহমেদ, প্রসূন মুখার্জি-সহ বাংলার শিল্পপতিদের প্রতিনিধি দল। রাতে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের বড় কোম্পানিগুলির সি ই এ-র সঙ্গে র‍্যাফেলস হোটেলে বৈঠক করেন। মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিল্প পরিকাঠামো গড়া নিয়ে কথা হয়। উদ্যোক্তা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স।

পাক্কা ৪৫ মিনিট কথা হল সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুঙের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। এখানেই শেষ নয়। বুধবার প্রেসিডেন্ট এস আর নাথন দেখা করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। বেলা তিনটের সময় সাক্ষাৎকার। নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট সাক্ষাৎ করছেন— এরকম ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। বোঝাই যাচ্ছে এরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে কতটা আগ্রহী। তবে, এখানে আরও একটা বলার মতো খবর আছে। সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী বাঙালি। নাম ঊর্মিলা নন্দী। মঙ্গলবার বিকেলে ট্যাংলিন ক্লাবে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বেরোনোর সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে আজ। প্রধানমন্ত্রী লি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (দেশের বর্তমান সিনিয়র মন্ত্রী) গো চক টং এবং টেমাসেক হোল্ডিংয়ের চেয়ারপার্সন হো চিংয়ের সঙ্গে। সিঙ্গাপুরের ৯২ শতাংশ মানুষকে অল্প খরচে আবাসন গড়ে দিয়েছে এ দেশের সরকার। এটা একটা দারুণ ব্যাপার। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি আমরা এই 'মডেল'টা অনুসরণ করতে চাই। একটা পাইলট প্রজেক্ট করতে অনুরোধ করেছি। তার আগে এখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা তুলে লুক ইস্ট পলিসি ব্যাখ্যা করেছেন লি সিয়েন লুঙের কাছে। জানান, তিনটি বৈঠকে মূলত পাঁচটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে, নতুন বিমানবন্দর ও নৌবন্দর নির্মাণ, এক্সপ্রেসওয়ে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন এবং পণ্য পরিবহণের জন্য লজিস্টিক হাব তৈরি করা। এ ছাড়া কথা হয়েছে স্বাস্থ্যনগরী গড়ার ব্যাপারে। সম্ভাবনা আছে। ওরা আমাদের রাজ্যে আরও একটি বিষয়ে বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছেন। তা হচ্ছে, জল পরিশোধন প্ল্যান্ট এবং তার পুনর্ব্যবহার (ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অ্যান্ড রিসাইক্লিং)। প্রধানমন্ত্রী লিয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে তাঁর দপ্তর ইস্তানায়। বললেন, ওঠার আগে ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছি আমরা অন্যান্য দেশের থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট আম, লিচু, আনারস আপনাদের পাঠাতে পারি। উনি শুনে খুবই খুশি। বলেছেন, পাঠাও। উল্লেখ্য, এ বছর সবে পশ্চিমবঙ্গের আম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে এসেছে। পরের বার আরও বেশি পরিমাণে পাঠাতে পারবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা রাখেন।

24 AUG 2005 AAJKAL

সংস্কার না করলে ডুবে যাব, কবুল মুখ্যমন্ত্রীর ● প্রেসিডেন্টের আগ্রহে বৈঠক আজ

বদলাচ্ছি নিজেদের। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুংকে তা-ই কি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী? মঙ্গলবার ইস্তানা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে। — এএফপি

সিঙ্গাপুরে তিনি যেন মনমোহনের বিদেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, সিঙ্গাপুর, ২৩ অগস্ট: লাওসে দশম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে বার প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে মনমোহনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল কলকাতার কথা। আর তার আগে ব্যাঙ্কক যাওয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বাড়ু বলেছিলেন, এই সফর কলকাতাবাসীর জন্য উপহার। বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ সেই ব্যাঙ্কক-লাওসের পরে প্রধানমন্ত্রীকে রসিকতা করে বলেছিলেন, "এ বার তো মনে হচ্ছে, কলকাতার জন্য একটা পৃথক বিদেশনীতি তৈরি করতে হবে।"

বছরখানেক বাদে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে এসে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যিই এক অদৃশ্য বিদেশনীতি রচনা হয়ে চলেছে তাঁর মাধ্যমে। এখানে তাঁর সারা দিনের কর্মযজ্ঞ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অঘোষিত বিশেষ রাজনৈতিক দূত। বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের অনেক কাজও নিঃশব্দে করে চলেছেন সিঙ্গাপুরে।

সাংগ্রিলা হোটেলের দশ তলার ঘরে আজ সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সি আই আই-এর চিফ মেন্টর তরুণ দাস। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর কাজে সক্রিয় তরুণবাবু। তিনি বুদ্ধবাবুকে বলেন, সিঙ্গাপুর শহরকে সবুজ নগরী করে তোলার কাজ করছে কিন্তু একটি ভারতীয় সংস্থা। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত বুদ্ধবাবুর মন্তব্য, "সিঙ্গাপুরের কোনও সংস্থাকে এই কাজে কলকাতার জন্য নিয়ে যেতে পারি না? ডালহৌসি স্কোয়ার বা চৌরঙ্গি এলাকাটা কিছু করা যায় কি না, দেখুন না।" তরুণবাবুকে গত বছর সিঙ্গাপুর সরকার বিশেষ জাতীয় খেতাব দিয়েছে। সেই তরুণবাবুই বলছিলেন, "কত মুখ্যমন্ত্রীই তো নিয়মিত আসেন এ দেশে। আজ সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী যা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, সেটা অন্য কারও ক্ষেত্রে দেখিনি।" সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্টও কাল দেখা করবেন বুদ্ধবাবুর সঙ্গে, নির্ধারিত সূচির বাইরেই।

সিঙ্গাপুর বাণিজ্যিক স্বার্থে উৎসাহী। কিন্তু বুদ্ধবাবুর উপরে এখন নানা দিক থেকেই নির্ভরশীল নয়াদিল্লি। আসলে এমনটা হয়। যেমন, তামিলনাড়ুর রাজনীতি চিরকাল নির্ধারণ করেছে ভারতের শ্রীলঙ্কা-নীতিকে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বিশেষ অঞ্চলের গোলমাল ভারতের নেপাল-নীতিকে প্রভাবিত করে। ঠিক সেই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভূমিকা আজ দিল্লির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর জন্য অনেকটা দায়ী পশ্চিমবঙ্গের 'জিও-স্ট্র্যাটেজিক পজিশন'। এটা শুধু সিঙ্গাপুর বলে নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার জন্যও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধবাবু আজ নিজে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশের প্রতিনিধি হিসাবেই যেন বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিতে প্রথম দিন থেকেই উৎসাহী। ক্ষমতায় এসেই মনমোহন যে প্রথম ব্যাঙ্কক গিয়েছিলেন আর তার পরে লাওস ও জাকার্তা, সে কথা বুদ্ধবাবুও কিন্তু সিঙ্গাপুরের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন। বুদ্ধবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সত্যিই মনে হয়, আজকের দিনটার জন্য তিনি যেন মনমোহনের বিদেশমন্ত্রী।

কিন্তু কেন? বুদ্ধবাবুকে নিয়ে নয়াদিল্লির এই উৎসাহ কেন? বুদ্ধবাবুই

এর পর সাতের পাতায়

24 AUG 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

পুরো বিদেশি অর্থে বিমানবন্দর চান বুদ্ধ

জয়ন্ত ঘোষাল ● সিঙ্গাপুর

২৩ অগস্ট: ইতিহাস কি কখনও পিছন দিকে হাঁটে? বার্ট্রান্ড রাসেল এক বার বলেছিলেন, 'চক্রবৎ নয়, আসলে ইতিহাসের গতিপথ সর্পিল।' 'ডাস কাপিটাল'-এর সাবেক মার্ক্সবাদকে পিছনে ফেলে মানবসমাজ আজ কত দূর চলে এসেছে। চলছে চিন্তার নিরন্তর পুনর্জন্ম। সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ সিঙ্গাপুরের বণিকসমাজের উদ্দেশে যে বক্তৃতা দিলেন তার সারবত্তা সম্ভবত এটাই। তিনি বলেন, "পৃথিবী বদলাচ্ছে। আমরা বোকা নই। তাই কোনও গোঁড়ামি নেই।" তাই আজ তাঁর স্লোগান, 'সংস্কারের পথে চল, তা না হলে মরো।' স্মরণ করলেন অন্য কাউকে নয়, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দেং জিয়াও পিংকে। চিনের এই সংস্কারপন্থী নেতা বলেছিলেন, 'বাস্তব ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও, বই থেকে নয়।' তাই বিশ্বায়নের দিনে দলের মত যা-ই হোক, বুদ্ধবাবু নতুন বিমানবন্দর এবং সমুদ্র-বন্দর গঠনে শতকরা ১০০ ভাগ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে রাজি। তাঁর সাফ কথা, "নতুন বিমানবন্দর করুন। ৫০ ভাগ কেন, আমি ১০০ ভাগ বিদেশি লগ্নিতেও রাজি।"

ক্ষমতায় আসার পরে টেলিকম, বিমা শিল্পের পাশাপাশি অসামরিক বিমান পরিবহণে বেসরকারিকরণের কথা বলে বামেদের রোষের মুখে পড়ে মনমোহন সিংহের সরকার। ঠিক সেই সময়ে একটি জাপানি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে বিমানবন্দর স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আগ্রহী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। নতুন বিমানবন্দর গঠনে ১০০ ভাগ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত জানানোর কথা বলেওছিলেন। কিন্তু জাতীয় স্তরে দলের কঠোর মনোভাব থাকায় পিছিয়ে আসতে হয়েছিল বুদ্ধবাবুকে। তার পরেও আজ বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই খোলামেলা ঘোষণায় নতুন করে বিতর্কের অবকাশ রইল বৈকি। কিন্তু রাজ্যের প্রয়োজনে, রাজ্যের শিল্পের প্রয়োজনে তিনি গোঁড়ামি ও তত্ত্বে বাঁধা থাকতে রাজি নন। এবং সে ক্ষেত্রে দলকে পাশে আনতেও তিনি সফল হন। শিল্পের জন্য জমি বিতর্কে সেই প্রমাণ রেখেই সিঙ্গাপুরে পা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আজকের এই ঘোষণার পিছনেও আছে রাজ্যের সেই প্রয়োজন। রাজ্যকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে যে আর একটা বিমানবন্দর দরকার, তা বহু বারই বলেছেন তিনি। বিমানবন্দর স্থাপনের বিষয়টি কেন্দ্রের হলেও জমি দেবে রাজ্য। আর কেন্দ্র উদ্যোগী না হলে প্রয়োজনে রাজ্যকেই দায়িত্ব নিতে হবে এ বিষয়ে লগ্নি আনায়, এমনই মনে করেন বুদ্ধদেব। তাই সিঙ্গাপুরের বণিকসমাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন সফল করায় আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেননি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। বিলগ্নিকরণে নীতিগত ভাবে তিনি যথেষ্টই উদার। তা দলে যত বিতর্কই হোক না কেন।

এই উদার মনোভাব লগ্নিকারীদের বোঝাতে তাঁকে যে বেশ বেগ পেতে হয়, খোলামেলা ভঙ্গিতে স্বীকারও করলেন সে কথা। "আমাদের একটা অসুবিধা। অনেকেই বলে আপনারা তো বামফ্রন্ট। ওখানে বিনিয়োগ হবে?" তারপরেই ব্যাখ্যা, "এ কথা ঠিক, বামফ্রন্ট গরীব মানুষের কথা ভাবে। কিন্তু আমরা বোকা নই। আমাদের ভাবতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ভেঙে পড়ল, বার্লিনের প্রাচীরও ভেঙে গেল। আমরা এ সব পরিবর্তন থেকে শিক্ষা নিয়েছি।" পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ 'খুব প্রয়োজন'— এই কথা বলার পাশাপাশি বুদ্ধবাবু এটাও বোঝাতে চেয়েছেন, সম্প্রতি গুড়গাঁওতে যা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তা হবে না। সম্ভবত সে জন্যই মিৎসুবিশির প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। বলেন, "জাপান প্রচুর লগ্নি করছে আমাদের রাজ্যে। মিৎসুবিশির চেয়ারম্যান আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন, 'রাজ্যে আমাদের এক দিনও শ্রম দিবস নষ্ট হয়নি। শ্রমিক বিক্ষোভ হয়নি।" এর পরই বুদ্ধবাবুর উক্তি, "শ্রমিকদের মনোভাব বদলাতে হবে। সব সময় কর্মীদের বলি, কাজ করতে হবে, কাজ না করলে তো কোম্পানিটাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলে তো কর্মীরাই বেকার হয়ে যাবে।"

বুদ্ধবাবুর এই সংস্কারের বাণী যে আজই প্রথম এমন নয়। কিছু দিন আগে মুম্বইয়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের সামনেও এমন ভাবেই তিনি খোলা হাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে বার যা ছিল স্বদেশে, আজ তাই এক নতুন মাত্রায় পাওয়া গেল সিঙ্গাপুরে। অর্চার্ড হোটেলের বল রুমে আজকের সভার আয়োজক ছিল 'ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ' এবং সিঙ্গাপুর-ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। স্পনসর করেছে 'ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড'। যার চেয়ারম্যান প্রসূন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় সালিম গোষ্ঠীর বিনিয়োগ-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও জাতীয় স্তরে তাঁর দল যে ভাবে মনমোহন সরকারের সংস্কারের অগ্রগতিকে বার বার ঠোক্কর দিচ্ছে, তা নিয়ে সিঙ্গাপুরের বণিকসভা উদ্বিগ্ন। প্রশ্নোত্তর পর্বে বার বার এসেছে এই প্রসঙ্গ। সেই সব প্রশ্নের মর্মার্থ, আপনি তো এ সব বলছেন। কিন্তু প্রকাশ কারাটরা তো অন্য কাজ করছেন। সুকৌশলে বিতর্ক এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "দিল্লিতে সহকর্মীদের সঙ্গে প্রায়শই কথা হয়। রাজ্যে যা করছি, তাতে ওদের সম্পূর্ণ সায় আছে। দলের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করি।" আর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংঘাত? "পার্থক্যগুলো বড় নয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে অভিন্ন কর্মসূচি তৈরি করে আমরা কাজ করছি।"

প্রশ্ন ওঠে, "আপনারা কেন্দ্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্ট্র্যাটেজিক বিক্রির বিরোধিতা করছেন আর রাজ্যে তো সেই কাজই করছেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, "এ ক্ষেত্রে দিল্লির সঙ্গে আমাদের অবস্থানের ফারাক আছে। আমরা তো রাজ্যে রুগ্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করছি আর বিরোধিতা করছি কেন্দ্রে লাভজনক নবরত্ন সংস্থাগুলো বিক্রির।" তার পরে সবাইকে চমকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, "সিঙ্গাপুরের লাভজনক বহু সংস্থাও তো সরকারের হাতে আছে। পৃথিবীর সব দেশেই এমন হয়।" তবে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনমোহন সরকারের যা-ই সমালোচনা করুন না কেন, বুদ্ধবাবু প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করছেন। মনমোহন আর মন্টেকই যে তাঁকে বার বার সিঙ্গাপুরে আসার জন্য বলেছিলেন, জানিয়েছেন সে কথা। সিঙ্গাপুরে তাঁর এই বক্তৃতা আর সারা দিনের কথোপকথনে বার বার বুদ্ধবাবু বুঝিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সংস্কারের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিতে তিনি আন্তরিক। সিঙ্গাপুরের সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার কর্ণধারদের বুঝিয়েছেন, তিনি এক আধুনিক মানুষ। তাঁর কথায়, "চিন কত বদলেছে। অনেক বার সে দেশে গিয়েছি। সে সব পরিবর্তন দেখেছি। এমন বলছি না চিনই আমাদের একমাত্র রোল মডেল। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ তো রাজ্য, রাষ্ট্র নয়। তাই আমাদের চলতে হবে আমাদের মতো করে।"

এর পর ছয়ের পাতায়

● পাঁচটি প্রস্তাবে আশ্বাস ● বুদ্ধের মুখে রবীন্দ্রনাথ... পৃঃ ৫

মনমোহনের বিদেশমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বা এত তৎপর কেন? আসলে এই সফরের আগেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুদ্ধবাবুর সবিস্তার আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে ভারত এক ঢিলে অনেক পাখি মারতে পারে। ভারত এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহু মেরুর তত্ত্বে বিশ্বাস করে। চিন, সিঙ্গাপুর, জাপান প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারত বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা বাড়লে সেটা সকলের অজান্তে পরোক্ষ ভাবে চিনের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে। আবার সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ানো মানে কোনও ভাবে চিনের সঙ্গে ব্যবসাকে স্তিমিত করা নয়। জাতীয় স্তরে প্রতি বছরে চিনের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ছে প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি হারে। এবং চিনেরও কিছু সীমান্তবর্তী এলাকা আছে, যেগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ না-থাকলেও কলকাতার সাহায্যে সেখানে যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে দু'পক্ষই। এই স্থানগুলির মধ্যে আছে তিব্বত, জিন জিয়াং, ইউনান। ভবিষ্যতে এ কারণে বুদ্ধবাবুকে প্রধানমন্ত্রী চিনে পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও কূটনৈতিক মহল বিস্মিত হবে না।

ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠেছে। তার উপরে অনুপ্রবেশের মতো সমস্যা প্রভাব ফেলছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই ভবিষ্যতে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ইতিবাচক করে তুলতে হয়, সেটা পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে করা যাবে না।

এর পরে আসছে নেপালের সঙ্গে সম্পর্ক। সেখানেও মাওবাদী কার্যকলাপ এবং দার্জিলিঙে সুবাস ঘিসিংকে নিয়ে সমস্যা নেপাল-নীতি রূপায়ণে বড় ভূমিকা নেয়। ঠিক যে ভাবে ভুটানের ক্ষেত্রে আলফা এবং কামতাপুর-সমস্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ভূমিকা থাকে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরও অন্যতম যোগসূত্র কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও আজ সেই প্রসঙ্গ তুলেছেন। বলেছেন, উত্তর-পূর্বের 'সাতটি বোন' কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

তা ছাড়া, এখন ব্যাঙ্কক-কলকাতা সড়কের কথা চলছে। তৈল-কূটনীতিতে মায়ানমার-বাংলাদেশ গ্যাসের পাইপলাইন পশ্চিমবঙ্গে আসার কথা চলছে। বুদ্ধবাবু বলেছেন, "একমেরু পৃথিবী আর কেউ চায় না। আমরা সবাই চাই বহুমেরু বিশ্ব। এ কথা ঠিক যে, আমরা পশ্চিমকে অবজ্ঞা করতে পারি না। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঐতিহাসিক।" সিঙ্গাপুরও যে একই ভাবে উৎসাহী, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং। আজ বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে তিনি পরিকাঠামো থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিটি বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন বুদ্ধবাবুকে। বুদ্ধবাবু তাঁকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী হো চিঙের 'তেমাসেক হোল্ডিং'-এর সঙ্গে আজ মধ্যাহ্নভোজের বৈঠক ছিল বুদ্ধবাবুর। সঙ্গে ছিলেন তরুণ দাস, সব্যসাচী সেন এবং সিঙ্গাপুরে ভারতের রাষ্ট্রদূত অলোক প্রসাদ। আর সন্ধ্যায় এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে ডাংলিং ক্লাবে চা-চক্রে বসেন বুদ্ধ। সেখানে বুদ্ধবাবুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাঙালিরা।

সকালে শার্ট-প্যান্ট পরে সরকারি বৈঠক করেছেন বুদ্ধবাবু। কিন্তু সন্ধ্যায় বাঙালিদের আসরে পুরোদস্তুর বাঙালি বেশে হাজির হয়েছিলেন। ভাবমূর্তি বলে কথা!

24 AUG 2007

ANANDABAZAR PATRIKA

Homework done for date with investors

CM flies, armed with map

ASHIS CHAKRABARTI

Singapore, Aug. 22: It's a journey with a map for Buddhadeb Bhattacharjee. As he arrived here this evening on his way to Jakarta for talks with the Salim Group of Industries, he carried with him the first satellite map of the area where the $20-billion Indonesian giant plans huge investments in Bengal.

Land from four areas in South 24 Parganas — Baruipur, Canning, Sonarpur and Mograhat — has been identified for the Salim Group's proposed industrial economic zone. Not all the land is contiguous, though.

"We couldn't show them the area when they were last in Calcutta," the chief minister said. Representatives of the group, who included Beni Santosa, one of the two brothers owning the group, had even hired a helicopter to have a look at the area, but bad weather forced them to cancel the ride.

At Jakarta, Bhattacharjee is scheduled to meet Anthony Salim, the group's chairman, on August 25. Also in the Indonesian capital, he meets the head of the Bakri group, another major conglomerate that has large businesses in shipping, palm oil and coal.

The chief minister did not seem to be too worried about the agitation Mamata Banerjee has threatened to start to prevent the government from acquiring land for the project. "From agriculture to industry, from rural to urban life — that is the law of economic growth everywhere."

Even so, the government and the CPM have clearly taken care to see the project, which includes an industrial park, a health city, a golf city and a knowledge city, does not take away too much of fertile, agricultural land. It is mostly single-crop or low-lying non-farming land.

Bengal's commerce and industries secretary, Sabyasachi Sen, who is accompanying the chief minister, said the Salim Group had not yet asked for a special economic zone status for the project area. "But we think they will eventually ask for it."

An upbeat chief minister seemed confident about finalising the deal with the Salim Group. "As for the Salim projects, more than 50 per cent work has already been completed," he said.

The other such is the township project in west Howrah, for which some investments have already been made by Salim and another major Indonesian group, Ciputra.

With the hope kindled by Indonesian projects, he was looking closely at Singapore. His one and a half days at Singapore have a packed schedule that includes high-profile meetings with Prime Minister Lee Hsien Loong and the city-state's elder statesman, Goh Chok Tong.

Bhattacharjee at the Calcutta airport. Picture by Sanjoy Chattopadhyaya

"But I'm looking forward most to meeting the lady", Mrs Ho Ching, the Prime Minister's wife and chairperson of the high-profile Temasek Holdings.

"She is a powerful woman and heads the umbrella organisation that supervises all public sector industries," Bhattacharjee said.

The man of the moment — other than Bhattacharjee himself, of course — was Prasoon Mukherjee, the Jakarta-based businessman with years of association with the Salim Group. He came from Jakarta to meet Bhattacharjee here and will be with him through all the crucial talks here and in Jakarta.

■ **More reports on Page 13**

23 AUG 2005 THE TELEGRAPH

মনমোহন: অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

দেবজ্যোতি ঘোষ, সিঙ্গাপুর

২২ আগস্ট— পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বকেয়া প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সহযোগিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিঙ্গাপুরের পথে ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সহযোগিতার কয়েকটি উদাহরণও দেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রের সহযোগিতা পাচ্ছেন কি? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, অস্বীকার করব না, প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাহায্য করছেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। যেমন, রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির সংযোগ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর সচিব সংশ্লিষ্ট ৫টি দপ্তরের সচিবদের ডেকে মাত্র একটি বৈঠকে সব জটিলতার সমাধান করে দিলেন। আকরিক লোহা নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিব সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিদ্যুৎ প্রকল্পেও সহযোগিতা পাচ্ছি। আমার সিঙ্গাপুর সফরে উৎসাহ দিয়েছেন যোজনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। সিঙ্গাপুরে পৌঁছনোর পরও উনি ফোন করেছেন। খোঁজখবর নিয়েছেন। সিঙ্গাপুরের বিমান ধরার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ব্যাঙ্ককে অপেক্ষা করতে হয় দু ঘণ্টা। সে সময় তিনি সাংবাদিকদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দেন। সিঙ্গাপুরে তাঁর সফরসূচি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুঙের সঙ্গে আমার বৈঠক হবে। এটা আমার পক্ষে বড় সুযোগ। সাধারণত কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন না। আমার ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙা হয়েছে। ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই সুযোগটা আমি কাজে লাগাতে চাই। রাজ্যের পক্ষে প্রচার করতে চাই। আশা করি, কিছু বিনিয়োগ আসবে। বুদ্ধবাবু বলেন, সিঙ্গাপুরে যে প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি, জাপান সফরের সময় তত প্রস্তুতি ছিল না। তবু জাপান থেকে বিনিয়োগ এসেছে। আশা করি, সিঙ্গাপুর থেকেও আসবে। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও চিনের সঙ্গে বৈঠক হবে। তাঁর সঙ্গে বৈঠক সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিতও

এরপর ৫ পাতায়

শিল্প দরকার, দেখতে হবে কৃষককেও: বুদ্ধ

আজকালের প্রতিবেদন: শিল্পও দরকার। আবার কৃষকদের স্বার্থও দেখতে হবে। তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। সোমবার সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার মুখে এ কথা বলে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিন সকালে রাজ্যে লগ্নির উদ্দেশে ২২ জন শিল্পপতিকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুর রওনা হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ কথাও বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। শিল্প ও কৃষি জমির বিতর্ক ওঠায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়। বামফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যেও এ নিয়ে আপত্তি উঠেছে বলা হয়। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিতর্ক কোথায় হল? আপত্তি উঠেছে বলে আমার জানা নেই। তাঁর মতে, কৃষি থেকে শিল্পে যেতে হবে। গ্রাম থেকে শহরে। এটাই সভ্যতার লক্ষণ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এ জন্য জমি, ঘর হারাতে হবে। যারা হারাচ্ছে, তাদের রক্ষাও করতে হবে। তিনি বলেছেন, চিরকাল চাষবাস নিয়ে থাকলে তো চলবে না। তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ায় সালেম গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কথা হবে হেলথ সিটি, নলেজ সিটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি স্থাপন-সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে। তা ছাড়া সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং ও সিনিয়র মন্ত্রী গো চক টংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করবেন। কথা বলবেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রী জর্জ ইয়ো, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী ভিভিয়ান বালকৃষ্ণর সঙ্গেও। সিঙ্গাপুর থেকে তিনি ২৫ তারিখে যাবেন জাকার্তায়। সালেম গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট সওফ কালা, সংসদের স্পিকার

এরপর ৫ পাতায়

দেখতে হবে কৃষককেও : বুদ্ধ

১ পাতার পর

আউং লাকসোনা, সমন্বয় মন্ত্রী আবু রিজাল বাকরির সঙ্গে বৈঠক করবেন বুদ্ধবাবু। সেখানে দু'দেশের শিল্প প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন তিনি। এদিকে, রাজ্যের ২২ জন শিল্পপতিকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুর রওনা হলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে উড়ে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য, মেয়ে সুচেতনা, মন্ত্রী মহম্মদ আমিন, গৌতম দেব, মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব, স্বরাষ্ট্র সচিব প্রসাদ রায়, ডি জি সুভাষ আগস্তি, পুলিস কমিশনার প্রসূন মুখার্জি প্রমুখ। বুদ্ধবাবুর অনুপস্থিতিতে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন।

মনমোহন : অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

১ পাতার পর

করবে। সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগকারীদের সংগঠনের প্রধান ও চিন। ইন্দোনেশিয়া সফর সম্পর্কেও আশাবাদী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি জানান, বিশেষ আর্থিক অঞ্চল নিয়ে চুক্তি হবে জাকার্তায়। ১০ বছরের মধ্যে আমরা কাজটা শেষ করতে চাই। এ ছাড়া আরও একটা চুক্তি হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপগ্রহ মানচিত্র সঙ্গে এনেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠীর অ্যান্টনি সালিমের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী সিনার মাস-এর কর্ণধার ফ্রাঙ্কি বিজয়ার সঙ্গে বৈঠক হবে। তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী লিপ্পো গ্রুপের কর্ণধার জেমস রিয়াডির সঙ্গেও বৈঠক হবে। প্রসঙ্গত, সিনার মাস এশিয়া পাল্‌প অ্যান্ড পেপার নামে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ কাগজ প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক। লিপ্পো গ্রুপের ব্যাঙ্ক ব্যবসা আছে আমেরিকায়। এরা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের নির্বাচনী প্রচারে বিশাল অঙ্কের অর্থ দান করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গাপুর পৌঁছন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭.২৫-এ। সঙ্গে এসেছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব ড. সব্যসাচী সেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব এস এ আমেদ ও নিরাপত্তা অফিসার এ কে মালিওয়াল। শিল্পপতিদের মধ্যে এসেছেন হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া, জে পি চৌধুরি, রূপেন রায় প্রমুখ। বুদ্ধবাবু উঠেছেন সাংগ্রিলা হোটেলে। রাতে হোটেলে এসে দেখা করে যান সিঙ্গাপুরে ভারতীয় হাইকমিশনার অলোক প্রসাদ।

AAJKAAL

CM lays ground for farmer 'sacrifice'

OUR BUREAU

Calcutta, Aug. 22: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today said Bengal's farmers would have to prepare themselves to "sacrifice" land to facilitate industrialisation.

Before leaving for Singapore and Indonesia on a five-day trip to conclude investment proposals, Bhattacharjee said his government would encourage the average farmers to "graduate from agriculture to industry" after putting in place measures for their socio-economic protection and rehabilitation.

The chief minister said the advancement of the civilisation necessitates the continuous movement of people from village to city.

"Villagers need not be confined to agriculture alone throughout their lives. They should also think about graduating from agriculture to industry. They will have to sacrifice their land for the sake of industry which will generate more employment opportunities for our youths. But at the same time those villagers affected in the process have to be protected and rehabilitated," Bhattacharjee said.

Accompanying the chief minister on his third foreign trip in four years are industry secretary Sabyasachi Sen, special secretary S.A.S. Ahmed, and a team of industrialists.

Bhattacharjee's visit began against the backdrop of his victory of sorts over a section in his own CPM which unsuccessfully tried to get the government to modify its policy of allotting agricultural land to big companies.

He sewed up the policy battle with support from the CPM leadership which made the South 24-Parganas district unit fall in line and endorse the government's plan to allot land to Indonesia's Salim Group.

"There will not be any problem in providing land to Salim Group for setting up a special economic zone in South 24-Parganas and a two-wheeler unit at Uluberia in Howrah," Bhattacharjee told reporters.

Bhattacharjee today surprised observers by reaching the airport wearing white pyjama-punjabi in place of the regulation dhoti and punjabi kurta. Wife Meera Bhattacharjee and daughter Suchetana accompanied him to the airport.

Replying to a question on whether other Left Front partners were unanimous about handing over 5,100 acres to Salim Group, the chief minister said he had never heard of any objection from the front partners.

"Why are you labelling the issue as a debatable one when nobody had opposed it? Everything was discussed at length at the Left Front meeting and was subsequently cleared. I am not aware of any reservations."

State labour minister Mohammed Amin will officiate during the chief minister's absence from the state.

Asked whether he would be able to attract more industrialists from abroad, the chief minister said with a smile: "Let us see. I am always optimistic about potential for foreign investment for the state's industrialisation."

Buddhadeb Bhattacharjee with his wife and daughter before he left for Singapore. Picture by Sanjoy Chattopadhyaya

Singh & Singh helpline

ASHIS CHAKRABARTI

Singapore, Aug. 22: Buddhdadeb Bhattacharjee is effusive about the help he has received from Prime Minister Manmohan Singh and other Union ministers and officials, particularly Planning Commission deputy chairman Montek Singh Ahluwalia, in his search for investments from Indonesia and Singapore.

The chief minister, in Singapore today on way to Jakarta for talks with the Salim Group that is proposing large investments in Bengal, mentioned how Singh had been prompt to clear a highway project connecting north to south Bengal, thereby addressing the state's "connectivity problem".

"He (the Prime Minister) called all officers concerned and not only sorted out problems but also arranged for central funds for the project.

Singh, he recalled, was just as gracious in intervening in the dispute over the use of iron ore from Jharkhand by the Jindal group for its proposed steel plant in Bengal.

"Soon I'll have a meeting with Arjun Munda (Jharkhand chief minister) on the issue. If he can't make it, his chief secretary will meet our officials," he said.

Jharkhand is refusing to allow any steel project to use iron ore mines in its territory unless the plant is also set up in the state.

Bhattacharjee reciprocated not just the good the Prime Minister had done him — and Bengal— but also the good words Singh had for Bengal's Marxist-turned-reformist chief minister.

So, was the Prime Minister doing more for him than his party leaders in Delhi were doing for Singh and the UPA government? "Don' get into all this," he replied, obviously not wanting to spoil the positive mood in which he has started the trip.

But his generous praise of the Prime Minister clearly stands apart from the off-and-on equations the CPM leaders in Delhi have with Singh and his government. The message clearly from Bhattacharjee was that he would go all out to be friends with the government in Delhi for the sake of the new turn in Bengal's economy.

সংস্কার ও দ্বিচারিতা

গত শতকের শেষ দশকে ভারতে যখন উদার অর্থনীতির প্রবর্তন হইয়াছিল, সেই কর্মকাণ্ডের হোতা ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। সংরক্ষিত অর্থনীতির বদ্ধ কূপ ত্যাগ করিয়া যখন তিনি অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বায়নের সড়কে লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন বামপন্থীরা তাঁহার বিরোধিতায় সরব ছিলেন। দেড় দশক পরে ইহা প্রমাণিত যে মুক্ত অর্থনীতির পথই উন্নয়নের একমাত্র উপায়। মনমোহন সিংহ বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সুতরাং শরিকি বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি যে সংস্কারের রাস্তায় হাঁটিবেন, তাহা সহজবোধ্য। সে কারণে তিনি প্রশংসিতও হইতে পারেন। কিন্তু যখন সংস্কারের প্রশ্নে তাঁহারই সহিত উচ্চারিত হয় বামরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম, তখন বিস্ময় জাগিতে পারে। কিন্তু সত্য ইহাই যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বামপন্থীদের চিরচর্চিত অর্থনৈতিক সংস্কার-বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক বণিকগোষ্ঠীর এই রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহই প্রমাণ যে পশ্চিমবঙ্গ ইহার সুফল পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড যখন অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে মনমোহন সিংহের সহিত একাসনে বসাইয়া প্রশংসা করেন, তাহাকে মুখ্যমন্ত্রীর সংস্কার-নীতির জয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি জমির ঊর্ধ্বসীমা ও শ্রেণিচরিত্র পরিবর্তন লইয়া বিতর্ক ও তাহার সন্তোষজনক সমাধানের উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর বাস্তববাদিতারই একটি প্রমাণ। যে জমি অনুর্বর বা পতিত, তাহাকে কৃষিজমি হইতে শিল্পক্ষেত্রে লইয়া আসা চলিবে এবং তাহার কোনও ঊর্ধ্বসীমা থাকিবে না— এই মর্মে একটি অর্ডিন্যান্স আনিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। ইহা স্পষ্টতই বাজার অর্থনীতির জয়। বাজার সম্পদের কুশলী বণ্টন করে। যে জমি কৃষিকার্যের উপযুক্ত, বাজারের নিয়মে সেই জমি কৃষিকার্যেই ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু যে জমি অনাবাদী বা পতিত, তাহাকে কৃষির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলে সম্পদের কুশলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাজার সেই জমিকে অধিক উৎপাদনশীল কোনও ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিবে। সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজার অর্থনীতির এই নিয়মটিকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহার সংস্কারপন্থী হইবার সদিচ্ছাটিকে আরও এক বার স্পষ্ট করিলেন। আরও একটি সুসংবাদ, তাঁহার দল জমি অধিগ্রহণ-প্রশ্নে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, অর্থাৎ এই রাজ্যে শিল্পায়নের প্রশ্নে সি পি আই এম অনর্থক বিরোধিতার রাস্তা হইতে সরিয়া আসিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যের বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশের কথা বলিতেছেন, তখন শাসক দল হইতেই সংস্কারবিরোধিতা যে সদর্থক ইঙ্গিত বহন করে না, এই বোধ বামপন্থী নেতৃত্বের যত দ্রুত হয়, ততই মঙ্গল। মুখ্যমন্ত্রীর ইন্দোনেশিয়া সফর এ রাজ্যে সালিম শিল্পগোষ্ঠীর বিনিয়োগ আনিবার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এই সময় সি পি আই এম পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তটি ইতিবাচক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন।

তবু, বামপন্থীদের সংস্কারপ্রীতি এখনও সন্দেহাতীত নয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানাইয়া দিয়াছেন, বামপন্থীদের পশ্চিমবঙ্গে সংস্কারপন্থা এবং কেন্দ্রে সংস্কারবিরোধিতার দ্বিচারিতা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রীর সহিত একান্ত আলাপে মালফোর্ড প্রশ্নটি তোলেন, কিন্তু বুদ্ধবাবুর উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। বুদ্ধবাবু তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাস, দেশের মানুষের নিকট তাঁহাদের দায়বদ্ধতা ইত্যাদির অবতারণা করিয়াছেন, যাহা মালফোর্ডের 'জটিল' মনে হইয়াছে। স্বাভাবিক। রসিক পাঠক বলিতে পারেন, বুদ্ধদেববাবুর নিজের কানেও কি ওই সকল কথা জটিল শোনায় নাই? যে দায়বদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই তাঁহার দলের অর্থহীন সংস্কারবিমুখ অর্থনৈতিক নীতির নিকট, জনগণের নিকট নয়। যে আর্থিক নীতির ফলে আখেরে সাধারণ মানুষের লাভ হয়, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে' যে সেই নীতির বিরোধিতা করা চলে না, এই সত্যটি মুখ্যমন্ত্রী বিলক্ষণ বোঝেন, কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে ইহাকে পুরোপুরি স্বীকার করিতে পারেন না। নিজ রাজ্যে তিনি সংস্কারের পথে হাঁটিয়া তাহার সুফল পাইতেছেন। কেন্দ্রে কেবলমাত্র কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক দূরত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য সরকারের আর্থিক নীতির বিরোধিতা করা যে আদতে জনসাধারণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা, এই সত্যটি বামপন্থীদের বুঝিতে হইবে। বুদ্ধবাবু সংস্কারের পক্ষে, এখন বামপন্থীদের প্রধান কর্তব্য, ক্ষুদ্র রাজনীতি ভুলিয়া দেশের উন্নয়নের প্রশ্নে সংস্কারের শরিক হওয়া। তাঁহারা সে পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এখনও অনেক পথ চলা বাকি।

ANANDABAZAR PATRIKA

Dengue toll climbs to seven

Stagnant water accumulated at construction sites and potholes in roads are the main breeding grounds of the Ades mosquito. And there's civic unpreparedness, too. **Metro** finds out...

Eleven-year-old Deepika Pandey succumbed to haemorrhagic dengue at a private hospital on Sunday. Her death takes the toll from the disease to seven in the city. The condition of four other children is said to be critical.

In 1990, 12 persons had died and over 60 were admitted to hospitals with haemorrhagic dengue. But the Calcutta Municipal Corporation (CMC) has done little to destroy the breeding grounds of the dengue-causing Ades mosquito, and fears are that the toll this time may be much higher.

Subodh De, member of the mayoral council overseeing health, ascribed the dengue outbreak, mainly in south Calcutta, to the spawning of mosquitoes in scores of big and small housing projects and reservoirs constructed for these, excavation of roads, accumulated garbage and rooftops where water is allowed to collect.

Health experts have pinpointed three reasons for the dengue outbreak in south Calcutta pockets like Lake Gardens, Golf Green, Jadavpur, Bijoygarh, Dhakuria and Santoshpur:

- ✔Several uncovered reservoirs at the sites of buildings under construction
- ✔No effort on the part of local representatives of the civic body to remove accumulated water
- ✔Indiscriminate digging at construction sites, causing water accumulation.

Symptoms of haemorrhagic dengue:

- Fall in blood thrombocite count from 100,000 to about 40,000
- Rise in haematocrit due to plasma leakage
- Petechial haemorrhage after removal of blood pressure cuff from the arm
- Blood in vomit and stool

Cause:

Aedis Egyptal (mosquito)

Danger hour: 8 am - 9 am, 5 pm - 6 pm

Identification: Large, black with white spots on legs

Breeding ground: Clean water

Helplines:

Local Health Authority of Calcutta: Dipankar Das (9830065357)

Senior civic health officer: Atanu Mukherjee (9831017983)

Tips:

- Don't neglect fever or take medicines without consulting a doctor
- Destroy the breeding grounds of mosquitoes
- Undertake anti-mosquito drives in offices and shops since dengue mosquitoes bite during the day

Even after six persons have died of dengue in the past three days, civic health officers have not found time to visit the affected areas.

To make matters worse, CMC officers admitted that neither was any contingency plan ready to counter dengue, nor did any infrastructure exist in terms of trained manpower or equipment to carry out elaborate medical tests.

"Since the CMC does not have any infrastructure, we have decided to appeal to all NGOs to come forward and help us destroy the breeding grounds of the Ades mosquito," said , mayoral council member De.

A tour of the affected areas by **Metro** on Sunday revealed that no effort had been made to remove stagnated rainwater puddles from houses under construction or roads with potholes, where the Ades mosquito is born.

Air coolers, flower vases and water tanks and reservoirs are the real danger zones. A physician in Lake Gardens said he was receiving a large number patients with high fever. "But all of them are not suffering from dengue. Only proper serological tests can confirm that one is suffering from dengue," he said.

"There has been no awareness campaign by the CMC in our area," said Nishith Sarkar, president, Lake Gardens People's Association. "For the past six months, no CMC team has sprayed mosquito repellents in the area," he complained.

Left with no alternative, local councillors are setting up medical camps on their own **(photograph in graphic by Amit Datta)**.

Lax KMC blamed for deadly disease

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 21. — Lackadaisical attitude of the authorities of the Kolkata Municipal Corporation (KMC) was responsible for the spread of dengue in wards 92,93,94 of the KMC area.

So far the death toll rose to seven in the city with two more deaths being reported from North 24-Parganas.

A visit to ward no. 93 revealed that lack of proper sanitation, unhygienic milieu, heaps of uncleared garbage which are a veritable eyesore and faulty drainage system have resulted in the outbreak of the disease in the ward.

Most of the victims are slum-dwellers. Arif Gazi (7) and Firoza Bibi (20) died of dengue in the Masjid para area of ward 93 this week.

The KMC authorities have opened a health camp at a local club on Prince Anwar Shah Road to provide basic treatment to more than a hundred slum-dwellers suffering from fever in the locality.

Both the victims showed signs of high fever, severe headache, pain in the eyes and nauseating tendency. Most of the slum-dwellers suffering from fever in the locality have got their blood samples tested as particularly children have been more affected with fever.

Bulu Bibi, a victim's mother, said her child had been suffering from fever for the past four weeks. "Last Saturday, he complained of acute pain in the chest accompanied by high fever. We rushed him to MR Bangur Hospital. From there he was transferred to Calcutta National Medical College and Hospital where he breathed his last," she said.

Firoza's husband, Sk Akbar, a taxi driver, said his wife too had been suffering from high fever. She was admitted to Baruipur sub-divisional hospital but she was referred to CNMCH for suspected dengue treatment," he said.

However, the 55-odd residents living in the dingy slum near Rahim Ostagar Masjid are angry with the poor civic amenities offered to them. They have no proper sanitation facilities in their slums and the premises are filled with stagnant black water which stinks.

Akbar, a local, complained that "civic conservancy staff never turn up here and garbage keeps piling up. If we approach the conservancy staff they ask money from us in lieu of service. Sewerage system is virtually in a run down condition for long.

Dr Subodh Kumar Dey, member, mayor-in-council (health), said: "Though the number of *Aedes Aegypti* mosquito, which carries the virus causing dengue, is not found in great numbers, but their presence has been detected in Dum Dum and Salt Lake recently." Health camps opened in the area are giving primary treatment to the people, he said.

Doctors at the health camp in ward 93 have been taking blood samples from people suffering from fever. The health staff of the corporation are providing basic medicines, including paracetamol, to check fever.

Mr Ratan Dey, councillor, complained that another person has died at nearby Madartala. He alleged that the corporation is not equipped to fight dengue fever. We want an expert team from the state health department to come here and ascertain the cause of the disease."

A doctor examines a child at Masjid para in ward no. 93 on Prince Anwar Shah Road on Sunday. — SNS

THE STATESMAN

22 AUG 2005
HINDUSTAN TIMES

Dengue carriers swarm back to city

HT Correspondent
Kolkata, August 21

THE CITY has turned into a breeding ground for *Aedes aegypti*. If you don't know why that should worry you, here's why: *Aedes aegypti* is the mosquito that spreads the dreaded dengue virus.

Thanks to the stagnant water because of the increasing number of housing complexes and the use of air-coolers and air-conditioners, the mosquito is getting ideal conditions to breed and the problem could turn acute in a couple of years, feel experts. City-based entomologists feel that administrators should immediately take preventive measures,now that several cases of dengue have been reported from the city and its outskirts, including Barasat.

Amiya Kumar Hati, former director, School of Tropical Medicine (STM), said small pools of clear stagnant water are the ideal breeding spots for the *Aedes aegypti* mosquito. Professor Hiranmoy Mukherjee of STM concurred, blaming the increasing use of air-coolers and air-conditioners in the city and the suburbs for the grim situation.

The problem is compounded by the fact that mosquitoes are becoming resistant to conventional insecticides, Mukherjee said. Even spraying DDT is not of much use, he said,

Dengue expert Nilam Tandon said Salt Lake and Dum Dum are the areas most prone to an outbreak of dengue as many multi-storeyed buildings and tyre-repairing centres are mushrooming in these areas. Uncovered water tanks inside housing complexes and clear water collected in tyre-repairing centres provide ideal breeding spots for the mosquito.

MMiC (health) Subodh De said he would talk to his colleagues in the buildings department of the KMC to take steps to control the problem. "We will talk to the government also and request the municipal affairs and the health departments to look into the matter. The STM's virology department is examining blood samples of the patients showing dengue-like symptoms," he said.

Three patients with symptoms of dengue were admitted to Sambhunath Pandit Hospital from Mathertala, Tollygunge, on Sunday. Ward 93 councillor Ratan Dey said a team of doctors would visit the camp set up in the ward on Monday.

Dengue haemorrhagic fever, with symptoms of blood vomiting first spread to the city about 15 years ago. Several suspected dengue cases have been reported in the city and its outskirts in the past few weeks. At least four children have died of suspected dengue.

WHAT IS DENGUE?
A viral infection contracted from the bite of an *Aedes aegypti* mosquito infected with one of 4 dengue viruses. It cannot spread directly from person to person

WATCH OUT FOR
The *Aedes aegypti* mosquito, which breeds in clean water and usually bites during the day

SYMPTOMS
Classical dengue fever is traditionally called break-bone fever and is accompanied by severe headache, backache, joint pains, nausea and vomiting, eye pain and rash

উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ, আন্দোলনে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: উন্নয়নের নামে কৃষকদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দলের পক্ষ থেকে তৃণমূল বিধায়ক সৌগত রায় পরিষ্কার জানিয়ে দেন, চাষের জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে বিদেশি সালিম গোষ্ঠীকে দিয়ে উপনগরী গড়ার বিরুদ্ধে তৃণমূল সর্বাত্মক আন্দোলনে নামবে। সেই সঙ্গে সংগঠিত করবে কৃষকদেরও। সৌগতবাবুর প্রশ্ন, "সালিম গোষ্ঠী কারা? যে হঠাৎ করে তাদের হাতে জমি তুলে দিতে হবে?"

বিনিয়োগ নিয়ে সালিম-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা করতে সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিদেশ যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরের সময় দলবল নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপনগরী গড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন। যুব তৃণমূলের সভাপতি মদন মিত্র বলেন, কত জমি নেওয়া হবে, কতজন কৃষক কাজ হারাবেন, তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা কী হবে, এসব নিয়ে ৭ দিনের মধ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছিল। সরকার তা না-মানায় মঙ্গলবার সকালে রাজ্য জুড়ে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের ১৪ জন বিধায়ক রয়েছেন, যা সি পি এমের থেকে বেশি। কিন্তু কৃষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই জনপ্রতিনিধিদের মতামতের কোনও তোয়াক্কাই রাজ্য সরকার করেনি বলে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে।

সৌগতবাবু বলেন, "যেভাবে উপনগরী গড়ার ব্যাপারে আলিমুদ্দিনের সবুজ-সঙ্কেত পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, তাতে আমরা অবাক। হাজার হাজার কৃষক কর্মচ্যুত হবেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের কী হবে? উপনগরী গড়া যে কোনও শিল্প নয়, সেটা রাজ্য সরকারকে বুঝতে হবে।"

কেবল দক্ষিণ ২৪ পরগনাই নয়, হাওড়ার শ্যামপুর-উলুবেড়িয়া বা রাজারহাট যেসব জায়গায় সরকার উপনগরী গড়ার কথা বলছে সব জায়গাতেই তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছে। কিন্তু কেন তাদের সঙ্গে কোনও কথা বলা হল না? তৃণমূলের প্রশ্ন সেটাই। সৌগতবাবু হিসাব দিয়ে বলেন, "যদি সাড়ে ৫০০০ একর কৃষি জমি নেওয়া হয়, তাহলে আড়াই লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন। তাদের কী হবে?" সোমবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বারুইপুরে কনভেনশন ডেকেছে তৃণমূল।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখনও জমি চিহ্নিত হয়নি। দলীয় স্তরে আলোচনা হয়েছে। যেখানে জমি নেওয়া হবে, সেই এলাকার সাধারণ মানুষ ছাড়াও জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে রাজ্য সরকার। তা তিনি সি পি এম, তৃণমূল, এস ইউ সি যে দলেই হোন না কেন।

শিল্পকে জমি দেওয়ার আগে ভূমি-মানচিত্র চায় ফরওয়ার্ড ব্লক

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

জমি নিয়ে কোনও কিছু করার আগে রাজ্যে একটি 'ল্যান্ড ম্যাপ' বা ভূমি মানচিত্র তৈরির দাবি জানাল ফরওয়ার্ড ব্লক। এ ব্যাপারে তারা ইতিমধ্যেই সরকার এবং সি পি এম দলের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমি মানচিত্র তৈরি না-করে তারা রাজ্যে কোনও শিল্পপতি বা শিল্পগোষ্ঠীকে জমি দিতে দেবে না।

দলের নেতা অশোক ঘোষ জানিয়েছেন, "ভূমি মানচিত্র তৈরি করার জন্য রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে আমরা নির্দিষ্টভাবে দাবি জানিয়েছি। ভূমি মানচিত্র তৈরি না-করে কিংবা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না-করে জমি বন্টন করতে দেব না। জমি বন্টনের আগে জমির চরিত্র নিরূপণ করতে হবে। তারপর স্থির হবে কোনও নির্দিষ্ট জমি শিল্পের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না।"

ভূমি মানচিত্রের মাধ্যমে জমির চরিত্র, আয়তন, উপকারিতা সব কিছুই ফুটে উঠবে। ফরওয়ার্ড ব্লক পরিষ্কারভাবে সরকারের কাছে জানতে চায়, যে জমি শিল্পের জন্য দেওয়া হচ্ছে তাতে কৃষির কোনও ক্ষতি হচ্ছে কি না। দলের মতে, যদি শিল্পের জন্য জমি দিতে গিয়ে কৃষির ক্ষতি হয়, তাহলে সেই জমি দেওয়া যাবে না।

এ ছাড়া, বিনা প্রয়োজনে জমির চরিত্র বদলেরও বিরোধিতা করবে ফরওয়ার্ড ব্লক। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৯৭ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে সাড়ে ৫৪ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। সেই সব জমিতে বছরে এক থেকে চারটি পর্যন্ত ফসল ফলানো যায়।

৪৩ লক্ষ হেক্টর অকৃষি জমির মধ্যে ২০ শতাংশ বন ভূমি। বাকি ৮০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে কল-কারখানা, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, জনস্বার্থে তৈরি হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্মশান, নদী-নালা এবং বিভিন্ন ধরনের উঁচু, নিচু, মাঝারি মাপের পতিত জমি।

এ দিকে, জমি বন্টন নিয়ে শিল্প দফতর এবং সি পি এম দলের মধ্যে আলোচনা হলেও গোটা বিষয়টিতে এখনও অন্ধকারে রয়েছে কৃষি বিভাগ। তারা কোনও ভাবেই জানতে পারছে না কী ধরনের জমি শিল্পের জন্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে তাতে বেশি খানিকটা ক্ষুব্ধ কৃষি বিভাগ। তাদের সেই ক্ষোভের কথা এতটুকু চেপে না রেখে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী কমল গুহ শনিবার বলেন, "বর্তমানে যা চলছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমরা খানিকটা ক্ষুব্ধ। কাউকে কোনও কৃষি জমি দেওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা দেখা দেবে। যদিও আমরা শিল্প বিরোধী নই, তবুও কৃষির ক্ষতি করে আমরা কাউকে জমি দিতে দেব না।" রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "সরকারের রুলস অফ বিজনেস মেনেই আমরা কাজ করছি। প্রতিটি দফতরের কাজ ভাগ করা রয়েছে। আমরা তার কোনও বিচ্যুতি ঘটাইনি।" এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক স্তরে জমি নিয়ে আলোচনা শিল্প এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিছুদিন ধরেই কৃষি জমি বন্টনের ব্যাপারে প্রশাসনিক স্তরে জেলা-ওয়ারি রিপোর্ট তৈরির জন্য দাবি জানাচ্ছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিভাগের মতে, ভূমি মানচিত্র তৈরি হলে স্বাভাবিকভাবেই জমির চরিত্র এবং উর্বরতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে। তা থেকে কৃষি বিভাগও বার্ষিক ফসল উৎপাদনের মাত্রাও স্থির করতে পারবে।

কৃষি দফতরের মতে বর্তমানে আলু, সব্জি এবং ধান যে সমস্ত জমিতে ফলন হয় তার থেকে শিল্পের জন্য কিছু জমি নিলে কৃষির কোনও ক্ষতি হবে না। এর কারণ ওই জমিতে প্রতি বছরই উদ্বৃত্ত ফলন হয়। তাই জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও ফলন তেমন মার খাবে না। পাশাপাশি আবার সূর্যমুখী, ভুট্টা , ডাল শস্য এবং তৈলবীজ যে জমিতে হয়, তা শিল্পের জন্য দেওয়া যাবে না। কারণ, ওই চার ধরনের ফসলের উৎপাদন কম এবং তা কম এলাকাতেই ফলানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৬০ লক্ষ হেক্টরে ১২৫ লক্ষ টন ধান উৎপাদন হয়। প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ হেক্টরে ৭৫ থেকে ৮০ লক্ষ টন আলু তৈরি হয়। ৭০ থেকে ৭৫ হাজার হেক্টরে আনুমানিক দেড় লক্ষ টন শাক সব্জি হয়। বোরো চাষের জমিতে সূর্যমুখী চাষের জন্য ইতিমধ্যেই কৃষকদের উৎসাহিত করতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

বুদ্ধের সফরের আগে মুশকিল আসান

অকৃষি জমি পেতে এ বার অর্ডিন্যান্স

দেবব্রত ঠাকুর

কৃষিজমি নয়, অকৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমা শিথিলে এ বার অর্ডিন্যান্স আনার চিন্তাভাবনা চূড়ান্ত। দল, ফ্রন্ট-সহ সর্বস্তরে সবিস্তার আলোচনার পরে রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করতেই এই অর্ডিন্যান্স আনা হবে। সরকারি সূত্রের ইঙ্গিত, সেপ্টেম্বরেই অর্ডিন্যান্সটি আনার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অকৃষি জমির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিতর্কিত ১৪(কিউ) ধারায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কাঁকুরে, পাথুরে জমি ('অ্যারিড ল্যান্ড') এবং পতিত জমি ('ওয়েস্ট ল্যান্ড') কথা দু'টিও।

পাঁচ হাজার একর জমিতে সালিম গোষ্ঠীর লগ্নির প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাদ দিলেও এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি প্রকল্প স্রেফ জমির জন্যই ঝুলে আছে। কল্যাণীতে অম্বানী গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত 'ধীরুভাই অম্বানী নলেজ সেন্টার' তার অন্যতম। প্রায় ৭০ একর জমি সরকারের হাতেই রয়েছে। কিন্তু আইনি হস্তান্তরের সুযোগ নেই। উইপ্রোর জন্য প্রয়োজন ৫২ একর জমি।

যাদবপুর টিবি হাসপাতালের প্রায় ৫০ একর জমি মেডিক্যাল কলেজের জন্য হস্তান্তরও সম্ভব হচ্ছে না আইনি বাধায়। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল, সরকারের সঙ্গে যৌথ ভাবেই এই প্রকল্প গড়ে উঠবে। কিন্তু বাদ সেধেছে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া। কোনও যৌথ উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ গড়া হলে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে তারা। প্রকল্পকে হয় পুরোপুরি বেসরকারি, নইলে সরকারি হতে হবে।

মংপুর বন্ধ হয়ে যাওয়া সিঙ্কোনা প্রকল্পের অব্যবহৃত ২৬ হাজার একর জমিরও বিলি-ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ভেষজ চাষ এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরকারের কাছে থাকলেও আইনি গেরোয় সেই জমির বিলি-ব্যবস্থা করতে পারছে না সরকার।

বিধানসভার সদ্য-সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে ভূমি সংস্কার দফতর জমির ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে কৃষি, অকৃষির বিভেদ না-করে সার্বিক ভাবে সব জমিকেই এর আওতায় আনার ফলে সরকারের ভিতরেই বিতর্ক চরমে ওঠে। অনুমোদনের জন্য বিলটি যিনি পেশ করেন, সেই ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই ধারাটি সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। এই ধারাটি নিয়ে সরব হয় বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকও। বিধানসভায় সি পি এমের বিধায়কেরাও এই বিষয়ে তাঁদের সংশয়, আপত্তি জানাতে দ্বিধা করেননি। শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক ধারাটিকে মূল সংশোধনী থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন। এবং নজিরবিহীন ভাবে শাসক ও বিরোধী দল কার্যত একসঙ্গেই এই প্রস্তাবের পক্ষে, ধারাটির বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সেই ভোটে সামিল হন রেজ্জাকও।

সেই বিতর্কিত ধারায় বলা হয়েছিল: কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়, পতিত জমির উন্নয়ন বা পর্যটন বা ওষধির চাষ কিংবা অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেন, তা হলে সব দিক খতিয়ে দেখে, প্রকল্পের অগ্রপশ্চাৎ বিচার করে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে ঊর্ধ্বসীমার বাইরেও জমি সংগ্রহ বা কেনার অনুমতি দেওয়া

এর পর চারের পাতায়

সালিমদের প্রকল্পের পথ প্রশস্ত

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার আগে বেসরকারি উদ্যোগকে যুক্ত করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্পনগরী, উপনগরী ও স্বাস্থ্যনগরী গড়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। এই সফরে সালিম গোষ্ঠী-সহ একাধিক সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।

কী ভাবে সরকার জমি নেবে, সেই ব্যাপারে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম, দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, জ্যোতি বসু, কৃষক নেতা বিনয় কোঙারদের সঙ্গে ওই জেলার নেতা ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সাংসদ সুজন চক্রবর্তী প্রমুখও ছিলেন। জেলার তরফে লিখিত প্রস্তাবে বলা হয়, উন্নয়নে জমি লাগবেই। কিন্তু যতখানি সম্ভব লোকবসতি ও বহুফসলি জমি যেন বাদ দেওয়া হয়। জমি অধিগ্রহণের ফলে যাঁরা জমি বা বাড়ি হারাবেন, সরকার যেন তাঁদের উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের দিকটিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে। দলের রাজ্য নেতৃত্ব এই প্রস্তাব মেনে নেন। রবিবার রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিষয়টি গৃহীত হবে বলেই দলীয় সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন সোমবার।

পরে অনিলবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আগে বিদেশ যান। ওদের সঙ্গে কথা বলে আসুন। প্রকল্পের জন্য চুক্তি করুন। ওরা কিছু শর্ত দেবে। সরকারেরও কিছু শর্ত থাকবে। আমাদের দল প্রকল্প রূপায়ণে সব রকম সাহায্য করবে। কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা চাই, কেবল শহর নয়, গ্রামগঞ্জেও উন্নয়ন হোক। বেসরকারি উদ্যোগকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত উন্নয়ন চায় রাজ্য সরকার।"

দলীয় বৈঠকে নিরুপমবাবু বলেন, "দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগই আসছে। উন্নয়ন ও শিল্প স্থাপনের জন্য জমির প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে বিশেষ জমি নেই। গ্রামের অধিকাংশই কৃষিজমি। সুতরাং কৃষিজমি নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। তবে বহুফসলি জমি যত কম নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা হবে।" ভাঙড় এলাকার বহুফসলি জমি নেওয়ার ব্যাপারে রেজ্জাক মোল্লা আগে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ দিন তিনি কোনও আপত্তি তোলেননি। আপত্তি করেননি কান্তিবাবুও।

অনিলবাবু বলেন, "দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চার লেনের রাস্তা এবং উপনগরী, শিল্প-তালুক, স্বাস্থ্যনগরী ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে যুক্ত করে রাজ্য সরকার যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, সম্পাদকমণ্ডলী তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।" তাঁর কথা: আমরা হাওড়া, মেদিনীপুর, দুর্গাপুরেও এমন কাজ করছি। যেখানে কাজ হবে, সেখানকার দল, বামপন্থী ও সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিই বলেই এই বৈঠক। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কোন কোন জমি নেওয়া হবে, তা জেলা কমিটিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে।

অনিলবাবু জানান, যারা শিল্প গড়বে, তাদের পছন্দের জায়গা আছে। যতটা সম্ভব বহু বা তিন-ফসলি জমি এড়িয়েই এটা করতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারেরও দায়িত্ব আছে। অনেক পতিত জমি আছে রাজ্যে। সেগুলোকে কৃষিজমিতে পরিণত করতে হবে। শিল্প ও নগরায়ণের জন্য কৃষিজমি নিলেও রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ও কার্যত রাজ্যের শিল্পায়ন-নীতি সমর্থন করে বলেন, "ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে এখন পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয়।"

P.T.O.

অকৃষি জমি পেতে অর্ডিন্যান্স

প্রথম পাতার পর

হবে। এই উপধারার পাশাপাশি বলা হয়েছে: সরকার কখনও প্রয়োজন মনে করলে সীমা-বহির্ভূত জমির পুরোটা কিংবা একাংশ আবার খাস করে নিতে পারবে।

কারা এই সুবিধা পেতে পারে, তা স্পষ্ট করে দিয়ে বলা হয়েছে: ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, কোনও ফার্ম, কোনও কোম্পানি, কোনও অ্যাসোসিয়েশন এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের জন্য ঊর্ধ্বসীমা শিথিলের সুযোগ নিতে পারবেন।

সরকারি সূত্রের বক্তব্য, মূল বিলটিতে অকৃষি জমি, কাঁকুরে জমি, পতিত জমি— এই বিষয়গুলি তখনই রাখা হয়েছিল।

পরবর্তী ক্ষেত্রে আইন দফতর বিলটি পরীক্ষা করতে গিয়েই এই শব্দগুলি বাদ দেয়। এর ফলেই বিতর্ক, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

উর্বর, বহুফসলি কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা লোপ করার বা এই ধরনের জমি শিল্পের জন্য তুলে দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য সরকারের ছিল না বলেই সরকারি কর্তাদের দাবি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব একটি বণিকসভার বৈঠকে জানান, সরকার জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত সংশোধনী আবার আনবে। তবে এই বিষয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

25 AUG 2005

বিদেশি লগ্নির জন্য রাজ্যে দ্বার অবারিত, ফের বললেন বুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার: দিল্লিতে যাই হোক না কেন, রাজ্যে লগ্নির ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সংস্থাগুলির কাছে বামপন্থীরা কখনওই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না।

সোমবার, ২২ অগস্ট সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার আগে বণিকসভা ফিকি-র অনুষ্ঠানের শেষে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই ইঙ্গিত সংস্কার ঘিরে বামপন্থীদের পুরনো বিতর্কটিকে ফের উস্কে দিল। বৃহস্পতিবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড বুদ্ধবাবুকে বলেছিলেন, দিল্লিতে বাম নেতাদের সংস্কার বিরোধিতা মার্কিন লগ্নিকারীদের কাছে বিভ্রান্তিকর ঠেকে। বুদ্ধবাবুর সফর ঘিরে সিঙ্গাপুরের লগ্নিকারীরা উৎসুক হয়ে থাকলেও, বাম শিবিরের সামগ্রিক সংস্কার বিরোধিতা সে দেশেও কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে কি না, তা অবশ্য জানার উপায় ছিল না এ দিন।

আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইদানীং যে অপ্রিয় প্রশ্নটির মুখোমুখি বুদ্ধবাবুকে প্রায়শই হতে হয়, এ দিনও সভা শেষে চলে যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সিঙ্গাপুর এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলি এই প্রশ্ন তুলে ধরলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, "আমরা কখনওই সংস্কারের বিরোধী নই।" বরং আরও স্পষ্ট করে তাঁর ঘোষিত নীতিকে বুঝিয়ে দিতে তিনি বলেন, "হয় সংস্কার, নয় ধ্বংস"।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভায় মালফোর্ড কেন্দ্রে সংস্কারবিরোধী অথচ রাজ্যের সংস্কারপন্থী মানসিকতা নিয়ে বুদ্ধবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে বুদ্ধবাবুর যা বলেছিলেন, সে কথায় মোটেই খুশি হতে পারেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মালফোর্ডের অভিযোগ ছিল, "রাজ্যে সংস্কারকে গুরুত্ব দিলেও, কেন্দ্রে বামপন্থীরা যে সংস্কারবিরোধী কথা বলেন, পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই পৌঁছয়। এর থেকে যে বার্তা পৌঁছয় তা হল, বামপন্থীরা সংস্কারের প্রতিবন্ধক।"

কিছু দিন আগেও সিঙ্গাপুরের শিল্পমহলও যে এই ধারণা পুষে রেখেছিল, তা বোঝা গিয়েছিল একটি ঘটনায়। গত বছর কলকাতায় শিল্প-বাণিজ্য মেলায় বুদ্ধবাবুর আগ্রহে রাজ্য সরকার অংশীদার দেশ হিসাবে সিঙ্গাপুরকে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেও, সে দেশের সরকারের পক্ষ থেকে তা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

এর পিছনে বাম রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তির সমস্যাকেই প্রধান কারণ হিসাবে সেই সময় রাজ্যের শিল্পমহল ব্যাখ্যা করেছিল। তবে বিদেশি লগ্নি নিয়ে ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে সংস্কারের যে মন্ত্র বুদ্ধবাবু উচ্চারণ করে চলেছেন, তাতে ধীরে হলেও এশিয়ার দেশগুলি থেকে লগ্নি টানার ক্ষেত্র ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর মালিক বেনি সান্তোসা যে ভাবে রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে, বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছেন, তাতে প্রতিবেশী অন্য দেশগুলির কাছে বুদ্ধবাবুর সংস্কারের শুভ বার্তাই পৌঁছেছে বলে সভায় উপস্থিত সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

তবে সংস্কারের নীতি নিয়ে যাই হোক না কেন, মঞ্চে দাঁড়িয়েই সিঙ্গাপুরের শিল্প প্রতিনিধিদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে যান, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ থেকে বিদেশি লগ্নি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দলের অবস্থান যাই হোক না কেন, রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে রাজনীতির রণে কংগ্রেস তাঁর বিরোধী দল হলেও, ওই দলেরই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের পরামর্শকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। এমনকী উপেক্ষা করেন না যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়ার উপদেশও।

বুদ্ধবাবু এ দিন বলেন, "আমি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই। এমন কি মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়াও আমাকে বলেছেন, রাজ্যের জন্য লগ্নি টানার লক্ষ্যে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল হওয়া উচিত সিঙ্গাপুর। কেন্দ্রের 'পূর্বে তাকাও' নীতিকে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে কাজে লাগাতে গেলে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়া জরুরি।"

শুক্রবার বণিকসভা ফিকি আয়োজিত 'ভারত-সিঙ্গাপুর বাণিজ্য সম্পক' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় বুদ্ধবাবু হাজির ছিলেন। সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় ২৫ জনের একটি শিল্প-প্রতিনিধিদল ফিকির আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছে। আগামী ২২ অগস্ট বুদ্ধবাবুও ২২ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে সিঙ্গাপুর রওনা হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন জানান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, নির্মাণ শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিন ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, টায়ার, ওষুধ প্রভৃতি শিল্পে লগ্নি টানার লক্ষ্য নিয়েই সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন তিনি। বিগত এক-দেড় বছর ধরেই সিঙ্গাপুরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্পর্ক ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। ক্রমশ তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখন সিঙ্গাপুরের বেশ কয়েকটি সংস্থা কলকাতায় তাদের ব্যবসাও শুরু করেছে।

Surrender march holds city hostage

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 19: Convicted in two murders, a politician of a relatively small party today virtually held South Calcutta hostage for nearly four hours as he marched with supporters in a huge procession from the Ballygunge station to surrender before the Alipore court.

Prabodh Purkait, an MLA of the Socialist Unity Centre of India, staged a slogan-shouting and fist-shaking spectacle along the 10-km route to the court where he surrendered in compliance with an order of Calcutta High Court. The court has sentenced him to life imprisonment for his involvement in two murders 20 years ago.

This is the first time in the history of the Bengal Assembly that a sitting MLA has been sentenced to life imprisonment. He will cease to be a member of the House after governor Gopal Krishna Gandhi gives his nod.

Purkait is an MLA for nine terms from Kultali — a small rural constituency in South 24-Parganas, nearly 120 km from Calcutta. Clad in a sleeveless shirt and black trousers, Purkait walked the entire stretch under a large party flag, the *rakhi* on his left wrist gleaming in the sunlight.

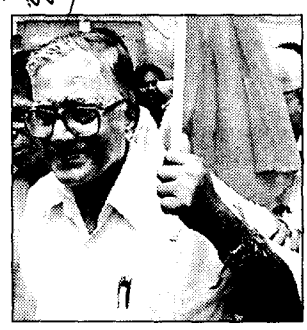

Purkait marching to court.
Picture by Sanjoy Chattopadhyaya

The legislator surrendered before additional district judge Debi Prasad Mullick, who sent him to Alipur central jail.

The SUCI leadership apparently structured the traffic-stopping spectacle to buttress the planned appeal before the Supreme Court. The rally, which threw peak-hour traffic out of gear across the city, was also meant to send a signal to his constituency which has remained beyond the CPM's influence.

However, the manner in which the SUCI today turned the MLA's jail sentence into a spectacle raised the eyebrows of mainline political parties.

"Instead of turning it into a celebratory event, they (the SUCI leaders) should have concentrated on highlighting their sentiments on a political plane," said state Congress working president Pradip Bhattacharya. "This shows up political parties in a poor light."

Purkait was awarded a life sentence on July 20 this year for murdering two persons on January 15, 1985. A mob, led by Purkait and other SUCI supporters, had murdered Abdur Rahaman Laskar and Abdur Rahaman Molla of Radhaballavpur village at Kultali.

The high court set aside the acquittal of Purkait and Harisadhan Mali, Iran Molla, Aniruddha Halder and Bashinath Gayen by a sessions court in 1997.

20 AUG 2005 THE TELEGRAPH

18 AUG 200
THE HINDUSTAN TIMES

HS syllabus, inch by inch revelation

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Aug. 17: Students in hundreds of higher secondary schools across the state can get back to books with the West Bengal Council of Higher Secondary Education announcing a portion of the syllabus for Class XI.

Since last month — after the government decided to split the HS syllabus into two from 2007 onwards — Class XI students in several schools were left twiddling their thumbs as the council had not informed the authorities about the topics to be taught.

Today, Gopa Dutta, the council president, announced a part of the syllabus, but only pertaining to two subjects — English and Bengali.

Those opting for English A will study Rabindranath Tagore, Rudyard Kipling, Agatha Christie, P.G. Wodehouse and poets, including Wordsworth, Keats and Thomas Hardy.

Those with English as their second language — they will be offered the English B course — will be taught Jerome K. Jerome, Tagore and Manikuntala Sen, besides Wordsworth and Helen Keller's *The Story of My Life.*

Dutta said the rest of the syllabus would be released within the first week of September.

The decision to bifurcate the HS syllabus had given rise to confusion among schools, which could earlier choose the portion of the course to be covered in Class XI. Things got worse with the higher secondary council delaying the announcement of the texts to be taught in that class.

"Now... the schools will at least have some material to teach the students, who will not have to sit idle the whole day in classrooms," Prithwis Basu, general secretary of the West Bengal Headmasters' Association, said.

"The schools have the overall HS syllabus with them at present. But suppose we teach a topic in physics in Class XI now and the council allots it for Class XII. In such a situation, it will be just a waste of time. Besides, the more the council delays in informing us about the Class XI syllabus, the more difficulties the schools will face in completing the course before the annual examinations next year," Basu added.

Dutta defended the HS council, saying "we are working overtime to complete the exercise to divide the syllabus of the 52 subjects by the end of this month".

She added: "The schools will have ample time to complete teaching the syllabus within March next year when the annual examinations will be held to determine the promotion of students to Class XII."

The council chief clarified that the current exercise is meant only to carve up the syllabus. "There has been no inclusion of any additional topic nor have we excluded any topic from the syllabus, which we had prescribed before the commencement of the current session."

BOOKED FOR CLASS XI

English A

PROSE

Things Fall Apart, Chinua Achebe

The Miracle of Puran Bhagat, Rudyard Kipling

The Million Dollar Bond Robbery, Agatha Christie

The Story of Webster, P.G. Wodehouse

East And West, Rabindranath Tagore

Hardy and Ramanujan, C.P. Snow

POETRY

The Man of Ross, Alexander Pope

The Reverie of Poor Susan, William Wordsworth

When I Have Fears, John Keats

The Oriole's Secret, Emily Dickinson

The Man He Killed, Thomas Hardy

English B

Packing, Jerome K. Jerome

Our Culture, Their Culture, Rabindranath Tagore

The Struggle Against Dowry, Manikuntala Sen.

The Story of My Life, Helen Keller

Red alert after Bangla blasts

OUR BUREAU

Calcutta, Aug. 17: Within hours of the serial blasts in Bangladesh, the Bengal government sounded a red alert along all the bordering districts and asked police to step up vigil to "eliminate the possibility of similar incidents taking place in the state".

On Saturday, the police had recovered a dozen bombs from Bongaon in North 24-Parganas, which borders Bangladesh.

"We believe the bombs were brought by Bangladeshi criminals and were meant to create terror in the state," said Ajay Aga, additional deputy inspector-general (operations) of the BSF, south Bengal frontier.

"We had information about where they were stored and we carried out a raid and recovered them."

At Writers' Buildings, inspector-general (law and order) of state police Raj Kanojia said: "Vigil was being maintained at the highest level."

"The police have been instructed to activate their intelligence network so that similar incidents do not take place on this side of the border," Kanojia said.

He explained that there was no information of the possibility of such incidents taking place in the state.

Home secretary Prasad Ranjan Roy said three "explosion-proof" cars were being brought for use by the chief minister and other VIPs.

"We are not taking anything lightly and are keeping a close watch on the activities of some militant organisations in the state," Roy added.

"The high state of security in force for August 15 has been extended."

On the Bangladesh border, the effort will be to prevent the perpetrators of the blasts from sneaking into India for refuge, as is the wont of criminals from that side.

"We have information that those who triggered the blasts in Bangladesh may try to enter India to escape the heat in Bangladesh," said Aswini Kumar Agarwal, the additional director-general of the BSF.

"All the outposts of the BSF are at the ready and additional forces have been put on the job to virtually seal the border."

BSF officials said the bombs found in Bongaon on Sunday are "very similar in nature" to the ones that went off in Bangladesh.

"They are not very sophisticated and are high on noise but low on damage potential," an official said.

"They were recovered from the house of a local criminal. They were hidden in an aluminium container and buried in the courtyard."

Late this evening, the state secretariat of the CPM held an emergency meeting to assess the situation arising out of the blasts in Bangladesh. Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee informed the party leadership of the steps his government had taken.

18 AUG 2005 THE HINDUSTAN TIMES

বাংলাদেশ একটা থ্রেট, বোঝাতে চাইছি দিল্লিকে, বললেন বুদ্ধদেব

বাংলাদেশ জুড়ে বিস্ফোরণের ঘটনার পিছনে মুসলিম মৌলবাদীদের চক্রান্ত আঁচ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বিগ্ন। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে বুধবার মহাকরণে একান্ত সাক্ষাৎকারে *গৌতম ভট্টাচার্য ও শ্যামলেন্দু মিত্র*-কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে দ্বিতীয় জঙ্গি ঘাঁটি বানাতে চাইছে আই এস আই। বহু আগেই তিনি এ ব্যাপারে দিল্লিকে সতর্ক করেছিলেন। জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকারকেও।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি সম্পর্কে আপনি এত দিন ধরে যা বলে আসছিলেন, বুধবারের ঘটনা তারই প্রমাণ।

বুদ্ধদেব: এক কথায় বলি, যা ঘটেছে, তা মারাত্মক। আমরা আমাদের সব সীমান্ত-থানাকে সতর্ক করেছি। রেড অ্যালার্ট জারি করেছি, যাতে কেউ বাংলাদেশ থেকে এ দিকে পালিয়ে আসতে না-পারে।

যা হচ্ছে, খুবই বিপজ্জনক। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা যে-ভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হচ্ছে সরকারে, সেনাবাহিনীতে। সেখানে 'ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম' একটা জটিল জায়গায় চলে গিয়েছে। বাংলাদেশ এখনও মিলিটারি থ্রেট না-হলেও এখন একটা থ্রেট। পাকিস্তান একটা সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলছে। এটা আমি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি দিল্লিকে, যত বার আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে কথা বলেছেন। মিসেস গাঁধীর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। উনি আমাকে বললেন, তুমি নটবর সিংহের সঙ্গে কথা বলো। নটবর সিংহের সঙ্গে আমার কথা হয়েও থাকে। এর পরে যা হল, তা খুবই বিপজ্জনক। ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি?

বুদ্ধদেব: আর একটা কথা বলতে পারেন, সেটা আর গোপন রাখছি না। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এলেন। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট তাঁর সঙ্গে আমার কথা হল। কথা শেষ হওয়ার পরে আমি বললাম, আপনিও বাঙালি, আমিও বাঙালি। আমরা বাংলায় কথা বলছি। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বোঝাতে পারলাম না।

একটা সময় যখন আমি বললাম, আপনারা এটা করছেন কেন? জীবন সিংহ নামে এক জন বহাল তবিয়তে ঢাকায় বসে উগ্রপন্থী কাজ করে যাচ্ছে, কিছু দিন আগেও লিফলেট ছাপিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। আমার কথা শুনে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী বললেন, জীবন সিংহ! ঢাকা! আছে নাকি? আমি বললাম, আপনি জানেন না? আমার কাছে তার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর আছে। ঢাকায় কোন বাড়িতে থাকে, সেটাও আছে।

প্রশ্ন: মাওবাদী আর আল কায়দাও পশ্চিমবঙ্গে বড় সমস্যা। খাস কলকাতাতেও তো আল কায়দা ঢুকে পড়েছে।

বুদ্ধদেব: মাওবাদীরা একটা সমস্যা। বিশেষ করে নেপালের জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি, ঝাড়খণ্ডের রিয়্যাল সাপোর্ট না-পেলে আমাদের এখানে গ্রামের মধ্যে সেই রকম পেনিট্রেশন নেই। এটা পুরনো নকশালবাদী আন্দোলনের রেশও নয়। সম্পূর্ণ নতুন 'ফেনোমেনন'। মাওবাদীদের আটকাতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আর আল কায়দা যেটা বলছেন, প্রচারপত্র বিলির থেকেও অনেক বড় ঘটনা ধরা পড়েছে। মাত্র একটি মামলাই নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আই এস আই-রিলেটেড যারা এখান থেকে ধরা পড়েছে, এই রকম ১২৮টা কেস রয়েছে। চাঁদিপর রকেট লঞ্চিং প্যাড থেকে তথ্য

এর পর সাতের পাতায়

একটা থ্রেটবাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বুদ্ধদেব: সেটাই তো বিপদ। যেমন
আল কায়দা। এরা আসলে বিভিন্ন
দেশে বিভিন্ন 'আউটফিট'-এর নাম
করে কাজ করছে। যেমন লন্ডনে যারা
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা আল
কায়দারই একটা অংশ। কিন্তু অন্য
নাম। বাংলাদেশেরটার আর একটা
নাম। দিল্লিতে এক রকম মাওবাদী,
নেপালে এক রকম। আবার ভুটানে
আর এক রকম। ভুটান মাওবাদী বলে
এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী কাজ করে যাচ্ছে।
এই সবগুলোকে সমন্বয় করছে আই
এস আই। সেটাই বিপদ।

সেখানেই আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে আরও জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে যা ঘটল, সেই প্রেক্ষিতে আমর এইখানে ওদের নেটওয়ার্কটাকে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা বলব না যে রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশ এই কাজে খুব সফল। তবে মেজর অপরাধগুলো আমরা আটকাতে পেরেছি।

...াঠাচ্ছিল। সেই কেসটিরই শুধু রায়
বরিয়েছে। আরও অনেক কেস
য়েছে। উত্তরবঙ্গের সেনাবাহিনীর
কার্যকলাপের সব ছবি নিয়ে যাচ্ছিল।
এটা আরও মারাত্মক হতে পারত। যারা
এসেছিল, তারা প্রধানত জেহাদি।
লিফলেট-টিফলেট নিয়ে এসেছিল।
ভাষণ দিচ্ছিল।

আল কায়দার দু'তিন রকমের
...র্যকলাপ এখানে দেখা যাচ্ছে। একটা
...াচ্ছে এপার থেকে রিক্রুট করা।
জেহাদি। আর একটা হল, লোকজন
ঠিক করা, যাতে ওরা শেলটার নিতে
পারে এখানে।

এই প্রবলেমটা বলতে পারেন সত্যিকারের থ্রেট। কারণ এটা ইন্টারন্যাশনাল ফেনোমেনন।

প্রশ্ন: উগ্রপন্থীরা যদি 'কমন' উদ্দেশ্যসাধনে সবাই এক হয়ে যায় তা হলে তো বাংলাদেশের মতো এ পারেও সমস্যা বাড়বে।

8 AUG 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

HSDI launched for better healthcare

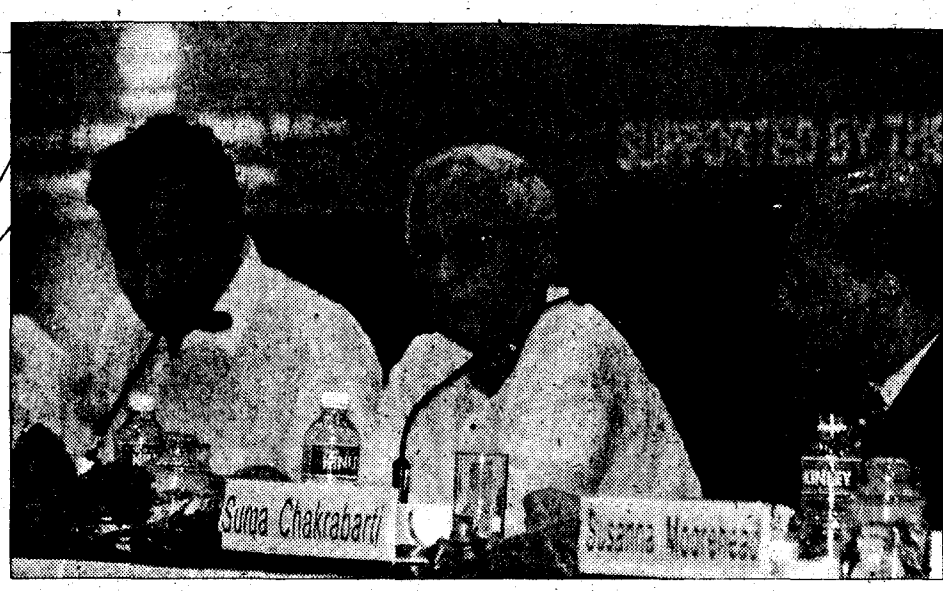

Mr Buddhadeb Bhattacharjee with Dr Surya Kanta Mishra,state health minister, at a function of the Health Systems Development Initiative Programme. In Kolkata on Tuesday. — The Statesman

KOLKATA, Aug. 16. — The chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, today launched the Health Systems Development Initiative (HSDI), a five-year reform and investment programme aimed at improving service delivery at all levels of healthcare, particularly the primary sector. Britain's Department for International Development is to grant Rs 750 crore for the programme.

This additional source of finance would double the present budget that is allotted for drugs. The main beneficiaries of this project would be those who are unable to avail the services of private hospitals. Main priority would be given to the six districts of Malda, Purulia, Murshidabad, Birbhum, and North and South Dinajpur.

Removing vacancies and checking absenteeism, specially of frontline staff ,would be a major look out of the government.

"Since we have to cater to 70 per cent city people and 90 percent from rural Bengal, our task is not an easy one. It needs support in the form of funds, equipment and human resource," said Mr Bhattacharjee. Speaking about making these services available to the tribals and people residing in the remote areas, he said that system of mobile vans and outdoor services would be started exclusively by the government. The primary health centres at the bock level would be upgraded to rural hospitals. He informed that the health department has approached the World Bank who has promised to help the state in its endeavour of improving health services.

The chief guest of the event, Mr Suma Chakraborty, permanent secretary, DFID said: "This project would provide a good opportunity for ushering in radical changes."

Seeing the shortcomings in both private and public health care systems and the prospect for improvement, DFID has decided to extend its assistance, added Mr Chakraborty. However it is important that the government properly monitors the implementation of the program. he told.

The 10- year health care strategy would reduce the infantry mortality rate and maternal mortality rate by about a third and a fifteen percent increase would be seen in child immunisation, informed Mr Surya Kanta Mishra, MIC health and family welfare.

17 AUG 2005 THE STATESMAN

নির্বাচনকর্তাদের মুখে কুলুপ ● বিধানসভায় প্রভাব খর্ব হচ্ছে বর্ধমান, কলকাতারও

সীমান্তের সাত জেলায় আসন বাড়ছে ১৫টি

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যের জনবিন্যাসে 'অনুপ্রবেশ'-এর প্রভাব এ বার প্রতিফলিত হচ্ছে বিধানসভার আসন সীমানা পুনর্বিন্যাস মানচিত্রেও। সুষম জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধানসভার ২৯৪টি আসনের সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে সীমানা পুনর্বিন্যাসের নিটফল: উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের সাতটি সীমান্তবর্তী জেলার আসন ৯০ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১০৫। এর ফলে বিধানসভায় প্রভাব বাড়বে সীমান্তবর্তী নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং জেলার। বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব খর্ব হবে কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, পুরুলিয়া, বীরভূমের মতো সীমান্ত থেকে দূরবর্তী জেলাগুলির।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের অন্যতম সদস্য তথা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অজয় সিংহ অবশ্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলির আসন বৃদ্ধির বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, "আমরা ২০০১-এর জনগণনার উপরে ভিত্তি করেই পুনর্বিন্যাস করেছি।" এই তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা যাচাইয়ের কোনও সুযোগ বা অবকাশ তাঁদের নেই বলে জানান তিনি। কমিশনের অন্যতম 'অ্যাসোসিয়েট' সদস্য, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ২০০২ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাস আইনের ভিত্তিতে ২০০১ সালের জনসংখ্যাকে ভিত্তি ধরেই আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

রাজ্যের দুই নির্বাচনকর্তা বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও অনুপ্রবেশ-সমস্যা যে ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে, তা আগেই স্বীকার করেছে প্রধান শাসক দল সি পি এম। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'অনুপ্রবেশ সমস্যা'র মোকাবিলায় সরাসরি কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো রিপোর্টে অনুপ্রবেশ-সমস্যাকে টাইমবোমার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে-কোনও সময় জন-বিস্ফোরণের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মূলত বি জে পি-র অন্যতম প্রচার-হাতিয়ার 'অনুপ্রবেশ-সমস্যা'র বিষয়টি ক্রমশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়েছে।

কিন্তু অনুপ্রবেশকে সে-ভাবে এত কাল আমল দেয়নি বি জে পি-র অন্যতম সঙ্গী, এন ডি এ-র জোট শরিক তথা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। অনুপ্রবেশ নিয়ে এত দিন তারা মুখ খোলেনি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার চিন্তা থেকেই রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটারদের একাংশের মন জয় করতে এই দীর্ঘ নীরবতার পরে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার ভিতরে-বাইরে অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছেন। ভোটার তালিকায় বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারীর নাম চিহ্নিত করে তিনি তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতে। মমতার বক্তব্য, "সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহরই প্রমাণ করে, অনুপ্রবেশের হার কী।" আসন পুনর্বিন্যাসেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, "এটা 'ডিলিমিটেশন' হচ্ছে না, গণতন্ত্রের 'ডিমলিশন' হচ্ছে।"

তবে কমিশনের কর্তাদের দাবি, জাতীয় ক্ষেত্রে যে-সূত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে, রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সূত্রটি এই রকম: রাজ্যের মোট জনসংখ্যা (আট কোটি)-কে মোট বিধানসভা আসন (২৯৪) দিয়ে ভাগ করা হবে। ভাগফল দু'লক্ষ ৭২ হাজার। অর্থাৎ রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা আসনের গড় জনসংখ্যা হবে ২.৭২ লক্ষ, এটিই ন্যূনতম একক। দশ শতাংশ কমবেশি হতে পারে। এর পরে একটি জেলার মোট জনসংখ্যাকে ২.৭২ লক্ষ দিয়ে ভাগ করা হবে। যে-সংখ্যাটি আসবে, জেলার বিধানসভা আসনের সংখ্যা হবে সেটাই। এই ক্ষেত্রে '০.৫০'-এর এ-দিক ও-দিকই কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারে সংশ্লিষ্ট জেলার গোটা একটি আসন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হুগলি জেলার কথা। ওই জেলার জনসংখ্যার সঙ্গে একক-জনসংখ্যার (২.৭২ লক্ষ) ভাগফল ১৮.৪৯। ফলে আসন-সংখ্যা ১৯ থেকে ১৮-য় নেমে গিয়েছে।

পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদের 'ভাগফল' ২১.৫১। সুতরাং

এর পর আটের পাতায়

● **পুনর্বিন্যাসে আপত্তি জানাতে সময় বৃদ্ধির আর্জি...পৃঃ ৬**

অনুপ্রবেশের ধাক্কা

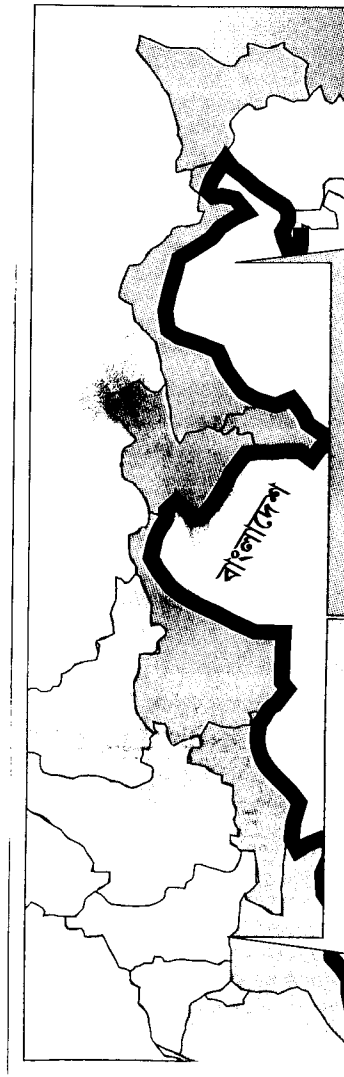

আসন বাড়ছে

জেলা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	আসন ছিল (২০০১)	প্রস্তাবিত আসন (২০০৬)
উত্তর দিনাজপুর	২৮.৭২	৭	৯
মুর্শিদাবাদ	২৩.৭০	১৯	২২
নদিয়া	১৯.৬৬	১৫	১৭
উঃ ২৪ পরগনা	২২.৬৪	২৮	৩৩

আসন কমছে

কলকাতা	৪.১১	২১	১১
পুরুলিয়া	১৩.৯৬	১১	৯
বর্ধমান	১৪.৩৬	১২	১১
বীরভূম	১৭.৮৮	১২	১১

সীমান্তের সাত জেলায়

প্রথম পাতার পর

আসন-সংখ্যা বেড়ে ২২। কর্মিশনের কর্তাদের বক্তব্য, এরই সঙ্গে যে-সব বিষয় মাথায় রাখা হয়েছে, তা হল, কোনও বিধানসভা আসন দুই জেলায় বিস্তৃত থাকবে না। একই জেলায় সীমাবদ্ধ রাখা হবে বিধানসভা আসনগুলি। পুর এলাকায় ওয়ার্ড এবং গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম-পঞ্চায়েতই হবে এলাকা-ভিত্তিক ন্যূনতম একক। একটি ওয়ার্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েত সামগ্রিক ভাবেই একটি বিধানসভার মধ্যে থাকবে। ন্যূনতম একক ভাঙা হবে না। এ ছাড়াও সীমানা চিহ্নিত করার সময় এলাকার সংলগ্নতা, ভোটারদের যাতায়াতের সুবিধা ইত্যাদি বিষয় মাথায় রাখা হয় বলে কর্তাদের দাবি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের আগে-পরে বাংলাদেশ থেকে মানুষের ঢলকে বাদ দিলেও '৮১ থেকে '৯১-এ ওই ছ'সাতটি জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার প্রায় ২৮ শতাংশ। সেই হার '৯১-২০০১ পর্বেও প্রায় কাছাকাছি। তুলনায় সীমান্ত থেকে দূরবর্তী জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার জাতীয় হার দুই শতাংশেরও নীচে।

এই পরিস্থিতিতে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব মমতার যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, "শুধু যে সীমান্তবর্তী জেলাতেই ভোটার বেড়েছে, তা নয়। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও বেড়েছে। সেখানে অনুপ্রবেশ কোথায়?" পূর্ব মেদিনীপুরে ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৫.৬৮ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, গত এক দশকে মূল কলকাতা থেকে মানুষের ঢল নেমেছে শহরতলিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিলজলা, কসবা, যাদবপুর, সন্তোষপুর, গড়িয়া, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, সোনারপুর, রাজপুর, বাঘা যতীনে ফ্ল্যাটবাড়ির সারি টেনে নিয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষকে। কলকাতা পুর এলাকার ১৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯২টি রয়েছে কলকাতা নির্বাচনী জেলার মধ্যে। বাকি ৪৯টির গায়ে লেগে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তকমা।

Bye rickshaw, hi auto

A STAFF REPORTER

Bound in books and frozen in *filmi* frames, the ubiquitous hand-pulled rickshaw is on its last legs after a 150-year run.

"We have decided to do away with the hand-pulled rickshaws in the next three to four months," announced chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, a few minutes after hoisting the flag on Independence Day.

"The sight of a human pulling other humans on his shoulders for a pittance does not enhance Calcutta's image. So, we have decided... *taana* (hand-pulled) rickshaws must go. After all, it is doing nothing for Calcutta's image."

Determined to package Calcutta as an international centre of business, art and culture, the Buddhadeb Bhattacharjee government has embarked on a grand programme seeking to blot out certain stereotypes that have made the city an international metaphor for squalor and slow-track growth.

"Certain people in the West look at us that way... They associate rickshaws, beggars and lepers with our city, but the truth is that Calcutta is vastly different from that flawed notion," said the chief minister.

Echoing him, mayor Bikash Ranjan Bhattacharya added: "Rickshaw-pulling for a living is barbaric. It must stop."

The hand-pulled rickshaw in Calcutta can be traced back to the late 19th Century, when Chinese traders used them to ferry goods. In 1919, the British administration permitted these rickshaws to carry passengers.

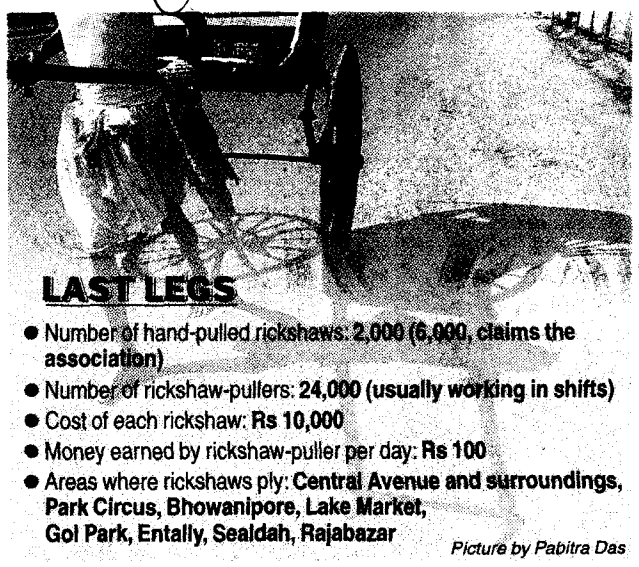

LAST LEGS

- Number of hand-pulled rickshaws: **2,000 (6,000, claims the association)**
- Number of rickshaw-pullers: **24,000 (usually working in shifts)**
- Cost of each rickshaw: **Rs 10,000**
- Money earned by rickshaw-puller per day: **Rs 100**
- Areas where rickshaws ply: **Central Avenue and surroundings, Park Circus, Bhowanipore, Lake Market, Gol Park, Entally, Sealdah, Rajabazar**

Picture by Pabitra Das

But the fadeout of the rickshaw puller — immortalised in *Do Beegha Zameen* and then controversially spotlighted as the "human horse" in *City of Joy* — could coincide with a flood of the autorickshaw*allah*.

Providing an alternative source of livelihood for about 24,000 rickshaw-pullers would be a major task for the government, Bhattacharjee had admitted on Monday.

"We have to organise money, training and new jobs for them," he had said.

Transport minister Subhas Chakraborty on Tuesday announced his plans to fill in the blank — introduce a few thousand polluting, traffic-stopping autorickshaws in place of the hand-pulled rickshaw.

"Our plan is to train and engage the *taana* rickshaw-puller in driving autorickshaws. We hope to help them obtain gas-powered (LPG) autorickshaws," claimed Chakraborty.

The chief minister, on his part, had said that he was discussing the matter of an alternative mode of cheap transport with the transport department, the city police commissioner, the mayor and the finance department. "The alternative could be autorickshaws or cycle-rickshaws," said Bhattacharjee.

State CPM secretary Anil Biswas has also pledged the party's support for the government move, saying Calcutta would be rid of the *taana* rickshaw before the end of 2005.

"The decision comes a little late in the day, but it will now be fully implemented," stressed Biswas.

The All Bengal Rickshaw Union, meanwhile, has expressed its displeasure with the government's final phase-out decision and threatened to launch an agitation if it was not consulted on providing alternative livelihood to the rickshaw-pullers.

Cold stat: Future tense for 18,000 men, who support families at home

ASHOK NATH DEY/HT

Another relic falls to Left raj

Time for hand-pulled rickshaws to go

HT Correspondent
Kolkata, August 16

A LEGACY of the Raj era will disappear forever before the new year, with the government withdrawing hand-pulled rickshaw from the city.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee made the announcement on Independence Day, saying the process would take four to five months. A day later, the government also announced a plan to remove hand-pulled carts.

The reason: part traffic concerns, part humanitarian grounds. "We think such rickshaws should cease to exist in Kolkata as in any other city," the chief minister said.

Many people think it is cruel to allow people to tow such a weight, but there is another humanitarian angle involved. Such rickshaws are the only means of livelihood for 18,000 pullers — and 1,800 new ones join the trade every year. The government, the KMC and the police are working on a rehabilitation package, possibly an alternative mode of transport.

"Providing an alternative will involve money and training, say four to five months. We will try the scheme in some areas before withdrawing the rickshaws in phases," the chief minister said.

State transport minister Subhas Chakrabarty suggested LPG-driven auto-rickshaws. "The government can arrange for bank loans and training," he said.

Subhas also announced the ban on handcarts, which he called equally inhuman, but said no deadline has been set. Cycle-rickshaws will not be allowed in the central business district either, though they can ply in fringe areas.

As far as hand-pulled rickshaws are concerned, the humanitarian concerns are not unfounded. Nearly 60 per cent pullers are aged over 45 and suffer from tuberculosis and other lung diseases. A study has found that 93 per cent are homeless and live in a commune. They toil for over 12 hours a day to earn Rs 100-120, of which they give Rs 20-30 to the owner and send Rs 40-50 to their families — each with five members or so — back home.

Left-backed unions have welcomed the move. Citu state president Shayamal Chakraborty said, "Buddhadeb Bhattacharjee has done what I had tried, but failed, to do as transport minister. In any case, the state has promised an alternative arrangement." And Aituc general secretary Gurudas Dasgupta said, "Such rickshaws should be removed but we will press for the alternative," he said.

Of the city's 18,000 such rickshaw-pullers, 90 per cent are Citu members.

See also Kolkata Live

1850 Invented by Albert Tollman, an American blacksmith

1900 Introduced to the city by Chinese vendors. It was then used to carry goods from one place to another

1915 Becomes a popular mode of public transport

1940 Official recognition as public transport by city civic body. This was after the Chinese had acquired a formal order to carry passengers

1996 Banned and confiscated; govt later backed out

1997 Pullers offered Rs 12,000 to surrender rickshaws; no takers

2005 Rickshaws survive in several parts of the city. Source of livelihood for 18,000 pullers

2006 Deadline for removal

Memories that span a lifetime

HT Correspondent
Kolkata, August 16

BALRAJ SAHANI pulled one in Bimal Roy's *Do Bigha Zameen*, as did Om Puri and Patrick Swayze in Roland Joffe's *City of Joy*. Ramakrishna Paramhansa rode one in real life, as did Ishwar Chandra Vidyasagar, Michael Madhusudan Dutt and Dr Bidhan Chandra Roy.

No one alive has ever seen Kolkata without the hand-pulled rickshaw. Introduced towards the end of the 19th century, the vehicle has survived in only one Indian city, having been removed from Mussorie three decades ago. It is as much a mark of identity as the tram or Victoria Memorial, and as much a part of Kolkata as it is of Shanghai, Rangoon (now Yangon) or Hong Kong.

"It is one of the last relics of the Raj. It is supposed to be inhuman now, but it would be hard to find an old-timer who has never boarded one," said historian Ishaque Ahmad, citing the examples of Madhusudan Dutt, Ramakrishna Paramhansa, Vidyasagar and Roy.

Many old-timers still use it. Among them is Siddheshwar Roy Chowdhury (70) of Bagbazar.

"I was five years old when I first rode a rickshaw, from Bagbazar to Hatibagan. For the 65 years since then, I have travelled on a rickshaw almost every day. Most of the pullers in the neighbourhood have grown old with me," he said.

Besides being a common mode of transport, hand-pulled rickshaws used to be a cosy corner for young couples. "We used to rent a rickshaw and pull down the curtain so that we could spend some time undisturbed," author Sanjib Chattopadhyay said.

He associates the vehicle with many memories. "Newly-weds would ride to the groom's house and there would be a rush to welcome the bride. Sometimes, when we heard the bell outside the house, we would wonder if our uncle had arrived with gifts for us," Chattopadhyay said.

Other anecdotes: "Once I saw three rickshaw-pullers run away when they saw a fat woman approaching. On another occasion, a rickshaw almost overturned, with the puller hanging by the handle and a fat passenger lying on the ground."

AUG 2006 THE HINDUSTAN TIMES

আল কায়দার নামে কুপন বেচায় ধৃত ২

স্টাফ রিপোর্টার: আল কায়দার নামে একটি সংগঠনের প্রচারপত্র বিলি এবং কুপন বিক্রি করার অভিযোগে পুলিশ পূর্ব কলকাতার কুষ্টিয়া এলাকা থেকে শনিবার রাতে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। শুধু বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে নয়, তারা বিভিন্ন দোকানে কুপন দিয়ে তার বদলে টাকা আদায় করত বলে অভিযোগ।

আলফা, বড়ো, নাগা, শিখ জঙ্গিরা কলকাতাকে তাদের লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করছে দীর্ঘদিন ধরেই। কাশ্মীরি জঙ্গিদেরও আনাগোনা আছে কলকাতায়। কিন্তু এই প্রথম আল কায়দার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে মহানগরীতে কাউকে ধরা হল।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শহর জুড়ে তল্লাশি অভিযানের সময় ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের উপরে কয়েক দিন ধরেই নজর রাখছিল সাদা পোশাকের পুলিশ। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, ওই দুই যুবক আল কায়দার একটি শাখা সংগঠনের নামে কুপন বিক্রি করছিল।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আল কায়দার নামে কুপন বিক্রি করছিল ওই দুই যুবক। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তারা টাকা তুলছিল বলেও জানা গিয়েছে। ওরা কোথাকার লোক, কোথা থেকে ওই কুপন সংগ্রহ করেছে, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।" তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নাম গোপন রেখেছেন সি পি। তবে কুষ্টিয়ায় ওই দু'জন নাসির ও সিরাজ বলেই পরিচিত।

বিভিন্ন দোকানে পাঁচ টাকার কুপন রেখে গিয়েছে আল কায়দার দুই সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ওই সব দোকানে জিনিস কিনলে দোকানি পুরো টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। পাঁচ টাকা কেটে রেখে দিচ্ছেন আর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন উর্দুতে লেখা কুপন। বেশির ভাগ ক্রেতাই ওই কুপনের লেখা পড়তে পারেন না। অনেকে ওই কুপন নিতে আপত্তিও করছেন।

শনিবার পুলিশ শিয়ালদহ স্টেশনে আব্দুল রহিম নামে এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করে। ওই যুবকের কথাবার্তা অসংলগ্ন। সে কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। তার কাছে দু'টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। সে ঢুকেছে গেদে সীমান্ত দিয়ে। উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারদর্শী দুই পাক নাগরিক কলকাতায় ঢুকে পড়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে সতর্কবার্তা পেয়েছে পুলিশ। এই প্রেক্ষিতে মেট্রো, বিমানবন্দর-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA

Haldia Dock takes up Rs 150-cr project

Sukanta Goswamy/SNS

HALDIA, Aug. 13. — Haldia Dock Complex is undertaking a massive capacity expansion project at a cost of Rs 150 crore. It is aimed at increasing the port's cargo handling capacity by 10 million tons from 32.4 million tons at present.

More than Rs 100 crore would be spent on construction of two new berths and two barge jetties adding to the existing 12 berths and three oil jetties.

Two new berths and a barge jetty are going to be built near the main terminal of the port while another barge jetty will come up near the third oil jetty on the river mouth.

The remaining sum allocated for the project would be spent on purchasing cargo handling equipment and upgradation of the port. Keeping in view the growing traffic and cargo handling pressure at the port, it was necessary to take this drive.

The incoming ships and berges have to wait at sandheads near Sagar Island on Bay of Bengal for their turn to load and unload at the port. This inconvenience would be solved once shipment operations at the proposed additional berths begin.

Two new berths and a barge jetty are going to be built near the main terminal of the port while another barge jetty will come up near the third oil jetty on the river mouth

This will lead to saving operation time in loading and unloading of the ships and more cargo handling by the dock.

Deputy chairman of Haldia Dock Complex, Mr ML Meena said: "Surplus revenue is being reinvested for the creation of new berths. The project will meet our necessities for five years to come.

"The pressure on the port has increased due to commendable industrial growth in the hinterland of the port and proximity of mines. So we have decided to create new berths."

Cumulatively, Haldia Dock Complex has registered a growth of 32 per cent for the month of July as against 28 per cent for June, the highest among ports in the country.

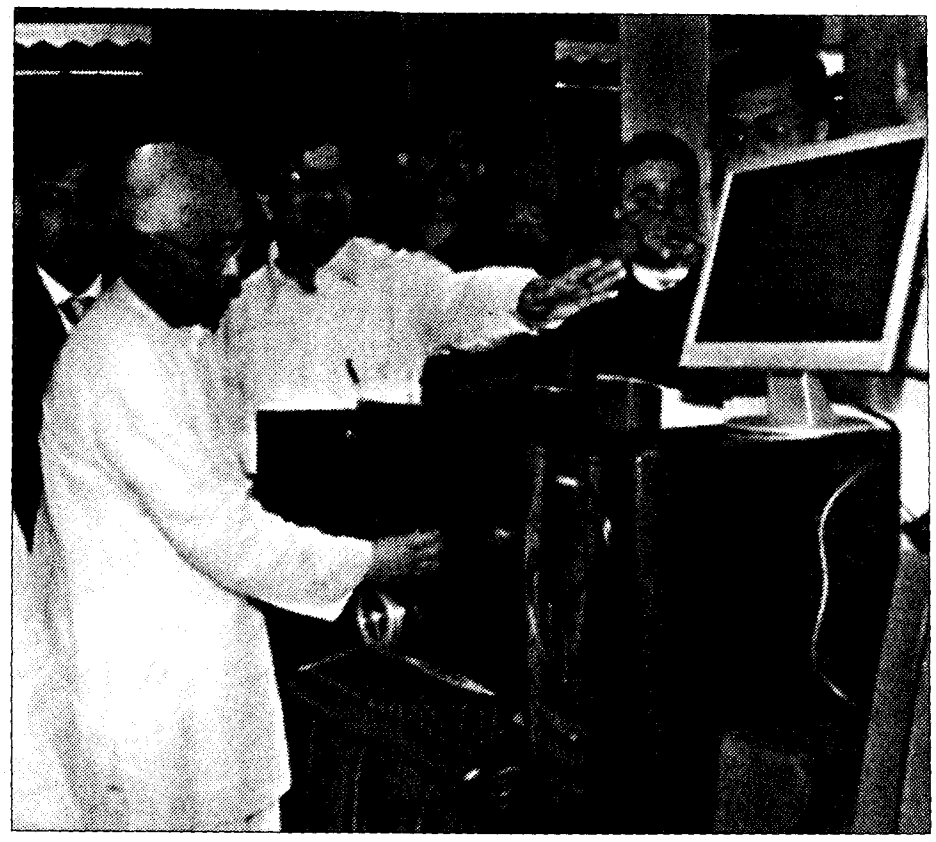

IT MOVE *Mr Buddhadeb Bhattacharjee launches the Chirag brand PC in kolkata on Saturday. — The Statesman*

WB will need 80,000 IT staff by 2007: CM

Statesman News Service

KOLKATA, Aug.13. — With the growing demand for human resources in information technology, there would be a requirement of 70,000 to 80,000 IT professionals in the state by the year 2007, the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee said.

To cater to this demand, the government would work on a larger-scale to introduce computer education in schools. Moreover, all engineering colleges would be asked to introduce computer or information technology, he said.

He was speaking at the launch of Chirag, the personal computer developed by two young men from the state, Mr Kaustav Roy and Mr Shibaji Panja under the banner RP Communication.

Chirag computers can be used at home, educational institutes and offices. For a start, the computers would be sold from 26 centres. There is a need to increase the number to more than 100.

Mr Bhattacharjee said that Chirag has set a milestone in the road of technological enhancements.

"We would no longer need to look up to the foreign companies for hardware assistance since it would henceforth be developed by our own people", said Mr Bhattacharya.

With advancements made in e-governance all the government proceedings would be done at a greater convenience and speed.

The state would have an important position in the present concept of knowledge based industry. Looking at the fast advancement that is been made in the field of IT, West Bengal would move much higher by the year 2010 than what has been predicted, said Mr Somnath Chatterjee, Lok Sabha speaker.

The greatest advantage that the state has is its human resource power and intelligence. This should be put to proper use, asserted Mr Bikash Ranjan Bhattacharya, mayor. Among others present at the occasion were Md Salim, MP Lok Sabha and Mr Sujan Chakraborty, MP Lok Sabha.

14 AUG 2004 THE STATESMAN

বিচারের আগে কর্মীকে সাসপেন্ড করতে মানা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দোষী সাব্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড বা সাময়িক বরখাস্ত করা অন্যায় বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরুণ মিত্র রায় দিয়েছেন, কারও বিচার ১৫ বা ২০ বছরে শেষ হলে তিনি ১৫ বা ২০ বছর সাসপেন্ড হয়ে থাকবেন, এটা হয় না।

বর্তমান নিয়মে কেউ অভিযুক্ত হয়ে ৪৮ ঘণ্টা পুলিশি হাজতে থাকলে তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট জানিয়েছে, তা করা যায় না। কেননা কাউকে বিচারের আগেই শাস্তি দেওয়া যায় না। বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কামরুদ্দিন সরকার যাতে দু'সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে যোগ দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। সেই সঙ্গে এত দিন তিনি বেতনের যে-অংশ পাননি, তা-ও মেটাতে হবে চার সপ্তাহের মধ্যে।

বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য ২০০৩ সালে রায় দিয়েছিলেন, কাউকে সাসপেন্ড করে রাখলে সেই ব্যক্তি বিনা কাজে বছরের পর বছর ৭৫ শতাংশ বেতন পেয়ে যান। সরকার এটা করতে পারে না। বিনা কাজে কাউকে বেতন দেওয়া যায় না। অন্য দিকে, অভিযুক্ত হওয়ার পরেই কাউকে সাসপেন্ড করার পক্ষে কোনও আইন নেই। বিচারে অসংখ্য অভিযুক্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন।

বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আদালত যখন অভিযুক্তকে জামিন দেয়, তখন তাঁকে আর সাসপেন্ড করা যায় না। রাজ্যে সরকারি ও আধা-সরকারি ক্ষেত্রে প্রতি বছর কয়েকশো কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আট থেকে ১৫ বছর সাসপেন্ড হয়ে আছেন, এমন কর্মীর সংখ্যা মোট কর্মীর প্রায় ১.৬৫%। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি উদাসীনতায় তাঁদের বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। বছরের পর বছর ওই সব মামলা চলায় সরকারের খরচ বাড়ছে। তার উপরে সেই কর্মী কাজ না-করে ৭৫% হারে বেতন পেয়ে যাচ্ছেন।

কামরুদ্দিন সরকারের আইনজীবী একরামুল বারি বলেন, বধূ-নির্যাতনের অভিযোগে ২০০৩ সালে পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে। আদালতে তিনি জামিন পেয়ে যান। কিন্তু স্কুল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করে। এখনও বিচার শুরু হয়নি। কবে হবে, কেউই তা বলতে পারে না। বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী যদি খুব দ্রুত মামলা শেষ হয়, তা হলে নিম্ন আদালতেই বছর দশেক লাগবে। কোনও পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করলে লাগবে আরও ১০ বা ১৫ বছর। তত দিনে ওই ব্যক্তির অবসরের সময় হয়ে যাবে।

বিচারপতি বলেছেন, এটা করা যায় না। কোনও অভিযুক্তকেই দীর্ঘকাল সাসপেন্ড করে রাখা যায় না। জামিন পেলে তাঁকে চাকরি করতে দিতে হবে।

ANADABAZAR PATRIKA

জাকার্তায় চুক্তি চূড়ান্ত করবেন বুদ্ধ

৪৪ হাজার কোটির রেকর্ড প্রকল্প সালিমের

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

৯ অগস্ট: শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে সিপিএমের ভিতরে যা-ই বিতর্ক থাক, পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি আকর্ষণে নয়া নজির গড়তে চলেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আসন্ন ইন্দোনেশিয়া সফরে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে ৪৪ হাজার কোটি টাকার চুক্তি সই করতে চলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে বলা হচ্ছে, চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাসই গড়বেন। কোনও প্রধানমন্ত্রীরও বিদেশে গিয়ে এত বড় অঙ্কের চুক্তি সেরে আসার নজির নেই।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। সালিম গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার বেনি সান্তোসো গত ৩০ জুলাই কলকাতায় গিয়ে এই প্রকল্পের জন্য ৫,১০০ একর জমি চেয়েছেন। সরকারি সূত্রের খবর, শিল্পের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে দলে বিতর্ক থাকলেও এই চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আমলাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

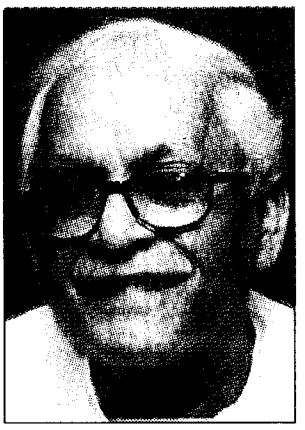

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু সিঙ্গাপুর এবং জাকার্তা সফরে যাচ্ছেন ২২ অগস্ট। ফিরবেন ২৬শে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের ছাড়পত্র দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীদের যে কোনও বিদেশ সফরের কর্মসূচি কেন্দ্রকে জানিয়ে অনুমোদন নিতে হয়। তাঁদের সফরের ব্যয়েরও বড় অংশ বহন করে কেন্দ্র।

বুদ্ধবাবুর সফর জুড়ে থাকছে ঠাসা কর্মসূচি। তবে তার মধ্যে জাকার্তায় এই বেনজির প্রকল্পের চুক্তিই মুখ্য বিষয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গড়ে উঠলে সেখানে থাকবে স্বাস্থ্য-শিক্ষার সুবিধা-সহ শহর, সংস্কৃতি কেন্দ্র, জৈব-প্রযুক্তি পার্ক ও নানা উপনগরী। সব কিছু ঠিকঠাক চললে এই প্রকল্প কলকাতাকে আরও সম্প্রসারিত করবে।

ইন্দোনেশিয়ায় সব চেয়ে বড় শিল্পগোষ্ঠী হল সালিম। বছরে তাদের ব্যবসার অঙ্ক ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। সিমেন্ট, অটো-মোবাইল, খাদ্য, হোটেল, নির্মাণ, টেলি-পরিষেবা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসা এই গোষ্ঠীর। সংস্থার চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার অ্যান্তোনি সালিম। তাঁর ভাই বেনি শিল্পগোষ্ঠীর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার। জাকার্তায় বান্তাই কাপুক ইন্দা নামের একটি জায়গায় ৫ হাজার একর জমিতে একটি উপনগরী গড়ে তুলেছে সালিম গোষ্ঠী। এখানে আছে স্বাস্থ্য উপনগরী। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতাল এবং পার্ক ওয়ে গ্রুপ-এর সাহায্য নিয়ে দু'টি বড় হাসপাতাল চালায় তারা। বুদ্ধবাবু এই ধাঁচেই পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বাস্থ্য উপনগরী গড়ে তুলতে চান।

শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এখন সব চেয়ে বেশি জোর দিতে চাইছেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে। সিঙ্গাপুরে চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে প্রায় ৫০০ ব্যবসায়ী-শিল্পপতির মুখোমুখি হবেন তিনি। সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণেই মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন সেখানে। ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ-এর আমন্ত্রণে তিনি বক্তৃতাও দেবেন। এর আগে এখানে বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তথ্য ও জৈব প্রযুক্তিতে বিশেষত্ব অর্জন করেছে, সিঙ্গাপুরের এমন ১০টি সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর একান্ত বৈঠক হবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অলোকপ্রসাদ ইতিমধ্যেই এই বৈঠকগুলির প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ফেলেছেন। জাকার্তায় মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যাবেন ২৪ অগস্ট। তাঁর সম্মানে ২৫ অগস্ট নৈশভোজের আয়োজন করেছে সালিম গোষ্ঠী। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সব সময় থাকবেন সালিমের অন্যতম ব্যবসায়িক সহযোগী প্রসূন মুখোপাধ্যায়। সালিম ছাড়া জাকার্তার আর একটি বড় গোষ্ঠী গাজা তুঙ্গোলের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা শুরু করবেন। এই গোষ্ঠী এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ টায়ার উৎপাদক সংস্থা। সিঙ্গাপুরে বুদ্ধবাবু এশিয়ান পাল্প ও পেপারের চেয়ারম্যান ফ্যাঙ্কি বিজয়ার সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন।

তবে জাকার্তায় সালিম গোষ্ঠীর শিল্পনগরী বাতাম ইন্ডো এবং কাপুক দেখতে যাওয়ার সময় সম্ভবত হবে না বুদ্ধবাবুর। জায়গা দু'টো ইন্দোনেশিয়ায় হলেও সিঙ্গাপুর থেকে জলপথে ২০ মিনিটের যাত্রা। সালিমের আর একটি বিখ্যাত রিসর্ট হল বিন্তান। সেখানে ৫০ হাজার একর জমিতে ৬টি পাঁচ তারা হোটেল এবং ৩টি আন্তর্জাতিক গল্ফ কোর্স আছে। এখানেও বুদ্ধবাবুর যাওয়ার সময় হবে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী এগুলি ঘুরে দেখতে না-পারলেও সালিমের সাম্রাজ্য সরেজমিনে এক বার দেখে নিতে চান।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ টানতে সক্রিয় হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের মোট ৮টি নতুন সংস্থা গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, এই তালিকার প্রথম রাজ্য হবে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংহ সম্প্রতি কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সেই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এই সংস্থার জন্য রাজ্য সরকার এখন জমি দেখছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বশাসনের পাশাপাশি এই সংস্থা গড়ার কাজে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সক্রিয়।

ANANDABAZAR PATRIKA

Madrasa politics

Marxists playing with fire

There can be little doubt that the announcement by Kanti Biswas that the Left Front government will not take any action against unapproved *madrasas*, nor provide any financial help to these institutions, has been made with political and electoral motives. The purpose is to keep the Muslim electorate that makes up over 22 per cent of the population happy with assembly elections just ten months away. Security considerations have, once again, fallen prey to petty politics. Worse, the minister says his government will not do a head count of unapproved *madrasas*, as it has no plans to provide financial or other assistance to them. This is ridiculous. Financial help is one thing, ignorance about the numbers and working of institutions directly involved with citizens is quite another. Biswas is being reckless and irresponsible on two counts. First, he does Muslim students a disservice by ensuring they continue to remain outside the ambit of modern education. As it is the government is in the dark about the number of unapproved *madrasas*. It also knows little about what they teach and about their other activities. The seven border districts have seen *quami madrasas* mushroom. The near absence of government and government-sponsored schools in these districts has forced even non-Muslim students to study in unapproved *madrasas*. The dropout rate in the few government schools that exist is alarming.

Sadly, the Marxists are using Muslims as a safe vote bank, and getting them to vote en bloc appears to be all that matters. It was this consideration that forced the Buddhadeb Bhattacharjee to pull back from his revealing statement that many unapproved *madrasas* in the border districts were engaged in anti-national activities. That many of these *madrasas* get dubious foreign funding and that Islamic fundamentalists in Bangladesh settle their curricula are now well known. It is through many of these *madrasas* that cassettes and CDs containing "hate India" and "hate-kafir" speeches of rabid clerics are distributed in India. When even Pakistani President Pervez Musharraf has begun a crackdown on *madrasas*, it is inexplicable for West Bengal's rulers to ignore the problem. India, we fear, will pay for this foolishness.

THE STATESMAN

জমি: কাহার ও কেন

এই দেশে, বিশেষত এই রাজ্যে অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে রাজনীতি সচরাচর বিজয়ী হয়। ভূমিসংস্কার সংশোধনী বিলটির ক্ষেত্রেও সেই রীতি অনেকাংশে বজায় থাকিয়াছে। অনেকাংশে, সম্পূর্ণ রূপে নয়— কারণ অন্তত বন্ধ শিল্পসংস্থার জমির সদ্ব্যবহারের পথটি এই আইনে ঈষৎ মসৃণ হইবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত বিধি শিথিল করিবার যে উদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকার করিয়াছিল, তাহা সরকারই প্রত্যাহারে বাধ্য হইয়াছে। সরকার ভূমিসংস্কার সংশোধনী বিলটিতে প্রকৃত পক্ষে জমি ব্যবহারের অধিকারটিকে বাজারের নিয়ন্ত্রণে আনিতে চাহিয়াছিল। যাহাতে উন্নয়নের প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীকে ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া যায়, তাহাই ছিল সরকারি সংশোধনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। রক্ষাকবচ রাখিয়া বলা হইয়াছিল, সরকার যেমন অতিরিক্ত জমির 'স্বত্ব' কাহাকেও দিতে পারিবে, প্রয়োজনে তাহা ফিরাইয়া লইবার অধিকারও সরকারের থাকিবে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর অন্দরমহলের কট্টরপন্থীরা, এই রক্ষাকবচ সত্ত্বেও, বিলটি মানিতে পারেন নাই। ফলে বিধানসভায় কার্যত অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ওই বিশেষ সংশোধনী ধারাটি প্রত্যাহার করিতে হয়। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও বলেন যে তিনি ধারাটি পূর্বাহ্ণে ঠিক দেখেন নাই। স্পষ্টতই, শাসক গোষ্ঠী তথা খোদ সি পি আই এমের অভ্যন্তরে একটি প্রবল টানাপোড়েন চলিতেছে।

অন্যান্য অনেক দেশের মতো ভারতেও ভূমি সংস্কারের পুরানো যুক্তিটি ছিল সামন্ততন্ত্র হইতে উত্তরণের যুক্তি। আজ আর সেই যুক্তি অতীতের মতো প্রাসঙ্গিক নহে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে নহে। বস্তুত, ভূমি সংস্কার বা জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলি আজ আমূল পুনর্বিবেচনা করা জরুরি। অন্যান্য সম্পদের মতোই জমির বাজার উন্মুক্ত করা দরকার। 'ঊর্ধ্বসীমা বজায় রাখিলে বহু জনের মালিকানায় কিছু কৃষিজমি থাকিবে', ইহা প্রধানত একটি রাজনৈতিক যুক্তি। বাজার সম্পদের কুশলী বণ্টন করে। সুতরাং, বাজার-নির্ধারিত মূল্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়াই কাম্য। দ্বিতীয়ত, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের জন্যও অনেক ক্ষেত্রেই জোতের আয়তন বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা থাকিলে আয়তনের সেই নমনীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়। তৃতীয়ত, এবং সর্বোপরি, কৃষিকে শিল্পক্ষেত্রের সমান্তরাল হিসাবে চিহ্নিত করিবার সময় আসিয়াছে; শিল্পের মতোই কৃষিতেও প্রয়োজন বৃহৎ বিনিয়োগের, কর্পোরেটায়ন সেই প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিবে, তাহাই কৃষির যথার্থ উন্নয়নের পথ।

কিন্তু কৃষিই কি জমির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার? এখানেই আর একটি প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্ন জমির 'শ্রেণি-পরিবর্তন' সংক্রান্ত, অর্থাৎ এক উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রশ্ন। কেবল কট্টরপন্থীরা নহেন, অন্য অনেকেও কৃষিজমি অন্য উদ্দেশ্যে (যেমন শিল্পায়নে বা নগরায়ণে) ব্যবহার করিতে দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সদুত্তর খুঁজিতে হইবে বাজারেই। বাজার অর্থনৈতিক সম্পদের শ্রেণিচরিত্র দেখে না, দেখে কেবলমাত্র তাহার উৎপাদন-কুশলতা তথা লাভজনক ব্যবহারের সম্ভাবনা। যে জমিতে কৃষিজ উৎপাদনের ফলে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক লাভ অন্যান্য উৎপাদন হইতে বেশি, বাজার স্বাভাবিক নিয়মেই সেই জমি কৃষিজ উৎপাদনের কাজেই ব্যবহার করিবে। কিন্তু যে জমিতে লাভ-ক্ষতির অঙ্কটি বিপরীত, তাহাকেও কৃষির জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া রাখিতে হইবে কেন? কয়েকটি বিষয়ে বাজারের হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। যেমন, দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাজার সামাজিক ভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাটি লইতে পারে না, সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। পরিবেশ এবং সামাজিক লাভের কথা মনে রাখিয়াই রাজ্যের জমি ব্যবহারের একটি সামগ্রিক নীতি প্রণয়ন কাম্য, সে কথাও সত্য। (রাজ্য সরকার তেমন একটি উদ্যোগ শুরু করিয়াছে, যদিও বিস্তর বিলম্বে।) কিন্তু এই সব যুক্তিতে জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে বাজার ব্যবস্থার বাহিরে রাখা রাজনৈতিক অবিবেচনার পরিচয়। রাজ্য সরকার বিনিয়োগ আনিবার তাগিদে অর্থনীতিকে এই প্রচলিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিবার প্রয়াস করিতেছে। সহজ কাজ নয়। সংশোধনী বিলটির কাহিনিতেই তাহা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার সহমর্মীরা আশা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার ফলে এই রাজ্যে বিনিয়োগ কমিবে না। আপাতত ইহা কিন্তু আশ্বাস মাত্র।

0 8 AUG

Bengal, Tamil Nadu in cable contest

Winner to be known in three months

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 5: Bengal versus Tamil Nadu — that is the contest for the country's fourth submarine cable landing station.

Dayanidhi Maran, minister for communications and information technology, said today a decision on the location of the fourth landing station — after Chennai, Kochi and Mumbai — would be taken in three months. "The feasibility report is expected in three months. We will then decide on the best option. This point will be later connected to the international gateway in Singapore," he said.

Proximity to landing stations, which help faster and cheaper transfer of voice and non-voice data, can give a fillip to the state's IT and IT-enabled services industry. "Whenever I meet members of Parliament from the state, they forcefully place their demand for a landing station in Haldia. We are conducting a feasibility study to select the right location," said Maran.

The minister hails from Tamil Nadu, which is going to polls next year, as is Bengal. A decision in favour of either state could become an achievement to tom-tom in the campaign. Bengal's IT secretary G.D. Gautama said: "Chennai already has a landing station. Hence we have requested the minister to consider Bengal."

Maran was in town to open a computer component manufacturing facility of Xenitis at Sugandha in Hooghly.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, state IT minister Manab Mukherjee and a clutch of Left MPs — Md Salim, Rupchand Pal and Anil Basu — were also present on the occasion. "We have proved our prowess in software and now we are doing well in hardware. If we can combine these two strengths, nothing can stop Bengal," said Bhattacharjee, praising first-generation entrepreneurs Santanu Ghosh and Tathagata Dutta, promoters of Xenitis.

Maran added: "I am pleased that Indian firms are taking the lead in providing low-cost PCs. This will take computers to people and we will extend our help to more and more such companies."

Xenitis is selling PCs for less than Rs 10,000 apiece.

Maran had a few promises for Bengal. The Centre is keen to create more space in software technology parks in the state on availability of land.

"I am sure that the Bengal chief minister is fast realising his dream as I see a hurry in creating the right infrastructure here. I think a lot of skilled people, who migrated elsewhere, will come back to Bengal," he said.

Bengal could also take part in a network of semiconductor fabrication centres that will require an investment of $4-5 billion. Maran said he was writing to all chief ministers to provide details of infrastructure facilities to support such a centre. The centres will be set up as joint ventures with US-based IEMC in technology collaboration with IBM. Maran also talked about the government's plan to set up community service centres across 6 lakh villages that will meet all local requirements from "cradle to grave".

Later, during a meeting with Mukherjee, Maran extended an invitation to the state to be present in Delhi on August 24 to meet a 21-member delegation from Japan. He also suggested that the state participate at the IT meet in Tunis, scheduled in November.

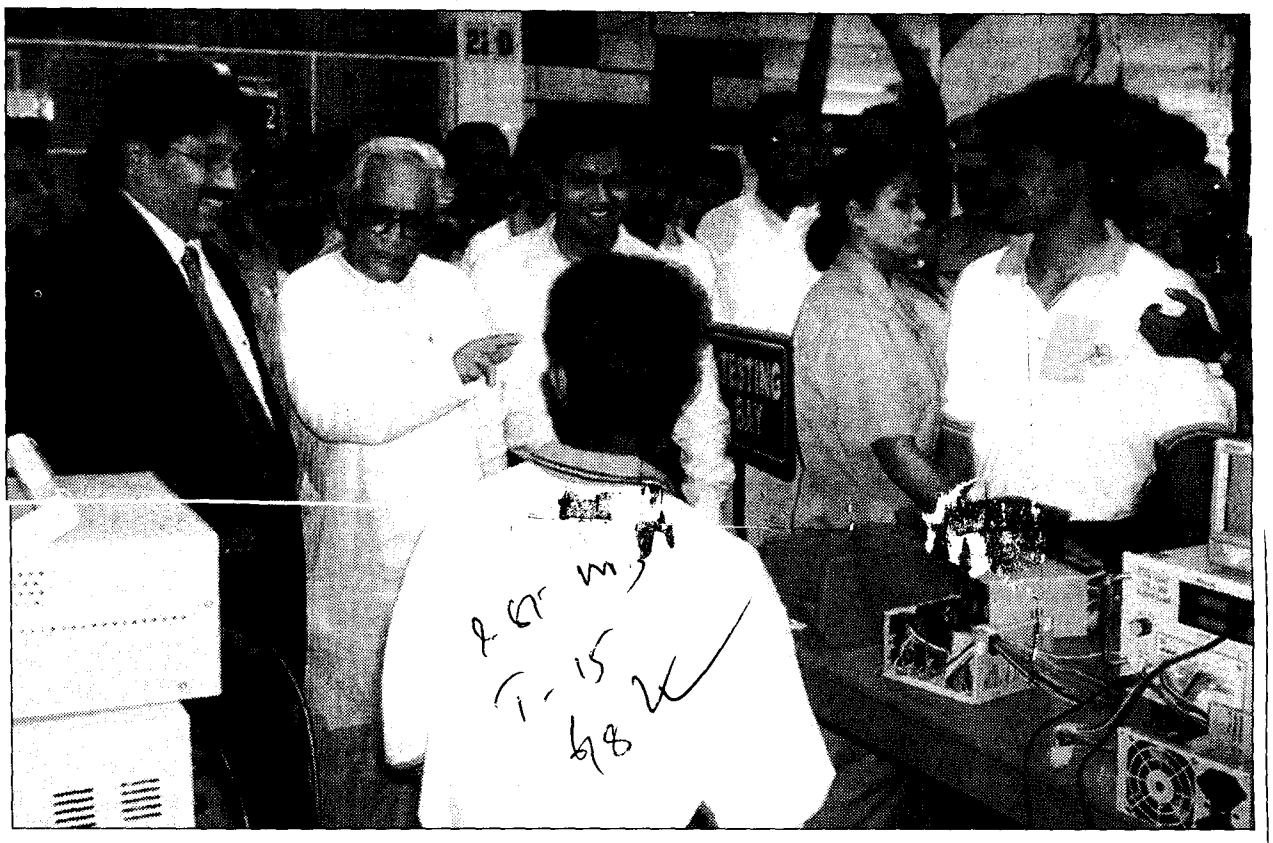

Union IT minister Dayanidhi Maran and Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee at the Xenitis factory in Hooghly on Friday. Picture by Kishor Roy Chowdhury

Xenitis group bets big on exports

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 5: The Xenitis group will use its component manufacturing unit as an exporting base to Africa, Australia, Russia and West Asia.

The company has already established a presence in Bangladesh and Sri Lanka.

"We are currently manufacturing cabinets, power supply units, media chips and peripherals like keyboards, mouse and speakers. In the second phase, we will make monitors, motherboards, RAM, floppy disk and CD-ROM drives," Xenitis chairman Santanu Ghosh said.

"This will allow us to source almost 90 per cent of the components for a PC from our own plant and also help reduce costs," he added.

Xenitis will manufacture these components along with its Chinese partner, Unitek Computer Company Ltd.

Xenitis has already invested Rs 100 crore in the unit and plans to infuse another Rs 100 crore during the second phase of expansion.

The company has bagged an order for 7,500 units from an Australian firm.

"Entrepreneurship was the right way to utilise the huge pool of skilled resources in the country. It will also help companies take the lead in introducing cost-competitive products that will grow the market and increase PC penetration," Union IT minister Dayanidhi Maran said at the inauguration of the manufacturing unit with a 9-lakh monthly capacity.

The unit, spread over 1,40,000 sq ft, will initially scale up its employee strength from 450 to 1,700 people. Its staff strength will increase to 4,000 after completion of the second phase. It is also expected to provide indirect employment to over 5,000 people.

"Of the total 9 lakh units manufactured, domestic consumption will be around 4 lakh," said Ghosh.

"Over the next few years, almost 50 per cent of the production will be for the export market," he added.

This year, the company has targeted a turnover of Rs 550 crore with Rs 100 crore from exports.

The company, with a headcount of 450, touched revenues of over Rs 180 crore last year by selling computers under the brand name "Aamar PC".

CPM divided house in Assembly

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 5: A day after he carried the Assembly with him in getting Buddhadeb Bhattacharjee's government to drop its initiative on lifting the rural land ceiling, land and land reforms minister Abdur Rezzak Molla called for a wider debate on land-use pattern, an emotive issue in Bengal.

"It is a sensitive matter, it must be discussed on a broader platform involving experts from all walks," Molla said in the Assembly while participating in a motion moved by Pankaj Banerjee, the Trinamul Congress MLA and leader of Opposition.

"There must be a consensus on framing comprehensive rules on land use, Molla said. "It is immaterial what a few ministers or MLAs like us say in the House... people must be given a chance to express their opinion on the alarming shrinkage of agricultural land in the name of development."

The CPM leadership, which appeared defensive after the government was yesterday forced to drop the provision in the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 2005, that sought to do away with the rural land ceiling, today tried to contain the Molla effect. An effort to create room for the government to manoeuvre was also apparent.

But like yesterday, important members from the ruling party such as former minister of state for land and land reforms Kamalendu Sanyal virtually crossed over the ideological line to support the motion.

LOCKING HORNS? Anil Biswas, Abdur Rezzak Molla and Buddhadeb Bhattacharjee

"There is no concrete or comprehensive plan guiding land use.... In Bengal, one can use tracts of lands in every which way he likes. This must stop," many CPM and Left legislators said.

Banerjee, while bringing the motion, charged the government with handing over large chunks of land to property developers without any mechanism to monitor their use.

In his reply, Molla said at least 50,000 acres of fertile and multiple-crop producing land would be made non-agricultural every year.

"If we do not control the rampant conversion of agricultural land in the name of development, we will be faced with a grave situation in the near future. We may get modern townships or malls or sophisticated industrial units on thousands of hectares of agricultural land, but the farmer will be killed and food security jeopardised," said the minister, locked in a battle with his own government on the issue.

"We cannot deny reality... we do not have large tracts of land. But why should 5,000 acres be needed for a township?" Molla asked, possibly taking a dig at the Indonesian conglomerate Salim group's proposed special economic zone and township in his bailiwick, South 24-Parganas. The project has the government's blessings.

Molla came under intense pressure from a section of the party brass to withdraw his observation that he had "reservations about certain portions of the (land reforms) bill".

State CPM secretary Anil Biswas tried to prevail on Molla through the day and make him deny what he had said. Government chief whip Rabin Deb was also deployed to persuade him to issue a denial.

But having campaigned against the bill in and outside the party over the past few weeks, the minister showed no remorse. He said: "Of course I had reservations and I expressed them in the House. Why should I retract now?"

সালিম, জিন্দলদের প্রকল্পে কোনও বাধা নেই, আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন বিনয় কোঙারেরাও

প্রসূন আচার্য ও শুভাশিস মৈত্র

কৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত সংশোধনী বলের বিতর্কিত অংশ বাদ দেওয়া হলেও জিন্দলদের ইস্পাত কারখানা বা সালিম গোষ্ঠী প্রস্তাবিত উপনগরী গড়া আটকাচ্ছে না। তবে, গাঙড়ের বহু ফসলি এলাকার পরিবর্তে মগরাহাট া বিষ্ণুপুরে অনাবাদী বা অসেচবাহিত জমিতে উপনগরী গড়ার জন্য সালিম গোষ্ঠীকে প্রস্তাব দওয়া হবে। সি পি এমের কৃষক সংগঠনও চাইছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে উপনগরী ও দেশি বিনিয়োগে ইস্পাত কারখানা গড়া হোক।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের পাশাপাশি কৃষক নেতা বিনয় কোঙারও জানিয়ে দিয়েছেন, সালিম ও জিন্দলদের প্রকল্প হচ্ছেই। কোনও ক্ষেত্রেই জমি য়ে অসুবিধা হবে না। তাঁদের মতে, ভূমি সংস্কার ংশোধনী বিলের সঙ্গে উপনগরী বা শিল্পের জন্য জমি পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। বিষয়টি নিয়ে বস্তর জলঘোলা হচ্ছে বলে ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও জানিয়ে দিয়েছেন, "ইস্পাত ারখানা ও উপনগরী হচ্ছেই। এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই।" আগামী দিনে এই দুটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে সামনে রেখেই বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে চাইছে বামফ্রন্ট। ঠিক যে ভাবে বিভিন্ন সময়ে হলদিয়া, বক্রেশ্বর, রাজারহাট উপনগরী বা সল্টলেকের তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পকে ামনে রেখে বামফ্রন্ট নির্বাচনে লড়েছে।

কী ভাবে উপনগরী বা জিন্দলদের ইস্পাত ারখানার জন্য জমি দেবে সরকার? দলীয় সূত্রে খবর, সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাজার দরে জমি কিনে সালিম গোষ্ঠীকে সেই জমি বিক্রি করতে পারে। অথবা সেই জমি লিজ দিতে পারে। আইনি জটিলতা এড়াতে নিজেদের হাতে সামান্য শেয়ার রেখে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেও যেতে পারে রাজ্য সরকার। জমি নিয়ে যে অসুবিধা হবে না, তা জানিয়ে নিরুপমবাবু বলেন, "জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের অংশ বাদ দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই কেউ কেউ ভাবছেন জমি পাওয়া যাবে না। কিন্তু চলতি আইনেই সরকার প্রয়োজনে যে কোনও জমি পেতে পারে। না হলে রাজারহাট উপনগরী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং শিল্প কী ভাবে গড়ে উঠল?"

সালিম-গোষ্ঠী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫১০০ একর জমির উপর হেল্‌থ সিটি, বায়োটেকনোলজি পার্ক ও উপনগরী গড়তে চায়। প্রাথমিক হিসাবে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, খড়্গপুরে ৩ হাজার একর জমির উপর ইস্পাত কারখানা গড়তে চায় জিন্দলরা। যাতে বিনিয়োগ হবে ১২ হাজার কোটি টাকা। হলদিয়ার পরে এত বড় বিনিয়োগ রাজ্যে আর হয়নি। সি পি এম নেতৃত্ব কোনও ভাবেই এই বিনিয়োগকে হাত ছাড়া করতে দিতে রাজি নয়। সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা চূড়ান্ত করতে এই মাসেই মুখ্যমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছেন।

ইস্পাত কারখানা বা উপনগরী গড়তে গেলে যে কৃষি জমিতেও হাত পড়বে, সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব তা বিলক্ষণ জানেন। তাই অনিলবাবু, নিরুপমবাবুরা দফায় দফায় আলোচনার পর দলের কৃষক সভাকেও এই ব্যাপারে নিজেদের পাশে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষক সভার নেতা বিনয় কোঙার বলেছেন, "রাজ্যে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেই কারখানা বা উপনগরী দরকার। আর সে ক্ষেত্রে চাষের জমি ছাড়া জমি কোথায়? তবে, জমি গেলেও যাতে কৃষকদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, সে দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।"

রাজ্যের স্বার্থেই যে সালিম ও জিন্দলদের বিনিয়োগ প্রয়োজন তা জানাতে গিয়ে বিনয়বাবুরা জাপান ও আমেরিকার উদাহরণও দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, "কোন দেশের কত কম মানুষ জমির উপর নির্ভরশীল, তার উপরেই সেই দেশ কত উন্নত তা বোঝা যায়। আমাদের রাজ্যে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। তার উপর যত দিন যাচ্ছে, জন-সংখ্যা বাড়ছে, ততই জমি আরও টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সেই টুকরো জমিতে চাষ করে পরিবার প্রতিপালন আগামী দিনে আরও কঠিন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে শিল্পমুখী বিকল্প কর্মসংস্থানই একমাত্র পথ।"

তাঁর এলাকা ভাঙড়ে সালিম-গোষ্ঠী উপনগরী গড়ার জন্য জমি চাওয়ায় ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা আপত্তি তুলেছিলেন। বিনয় কোঙারের অন্যতম অনুরাগী রেজ্জাক মোল্লাও জেলায় অন্যতম কৃষক নেতা। সুতরাং তাঁকে পাশ কাটিয়ে আলিমুদ্দিনের পক্ষে কিছু করা কঠিন। সবদিক বিবেচনা করেই বিবাদ মেটাতে ভাঙড়ের বহু ফসলি কৃষি জমিতে হাত না দিয়ে ইতিমধ্যেই বুদ্ধ-নিরুপমরা ভাঙড়ের পরিবর্তে বিষ্ণুপুর ও মগরাহাটের অনাবাদী ও অসেচবাহিত জমি সালিম-গোষ্ঠীকে দেওয়ার কথা ভাবছেন। উপনগরীর ব্যাপারে রেজ্জাককে প্রশ্ন করা হলে কিছুটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, "যারা করবে, জমি পাওয়ার বিষয়টাও তাঁরাই দেখছেন।"

তবে, তাঁরা যে এই দুই বড় বিনিয়োগকে টেনে আনতে গিয়ে এক কদমও পিছিয়ে যেতে রাজি নন, শিল্পমন্ত্রী নিরুপমবাবু কথায় তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা রাজ্যের দুটি পিছিয়ে পড়া জেলা। তাই জেলার চেহারা বদলাতে বিপুল বিনিয়োগ ছাড়া অন্য পথ নেই। বিনিয়োগের যে সুযোগ এসেছে, কোনও ভাবেই তা হাত ছাড়া করতে দেব না। তবে, আমরা এমন জমির সন্ধান করছি, যেখানে হাত দিলে কৃষকদের সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে।" ৬০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে দমদম-রাজারহাট থেকে আমতলা পর্যন্ত ছয় লেনের হাইওয়ে এবং হুগলি নদীর উপর সেতুও যে সালিম গোষ্ঠীকে নিয়ে আসারই মরিয়া প্রচেষ্টা, মন্ত্রী তাও গোপন করেননি।

তবে, উপনগরী হলে কত চাষির জমি যাবে, ও কত জনের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে, তা নিয়ে জেলা সি পি এম নেতৃত্বে মনেও প্রশ্ন আছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে দল সবচেয়ে খারাপ ফল করেছিল এই জেলাতেই। এ বার আর যাতে তা না হয়, তার জন্য অনিলবাবুরা সতর্ক। সেই লক্ষ্যেই আজ, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে অনিলবাবু বুদ্ধবাবু বা নিরুপমবাবু উপস্থিত থাকার কথা। তাঁদের উদ্দেশ্য বিতর্ক বন্ধ করতে বিষয়টি জেলার নেতাদের বুঝিয়ে বলা।

ভূমিহারা চাষির কী হবে, বিতর্ক সি পি এমেই

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যের উন্নয়নের অভিমুখ এবং ভূমিহারা কৃষকদের কর্মসংস্থান নিয়ে কার্যত সি পি এমের মধ্যেই বিতর্ক বাধল। কিছু দিন ধরেই এই দুই প্রশ্নে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বিতর্ক চালাচ্ছিলেন মাওবাদীরা। কৃষিজমির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেই বিতর্ক উস্কে দিলেন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা।

রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য তাঁরা শিল্প ও কৃষির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলছেন বলে দাবি করে দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "বিষয়টি নিয়ে অহেতুক নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। শিল্প কি আকাশে গড়ে উঠবে? শিল্পের জন্য তো জমি দিতেই হবে।" শুক্রবার মুজাফ্‌ফর আহমেদের ১১৭তম জন্মদিন অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনে জ্যোতি বসু-সহ সি পি এমের প্রথম সারির সব নেতার সামনেই অনিলবাবু এ কথা বলেন।

অন্য দিকে, রেজ্জাক মোল্লা বিধানসভায় বলেন, "জমির চরিত্র পরিবর্তন নিয়ে খোলাখুলি সর্বদলীয় বিতর্ক প্রয়োজন। কৃষিজমিতে কৃষিকাজ, নগরায়ণ ও শিল্প কী ভাবে কতটা হবে, তার ভারসাম্য নির্ধারণ করতেই এই বিতর্ক প্রয়োজন।"

অনিলবাবু বলেন, "রাজ্যে যদি শিল্প না-আসে, তা হলে মহারাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে, কেন শিল্প আসছে না? কেন লগ্নি হচ্ছে না? আবার শিল্প এলে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, জমি কোথায়? চাষের জমি চলে যাবে। কৃষকদের ক্ষতি হবে। আমরা এ ভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে দেব না। শিল্প-সভ্যতাকে আমরা পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারি না। কৃষিকাজের পাশাপাশি গরিব, মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থানের জন্যই শিল্প দরকার।" মাওবাদীদের একহাত নিয়ে অনিলবাবু বলেন, "ভারতের উন্নতিতে শ্রমিক-কৃষকের গুরুত্বকে এরা আক্রমণ করছে। এটা মাওবাদের নামে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে আক্রমণ করে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।" বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুও পরিষ্কার বলেন, উন্নয়ন ও শিল্পের স্বার্থেই জমি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে নানা অপপ্রচার হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিলের বিতর্কিত অংশের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ('রিজার্ভেশন')-র কথা বিধানসভায় বলে বৃহস্পতিবারেই রেজ্জাক মোল্লা তাঁর অবস্থান সংহত করেছেন। শুক্রবার ভূমি সংস্কার বিলের উপরে বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রেজ্জাক মোল্লা বলেন, "কৃষি, শিল্প ও নগরায়ণের জন্য জমির ব্যবহার নিয়ে ভারসাম্য রাখতে সুসংহত পরিকল্পনা দরকার। তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তৈরি করতে হবে।" কৃষিজমিতে শিল্প হলেও জমিহারাদের কর্মসংস্থান ও তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাটাও যে বড় প্রশ্ন, রেজ্জাকের কথায় তা উঠে আসে।

রেজ্জাক বলেন, "কেবল কর্মসংস্থান বা বাসস্থান নয়, কৃষি জমিতে যাতে কম হাত পড়ে, সেই জন্যই উল্লম্ব ('ভার্টিক্যাল') উন্নয়নের নীতি মেনে পরিকল্পনা করতে হবে।" অর্থাৎ কম জমির উপরে বহুতল নির্মাণ করতে হবে। কারণ, মন্ত্রীর হিসাবেই প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার একর কৃষিজমি বাস্তুজমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA

রেজ্জাকের 'রিজার্ভেশন' নিয়ে অনিল-বুদ্ধ দ্বিমত

স্টাফ রিপোর্টার: আলিমুদ্দিনের সঙ্গে মহাকরণের 'দূরত্ব' সাকুল্যে দু'কিলোমিটার। কিন্তু সঙ্কটে পড়লে যে তা হঠাৎই বেড়ে যেতে পারে, জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড় নিয়ে তাঁর আপত্তি ('রিজার্ভেশন')-র কথা বিধানসভার মধ্যে সরবে বলে রেজ্জাক মোল্লা তা প্রমাণ করে দিলেন।

বৃহস্পতিবার নিজের আনা বিলে জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ের উপধারা নিয়ে খোদ ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। অন্যান্য ধারার ব্যাখ্যায় গেলেও ঊর্ধ্বসীমা ছাড় সংক্রান্ত 'বিতর্কিত ধারা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "৮ ও ৯ নম্বর ধারা নিয়ে আমার 'রিজার্ভেশন' আছে। এর বাংলা আপনারা যা করার করে নিন। এই ব্যাপারে আপনারা যা ঠিক করে দেবেন, তা-ই মেনে নেব।" গত কয়েক দিন ধরে দফায় দফায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সদর দফতরে এত বৈঠকের পরেও বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর এ-হেন উক্তি দল এবং সরকারের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। সঙ্কটের মোকাবিলা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস দু'রকম কথা বলে বসলেন।

বিধানসভায় রেজ্জাক মোল্লার 'আপত্তি'র সাক্ষী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মহাকরণে তিনি বলেন, "শুধু রেজ্জাকের কেন, ওই ধারা নিয়ে 'রিজার্ভেশন' আমারও আছে।" কিন্তু যে-ধারা বা উপধারা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী— সকলেরই আপত্তি রয়েছে, তা বিল পর্যন্ত গেল কী করে? মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই, "আমি বিল তো আগে দেখিনি। অফিসারেরা হয়তো ভুল করে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে এ কথা বলেন।

প্রায় একই সময়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিসে বসে অনিলবাবু বলেন, "আমার সঙ্গে রেজ্জাক মোল্লার কথা হয়েছে। বিধানসভার মধ্যে উনি 'রিজার্ভেশন' শব্দটি উচ্চারণই করেননি। এ ব্যাপারে যে-ভুল ছিল, আমরা আগেই বলেছি। রেজ্জাক বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা তো সত্যিই হয়েছে।"

অনিলবাবুর কথার সমর্থনেই দাঁড়িয়েছেন বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক সি পি এমের রবীন দেব। তিনিও বলেন, "রেজ্জাক মোল্লা কখনওই রিজার্ভেশন শব্দটি উচ্চারণ করেননি। কোনও বিশেষ উপধারা নিয়ে তাঁর নিজস্ব আপত্তির কথাও বলেননি। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি সংশোধনী বিল পেশ করে তা ব্যাখ্যা করেছেন।"

বিষয়টি নিয়ে কয়েক দিন ধরে সি পি এমের কৃষক সভার নেতা বিনয় কোঙার থেকে আরম্ভ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সি পি আইয়ের নন্দগোপাল ভট্টাচার্যেরা দফায় দফায় বৈঠক করেছেন বুদ্ধবাবু, অনিলবাবু, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে। বিষয়টি সমাধানের জন্য রেজ্জাক মোল্লা আগাম চিঠি দিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন অনিলবাবুর সঙ্গেও। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

তবু কেন বিতর্কিত উপধারা নিয়ে বিধানসভার মধ্যে এবং বাইরে বারবার তাঁর আপত্তির কথা তুললেন রেজ্জাক মোল্লা? তিনি কি কেবল তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ের ভোটারদের (যাঁদের বড় অংশই কৃষিজীবী) কথা ভেবে এ কথা বললেন? নাকি সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব উন্নয়নের অভিমুখ হিসাবে যে-সব কথা বলছেন, প্রকারান্তরে তাকেই আঘাত করতে এ কথা বললেন? যে-উদ্দেশ্যেই বলুন, তাঁর কথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের রাজ্য সম্পাদক দু'রকম বয়ান দেওয়ায় আখেরে কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হলেন রেজ্জাকই। মন্ত্রীর চওড়া হাসিই সে-কথা বলছিল।

সরকার পক্ষের বিধায়কেরা যে-ভাবে বিলের বিতর্কিত ধারার বিরুদ্ধে সরব হলেন এবং বিরোধী কংগ্রেস ও তৃণমূলের বিধায়কেরা যে-ভাবে রেজ্জাকের প্রশংসা করলেন, তাতে কার্যত গোটা বিধানসভাকেই পাশে পেয়ে গেলেন ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী। বিধানসভায় উপস্থিত সরকার ও বিরোধী পক্ষের মোট ১৫৮ জন বিধায়কই বিতর্কিত উপধারা বাতিলের পক্ষে ভোট দেন, যা নজিরবিহীন। দলে তাঁর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক, এখন মুখ্যমন্ত্রীকে রেজ্জাকের অবস্থান সমর্থন করতে হচ্ছে।

কী ভাবে বিধানসভায় সরকার ও বিরোধী পক্ষ একমত হল, তা ব্যাখ্যা করে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রথমে ঠিক হয়েছিল, রবীন উপধারা (বিতর্কিত) খারিজ করার জন্য সংশোধনী আনবে। কিন্তু স্পিকার বললেন, তা হয় না। তখন আমরা ঠিক করি, বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হোক। তার পরে আমরাই তার বিরোধিতা করব। রেজ্জাক ঠিকই করেছেন। কারণ এই ভাবে কৃষিজমি যাকে-তাকে দেওয়া যায় না।" অন্য দিকে অনিলবাবু বলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই সকলের মতামতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করি। এতে সংসদীয় ব্যবস্থা আরও উন্নত হল।"

এর পর দশের পাতায়

অনিল-বুদ্ধ দ্বিমত

প্রথম পাতার পর

পঞ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) বিলের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করে রেজ্জাক মোল্লা বলেন, "জমির শ্রেণি-চরিত্র বদলের ফাঁক দিয়েই যত রকম দুর্নীতি, পুকুর চুরি চলে। সেটা আমরা বন্ধ করতে চাই। এই নতুন আইনে কালেক্টার ছাড়া অন্য কোনও সংস্থা (পুরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি) জমির শ্রেণি-চরিত্র পরিবর্তন বা কোনও নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে পারবে না।" মন্ত্রীর মতে, নতুন আইনে দ্রুত সাজার ব্যবস্থা হচ্ছে। বন্ধ কারখানার জমি বিক্রি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট প্রস্তাব এলে শিল্প পুনর্গঠন দফতর বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো বা ওই ধরনের কাজে জমি বিক্রির অনুমতি দিতে পারে।

শেয়ার বেচার সিদ্ধান্ত পূর্ণেন্দুর সামনেই, সওয়াল আই ও সি-র

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: হলদিয়া পেট্রোকেমের শেয়ার কেনার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েলের কোনও গোপন চুক্তি হয়নি। বরং, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় ভাল মতোই জানতেন যে, রাজ্য সরকার ইন্ডিয়ান অয়েল-কে শেয়ার বেচতে যাচ্ছে। বস্তুত, তাঁর উপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কোম্পানি ল বোর্ডের সামনে এই সওয়ালই করেছেন আই ও সি-র কৌঁসুলি। তেল সংস্থাটির দাবি, চ্যাটার্জি গোষ্ঠী 'বিশ্বাসভঙ্গের' যে অভিযোগ তুলছে, তা সর্বৈব অসত্য। চ্যাটার্জি গোষ্ঠীর তরফে অবশ্য আজও অভিযোগ করা হয়, পূর্ণেন্দুবাবুকে অন্ধকারে রেখেই রাজ্য সরকার ইন্ডিয়ান অয়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিয়েছিল। অংশীদার হিসাবে সংস্থায় যে-মর্যাদা পূর্ণেন্দুবাবুর পাওয়ার কথা, তা রাজ্য সরকার তাঁকে দেয়নি।

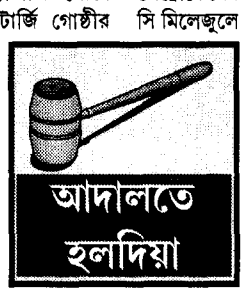

কোম্পানি ল বোর্ডের চেয়ারম্যান বি বালসুব্রামনিয়ানের এজলাসে আজ এইচ পি এল মামলা এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য সংস্থার আইনজীবীদের ভিড় উপচে পড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের তরফেও আইনজীবীরা ছিলেন। এ দিনের শুনানি ছুঁয়ে গিয়েছে সব কিছুই। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের কর্পোরেট দুনিয়া বা বিশ্ব বাণিজ্যের বাজারে এক বাঙালি শিল্পোদ্যোগীর আন্তর্জাতিক সংস্থার দখলদারি নেওয়ার সাফল্য-অসাফল্যের ইতিবৃত্ত। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয় শুনানি। চলে প্রায় দু'ঘন্টা। সবার বক্তব্য শোনার পরে বালাসুব্রামনিয়ান পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর।

রাজ্য সরকারের আচরণে পূর্ণেন্দুবাবুকে যে কী ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেন চ্যাটার্জি গোষ্ঠী ও তার তিনটি সহযোগী সংস্থার আইনজীবী সুদীপ্ত সরকার। তাঁর কথায়, "এক শ্বাসরুদ্ধকারী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে পূর্ণেন্দুবাবুকে। যতই হোক, তিনি তো অংশীদার। মি লর্ড, আমি যদি একটি সংস্থার অংশীদার হই, তা হলে সেই সংস্থায় কোন ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা জানার অধিকার তো আমার আছে। পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে তো অনেক কিছুই জানানো হয়নি।"

কোম্পানি ল বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক। কারণ, শেয়ারের হাতবদল হলে সংস্থায় মালিকানার কাঠামোটি বদলে যাবে। বদলে যাবে শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের সমীকরণও। আইনজীবী শান্তিভূষণ পাল্টা অনুযোগ করেন যে, শেয়ার মালিকানার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্য দিকে, এজলাসে রীতিমতো চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ পেশ করে অভিষেক মনু সিংভি পূর্ণেন্দুবাবুর তরফে সওয়াল করেছেন যে, প্রায় ন'মাস আগেই রাজ্য সরকার গোপন বোঝাপড়ার মধ্যে গিয়েছিল আই ও সি-র সঙ্গে। চ্যাটার্জি গোষ্ঠী তথা পূর্ণেন্দুবাবুর আইনজীবীদের অনুযোগ, সামগ্রিক ভাবে হলদিয়া পেট্রোকেমের চরিত্রটাই বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। রাজ্য সরকার এবং আই ও সি মিলেজুলে চেষ্টা চালাচ্ছে পেট্রোকেমকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পর্যবসিত করতে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে সওয়াল করতে ওঠেন সলিসিটর জেনারেল গুলাম ই ভবনওয়াতি। তিনি সতর্ক করে দেন, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা টাকা ঢেলেছে। জনগণের টাকা। ফলে, তা যেন সুরক্ষিত থাকে, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁর দাবি, আদৌ অন্ধকারে ছিলেন না পূর্ণেন্দুবাবু। কারণ, ২০০৪ সালের ২ নভেম্বর সিদ্ধান্ত হয় যে, পেট্রোকেমের কিছু শেয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল কিনবে। ২০০৫ সালের ১৪ জানুয়ারি কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় পূর্ণেন্দুবাবু এই সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ জানাননি। বরং, তিনি সক্রিয় ভাবে তা সমর্থন করেছিলেন। সলিসিটর জেনারেলের মতে, "আসলে অন্য তরফে চেষ্টা চলেছে ইন্ডিয়ান অয়েলকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার।"

আবার, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের তরফে বলা হয়েছে যে, চ্যাটার্জি গোষ্ঠী তথা পূর্ণেন্দুবাবুর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অন্য 'ব্যবসায়িক' উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অর্থের জোগাড় করা। তা সফল না-হওয়াতেই পূর্ণেন্দুবাবু রাজ্য সরকারের তরফে ইন্ডিয়ান অয়েলকে শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনায় বাদ সেধেছেন। সুদীপ্তবাবু অবশ্য এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, ডয়েশব্যাঙ্কের তরফে পূর্ণেন্দুবাবুকে অর্থের জোগানের (প্রায় ১১০০ কোটি টাকা) আশ্বাস দেওয়ার পরেই পেট্রোকেমের শেয়ার বেচার তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে। শেষমেষ হলদিয়া পেট্রোকেমের তরফে আইনজীবী পিনাকী আড্ডি জানিয়েছেন, শেয়ার বিক্রির জন্য যা করতে বলা হয়েছিল, সেই ভাবেই তাঁদের সংস্থা এগিয়েছে।

কলকাতা থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ দিন মহাকরণে জানান, ইন্ডিয়ান অয়েল এখন হলদিয়া পেট্রোকেমের অন্যতম অংশীদার এবং এই শেয়ার বিক্রিতে সহায়তা করার জন্য তিনি টেলিফোনে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ারকে।

05 AUG 2005 ANADABAZAR PATRIKA

CLB reserves order on Purnendu petition

THE STATESMAN

Statesman News Service

NEW DELHI, Aug. 4. — After giving a patient hearing to the all three parties involved in the injunction petition filed yesterday by the Chatterjee Group (TCG) of Mr Purnendu Chatterjee against the West Bengal government's decision to offload its shares in Haldia Petrochemicals Ltd to Indian Oil Corporation and thus making TCG a minority partner in the company, the Company Law Board (CLB) chairman, Mr S Balasubramanian, reserved his interim order here today and fixed the dates for final hearing on 27 and 28 September. However, the chairman said, "The order would be available in a day or two."

Appearing on the behalf of TCG, senior lawyer Mr Abhishek Shanghvi argued that his client wanted to have an interim relief from CLB, where the pattern of share holding remain the same, otherwise the status of his client in the company would change from majority to minority stakeholder.

But contesting the arguments, the Solicitor General of India, Mr Harish N Salve, who appeared on behalf of IOC, contended that because of the feud between TCG and the government of West Bengal, the interests of the PSU giant could not be sacrificed. IOC has already made payment of Rs 150 crore to HPL and now in any case if the IOC's investment is kept in abeyance, it would be a loss of hard earned taxpayers' money. While arguing he also mentioned that the board of HPL had passed the resolution with respect to the state government's offloading its shares and in the board resolution TCG nominees had also their signatures. Now, if they signed on the basis of their understanding, how IOC is guilty for that and why should it suffer, Solicitor General queried.

For the state government, one of the senior most lawyers of the Supreme Court, Mr Shanti Bhushan appeared and contended that a private agreement between the state government and TCG does not stand the scrutiny of law and so the injunction petition should not be entertained.

Nirupam regrets TCG decision

KOLKATA, Aug. 4. — The state industry and commerce minister, Mr Nirupam Sen today described as "most unfortunate", Mr Purnendu Chatterjee's moving the Company Law Board against the state government's decision to sell stake in Haldia Petrochemicals to Indian Oil Corporation.

He said HPL's board unanimously decided to induct IOC as a strategic partner and therefore gave the go-ahead to encash the Rs 150 crore cheque submitted by IOC on 18 February. It was cleared yesterday.

IOC has already become a partner of HPL and their lawyer was present during the hearing yesterday. The next hearing will take place on 27 and 28 August.

Asked whether HPL's expansion would be affected, the minister said that at present there is no plan for expansion.

The chief minister also said that he thanked Mr Mani Shankar Aiyer personally as the Solicitor-General appeared on behalf of the state government at the CLB hearing.

Asked about the state government's reaction on The Chatterjee Group (TCG) filing case against the state government, he said " what has happened may have a bad effect on HPL's image as one of the strategic partner going to CLB against the state government." — SNS

Govt blinks, land ceiling stays

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 4: The Buddhadeb Bhattacharjee government's initiative on removing the urban and rural land ceiling collapsed today. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill was unanimously passed in the Assembly only after deleting the controversial provision that sought to allow holding of land in excess of the ceiling.

"We have brought about this bill to put a stop to speculation on land, which is a scarce commodity in our state," said Abdur Rezzak Molla, land and land reforms minister. "Our objective is also to protect the interest of a few million poor farmers who voted us to office."

Bhattacharjee, however, could be said to have succeeded in getting the party and its key affiliates to ratify the government move to free up large tracts of land locked in scores of closed/sick industrial units.

Apparently, he avoided a showdown with the intra-CPM opponents of the move on rural land ceiling in view of next year's Assembly elections and the party leadership's advice of restraint in the face of growing opposition.

A storm was brewing over the past few weeks in the state CPM over the bill that pitted powerful groups against one another on ideological and electoral compulsions.

Though Molla presented the bill under pressure from Bhattacharjee, he did not balk at leading the intra-party opposition, apart from encouraging several Left Front partners into resisting the government's initiative. The Opposition also took advantage of the divisions.

THE BILL: WHAT IT SAYS

Land ceiling
Present limit stays
What it means: Bid to lift ceiling shelved
Maximum limit: Seven cottahs in urban areas and 17.5 acres in rural areas

Land conversion
Only collector can allow change in a plot's character. Permission only for public purposes like school, road, bridge and community hall
What it means: Some other officials could clear the conversion. They can no longer do so
Penalty: Five years' imprisonment and fine of Rs 50,000. Restoration to original character at violator's cost

Factory land
Sick/closed industrial unit can sell land
Conditions: Open auction, government will fix reserve price. Money to be used to revive the unit or clear workers' dues

Water body
May be filled for a meaningful purpose, but only when a new water body of equal or larger size has been created. Collector's sanction needed

Land tax
A new rate of land tax fixed on the basis of ownership, location, character and use

"I do not mind putting on record that I have reservations about the portion dealing with the ceiling, even though the fact remains that I have presented the bill," Molla said.

Central to the controversy was the Bhattacharjee government's now-dropped move to amend Section 14(q) of the West Bengal Land Reforms Act, 1955, to facilitate a flow of investment into cash crops, tourism, contract farming, education infrastructure and plantations.

One of the reasons the government pressed for the amendment was to make it easier for several large investors to obtain large tracts of land for projects.

"Even I had reservation about Section 14(q)," Bhattacharjee said at Writers' Buildings following the passage of the bill. "And, please remember, there is no difference between me and Molla.... I don't know how 14(q) appeared in the draft bill... maybe somebody overlooked it."

Government officials said today's development was expected to impact projects proposed by the Ambanis, ISKCON and the Sahara group. According to Molla, Salim Group, the Indonesian conglomerate, may have to rework its proposal for a string of projects in South 24-Parganas where it has sought over 5,000 acres.

"I want to make one thing clear," Molla told a news conference. "I do not know (executives of) Salim Group personally, but what I do know is that I shall not allow any group, foreign or otherwise, to grab fertile land in Baruipur or Bhangar for building a township. If Salim and others are so keen, they can be asked to go to Purulia or Bankura where large tracts are still available," he said.

Township hope

Officials, however, said today's development might not hit the interests of the Salim Group because a 2002 amendment to the Land Reforms Act exempts townships from the impact of ceilings.

"Besides, if necessary, the government can acquire land to help and expedite the project. But the proposed Dhirubhai Ambani centre for excellence and the ISKCON expansion at Mayapur may get hit," a senior official said.

Purnendu challenges share transfer

Statesman News Service

NEW DELHI, Aug. 3. – The promoter of Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), TCG, has filed an injunction petition against the West Bengal government with the Company Law Board here today, challenging the state government's decision to transfer 60 per cent of its shares in the company to the Indian Oil Corporation (IOC) and making HPL a public sector company.

The issue was taken up by the CLB for discussion today, but the final decision could not be arrived at. It is expected at tomorrow's meeting.

In the petition, TCG claims that, originally, the state government promised that HPL would remain a private company. The petition claims that the state government promised TCG that it would get the government holding at a price of Rs 14 a share for majority control.

Later, because of the success of the company, the state government re-evaluated the prices of the shares and pegged them at Rs 28.80 each (the total amount being Rs 1500 crore).

Even the new price was acceptable to TCG and it approached the state government, having made all financial arrangements. However, without giving any reason, the state government withdrew the offer, the TCG petition said.

After this, the state government, without consulting the HPL board, went ahead to negotiate with IOC on the transfer of shares.

All state government shares have been allotted to the IOC and the cheque (without mentioning the actual amount) has been cashed making HPL a public sector company.

This is in total violation of the initial warranty given to TCG by the WB government, claimed the petition.

THE STATESMAN

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ পূর্ণেন্দুর

হলদিয়া নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে লড়াই গেল কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার: পরিচালন পর্ষদের দরজার আড়ালে অথবা মহাকরণে মন্ত্রীর ঘরে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের দিন শেষ। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ে রাজ্য সরকার ও পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বিবাদ এ বার আদালতে। আর যুদ্ধের নতুন এই পর্বে প্রথম কামান দাগল চ্যাটার্জি গোষ্ঠী। এই সপ্তাহের গোড়ায় পেট্রোকেমের ৭.৫ শতাংশ শেয়ার ইন্ডিয়ান অয়েলের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। আদালতে চ্যাটার্জি গোষ্ঠীর প্রশ্ন এই সিদ্ধান্ত নিয়েই।

বুধবার সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে কোম্পানি ল বোর্ডে মামলা করে চ্যাটার্জি গোষ্ঠী আবেদন করেছে, পেট্রোকেমের শেয়ার ইন্ডিয়ান অয়েলকে বিক্রির সিদ্ধান্ত যেন এখনই বাতিল করা হয়। কারণ এই শেয়ার বিক্রি হলে সংস্থার ২৮২ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। পাশাপাশি, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে রাজ্য সরকারের হাতে থাকা পেট্রোকেমের যে ৩৬.৮৭ শতাংশ শেয়ার বিক্রি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সেই অনুযায়ী যেন বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়—তাও প্রার্থনা করেছে চ্যাটার্জি গোষ্ঠী।

এই আবেদন পেশ করে চ্যাটার্জি গোষ্ঠীর কৌঁসুলি অভিষেক মনু সিংভি অভিযোগ করেন, "ইন্ডিয়ান অয়েলকে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত বিশ্বাসভঙ্গের সামিল।" কারণ, পেট্রোকেম রূপায়ণ করতে চ্যাটার্জি গোষ্ঠী ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ১৯৯৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী চ্যাটার্জি গোষ্ঠীর অনুমতি ছাড়া রাজ্য সরকার কোনও সংস্থাকে শেয়ার বিক্রি করতে পারবে না।

এ দিকে রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান অয়েলকে ৭.৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবে তার প্রমাণ দেখাতে তিনি সময় চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষে হাজির হয়েছেন, সেহেতু তাঁর এই সময় প্রয়োজন। কলকাতায় ইন্ডিয়ান অয়েলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ওই শেয়ার কিনতে তাঁরা যে ১৫০ কোটি টাকার চেক পেট্রোকেম দফতরে পাঠিয়েছিলেন, বুধবার তা ভাঙানোর জন্য ব্যাঙ্কে পেশ করেন সংস্থা কর্তৃপক্ষ। চেকটি যে ভাঙানো হয়ে গিয়েছে, তা-ও বলেন ওই মুখপাত্র। কোম্পানি ল বোর্ডের চেয়ারম্যান এস বালসুব্রামনিয়ান আজ, বৃহস্পতিবার শুনানির দিন স্থির করেছেন।

পূর্ণেন্দুবাবুর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। হলদিয়া পেট্রোকেমের পরিচালন পর্ষদে ইন্ডিয়ান অয়েলকে আনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ণেন্দুবাবুরই। এবং পর্ষদে সর্বসম্মত ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়ান অয়েল যখন চেক জমা দেয়, তখনও পূর্ণেন্দুবাবু দাম নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। কিন্তু এর পরেই তিনি পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় বাধা দিতে থাকেন। তখন চেয়ারম্যান বাধ্য হন সদস্যদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে চিঠি দিতে। এবং পরিচালন পর্ষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সম্মত হওয়ার পরেই ইন্ডিয়ান অয়েলের চেক ভাঙানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে এগোয় সংস্থাটি। এর মাঝখানে ইন্ডিয়ান অয়েল আইনি পরামর্শ নিয়ে চেক ভাঙানোর ব্যাপারে সংস্থাকে চিঠিও দেয়। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে ইন্ডিয়ান অয়েলের হাতে শেয়ার তুলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।"

পেট্রোকেমে অস্থিরতার এই নতুন অধ্যায় নিয়ে পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় মুখে কুলুপ আঁটলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে তাঁর মামলা করার যুক্তি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি ল বোর্ডে পূর্ণেন্দুবাবুর পেশ করা যুক্তি অনুযায়ী ইন্ডিয়ান অয়েলকে ৭.৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হলে হলদিয়া পেট্রোকেম রাতারাতি ২৮২ কোটি টাকার লোকসান করবে। কারণ, ইন্ডিয়ান অয়েলকে ১৫ কোটি শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি শেয়ারের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল মূল্য দেবে ১০ টাকা। কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু একই সময়ে সংস্থার একটি শেয়ারের জন্য ২৮.৮০ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। ফলে ইন্ডিয়ান অয়েলকে একটি শেয়ার বিক্রি করা মানে ১৮.৮০ টাকা লোকসান করা।

এই যুক্তি থেকে এগিয়ে চ্যাটার্জি গোষ্ঠীর বক্তব্য, সহজ অঙ্কের হিসাবে (১৮.৮০ টাকা × ১৫ কোটি) ২৮২ কোটি টাকা লোকসান করবে হলদিয়া পেট্রোকেম। আর যেহেতু এগুলি নতুন

এর পর তিনের পাতায়

কাজিয়ার গেরোয়

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫	হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস গঠন
৫ এপ্রিল ১৯৯০	আরপিজির প্রস্থান, টাটাদের প্রবেশ
২০ অগস্ট ১৯৯৪	পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মউ সই
২ এপ্রিল ২০০০	জ্যোতি বসুর হাতে প্রকল্পের উদ্বোধন
অগস্ট ২০০১	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু
জুলাই ২০০৩	আর্থিক সঙ্কট চরমে
ডিসেম্বর ২০০৩	আর্থিক পুনর্গঠন প্রস্তাব পেশ
এপ্রিল ২০০৫	পূর্ণেন্দুকে শেয়ার বেচার সিদ্ধান্ত রাজ্যের
৩ অগস্ট ২০০৫	মামলা পূর্ণেন্দুর

ANANDABAZAR PATRIKA

Land ceiling stays, FDI or no FDI

HT Correspondent
Kolkata, August 2

THE RED brigade on Tuesday thwarted Buddhadeb Bhattacharjee's efforts to withdraw the ceiling on land holdings. The CPI(M) gave in to pressure mounted by a section of its own leaders and those of the CPI, RSP and the Forward Bloc.

The chief minister had wanted to free even cultivable land, a move aimed at encouraging FDI for industries and townships. The government had circulated among MLAs a draft of the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 2005, bypassing the Cabinet, its core committee and the Left Front. Now, the Bill will be amended again and placed in the Assembly on August 4.

The CPI(M), after a three-hour meeting, agreed to retain the land ceiling. The Left Front, however, allowed the government to sell land of closed factories to raise funds for the revival of sick units.

It was not clear after the meeting whether the chief minister would be able to keep his promise of giving 5,100 acres to the Salem Group of Indonesia. CPI(M) insiders said the chief minister's haste to push through the Bill in the current session of the Assembly, which ends this week, had been prompted by his keenness to obtain FDI from Salem.

Bhattacharjee had met representatives of the company last Saturday and had assured them land for a special economic zone where a health city, a biotechnology park and a township would come up. Salem has also agreed to set up a two-wheeler manufacturing plant, while the Jindal group has proposed a 50-lakh-tonne steel plant, requiring another 4,000 acres.

CPI, RSP and Forward Bloc leaders told CPI(M) state secretary Anil Biswas and Front chairman Biman Bose that the government was deviating from its Leftist principles and giving in to the interests of industrialists. They were also upset that the amendment Bill was circulated secretly among MLAs without any discussion in the cabinet or the Left Front.

Significantly, even land reforms minister Abdur Rezzak Mollah, a veteran in the CPI(M) and its farmers' wing Krishak Sabha, was upset by "the chief minister's surrender to foreign investors at the cost of both Left ideology and poor and marginal farmers". "The Left Front's ascent to power in 1977 was based on the slogan of land reforms," fumed the Bloc's Ashok Ghosh.

Reforms are for ever

ORIGINAL PROPOSAL
Withdraw ceiling on land holdings, free plots of land for industry and urbanisation. Allow holding in excess of present ceiling for commercial purposes or for setting up institutes

WATERED DOWN
Possession of only 12.5 acres in irrigated areas and 17.5 acres in non-irrigated areas. Land above this will be automatically vested with the state government

চাপে পিছু হটল সিপিএম

জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ের বিতর্কিত উপধারা বাদ

স্টাফ রিপোর্টার: আপাতত জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ের বিতর্কিত উপধারাটি বাদ দিয়েই কাল, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিলটি আসছে। দলের কৃষক সভা ও বামফ্রন্টের শরিকদের তীব্র আপত্তিতে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে বন্ধ কারখানার জমি 'সদ্ব্যবহার'-এর জন্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হচ্ছেই।

ঠিক হয়েছে, সংশোধনীর বিলটির উপরে সরকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী এনে বিতর্কের অবসান ঘটানো হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে রাজ্য সি পি এমের সদর দফতরে বামফ্রন্টের দীর্ঘ বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকের পরে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "শরিকেরা আপত্তির কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। চিঠি দেওয়া হয়েছিল আমাদের কৃষক সভার পক্ষ থেকেও। কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। তার অবসান হয়েছে।"

কী শর্তে বিতর্কের অবসান হল, বিমানবাবু সেটা অবশ্য ভেঙে বলতে চাননি। দলীয় সূত্রের খবর, সংশোধনী বিলের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের যে-অংশে কৃষিজমি নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল, সেই অংশটি আপাতত বাদ দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে একটি সংশোধনী আনা হবে এবং তাতে জমির ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।

সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত উপনগরী গড়তে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রায় পাঁচ হাজার একর বহু-ফসলি জমিতে হাত পড়তে পারে। তাতে হাজার হাজার কৃষকের ভূমিহীন হওয়ার আশঙ্কা আছে। ভূমি সংস্কার মন্ত্রী তথা কৃষক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা রেজ্জার মোল্লা তা নিয়েই আপত্তি তুলেছেন। দলের একটি অংশও রেজ্জাককে সমর্থন করছে। এই ব্যাপারে সি পি এমের কৃষক ফ্রন্টের বিধায়কেরাও একজোট হচ্ছিলেন। আপত্তি তুলেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সি পি আইয়ের নন্দগোপাল ভট্টাচার্যেরাও।

ঘরে-বাইরে এই চাপ সামলে কী ভাবে বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই বিলটি পাশ করানো যায়, তার পথ খুঁজতে মঙ্গলবার দফায় দফায় বিমান বসু, অনিল বিশ্বাসেরা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন শরিক নেতাদের সঙ্গে। সোমবার অনিলবাবুর সঙ্গে রেজ্জাকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এবং কৃষক নেতা বিনয় কোঙার।

জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড় সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের লক্ষ্য দু'টি। এক) শহরের বন্ধ কারখানার জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা। দুই) নগরায়ণের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজে (যেমন হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) এবং বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য ফলানোর কাজে জমি নেওয়া। দীর্ঘ আলোচনায় শরিকেরা যে খুশি, অশোক ঘোষের বক্তব্যেই তা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিষয়টির সমাধান হয়েছে।" তবে নগরায়ণের প্রয়োজনে কৃষিজমিতে যে হাত পড়তে পারে, সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোঙারের বক্তব্যেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "সব ক্ষেত্রে জমির ঊর্ধ্বসীমা ছাড় পাওয়া যাবে না। তবে নগরায়ণের জন্য প্রয়োজনে কৃষিজমিতে হাত পড়বেই। সে-ক্ষেত্রে দেখতে হবে, কৃষকদের যেন বিকল্প কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।"

শহরাঞ্চলে বন্ধ কারখানার জমি আবাসন এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজে লাগানোর জন্য বিল অবশ্য আসছেই। এই বিলটিও ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিলের অংশ। শিল্প দফতরের এক অফিসার বলেন, "রাজ্যের কিছু নামী সংস্থা 'উদ্বৃত্ত' জমিতে আবাসন প্রকল্প গড়তে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। এতে যে-টাকা মিলবে, তা কারখানার আধুনিকীকরণে লাগানো হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ডানলপ সাহাগঞ্জে তাদের সাড়ে বারো একর জমির মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত একরে প্রকল্প গড়তে চায়। একই কারণে গ্রামোফোন কোম্পানি দমদমে চার একর, হিন্দ মোটরস-কর্তৃপক্ষ হুগলিতে কারখানা-চত্বরের ৩০০ একর এবং কিছু চটকল প্রায় ১০ একর জমি চেয়েছে। বিধানসভায় বিল পাশ হলে কী ভাবে শিল্পের এই সব জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হবে, সরকার তার রূপরেখা তৈরি করবে।"

সরকারি নির্দেশে ২০০৩ সালে একটি সমীক্ষা করে 'ওয়েবকন'। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ৫০০টি কারখানায় 'উদ্বৃত্ত' জমির পরিমাণ ৪১ হাজার একর। ঠিক হয়েছে, কারখানা-চত্বরে যে-জমিতে বাণিজ্যিক প্রকল্প গড়া হবে, তা বিক্রি করতে ডাকা হবে প্রকাশ্য নিলাম। জমির সংরক্ষিত মূল্য ঠিক করবে রাজ্য সরকার। সংস্থার উদ্বৃত্ত জমিতে আবাসন তৈরির বিষয়ে সায় দিয়েছেন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, "কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন সংস্থা এবং কারখানার প্রচুর জমি রয়েছে। ওই সব জমিতে আবাসন না-গড়লে আগামী দুই দশকে ৯০ হাজার পরিবারকে ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

State spares unapproved madrasas

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 1 — In a string of major announcements the state government today said that it would not take any action against unapproved madrasas and that heads of colleges and universities have the right to seek police intervention to prevent any untoward situation on the campus.

The school education minister, Mr Kanti Biswas, said in the Assembly today that: "We will neither take any action against unapproved madrasas nor are we going to approve or provide any financial help to them."

The minister said that as the department would not give any approval or financial assistance to these madrasas there was no reason for a head count.

He said that between 1947 and 1977, 53 madrasas were given recognition while between 1978 and 2004 as many as 266 madrasas were given approval. There are 508 madrasas here which are approved by the school education department. Mr Biswas maintained that the state government is spending Rs 18 crore annually to improve the infrastructure of the madrasas. Students of 22 madrasas are given computer training and the syllabus has been updated.

The higher education minister, Mr Satyasadhan Chakraborty, said the head of a college or university has every right to seek police intervention in case of an extreme emergency inside the campus.

"I don't prescribe to intervention of outsiders in the affairs of an educational institution. I told the JU authorities to settle the matter through discussion when the recent students' agitation reached its peak. As a teacher I feel that a principal or a vice-chancellor can seek police help if there is a possibility of arson or hooligans entering the campus", the minister said in reply to a point raised by Trinamul legislator Mr Saugata Roy.

"Was it a show of democracy when students did not allow me to enter Presidency College the other day? I came back without saying a word. Students have the democratic right to pursue their career. But they have to ensure peace inside the campus", Mr Chakraborty said.

VCs of the universities in West Bengal are not "internationally acclaimed" academicians because "this is the age of the average", the higher education minister told the Assembly today during a discussion on the West Bengal College Service Commission (Amendment) Bill, 2005.

"You often ask me to name at least one vice-chancellor who is internationally acclaimed", the minister told Trinamul legislator Mr Saugata Roy. "Well, can you name any state in the country that has one? Saugatababau, this is not anybody's fault. International experts have admitted that this is the age of the average. So we have to do with average people. But the men running out colleges and universities have shined in their respective fields. None of them are incompetent", said Mr Chakraborty. Part time teachers : On using poorly paid part time teachers in most colleges in the state, the minister said the government will continue to recruit part time teachers, but in lesser numbers. "There are many disciplines where employing full-time teachers doesn't make sense. But we feel the nee to have more teachers and fill up vacancies. So 400 new posts have been created".

Circuit Bench

The state government has renovated a bungalow belonging to the Jalpaiguri zilla parishad to set up a Circuit Bench of Calcutta High Court.The state law minister, Mr Nisith Adhikary, said in the Assembly today that the quarters of the judges would be housed in the Teesta Bhavan. A permanent building to house the Bench will be constructed later. The land for the building has been approved by the High Court. Mr Adhikary said the new High Court building is likely to be completed by 2007-2008.

CPM vows to go ahead with legislation

Ally storm hits bill to lift land ceiling

A STAFF REPORTER

Calcutta, Aug. 1: Cracks in the Left Front over a bill that seeks to do away with land ceiling came to the fore today with the allies seeking its withdrawal and the CPM describing it as critical to development.

Voicing the minor partners' opposition to the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 2005, Forward Bloc's Ashok Ghosh said: "Before its circulation among MLAs, the bill was not discussed in the cabinet of ministers, nor in the cabinet core committee... not even in the Left Front. This is unprecedented. The government is trying to introduce a bill keeping its partners in the dark about its contents."

Ghosh also said that front chairman Biman Bose had informed him that the government would withdraw the bill.

CPM state secretary Anil Biswas, however, said there was no question of withdrawal. "We are neither withdrawing the bill nor delaying its introduction in the House. It will be placed in the current session of the Assembly. There are certain things not right in it, which we will correct through discussions with our partners," he said.

Biswas refused to point out what needed to be corrected in the bill. He said: "Discussions are on, but the government will table the bill this week."

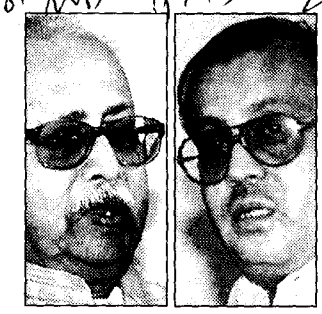

Ghosh and Biswas: Opposite poles?

The bill sparked a row as it gave the government special powers to ignore the ceiling on both urban and rural land and distribute it to promoters.

Ghosh said the bill could lead to grabbing of agricultural land by industries and multinationals. "We did not oppose the purchase of agricultural land during construction of the Rajarhat township and Vidyasagar University (in West Midnapore). They were set up with good intentions. But we feel the proposed bill does not protect the small farmers and their land may be in danger."

Land and land reforms minister Abdur Rezzak Mollah had earlier raised objections about some of the clauses in the bill, but later gave his consent to it.

Ghosh said his party held an "emergency meeting" of its secretariat yesterday and wrote to the front chairman its objections to the amendments. "Bose had told me over phone that the government will withdraw the bill and that the decision will be taken after consulting the front constituents."

Debabrata Bandopadhyay, the state RSP secretary, also said that he had written to Bose opposing the introduction of the bill in this session.

The other key CPM ally, the CPI, too, had raised objections regarding the bill on the ground that it was not discussed in the cabinet committee.

"The government is playing hide and seek with us," Bloc chairman and agriculture minister Kamal Guha said.

Government chief whip in the Assembly Rabin Deb said chief minister Buddhadeb Bhattacharjee had discussed the bill with relief minister Hafiz Alam Sairani of the Bloc and told him that it will be raised with all other partners.

CPM insiders said the party might hold one-to-one talks with the allies instead of calling a front meeting. A senior CPM leader said: "If a regular front meeting is convened, the partners might team up against the party."

THE TELEGRAPH

দেশের মধ্যে বেনজির প্রকল্প, দাবি বুদ্ধের

আর্থিক অঞ্চল গড়তে সালিম গোষ্ঠী চাইল ৫১০০ একর

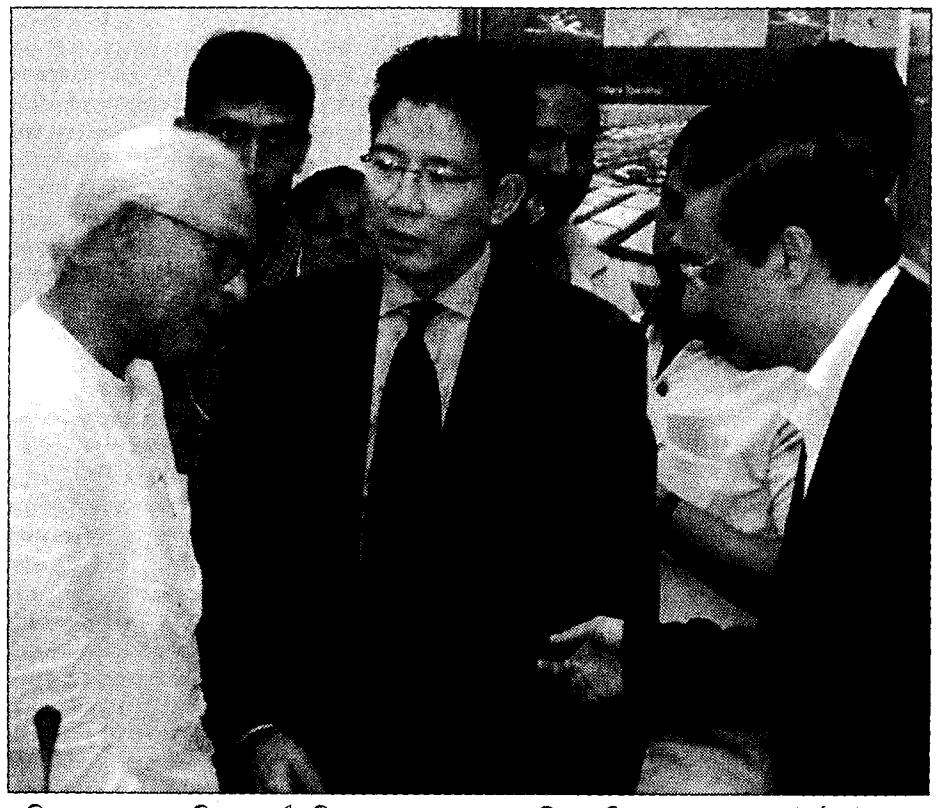

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার প্রস্তাব নিয়ে শনিবার মহাকরণে এক বৈঠক উপলক্ষে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বেনি সান্তোসো এবং প্রসূন মুখোপাধ্যায়।— দেবাশিস রায়

স্টাফ রিপোর্টার: বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে রাজ্য সরকারের কাছে ৫১০০ একর জমি চাইল সালিম গোষ্ঠী। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ওই প্রকল্প গড়ে উঠলেও নির্দিষ্ট এলাকা এখনও বাছাই করা যায়নি। তবে, ওই জেলার ভাঙড় ১ এবং ২ নম্বর ব্লক, মগরাহাট ও বিষ্ণুপুরের একটি বড় অংশ প্রকল্পের আওতায় আসবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। সেই কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভূমি অধিগ্রহণ দফতরকে শক্তিশালী করতে হবে।"

কথা ছিল, সালিম গোষ্ঠীর কর্তারা হেলিকপ্টারে চড়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি সরেজমিনে দেখবেন। কিন্তু মেঘলা আবহাওয়ার জন্য আকাশে উড়তে পারেননি তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হলেও কোন এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে, তা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি।" এ দিন তিনি সার্বিক প্রকল্পটি নিয়ে বৈঠক করেন সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে। সেখানে হেল্‌থ সিটি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, জৈবপ্রযুক্তি পার্ক ও উপনগরী ছাড়াও বারাসত থেকে বারুইপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি নিয়ে আলোচনা হয়। কথা হয় রায়চক থেকে হলদিয়ার মধ্যে সংযোগকারী কুকরাহাটি সেতু তৈরি নিয়েও। সপ্তাহ খানেক আগে বুদ্ধবাবু নিজেই সালিম গোষ্ঠীর কাছে ওই সেতু তৈরির প্রস্তাব দেন। এ দিন ওই গোষ্ঠীর কর্ণধার বেনি সান্তোসোকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওঁরা কুকরাহাটি সেতু তৈরি করবেন বলেছেন।"

মহাকরণের কনফারেন্স রুমে বৈঠক চলাকালীন সালিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা গোটা প্রকল্পটি কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্দায় দেখান বুদ্ধদেববাবুকে। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটি বেনজির প্রকল্প। গোটা দেশে নেই।" তিনি জানান, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে তার মধ্যে হেল্‌থ সিটিই যে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব পাবে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

বুদ্ধদেববাবু বলেন, "২২ তারিখে আমি জাকার্তা ও সিঙ্গাপুরে যাব। সেখানেও বেনির সঙ্গে কথা হবে। আমি আশাবাদী, খুব তাড়াতাড়ি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।" অন্য দিকে বেনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিচার করে এই প্রকল্পে সহযোগী আরও কয়েকটি সংস্থা যুক্ত থাকবে। তবে, প্রকল্পের মূল রাশ যে তাদের হাতেই থাকবে, এ কথাও এই দিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে সালিম গোষ্ঠী।

জিন্দলদের প্রকল্প নিয়ে বৈঠকে বসতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চিঠি পাঠাচ্ছে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার: পশ্চিমবঙ্গের জন্য জিন্দলদের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনায় বসতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার।

শনিবার রাজ্যের শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকের পরে যা স্থির হয়েছে, তাতে আকরিক লোহার জোগান নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। সেই সূত্র ধরেই মুখ্যসচিব কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে কথা বলার পরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সচিব পর্যায়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা বলে তিনি জানান।

তবে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে বসার আগেই এ দিন বানতলা চর্মনগরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে আকরিক লোহার সমস্যার প্রসঙ্গটি তোলেন। তিনি

সাংবাদিক বৈঠকে সজ্জন জিন্দল। সঙ্গে স্ত্রী সঙ্গীতা।— নিজস্ব চিত্র

বলেন, "শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে ইস্পাত শিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অনেক সংস্থাই লগ্নির আগ্রহ দেখিয়ে এই রাজ্যে আসছে। কিন্তু আমাদের কাছে আকরিক লোহা নেই। তবে সমস্যা মিটিয়ে প্রকল্পগুলির জন্য আকরিকের জোগান সুনিশ্চিত করতে ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে কথা বলছি।"

এ দিকে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড দুই সরকারের মধ্যে আলোচনা যে-দিকে এগিয়েছে, তাতে ছ'মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারবেন বলে জানিয়ে গেলেন জিন্দল ইস্পাতের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে প্রকল্পের কাঁচামাল, আকরিক লোহার জোগান নিয়ে সমস্যা মিটে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যে জিন্দল গোষ্ঠী তাদের কারখানার ভিত খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিতে পারে, তার ইঙ্গিত এ দিন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের শেষে সজ্জন দিয়ে গিয়েছেন। বুদ্ধবাবু এবং অর্জুন মুন্ডা দুই মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা মাধ্যমেই জট খুলছে বলে তিনি জানান।

এ দিন মহাকরণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের সঙ্গে বৈঠকের আগে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ বুদ্ধবাবু সজ্জন জিন্দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সস্ত্রীক সজ্জন জিন্দল এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার আগে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনায় বসেন রাজ্যের শিল্পসচিব সব্যসাচী সেনের সঙ্গেও। মূলত ঝাড়খণ্ড থেকে আকরিক লোহার জোগান নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সজ্জনের এ দিন আলোচনা হয়।

THE HINDUSTAN TIMES

Beeline for Buddha's Bengal

Saturday bonanza: Salim and Jindal are here. The Italians are coming...

HT Correspondent
Kolkata, July 30

FOR A change, it was a happy siege. And its beaming hostage, the do-it-now Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, who had a dizzy day out with investors — both foreign and Indian — who trooped in to sink money in what was known till the other day as an industrial wasteland.

Indeed, so upbeat was the mood that even the normally laconic Union finance minister P. Chidambaram gushed over the "tremendous strides" made by Bengal and called for its "active participation" to turn around the country's economy. And it didn't look as though he was making exaggerated demands. For, the city was playing host to all the leading lights from the Salim Group of Indonesia which wants to set up an integrated economic zone —Kolkata International Economic Zone' (KIEZ) — near the city, representatives from the Italian leather industry who had come over for the inauguration of the Bantala leather complex and the Jindal group, which wants to set up a mega steel plant in Bengal at a cost of Rs 10,000 crore.

Also, for once there were no hackneyed homilies to Kolkata's rich cultural heritage, no brownie points scored for or against Marxism or capitalism; the whole accent was on capital, land, infrastructure and a unanimously agreed need to "do it now".

The Salim Group representatives said their proposed 'Kolkata International Economic Zone' (KIEZ) would comprise an industrial township and an ancillary township, which would provide top-bracket industrial infrastructure for foreign investors but wouldn't hurt the state coffers.

Vice-chairman of the JSW group, Sajjan Jindal, who met the chief minister during the day, said he hoped to settle the issue relating to sourcing iron ore from Jharkhand within the next six months. Jindal, who had visited Dudhkuri in Jhargram and Indkhara in Sankrail on Friday to look for possible sites, said the steel plant would have an initial capacity of 2.5 mt and the project's foundation stone would be laid within three months of acquiring the land. The project, when commissioned, will provide direct employment to 5,000 people and indirect employment to 15,000 others, he added.

Salim Group chairman Beni Santosa was just as upbeat. Outlining the Kolkata International Economic Zone (KIEZ), he said, while this would offer foreign investors the best possible infrastructure, the ancillary township would consist of an art & culture city, an education city, a biotechnology park, commercial projects, a golf course, a health hub and residential quarters. "We have submitted the design for the project. The government of Bengal has given us reasons to hope," he said.

The chief minister confirmed the Salim Group had sought about 3,100 acres of land. "We have decided to give them land in South 24 Parganas that might stretch up to Raichak," he said. Is it then the beginning of industrial resurgence in Bengal? The chief minister beamed. "It was a great Saturday," he said.

See also Kolkata Live

What's in store

SALIM GROUP Kolkata International Economic Zone comprising an industrial township and an ancillary township spread over 3,100 acres. The idea is to provide state-of-the-art infrastructure.

THE JINDALS Steel plant at an investment Rs 10,000 crore. Plant to produce 5 million tonnes of steel and provide direct employment to 5,000 people.

Kudos for changing climes

Erhard Zander, outgoing German consul-general, reminisces about his stint in a city in flux

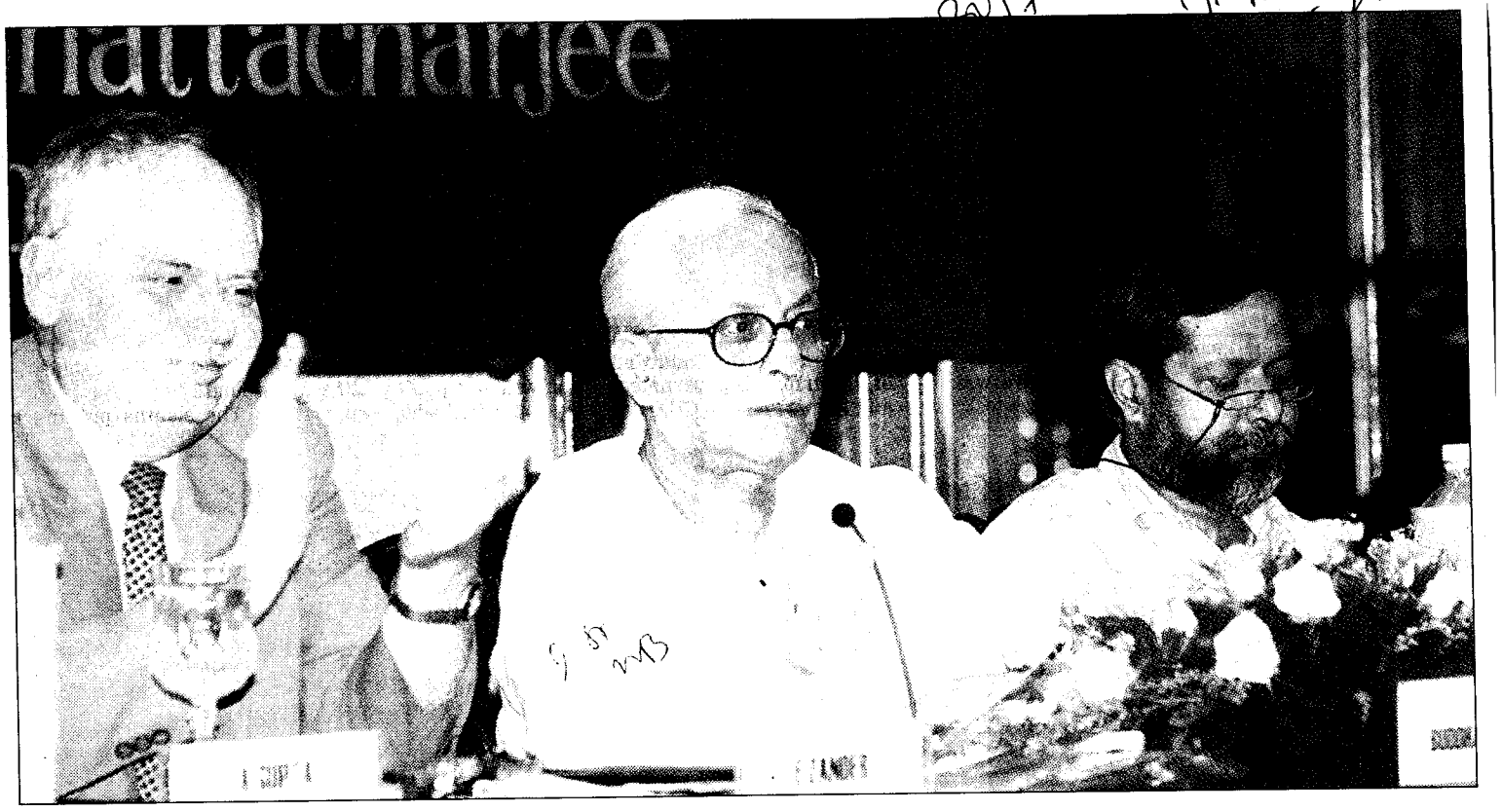

Zander with chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and IT minister Manab Mukherjee at a conference of Consular Corps of Calcutta

WHEN I ARRIVED, it was quite a surprise. Calcutta was one of the German diplomatic missions selected for cost-cutting, and I told myself it can't be true. Of course, I could not assess the complete situation, but there was no mistaking the climate of ongoing development. A lot of things were coming up, just like a mushroom farm — suddenly it's there for everyone to see.

It was strange because when I went back to Germany after a year, I had to sort of apologise. "Why are you in Calcutta?" they asked. I said: "Why, it's a very interesting place, even for German economy". Of course, few believed me because to most, Calcutta was only about Mother Teresa. But after three years, that has changed completely. For those who are in the export business in Europe, know that India is a big chance for economic co-operation, next only to China.

The perception of Calcutta and, indeed, India has changed. Now when I say I have come from India, they ask me, 'What can we do for you?' When you are here for too long, you don't see the changes, but it's noticeable. Whether all of it is good, I don't know. Like all old cities, it's a compromise. On one hand, you need space for development, on the other you have to preserve what's nice and precious in Calcutta.

I think India and Calcutta will find their own solutions. Now Indians travel a lot outside, and when they come back, they know what to do. The government has changed too. It's very favourable now. So, while I'm a little sad because I'm leaving, at the same time, I'm glad that my successor will come to a completely different environment than the one I came to. So he has to pick up, so to speak, from where I left.

Now, shopping malls are everywhere, things are changing. Foreign investment is coming to Calcutta and also the willingness of Indians from elsewhere to invest in Calcutta is encouraging. They would now like to have a foot in the door of the city. So the trick for me was how to get German investment into Calcutta. Here, Mumbai has an edge, simply because it is closer to Germany, even if by just two hours. The good news though is that Lufthansa has reopened its office in Calcutta. That's a first sign that they are looking at Calcutta in a positive vein. Also Siemens has been here for a long time. And unlike China, here you don't need foreign directors, because almost everyone speaks English and that's a huge plus.

Shortly after I arrived in Calcutta, there was a big seminar organised here and the topic was 'The EU — a model for modern India'. Now, I would turn it around to 'India – a model for EU'. What I want to say is we can learn from each other. The tenacity of Indian business, specially the small enterprises, is tremendous. The intensity with which they pursue their aims is praiseworthy. I have never seen an Indian give up, while in Germany, they often give up before even starting because they feel it might not work out. We have lost the drive and can look to India for inspiration.

I don't think Calcutta is a lazy city and the tag doesn't do it justice at all. Of course, the idea here is kind of "thought before action". And if anything, the climate invites you to talk and think. It's green, things are growing and you know somebody will provide the food, all year round. In Europe, there's a season when there's no food and you have to prepare. So Calcutta is really advantaged in that respect. Also, Bengal is so rich in agriculture, a strength which should be leveraged. Processing food is a great opportunity. That's where the money is, trying to preserve it, and not allow food produce to go waste or get spoiled.

I have hugely admired (state IT minister) Mr (Manab) Mukherjee and (principal secretary, IT) Mr (G.D.) Gautama. They are trying very hard to project the city in good light. However, it's not such a good idea to put all your eggs in the IT basket. The IT sector can't absorb 80 million people. It can at best be a cash cow for the rest of the economy, to develop other sectors. So you must identify areas where money is needed and one such area is food and food processing.

Paying a pilgrimage to Mother House is fine, but it's like an old church; it's history. What Calcutta lacks is a proper city centre. Chowringhee and Dalhousie Square can both be wonderful vehicles to attract tourists

A lot of changes will take place in Calcutta over the next few years, and a company like Metro (the German wholesale foodstuff major) can act as catalyst, particularly for small and medium-sized enterprises in the food sector. Again, if Posco sells steel in Orissa, that will reflect on Calcutta. They might have a factory there, but Calcutta is the real logistics hub for the region. If Orissa is gaining because of steel, it's good for West Bengal too. It's competition, but that's healthy. Also, it's good when your neighbours do well, because they are your best customers.

I was told as a diplomat, the first thing you must learn is how to play golf, and I couldn't pick up the game. But I know golf is an excellent communicator, where you meet people very informally, without any commitment. And I'm happy the Consular Corps golf tournament has created an effective platform for positive branding of the city.

Perception has changed for people who have genuine interest in Calcutta, not for those who simply know Calcutta is somewhere east of Germany. Thirty years ago, we wanted to be friends with India and had movies on Indian villages screened back home. From a public relations point of view, that doesn't make much sense. You must influence people who make decisions and have the money.

So, the next step, something West Bengal hasn't quite done yet, is to invite people to come and look at what you have to offer. It's ok to wait for business delegations, but it's better to actively invite them and get them here. For instance CeBIT was a great thing, because suddenly you had Calcutta there, talking to people and businesses from around the world. The city has been like a bride who sits at home looking for a husband, instead of going out and finding one for herself.

Paying a pilgrimage to Mother House is fine, but it's like an old church; it's history. What Calcutta lacks is a proper city centre. You have a lot of beautiful spaces, and in between, you have slums. Chowringhee and Dalhousie Square can both be wonderful vehicles to attract tourists. You need things like the Metropolitan Building makeover. You need this, because any foreign investor will come here once and then come back with his wife. If the investor says 'yes', and the wife says 'wait, what will I do out here', nothing will come out of it. That's something which can be easily addressed, because Calcutta by nature, is a very green area, whereas brown is the predominant colour in many parts of the country. Look at the Maidan here, it has so much possibility!

As I pack my bags and look back at the past three years, I gather a clutch of fond memories to tuck away, the fondest being about Calcutta's people. They are witty and warm, not mean and cynical, and very friendly to foreigners. Calcutta embraces everybody. Also Calcuttans are very tolerant, they don't enforce their will on my behaviour.

PS: Please don't get rid of your trams. Believe me, it could be the best system in the world. In Germany, they got rid of trams in many cities in the 50s and 60s, and now tears are rolling.

THE TELEGRAPH

On top of world with Basell bid, Purnendu takes hard fall

King yesterday, loser today

OUR BUREAU

Calcutta, July 29: Feted less than three months ago as the Indian wearing the takeover king's crown, Purnendu Chatterjee today looks like a man who has suddenly lost his way.

Yesterday, the Bengal government withdrew its offer to sell its 36.87 per cent stake in Haldia Petrochemicals to the NRI businessman. With that, Chatterjee's attempt to make the biggest acquisition abroad by an Indian is also as good as dead.

Earlier reports had suggested that Chatterjee would raise Rs 2,000-2,500 crore from banks and financial institutions to take part in the $5.7-billion purchase of Dutch company Basell Polyolefins by using the strength of Haldia. He was to partner Access Industries of the US to take over Basell.

On August 1, the financial aspect of the acquisition will be wrapped up. John Stonborough, spokesperson for Nell Acquisition S.a.r.l, the company formed to buy Basell, said: "Mr Chatterjee is not in the acquisition process of Basell. The financial closure of the deal is being carried out by Access Industries alone."

Purnendu: Haldia blow

It confirmed earlier reports that Chatterjee was out of Basell, though the possibility of him rejoining the group of buyers remained open so long as the Haldia deal was on the cards.

Chatterjee said: "I am not thinking about Basell right now. HPL is my only concern. I will make a fresh appeal to the Bengal government to allow us to acquire their stake."

Until this afternoon, the government had not received a request to allow him more time to come up with the Rs 1,560 crore to buy the Haldia stake, commerce and industries minister Nirupam Sen said.

CONTINUED ON PAGE 6 ▶

Purnendu

▶ FROM PAGE 1

He added that the government was not in any hurry to sell its stake. "HPL is doing very well. Our negotiations with TCG (The Chatterjee Group) have not been fruitful. Hence, we decided not to proceed further," Sen said.

Asked if the government would agree if Chatterjee made a similar offer again, he responded: "In future, if the question arises, we'll think about it."

It seems the government will now insist that the Rs 150-crore cheque the Indian Oil Corporation had issued to buy 7.5 per cent stake in Haldia be encashed.

"There was a unanimous resolution by the HPL board on bringing in IOC. The government also wants IOC to join. We've asked HPL to encash the cheque provided by IOC and allow them entry," Sen said.

Issued in February, the cheque's validity expires on August 18.

Asked about the delay, Sen replied: "Their (Haldia's) reluctance to encash the cheque shows that TCG is unwilling to allow IOC entry. According to company law, it is a compulsion on them to encash the cheque." He admitted that "the deadlock over the cheque continues".

30 JUL 2005 THE TELEGRAPH

Look-East pushes Buddha to SE Asia

DEVADEEP PUROHIT

With the Manmohan Singh government in Delhi pursuing a Look-East policy to promote India's trade ties with the south-east and east Asian countries, the Buddhadeb Bhattacharjee government has also stepped up its initiatives for better business bonding with the region.

The Bengal chief minister, whose last foreign visit in June 2003 to Italy failed to open a floodgate of foreign investment, has decided to visit Singapore and Indonesia between August 22 and 26 to further the cause of business and industry in the state.

"Inviting overseas companies to explore opportunities in Bengal is the main reason behind the chief minister's visit," said industries and commerce secretary Sabyasachi Sen, who will accompany Bhattacharjee on his trip.

Besides meeting government representatives — including Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong and his colleagues in the health and education ministries and the minister for trade in Indonesia — Bhattacharjee will meet representatives of chambers of commerce and hold one-to-one meetings with a select set of industrialists.

The delegation from Bengal will include representatives from the Confederation of Indian Industry (CII), ICICI West Bengal Infrastructure (I-WIN) and PricewaterhouseCoopers (PwC). NRI businessman Prasoon Mukherjee, who is helping set up meetings with key government officials and arranging sessions with industry representatives for the visiting delegation, will also be part of the B-team from Bengal.

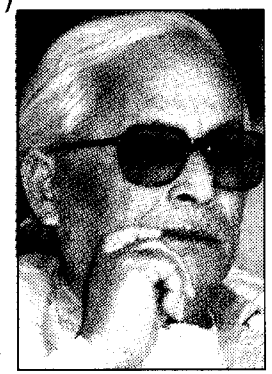

Buddhadeb Bhattacharjee

"We had suggested to the chief minister to explore the possibility of a visit to the region a few months ago. We will extend all our resources to this investment promotion exercise," said Rajeev Singh, regional director, CII eastern region.

Apparently, Bhattacharjee, who became cautious about foreign trips after his much-hyped trip to Italy, has agreed to the proposal after working out the potential benefits of the mission. Recently, companies from both the countries have shown interest in the state and so, Bhattacharjee is convinced that it is the right time to showcase Bengal's strength in the region.

To draw the maximum out of the trip, the government and its partners — CII, PwC and I-WIN — are busy preparing for the proposed trip. While highlighting the opportunities in Bengal will be the main agenda, specific focus will be given to health, education, information technology, automobile, tourism and infrastructure.

"Indonesian company Salim Group is setting up a township and a motorcycle-manufacturing company and a host of Singapore-based companies are keen on setting up joint-venture projects here. We want to extend the scope of association with companies in these two countries," added Sen.

শেষ মুহূর্তে রুখে দাঁড়াল সিপিআই, ফব

জমির ঊর্ধ্বসীমা রদ নিয়ে বিতর্ক

সঞ্জয় সিংহ

শেষ মুহূর্তে ঘুম ভাঙল শরিক দলের।

মন্ত্রিসভায় থেকেও শরিক দল সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রীরা জানতেন না, রাজ্য সরকার গ্রামীণ ও কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা আইন প্রায় তুলে দিচ্ছে। বিধানসভায় যখন এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সংশোধনী বিল আনার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গিয়েছে, তখন শরিক দলের নেতারা নড়েচড়ে বসেছেন। তাঁরা বলছেন, বামফ্রন্টে আলোচনা না-করে জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার বিল সভায় পেশ করা যাবে না।

রাজ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ ও কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন সংশোধন করতে চায়। কিন্তু শুক্রবারেই সি পি আইয়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এই ব্যাপারে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠক ডাকে। সি পি আইয়ের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার জানিয়েছেন, আলোচনাসাপেক্ষে ওই বিল বিধানসভায় পেশ করার বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখার জন্য তাঁরা বামফ্রন্টের কাছে আবেদন জানাবেন বলে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, "এই বিলে এমন অনেক কিছু আছে, যা জোতদার, শিল্পপতিদেরই সাহায্য করবে। আর গরিব মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদের পথে ঠেলে দেবে। এটা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।"

আলোচনা না-করে বিলটি বিধানসভায় পেশ করা চলবে না বলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিচ্ছেন তাঁরা। মঞ্জুবাবু জানিয়েছেন, দরকার হলে তাঁরা সরকারকেও চিঠি দেবেন।

একই সুর রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান কমল গুহের গলায়। কিন্তু বিলটি বিধানসভায় পেশ করার আগে তো মন্ত্রিসভায় আলোচনা হওয়ার কথা। মন্ত্রিসভায় থেকেও সে-দিন ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সি পি আই কোনও প্রতিবাদ করেনি।

এখন দলীয় স্তর থেকে তারা কেন আপত্তি তুলছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কমলবাবুর জবাব, বামফ্রন্টে বা মন্ত্রিসভায় কোনও আলোচনাই হয়নি।

তবে সি পি আই সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাবিনেটে বিলটি যে-দিন আলোচনায় ওঠে, সে-দিন তাঁদের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। তবে মঞ্জুবাবু এ দিন বলেন, "বামফ্রন্টে কোনও আলোচনাই হয়নি।" কিন্তু বিধানসভায় গত সোমবার সদস্যদের মধ্যে বিলের খসড়া বিলি করা হয়। শুক্রবার সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই শরিক দলের নেতাদের টনক নড়ে। অবশ্য মঞ্জুবাবু বলেন, "বৃহস্পতিবার খসড়া বিলটি হাতে পেয়েছি। পড়ে দেখি, বিলটিতে প্রচুর আপত্তিকর অংশ আছে। সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক ডাকি।"

প্রশ্ন উঠেছে, দলের মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে না-থাকলেও বৈঠকে আলোচ্য বিষয়ের কাগজপত্র তো তাঁদের কাছে পাঠানো হয়। তখনও কি তাঁরা সেটা পড়ে দেখেননি? শরিক দলের এক মন্ত্রীর কথায়, "প্রচুর কাগজপত্র আমাদের টেবিলে আসে। সব কি পড়া সম্ভব?" এই প্রসঙ্গে শরিক দলের নেতাদের আরও সাফাই, এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফ্রন্টে আলোচনা না-করে মন্ত্রিসভায় পাঠানোই বা হবে কেন? এই ব্যাপারে মঞ্জুবাবুদের অভিযোগের তির বড় শরিক সি পি এমের দিকেই। তিনি বলেন, "বিষয়টি নিয়ে সি পি এমের মধ্যেও তো বিতর্ক চলছে। ওদের নেতা ও মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি আমাদের। কিন্তু সংবাদপত্রে ওঁর যে-সব মন্তব্য পড়ছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, রেজ্জাকেরও আপত্তি আছে।"

তবে সি পি আইয়ের মঞ্জুবাবু এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কমলবাবুরা তেড়েফুঁড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তা আটকাতে পারবেন কি? মঞ্জুবাবু ও কমলবাবু প্রায় এক সুরে দাবি করেছেন, তাঁদের আপত্তিতে এর আগে রাজ্য সরকার নয়া কৃষিনীতির খসড়া বদলাতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁদের কথায়, সে-দিনও বামফ্রন্টে আলোচনা না-করে একতরফা ভাবে সেই খসড়া পেশ করেছিলেন সি পি এম নেতৃত্ব।

3 JUL 2005

ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করতে চান জিন্দল

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃসময় কাটছে। আকরিক লোহার জোগান নিয়ে আশাবাদী সজ্জন জিন্দল ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তম লগ্নির ইস্পাত কারখানা তৈরির কাজ শুরু করে দিতে চান।

শুক্রবার বিমানবন্দরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিন্দল আয়রন অ্যান্ড স্টিলের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল জানিয়েছেন, জট খুলছে। আর সেই ভরসা তিনি পেয়েছেন বলেই ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকল্পের কাজে হাত দেবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁদের গোষ্ঠীর এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে এখন আর শুধু বুদ্ধবাবু নন, দেশের শিল্প ও আর্থিক বিকাশের স্বার্থে খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া, কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানও।

এমনকী প্রতিবেশী দুই রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে আকরিক লোহা জোগানের ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থান থেকে ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা অনেকটা সরে এসেছেন বলে এ দিন ইঙ্গিত দিয়েছেন সজ্জন। তাঁর মতে, এক সপ্তাহ আগে বুদ্ধবাবু এবং অর্জুন মুন্ডার বৈঠকটিই প্রকল্পটির 'টার্নিং পয়েন্ট'। সেই কারণেই তিনি আর দেরি করেননি। জমি দেখে, অগস্ট মাস থেকেই প্রকল্প গড়ার প্রাথমিক কাজগুলিতে তিনি হাত দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

আকরিক লোহা হাতে আসেনি, তবুও জিন্দল গোষ্ঠীর ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি শিল্প সম্পদের অন্যতম মালিক সজ্জনের এই আত্মবিশ্বাসের মূল স্তম্ভ এখনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাই বিমান দেরিতে এলেও, তিনি সময় নষ্ট করেননি। স্ত্রী ও দুই কন্যাকে বিমানবন্দর থেকেই হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে, দুপুর আড়াইটা নাগাদ রাজ্য সরকারের কর্তাদের সঙ্গে ছুটলেন ১৩০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম মেদিনীপুরের গুপ্তমণিতে জমি দেখতে। আজ, শনিবার মহাকরণে তিনি ফের বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে।

এ দিন আলোচনার সারবস্তু ঘেঁটে যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সজ্জন জিন্দলের হাতে এখন তিনটি অস্ত্র।

এক, কেন্দ্রে কংগ্রেস জোট সরকারের সব থেকে প্রভাবশালী বাম দলের রাজ্যে তাঁর এই প্রকল্প এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এমন একজন, যাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাপড়া বেশ ভাল।

দুই, পশ্চিমবঙ্গের মতো ঝাড়খণ্ডকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে জিন্দলরা ওখানেও ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ৫০ লক্ষ টনের একটি ইস্পাত কারখানা গড়বে বলে চুক্তি করেছে। সে ক্ষেত্রে একই গোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গের প্রকল্পটির জন্য আকরিক লোহা দেওয়া নিয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের পক্ষে কঠোর মনোভাব দেখানো খানিকটা কঠিন।

তিন, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বৃহত্তম লগ্নির এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে বুদ্ধবাবু পাশে পেয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য প্রভাবশালী মন্ত্রীদেরও। এই প্রকল্পটিকে উদাহরণ হিসাবে সামনে রেখে দেশের খনিজ সম্পদ নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের উপরে চাপ দিতে শুরু করেছে বিভিন্ন বণিকসভা।

সজ্জন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত কারখানা গড়ার পিছনে রয়েছে তাঁর সদ্যপ্রয়াত পিতা ওমপ্রকাশ জিন্দলের শেষ প্রতিশ্রুতি। পশ্চিমবঙ্গের লিলুয়াতেই একটি ছোট্ট কারখানা থেকে যে গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিলেন ওমপ্রকাশ, মৃত্যুর মাসখানেক আগে বুদ্ধবাবুকে পাশে রেখে তিনিই ওই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সজ্জন জানান, তাঁর পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। এর শেষ না দেখে তিনি পিছু হটবেন না।

তিনি বলেন, "আকরিক লোহার জোগান নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে একটি বৈঠক বসছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের দুই মুখ্যসচিব ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রকের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সচিবেরা এই আলোচনায় যোগ দেবেন। আলোচনার নির্যাস নিয়েই বুদ্ধবাবু ও অর্জুন মুন্ডাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী।" তাঁর আশা, এই বৈঠকেই মিটে যাবে সব সমস্যা। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ঝাড়খণ্ডের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই প্রকল্পটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জোট বেঁধে পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে বুদ্ধবাবু ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছেন, তাতেই লক্ষ্যভেদ হতে বাধ্য।

এই ক'মাস সজ্জনও থেমে থাকেননি। ইস্পাত শিল্পে সেল তাঁর প্রতিযোগী জেনেও, কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। সেলের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত আকরিক লোহা এই প্রকল্পের জন্য তাঁকে দিতে কেন্দ্রের কোনও আপত্তি নেই বলেই সজ্জন জানান। তিনি বলেন, তাঁর সংস্থার এখন আর ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। বরং আকরিক লোহার সমস্যা মিটে গেলেই তিনি অর্জুন মুন্ডার কাছে যাবেন, ২০০০ কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব নিয়ে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের প্রকল্পটিকে ভাগ করে জিন্দল গোষ্ঠী ঠিক করেছে, মূল কারখানা এই রাজ্যে গড়ে উঠলেও, ব্লাস্ট ফার্নেসটি তারা ঝাড়খণ্ডেই তৈরি করবে।

রাজ্যে প্রস্তাবিত ইস্পাত প্রকল্পের জন্য শুক্রবার মেদিনীপুরের গুপ্তমণিতে জমি দেখলেন সজ্জন জিন্দল।—সৌমেশ্বর মণ্ডল

সমস্যা হবে না দ্রুত জমি দিতে

কৌশিক মুখোপাধ্যায় ● গুপ্তমণি

গুপ্তমণিতে জমি দেখলেন সজ্জন জিন্দল। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোপাল কৃষ্ণ-সহ সরকারি কর্তারা। জিন্দলকে গুপ্তমণি অঞ্চলে দু'টি জমি দেখানো হয়। জমি দেখার পরে তিনি বলেন, এই প্রকল্পের জন্য ৪০০০ একর জমির প্রয়োজন। জিন্দলদের জন্য যে জমি রাজ্য সরকার পছন্দ করেছে, তার অনেকটাই ভূমি সংস্কারের দফতরের হাতে রয়েছে। ফলে প্রকল্পের স্বার্থে জিন্দল গোষ্ঠীর হাতে তাড়াতাড়ি জমি তুলে দিতে শিল্প দফতরের কোনও সমস্যা হবে না। প্রকল্পটিকে ঘিরে অনুসারী শিল্প গড়ে উঠবে, তাই রাজ্য সরকারও চাইছে জিন্দলদের জমির চাহিদা মিটিয়ে, বাড়তি জমি হাতে রাখতে।

20 JUL 2004 ANADABAZAR PATRIKA

Salem Group signs MoU with Bengal

Statesman News Service

KOLKATA, July 28. – In spite of crying hoarse against foreign direct investment in New Delhi, the Left Front government and its chief minister were all smiles when an agreement was signed with Indonesia's Salem Group of Industries, which agreed to set up a two-wheeler manufacturing unit at Uluberia, Howrah.

After the signing ceremony at Writers' Buildings today, the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, said: "Today we have signed a document with Salem Group of Industries to set up a two-wheeler industry at Uluberia in Howrah district."

This will be the first two-wheeler manufacturing unit in the state. The Salem Group had initially decided to set up an assembling unit for two-wheeler but later changed its plans and decided on a manufacturing unit.

Mr Buddhadeb Bhattacharjee said representatives of Salem Group of Industries visited both Uluberia and Haldia three months ago to select a site for the unit. They settled for the former.

The quantum of investment would be known once the Salem Group submits a detailed project report in about 40 days. Under the agreement, the group will buy a 65.18 acre plot of land from the state in the Uluberia industrial growth centre.

The chief minister said the group may rope in some Indian companies to set up ancillary units in the area. Asked why Salem Group has chosen West Bengal for setting up such an industry, Mr Benni Santaso, chief executive of the group, said: "The state has a fast growing market for two-wheeler and there is no such unit here."

He explained that chief minister's positive attitude also prompted them to set up the manufacturing unit in this state. He said: "We will invite our partners in Indonesia to come and set up ancillary units here."

Dubious justice

Tactical withdrawal of pre-litigation Bill

There was no reason to reintroduce the Pre-litigation Conciliation Board Bill after the Left Front had wisely decided to hold it back in the last session of the assembly following stiff resistance from the Opposition. The reservations over the Bill remain and there was little hope of consensus being reached at an all-party meeting. It was uncharacteristic of Buddhadeb Bhattacharjee to call the all-party meeting in the first instance. The Left Front has a brute majority that it can use to push through legislation to suit itself. In this case, the implications were more serious. The Bill to accord overwhelming powers to panchayats to form conciliation boards has ominous political implications. There is bound to be a strong reaction not just at the block level where the conciliation boards will function but in other sections of society where the impression is that the boards will become a handy tool in the hands of the party. It may serve to politicise the process of securing justice and generate the feeling that this is the best way of painting whole villages red.

This has given rise to widespread resentment, and the party now seems to accept the fact. For the record, it still proclaims the need for the Bill to cut down on the backlog and help the process of speedy justice. In reality, the party is perhaps undecided on the impact it will have on the electorate since the assembly election is less than a year away. The CPI-M is not given to taking decisions without careful consideration. Thus the chief minister may feel obliged to declare that he has "failed to convince the Opposition" when the Left hasn't exactly distinguished itself for respecting the Opposition's views. The truth could be that he had to look for an excuse to put off the exercise. The charade is unnecessary for it cannot conceal the fact that the Bill reinforces the party's insatiable desire to spread its political tentacles. It is best dropped altogether.

29 JUL 2006 THE STATESMAN

Bengal's first automobile FDI drives in

A STAFF REPORTER

Calcutta, July 28: Bengal has bagged its first foreign direct investment in the automobile industry.

Benny Santoso, the executive director of the Indonesia-based Salim Group, today announced the decision to set up a motorcycle manufacturing plant in Uluberia, Howrah, after signing a memorandum of understanding with chief minister Buddhadeb Bhattacharjee at Writers' Buildings.

"Our company manufactures over 1.5 million motorcycles in Indonesia and we have over 35 years' experience in this industry. In this fast-growing market for motorcycles in India, we will create employment opportunities for around 1,000 to 3,000 people in phases," Santoso said.

The group is joining hands with NRI businessman Prasoon Mukherjee's Universal Success to set up the plant at the Uluberia Industrial Growth Centre.

The state government is transferring 65.18 acres to the group at a cost of around $1.5 million.

Although Santoso did not announce any investment figure, sources said it would not be less than Rs 500 crore.

According to the agreement with the government, the group will submit a detailed project report in the next 30 to 45 days and specify the investment amount and the time needed for the project to start production.

"Initially, they wanted to set up an assembling unit here but later they decided to set up a manufacturing facility. We do not have any motorcycle manufacturing plant in the state and this is going to be the first of its kind," the chief minister said.

According to the chief minister, the Indonesian group is interested in expanding its presence in the state beyond the automobile unit and the township in west Howrah, where construction will start after the monsoon.

The group is also interested in joining hands with the government to develop a special economic zone, health city, biotechnology park and golf course.

"Industries and commerce minister Nirupam Sen and I will meet him (Santoso) on Saturday to discuss these projects," Bhattacharjee said.

Santoso stressed that the potential of the fast-growing Indian market and Bhattacharjee's interest in the group were the reasons behind investing in Bengal.

The Salim Group's facility is expected to trigger auto-component manufacturing facilities in the state.

"We have been trying for some time to project the state as a possible destination for automobile companies. But no Indian company has responded to the request," said Bhattacharjee.

"The Salim Group will need support from two to three auto-component manufacturing companies and they are in talks with some companies. They are also exploring the possibility of tying up with Indian auto-component manufacturers."

The chief minister is also urging the Tata Group to look at Bengal for an automobile or an auto-component manufacturing set-up.

That may or may not hit the road, but Bhattacharjee made it clear today that the land problem for the Tata Coke Oven plant in Haldia had been sorted out.

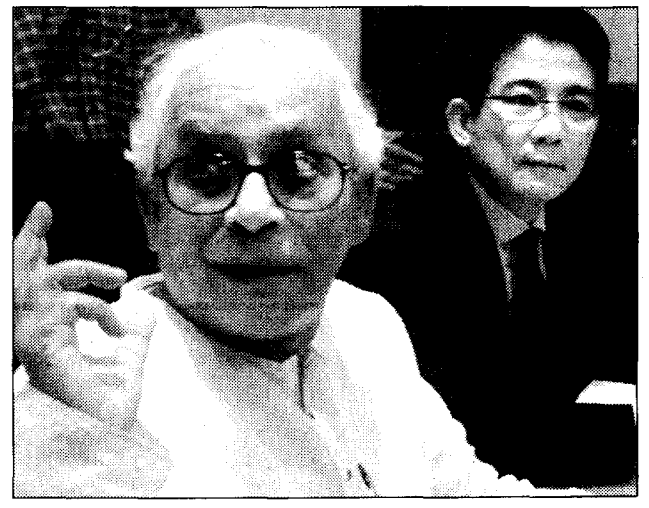

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee with Benny Santoso at Writers' Buildings. Picture by Sanjoy Chattopadhyaya

29 JUL 200-

THE TELEGRAPH

Bengal govt pulls Haldia Petro plug on Purnendu

SUTANUKA GHOSAL & DEVADEEP PUROHIT

Calcutta, July 28: The Bengal government today shut the doors of Haldia Petrochemicals (HPL) on Purnendu Chatterjee.

In a letter to Purnendu, who had earlier been given the option to acquire the government's 38.67 per cent stake in HPL, the Buddhadeb Bhattacharjee government made it clear that it was no longer interested in negotiating with the NRI businessman.

"We will not sell our stake to Purnendu any more, we have informed him categorically," state industries and commerce minister Nirupam Sen said.

"The decision has been prompted by his unnecessary dilly-dallying over the past four months."

The decision — three days before the expiry of the July 31 deadline that the government had set for Purnendu to arrange for funds and effect the share transfer — was conveyed to the NRI by industries and commerce secretary Sabyasachi Sen at a meeting held outside Writers' Buildings.

The day also saw the cancellation of the vital HPL board meeting scheduled for Friday.

Contacted late in the evening, Purnendu said: "I haven't seen the letter, but I don't want to refute what the government has said. I don't know the basis of the decision but I would like to appeal to them and request them to reconsider their position."

On July 25, Purnendu had sent a detailed proposal, along with a letter from Deutsche Bank and a contract drafted by law firm Amarchand Mangaldas, to the government.

"If they have timed me out of the deal, I would like to request them to extend the time limit by a reasonable amount to meet all the statutory requirements," Purnendu said.

The Bengal government has all along been insisting that Purnendu should put the money for the stake — Rs 1,560 crore — on the table, which he could not do for months.

This, sources said, prompted the government to harden its stand.

Relations soured further following confusion about the mode of acquisition.

"I had never talked about a leveraged buyout because Indian laws and our lenders would not have allowed that. Besides, HPL assets cannot be leveraged to buy Haldia shares," Purnendu said.

In a leveraged buyout, the acquiring entity borrows money to buy a company using the assets of the latter as security.

Will the exit of Purnendu mark the entry of IOC in the HPL deal? "It is too early to comment about that," said Sen.

"I can only say the government will protect the interest of HPL."

At least on that count, the Bengal government and Purnendu spoke the same language.

"We want to do the right thing for Bengal and for HPL," the New York-based chief of The Chatterjee Group said.

■ First automobile FDI in Bengal, See Page 8

Buddha wheels FDI into Bengal

HT Correspondent
Kolkata, July 28

WEST BENGAL has clinched its first deal for foreign direct investment in automobiles, thanks to Buddhadeb Bhattacharjee's charm.

The Salem Group, Indonesia's largest conglomerate, will set up a two-wheeler manufacturing plant at Uluberia, Howrah. Salem executive director Beni Santosa signed an agreement with the chief minister at Writers' on Thursday.

Santosa made no secret of the fact that the decision was prompted by the impression the chief minister had created on him. "I was impressed during my talks with the chief minister two months ago," he said. At that time, they had discussed a project to set up a township in West Howrah.

The charm will continue to take effect. Santosa will call on Bhattacharjee again on July 30 and discuss five other major projects — a special economic zone, another township, a health city, a biotechnology park and a golf course. Salem has diversified business interests ranging from real estate to heavy engineering.

The automobile factory will manufacture 1.5 million motorcycles a year and employ 3,000 people directly. Salem will soon float an Indian subsidiary and make provisions for Indian companies to make ancillary parts of mobikes, Bhattacharjee said.

ASHOK NATH DEY/HT
The CM and the Salem boss exchange files.

The state will provide 65.18 acres of land in Uluberia for the factory. Salem had initially wanted to set up a two-wheeler assembly unit, either at Uluberia or at Haldia, but finally decided on a manufacturing unit at Uluberia.

"We have the expertise. Salem at present produces 1.5 million two-wheelers a year in Indonesia," Santosa said.

The funding details are yet to be worked out. Salem will submit a project report within 45 days. Bhattacharjee hopes work will start after the monsoon.

The West Howrah Township also came up for discussion. Santosa said the state had scope for further investment.

During a CII summit in Mumbai, the chief minister had highlighted the favourable climate in the state and invited many industrialists for investment in various sectors, including automobiles. Now, some domestic investment, too, is set to flow in. Tata will invest Rs 1,300 crore in a coke oven plant at Haldia. A land problem with KPT has been sorted out after Hindustan Fertilisers agreed to provide the land — at the chief minister's intervention, principal secretary (commerce and industry) Sabyasachi Sen said.

দিন বদলের খোলা হাওয়া

চিনের পরীক্ষা এ রাজ্যেও হোক চাইছেন প্রকাশ

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৮ জুলাই: চিনে বাজার অর্থনীতি নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা দেখে উৎসাহিত প্রকাশ কারাট। এতটাই উৎসাহিত যে, দেশে ফিরেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ফোন করেছেন সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমাজতন্ত্রী দেশে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বুদ্ধবাবুকে জানাতে বিশেষ ভাবে উৎসাহী ছিলেন প্রকাশ। দলে কট্টরপন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত এই নেতার ইচ্ছা, চিনের আদলেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও বদল আনুক সিপিএম।

ফোনেই দুই নেতার মধ্যে ঠিক হয়, এ বার দিল্লিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পলিটব্যুরো বৈঠকে যোগ দিতে বুদ্ধবাবু আজই দিল্লিতে আসছেন। আগামিকাল ও পরশু পলিটব্যুরো বৈঠকে আলোচনার মধ্যে আসবে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গি। জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসবে ভেল থেকে গুড়গাঁও। বুদ্ধবাবু অবশ্য বৈঠকের প্রথম দিন থেকেই কলকাতা ফিরে যাবেন। কারণ, পরশু অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম কলকাতা যাচ্ছেন বানতলায় লেদার কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করতে।

পলিটব্যুরো বৈঠকের পাশাপাশি চিনের অত্যাধুনিক সমাজতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির মডেল নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে বুদ্ধবাবুর সম্ভাব্য একান্ত আলোচনা হবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ বার সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসে বিদেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধির মধ্যে চিন ছিল। আবার প্রকাশও চিন সফরে যান সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে। প্রকাশের সঙ্গে ছিলেন মহিলা নেত্রী সুহাসিনী আলিও। দেং জিয়াও পিংয়ের চিনে আর্থিক উদারিকরণের বিষয়ে যে সব পরীক্ষা চলছে, তা হাতে-কলমে দেখে এসেছেন প্রকাশ। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে এই নীতি কী ভাবে কার্যকর হতে পারে, তা নিয়েই আলোচনা হবে দুই শীর্ষ নেতার।

চিনের মডেল নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে কথা বলতে যতটাই ইচ্ছুক, ঠিক ততটাই পশ্চিমবঙ্গে গুড়গাঁওয়ের মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনার জের টানতে অনিচ্ছুক বুদ্ধবাবু। দলের পলিটব্যুরো বৈঠকেও তিনি এ কথা সাফ জানিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে প্রকাশ কারাটও তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছেন। সিপিএম পলিটব্যুরো সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, গুড়গাঁও ঘটনার প্রেক্ষিতে বুদ্ধবাবু পার্টিকে জানাবেন, পশ্চিমবঙ্গে কেন এ ধরনের ঘটনা হচ্ছে না। উল্টে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে জাপান শুধু প্রথমই নয়, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের প্রশ্নেও রাজ্যে জাপানি সংস্থার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নেরও কোনও সমস্যা নেই। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষের মীমাংসা

এর পর সাতের পাতায়

কৃষি-বাণিজ্যের টানে গ্রামে জমির উর্ধ্বসীমা লোপ

দেবব্রত ঠাকুর

ভূমি সংস্কারকে মূলধন করে গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় রাজ্য শাসনের পরে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শিল্পের 'স্বার্থে' গ্রামীণ ও কৃষিজমির উর্ধ্বসীমা আইন প্রায় তুলেই দিচ্ছে। কৃষি-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানি তাদের প্রয়োজনমতো 'বাণিজ্যিক শস্যপণ্য' উৎপাদনের জন্য সীমা-বহির্ভূত যে-কোনও পরিমাণ জমি কিনতে এবং জোত তৈরি করতে পারবে। কার্যত বছর দুয়েক ধরে ঝুলে থাকা আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা ম্যাকিনসের পরামর্শ মেনেই রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে দীর্ঘদিনের রক্ষাকবচ তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার সরকারি উদ্যোগ সম্পূর্ণ। আগামী মঙ্গলবার চূড়ান্ত সংশোধনী বিলটি অনুমোদনের জন্য বিধানসভায় পেশ করা হচ্ছে।

রাজ্যের ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার দাবি, কৃষিজমির ক্ষেত্রে কোনও রকম শিথিলতা করা হচ্ছে না। মূলত পতিত ডাঙা জমি, পাথুরে জমির ক্ষেত্রেই এই নতুন আইন প্রযোজ্য হবে। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস আশ্বাস দিয়েছেন, "কোনও বহু-ফসলি জমিতে হাত দেওয়া হবে না। আমরা হাত দিতে দেব না।"

কিন্তু কোন 'কমার্সিয়াল ক্রপস' পাথুরে কিংবা বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের লাল কাঁকরে ফলবে, সেই প্রশ্ন উঠছেই। প্রশ্ন উঠছে ছোট চাষির ভবিষ্যৎ নিয়েও। সামান্য জমি নিয়ে বহুবিভক্ত চাষি পরিবার শেষ পর্যন্ত করবেই বা কী, তা নিয়ে পাল্টা প্রশ্নও উঠেছে। ইতিমধ্যেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের চাষ-আবাদের বিকল্প কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। খণ্ড-বিখণ্ড জমিকে একত্র করে বড় জোত তৈরির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ভাবনায় থাকলেও এত দিন তা রূপায়ণে দলের ভিতর থেকে বাধা এসেছে। এ বারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শেষ পর্যন্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিল্পের 'স্বার্থরক্ষা'য় সরকার ও দলের যৌথ সিদ্ধান্ত মেনে এই বিল আনা হচ্ছে।

নতুন বিলে ভূমি সংস্কারের মূল আইনের ১৪(কিউ) ধারায় একটি উপধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়, পতিত জমির উন্নয়ন বা পর্যটন বা ওষধির চাষ কিংবা অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেন, তবে সব দিক খতিয়ে দেখে, প্রকল্পের অগ্রপশ্চাৎ বিচার করে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে উর্ধ্বসীমার বাইরেও জমি সংগ্রহ বা কেনার অনুমতি দেওয়া হবে।

পাশাপাশি বলা হয়েছে: সরকার কখনও প্রয়োজন মনে করলে সীমা-বহির্ভূত

এর পর নয়ের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA

P.T.O

কৃষি-বাণিজ্যের টানে জমির ঊর্ধ্বসীমা লোপ

প্রথম পাতার পর

জমির পুরোটা বা একাংশ আবার খাস করে নিতে পারবে। কারা এই সুবিধা পেতে পারেন, তা-ও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, ফার্ম, কোম্পানি, অ্যাসোসিয়েশন এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের জন্য জমির ঊর্ধ্বসীমা শিথিলের সুযোগ নিতে পারবেন।

কৃষি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যকে শিল্প ক্ষেত্রে টেনে আনতে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা ম্যাকিনসে রাজ্য সরকারকে 'কৃষি-বাণিজ্য'-এর উপরে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। সেই রিপোর্টে ম্যাকিনসে সরাসরি 'ক্যাপটিভ ফার্মিং'-এর অধিকার বিনিয়োগকারী কোম্পানির হাতে ছাড়ার পরামর্শও দেয়। কিন্তু সেই সময় ফ্রন্ট স্তরে এবং সি পি এমের দলীয় স্তরে তীব্র আপত্তি ওঠায় তা শিকেয় ওঠে। সরকারি প্রস্তাব ছিল চুক্তি-চাষের। তবে এই ক্ষেত্রে শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা শিথিলের সঙ্গে সঙ্গেই বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়েছে। পরোক্ষে শিল্পের কৃষি-জোতের ব্যাপারে ম্যাকিনসের পরামর্শ এত দিনে মেনে নিল রাজ্য সরকার।

জলাভূমি সংক্রান্ত কিছু সংশোধনীও এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে-জমিতে জলভূমি আছে, সেখানে জমির চরিত্র পরিবর্তনের আগে সংশ্লিষ্ট সমাহর্তাকে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। এ ছাড়াও কোনও জলভূমিতে পরিবর্তন বা অদলবদল করতে হলে তার সমান মাপের বা তার থেকে বড় মাপের জলভূমি অন্যত্র তৈরি করতেই হবে। কোথাও এর ব্যতিক্রম হলে বা আইন ভেঙে জলা বোজানো হলে সেই জলা পুনরুদ্ধারের আর্থিক এবং অন্যান্য দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট রায়তকেই। প্রয়োজনে সরকার পুনরুদ্ধারের কাজ করে রায়তের কাছ থেকে তার খরচ আদায় করে নিতে পারবে।

এই সংশোধনী বিলের আর একটি দিক বন্ধ শিল্পের অব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহার পরিকল্পনা। এই ক্ষেত্রে শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জমির চরিত্র পরিবর্তন থেকে শুরু করে নানান উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারের সুযোগ থাকছে এই বিলে। তবে অব্যবহৃত জমি বিক্রির টাকা সংশ্লিষ্ট কারখানার আধুনিকীকরণ, কর্মীদের বকেয়া পাওনা ইত্যাদি মেটানোর কাজে ব্যবহার করতে হবে বলে বিলে জানানো হয়েছে।

বিলটি নিয়ে সরকারের মধ্যেই আপত্তি উঠেছে। বিশেষ করে ঊর্ধ্বসীমা শিথিল, বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য বড় জোত তৈরির বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন খোদ ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাই। তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে তিনি দলীয় সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে একটি চিঠিও লেখেন।

ঠিক হয়েছে, শুধু পতিত জমি এবং লাল কাঁকুরে মাটির ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বসীমা শিথিলের আইনটি প্রযোজ্য হবে। বিলে অবশ্য তার উল্লেখ নেই। রেজ্জাক জোর দিয়েই দাবি করেছেন, এর বাইরে অন্য কোনও কৃষিজমির ক্ষেত্রে এই শিথিলতা প্রযোজ্য হবে না।

২৮ বছরের বাম-শাসনের পরে কেন এই বিল? সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিলবাবু বলেন, "উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষম ভারসাম্য প্রয়োজন। আমাদের জমি কম। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা সফল। শিল্প ক্ষেত্রেও এই সাফল্য আমাদের লক্ষ্য। সেই কারণেই আবেদন-ভিত্তিক বিবেচনার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।" তাঁর বক্তব্য, "বহু-ফসলি জমিতে আমরা হাত দেব না। তবে অব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা আমাদের নিতেই হবে।"

চিনের পরীক্ষা এ রাজ্যেও

প্রথম পাতার পর

আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই হচ্ছে।

তবে কেন্দ্র সম্পর্কে সিপিএম নেতৃত্ব যে আরও কঠোর মনোভাব দেখানোর কৌশল নেবেন তা নিশ্চিত। পাশাপাশি এটাও ঠিক, এখনই সরকারকে বিপাকে ফেলে বিজেপি-কে কোনও ভাবেই সাহায্য করা সিপিএমের উদ্দেশ্য নয়। এই ভারসাম্যে এখনই কোনও বিঘ্ন ঘটাতে চান না সিপিএম নেতৃত্ব। যদিও মনমোহন সিংহ সরকারের প্রতিরক্ষা-সমঝোতা থেকে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফরে পরমাণু সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ কারাট কড়া সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইউনিটও তাঁর পাশে। আগামিকাল, শুক্রবার সংসদে মার্কিন সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাম নেতাদের বৈঠকেও এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়নি।

ভেতরের প্রশ্নে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সিপিএম নেতৃত্ব সরব হলেও এই বিষয়ে এ বার ঠিক কী কৌশল নিয়ে বামনেতৃত্ব এগোবে, তা পলিটবুরো বৈঠকেই চূড়ান্ত হবে। কারণ, সরকার ভেতরে বিলগ্নিকরণের বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি যেমন করেনি, ঠিক সে ভাবেই প্রত্যাহার করেও নেয়নি। সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত বাম নেতৃত্ব বিষয়টিতে মুখরিত হয়নি। বাম নেতারা বলেছেন, সরকারের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা চলছে। দু'পক্ষ সমাধানের রাস্তা বের করার চেষ্টা করছে বলে প্রকাশ্যে এই বিষয়ে আর কোনও কথা আপাতত তাঁরা বলছেন না। সে কারণেই ফের সেন্সেক্স হোটেল বিক্রি ও অরুণ শৌরির বিষয়টি তুললেও নতুন করে তেল প্রসঙ্গ তুলছেন না সিপিএম নেতৃত্ব। পলিটবুরো বৈঠকে এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে।

শুড়গাঁওয়ের ঘটনায় সিপিএম নেতৃত্ব শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টিকে সামনে রেখে হিন্দি বলয়ে আরও অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবলেও পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ ও কর্মসংস্কৃতি নষ্ট করতেও রাজি নন। হিন্দি বলয়ে সিপিএম নেতৃত্বের বিকাশের ব্যর্থতার কথা পার্টি কংগ্রেসেও স্বীকার করা হয়। এ ব্যাপারে দল নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্তও নেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধবাবুকে সামনে রেখে দল যে শিল্পায়নের ও বিকাশের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে, রাজ্য নেতৃত্ব তা-ও নষ্ট করতে চায় না। ভিন্ন মত নয়, প্রকাশ কারাট এ ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবুকে সমর্থনই করছেন।

রাজ্যকে এক গুচ্ছ প্রকল্পের প্রস্তাব

মোটরসাইকেল কারখানার জন্য জমি সালিম গোষ্ঠীকে

বৃহস্পতিবার মহাকরণে চুক্তি সই করছেন নিরুপম সেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও বেনি সান্তোসো।—দেবাশিস রায়

স্টাফ রিপোর্টার: ফুলের নয়, প্রকল্পের স্তবক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন সালিম গোষ্ঠীর কর্তা বেনি সান্তোসো।

মোটরসাইকেল কারখানা থেকে গঙ্গার উপরে ব্রিজ, উপনগরী থেকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, এক্সপ্রেসওয়ে থেকে গল্ফ কোর্স— দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৃহস্পতিবার আলোচনা করতে কলকাতায় এলেন ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর বেনি সান্তোসো। পাঁচ হাজার একর জমি ও কয়েক হাজার কোটি টাকার ওই নীল নকশা রূপায়ণের প্রথম ধাপ হিসাবে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়ায় মোটরসাইকেল কারখানার জন্য সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি সই করল রাজ্য। নজিরবিহীন দ্রুততায় এই কারখানার জন্য ৬৫ একর জমি এ দিনই সালিমের হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধবাবু জানিয়েছেন, আগামী কাল শনিবার হেল্‌থ সিটি, গল্ফ কোর্স, জৈবপ্রযুক্তি পার্ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো প্রকল্পগুলি নিয়ে তিনি বেনির সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। হাজির থাকবেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনও। আগ বাড়িয়ে নিজেই এই আলোচনাসূচি জানিয়ে বুদ্ধবাবু বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই প্রকল্পগুলি নিয়ে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসন কতটা আগ্রহী।

এর ইঙ্গিত মিলেছে মোটরসাইকেল কারখানা নিয়ে সরকারের তৎপরতায়। বুদ্ধবাবু নিজে সালিমের এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে দৃশ্যতই আপ্লুত। বছর দু'য়েক আগে মুম্বইতে সি আই আই সভায় যান-শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিশদ উপস্থাপনা পেশ করেছিলেন তিনি। সেই প্রথম এ রাজ্যকে মোটরগাড়ি শিল্পের গন্তব্য হিসাবে তুলে ধরেছিল সরকার। বুদ্ধবাবুর কথাতেই, "আমাদের কথা শুনে দেশের কেউ তো বিনিয়োগে এগিয়ে এলেন না। কিন্তু এঁরা তো এলেন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে। এ রাজ্যে এমন প্রকল্প এই প্রথম।" প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে স্কুটার্স ইন্ডিয়ার একমাত্র দ্বিচক্রযান তৈরির কারখানাটি অনেক বছর ধরে বন্ধ।

ওই প্রকল্প যে রাজ্যের মুকুটে পালক হতে পারে, বেনির দাবি থেকে অন্তত তা মনে হতেই পারে। তিনি জানিয়েছেন, উৎপাদনের পঞ্চম বর্ষে পাঁচ লক্ষ মোটরসাইকেল তৈরি করবেন তাঁরা। কিছু যন্ত্রাংশও এখানে তৈরি করার জন্য কয়েকটি দেশি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন।

চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও তৈরি হয়ে যাবে। তার আগে লগ্নির অঙ্ক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই প্রকল্পে কর্মসংস্থান হতে পারে এক থেকে তিন হাজার মানুষের। সালিম গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ায় বছরে ১১ লক্ষ মোটরসাইকেল তৈরি করে।

তবে সপ্তাহখানেক আগে বুদ্ধবাবু নিজে সান্তোসোকে যে-প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে বলেছেন, তার কোনও উল্লেখ তিনি এ দিন সাংবাদিকদের কাছে করেননি। সেটি হল, কলকাতা থেকে হলদিয়ার সড়ক যোগাযোগ সংক্ষিপ্ত করতে হলদিয়া থেকে গঙ্গার পূর্বপারে একটি সেতু তৈরি করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, সালিম গোষ্ঠীর কাছে এই মাপের প্রকল্পে হাত দেওয়ার প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এই প্রকল্প তাদের হাতে তুলে দিতে হলে সরকারকে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে মন্তব্য করা হয়েছে।

জমির নিরিখে রাজ্যের বৃহত্তম প্রকল্পগুচ্ছের জন্য জমি খুঁজতে বেনি ও তাঁর সহযোগীরা আজ শুক্রবার শিল্পোন্নয়ন নিগম কর্তাদের সঙ্গে বারুইপুর ও হলদিয়া যাবেন। এক পক্ষকাল আগে সালিম কর্তারা রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রকল্প ও উপনগরীর যে-রূপরেখা পেশ করেছিলেন, তেমনটি দেশে কোথাও নেই। সেরকমই দাবি সালিম গোষ্ঠীর। উপনগরীর অঙ্গ হিসাবে থাকবে হেল্‌থ সিটি, গল্ফ কোর্সের মতো সামাজিক পরিকাঠামো। এই প্রকল্পের পরিবর্তে সরকারের সামনে একটি আকর্ষণীয় টোপও রেখেছেন সালিম কর্তারা।

তাঁরা বলেছেন, বিমানবন্দর থেকে প্রকল্প পর্যন্ত (আনুমানিক প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ) একটি এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে দেবেন তাঁরা। সরকার এর জন্য জমি দিলে সড়ক গড়ার ব্যয় বহন করবে সালিমই। এমনকী এই রাস্তার উপর টোল বসিয়ে রাজস্বও আদায় করতে পারবে রাজ্য সরকার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সালিম গোষ্ঠী যে কয়েকটি শিল্পাঞ্চল গড়েছে, তার সামগ্রিক আয়তন ৪০ হাজার একর। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার বাটম দ্বীপে যে-অঞ্চলটি রয়েছে, সেখানে ৮৫টি সংস্থার কারখানা আছে। এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে ৬৫ হাজার কর্মীর।

সালিম অন্য একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল গড়েছে কাপুকে। জাকার্তার কাছেই এই প্রকল্পে জাপানের নিসান মোটরসের মতো সংস্থার আস্তানা রয়েছে। এখানে কাজ করেন ৭০ হাজার মানুষ।

29 JUL ANADABAZAR PATRIKA

সালিশি ও দলতন্ত্র

মিথ্যা কথা অনবরত বলার মুশকিল ইহাই যে কখনও সখনও সত্যভাষণ করিলেও তাহা কেমন যেন বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তেমন ভাবেই, অনবরত অকারণ দলবাজি করিলেও ভারী মুশকিল। কখনও সখনও সু-উদ্দেশ্যে সুকাজের বাসনা থাকিলেও সাধারণ্য তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। ইহা কাজটির দোষ নয়, সাধারণ্যের দোষ তো নয়ই, ইহা ধারাবাহিক অনৈতিকতার ইতিহাসের দোষ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সালিশি বিল শিকায় তুলিয়া রাখার সিদ্ধান্ত লইতে দেখিয়া এ কথাই মনে হয়। একটি বিল বিধানসভায় পেশ করিয়া পরে তাহাকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এ রাজ্যে বেনজির। এমন ঘটনার ভিতরের সত্যটি কী? সত্যটি হইল, কেবল বিরোধী দলগুলি যে সালিশির প্রবল বিপক্ষে তাহাই নহে, বৃহত্তর সমাজও যেহেতু এই বিলের নিরপেক্ষ প্রয়োগের বিষয়ে অতিশয় সন্দিহান, তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কালে সালিশি বিষয়ে জোরদার ফ্রন্ট-বিরোধী জনমত সংগঠিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। নির্বাচনী হিসাবের কথা মাথায় রাখিয়াই সুতরাং বামফ্রন্টের এই সুচিন্তিত বেনজির পদক্ষেপ। প্রশ্ন হইল, কেন সাধারণ সমাজে সালিশির নিরপেক্ষ প্রয়োগ লইয়া এই প্রবল অবিশ্বাস? কেন তাঁহারা মনে করেন, সালিশি সাধারণ ভাবে একটি প্রয়োজনীয় ভাবনা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে পরিত্যাজ্য? কেননা আমাদের দলতন্ত্রের রাজ্যে এই ভাবনা নিরপেক্ষ ভাবে কার্যে রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা শূন্য। কাজের কাজ হইবে কেবল এই যে, স্থানীয় স্তরে দলরাজত্বের শৃঙ্খল আরও শক্তপোক্ত হইবে।

যে যুক্তিতে সালিশি বিলের সবচেয়ে বড় সমর্থন, সেই একই যুক্তিতে এ রাজ্যে ওই বিলের নিহিত বিপদ। সালিশির মূল ভাবনাটি হইল, স্থানীয় স্তরে জনসমাজের হাতে ছোটখাটো বিবাদে বিচারের ভার যথাসম্ভব ছাড়িয়া দেওয়া। মোট যে পরিমাণ বিবাদ নিষ্পত্তির আশায় বিভিন্ন আদালতে হাজির হয়, তাহার একটি বড় অংশই সাংসারিক, ঘরোয়া বা স্থানীয়। সমাজ নিজেই এই ধরনের বিবাদ সমাধানের দায়িত্ব লইতে পারে। এই সংস্কারের সম্ভাব্য সুফল দুই প্রকার। এক, সমাজকে সর্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমুখিতার অভ্যাস হইতে সরাইয়া আনা। দুই, বিচারবিভাগের উপর যে প্রতিনিয়ত যে বিপুল চাপ, তাহা হ্রাস করা। বস্তুত, এই মুহূর্তে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতেই সাড়ে আঠারো লক্ষের বেশি মামলা অনির্ধারিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় একমাত্র চাপ কমানো ছাড়া বিচারবিভাগীয় কাজের দ্রুততা বাড়ানোর অন্য উপায় নাই। কিন্তু ইহা তো গেল সালিশি নামক 'ভাবনা'টির সুফলের কথা। পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবনা কার্যে রূপান্তরের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে পঞ্চায়েত অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা প্রবল। অর্থাৎ, সালিশির ছদ্মবেশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বদলে ক্ষমতার দলায়ন সম্পূর্ণতর হইবে।

এই উপলক্ষে বাম নেতৃত্বের আত্মজিজ্ঞাসা অতি জরুরি। অনিল বিশ্বাস মহাশয় যতই আশ্বস্ত করুন যে পার্টি-কম্যান্ডের মুখাপেক্ষী না হইয়া নাগরিক সমাজের মতানুসারে কাজ করাই নাকি আপাতত তাঁহার দলের শাসননীতি , আটাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বলে, এই আশ্বাস মূল্যহীন, অ-বিশ্বাস্য। রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যে ভাবে পঞ্চায়েতি অতি-সক্রিয়তায় সতত করায়ত্ত, এবং বাম অঙ্গুলিহেলনে সতত নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে নাগরিক সমাজের ক্ষমতায়নের নূতনতর ভাবনা এ রাজ্যে অতীব বিপজ্জনক বই কী। শেষ পর্যন্ত যে জনতার হাবভাব বুঝিয়া সরকার পক্ষকে এ বিষয়ে পিছু হটিতে হইল, তাহা এক চিত্তমোহিনী দৃশ্য। নিজেদের কলঙ্কের বোঝা নিজেদেরই মাথায় তুলিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে তিন দশকের রাজ্যকর্তারা কেমন বোধ করিতেছেন?

28 JUL 2006 ANANDABAZAR PATRIKA

27 JUL 2005 THE TELEGRAPH

Elections near, so hawkers dear

A STAFF REPORTER

Calcutta, July 26: The government appears to have turned hawker-friendly less than a year before the Assembly polls.

Labour minister Mohammed Amin told the Assembly today the government was "actively considering" a proposal for a policy on street vendors mooted by the BJP-led NDA that opposes "forceful eviction".

The A.B. Vajpayee government had proposed framing of the National Policy for Urban Street Vendors.

Amin, who issued the statement on behalf of urban development minister Asok Bhattacharya, said: "The Union minister of state for urban development under the NDA regime had circulated a draft of the policy to all state governments. The matter is under our active consideration".

At least 1.5 lakh vendors now choke eight key roads in Calcutta **(see box)**.

In 1996, the government had carried out Operation Sunshine to evict hawkers and vendors from key roads in the city despite protests.

MARKED

- ✘ JL Nehru Road
- ✘ SN Banerjee Road
- ✘ Bidhan Sarani
- ✘ Hatibagan
- ✘ MG Road
- ✘ Gariahat Road
- ✘ Dharmatala
- ✘ College Street

Amin's comments came on a day the Supreme Court asked the Centre to file an affidavit within four weeks detailing the steps taken to implement the policy on street vendors.

The draft says: "Street vendors are most vulnerable to forced eviction and denial of basic right to livelihood. It causes severe long-term hardship, impoverishment and other damage, including loss of dignity. Therefore, no street vendor should be forcefully evicted. They should be relocated with adequate rehabilitation. Eviction should be avoided wherever feasible unless there is clear and urgent public need...."

The draft also does not want eviction in the name of urban beautification. "No hawker should be arbitrarily evicted in the name of beautification of a city's landscape. The beautification and clean-up programmes... should actively involve street vendors in a positive way."

Amin quoted the draft as saying: "It is the duty of the state to protect the right of this segment of population to earn their livelihood." He added that while framing the policy, the government would keep in mind issues relating to the movement of pedestrians and vehicles and road safety.

The draft also suggests amendment of laws to ensure legal status for hawkers.

Conciliation bill scrapped

A STAFF REPORTER

Calcutta, July 25: The government today allowed the controversial West Bengal Block Level Pre-litigation Conciliation Board Bill, 2004, better known as the Shalishi Bill, to die a natural death.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee announced after an all-party meeting that his government will not introduce it in the current session of the Assembly, likely to be over on August 4.

It is learnt that the CPM itself is divided over the tabling of the bill before next year's Assembly polls. Sources said reservations among CPM leaders in the districts regarding the bill prompted the government to hold it back.

The Shalishi Bill would have allowed resolution of civil disputes at the block level outside court. The Opposition had alleged that the CPM would pack the pre-litigation boards with its men and that they would subvert the judiciary.

Trinamul Congress and Congress legislators welcomed the government's decision.

Leader of Opposition Pankaj Banerjee said the bill was not required as the Legal Services Authority Act, 1987, had enough provisions to settle disputes in rural areas amicably.

Bhattacharjee told reporters that his government did not want to promulgate the act forcibly. "It is not my policy," he said.

Asked whether he succumbed to pressure from the Opposition, the chief minister said: "Not at all. I still support the bill but I want to get it passed on the basis of consensus. It is a very sensitive bill and differences had cropped up between the government and the Opposition. That is why we are not introducing the bill in this session." This is the second time the government has gone back on its decision to table the bill.

26 JUL 2005

Pre-litigation Bill put off

Statesman News Service

KOLKATA, July 25 — The state government will not place the controversial West Bengal Block Level Pre-litigation Conciliation Board Bill, 2004 in the current session of the Assembly, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, said.

The decision was taken after the state government failed to arrive at a consensus at the all-party meeting held in the chief minister's chamber in the Assembly House. Mr Bhattacharjee said that as the state government could not arrive at a consensus the Bill would not be placed in the current session of the Assembly. The current session will end on 5 August.

Asked whether the state government is backtracking apprehending protests from the Opposition if the Bill is passed before the Assembly polls scheduled to be held in 2006, Mr Bhattacharjee said "As the government has failed to convince the Opposition it will be wrong to place the Bill in the House and pass it on the basis of numerical supremacy. The Opposition has reservations regarding the Bill and in a democracy their views should be honoured," he maintained.

Lauding the gesture of Mr Bhattacharjee, the leader of the Opposition, Mr Pankaj Banerjee, said it was good that the chief minister had honoured the views of the Opposition.

The Opposition has expressed reservations from the first day when the Bill was tabled before the House in July 2004 and had urged the CM to extend the Legal Services Authorities Act up to the block level. Mr Bhattacharjee has requested state law minister Mr Nisith Adhikary to see its legal implication and submit a report to him.

26 J... 2 THE STATESMAN

Hill talks likely in August, Ghisingh readies agenda

Arindam Sarkar
Kolkata, July 25

UNWILLING TO be surprised by chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and the Centre, the GNLF chief Subash Ghisingh is preparing in all earnestness for the tripartite talks on the Darjeeling Gorkha Hill Council's (DGHC) constitutional status and its territorial limits.

Sources say that the CM, who is expected to leave for Singapore in the third week of August, is eager to hold the tripartite talks in Delhi before he goes abroad.

Accordingly, the DGHC leaders have informed the GNLF chief that the forthcoming talks between the state government and the Centre could take place anytime in early August.

As a result, Ghisingh has been holding talks with his party leaders to prepare a list of the GNLF demands. And according to his councillors, Ghisingh would stop at nothing less than the inclusion of Siliguri and parts of the Dooars within the Sixth Schedule.

The DGHC leaders feel that the sixth round of talks would be crucial as it would determine whether the GNLF chief would go for the elections in the Hills by September.

"So far in the talks with the state and central governments, it has been accepted that the Sixth Schedule would be implemented in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong. In the last round of talks in Kolkata, Buddhadeb Bhattacharjee accepted that the contiguous areas would also be included under the Sixth Schedule. But there is a stalemate on the demarcation of the areas," said a DGHC ex-councillor.

"And it is these areas that would become the bone of contention in the future talks. Subash Ghisingh has made it amply clear that Siliguri and parts of the Dooars should be included in the Sixth Schedule. This demand is based on the fact that many Gorkhas live in these areas. And in the tripartite talks this will be emphasized," he said. "If both Centre and the state government remain adamant, the talks will breakdown and a fresh demand for Gorkhaland would be raised in the Hills."

Subash Gishing and Buddhadeb Bhattacharjee

Moreover, the DGHC chairman Subhas Ghising has also conveyed to chief minister Buddhadeb Bhattacharjee that several anomalies in the Darjeeling Gorkha Hill Accord of 1988 needs to be rectified. "These aspects would also be discussed. Now it is up to the Centre and the State governments to decide whether they are going to fulfil the aspirations of the Hill people or trigger a crisis in the Hills," said a senior GNLF leader.

Meanwhile, the CPI(M), which is busy with the Delimitation Commission, is in no mood to give in to Ghisingh. Both chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and minister municipal affairs and urban development Asok Bhattacharya, who is also in-charge of the Hill affairs, have categorically said that Siliguri and the Dooars would not be brought under the Sixth Schedule.

"With the both sides sticking to their stand, it would take a Herculean task on the part of the Centre to strike an amicable solution," said a bureaucrat in the CM's secretariat.

CONTRACTOR RA

সংঘাত এড়ালেন বুদ্ধ

বিরোধীদের চাপে সালিশি বিল ঠান্ডা ঘরে

স্টাফ রিপোর্টার: শেষ পর্যন্ত প্রায় খারিজই হয়ে গেল পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত সালিশি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত বিলটি। সর্বদলীয় বৈঠকের পরে সোমবার সাংবাদিকদের ডেকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন, "সালিশি বিল নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না-হওয়ায় আমরা বিলটি আনছি না। এই বিল নিয়ে আমরা বিধানসভার ভিতরে-বাইরে বিরোধীদের সঙ্গে কোনও রকম সংঘাতে যেতে রাজি নই।"

বিরোধীদের মূল আপত্তি ব্লক স্তরে সালিশির কাজে পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয় ভূমিকা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে। এই ক্ষমতা খানিকটা হলেও কমিয়ে আনতে রাজি ছিল বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু বিরোধীরা কোনও রকমেই রাজি না-হওয়ায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হাতে 'সালিশি বিল' নামক বাড়তি আর একটি 'ইস্যু' তুলে না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য এই পিছিয়ে আসার ব্যাপারটাকে নতিস্বীকার বলতে রাজি নন তিনি।

বামফ্রন্টের শরিক দলের এক প্রবীণ নেতার কথায়, "এটা বুদ্ধবাবুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কৌশল।" বুদ্ধবাবুর সিদ্ধান্তের পিছনে যে পরিকল্পনা আছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে তাঁর দল সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কথায়। অনিলবাবু বলেন, "গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আমরা এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলাম। এই আইনের প্রয়োজনও আছে। তবে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই আইন করতে চাই আমরা।" তাঁর বক্তব্য, সব কিছুই ভোটের জোরে করি না। তবে বিল স্থগিত হলেও বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। অনিলবাবু জানিয়েছেন, এই নিয়ে তাঁরা মানুষকে বোঝাবেন। জনমত গড়বেন।

এক বছর ধরে লাগাতার টানাপোড়েনের পরে সালিশি বিলটি ঠান্ডা ঘরে চালান হওয়ায় বিরোধীরা স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত। তবে মুখ্যমন্ত্রীর 'উদারতা'য় খানিকটা সঙ্কুচিত বিরোধী পক্ষ সালিশি বিলের মর্গ-প্রাপ্তিকে 'আমাদের জয়' বলে অভিহিত করছেন না। বিরোধী দলনেতা, তৃণমূলের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, এত বিতর্কিত বিল এর আগে বিধানসভায় আসেনি। তবে শেষ পর্যন্ত যে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাতেই তাঁরা খুশি। পঙ্কজবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ব্লক স্তরে বিচার ব্যবস্থার প্রসারের জন্য লোক-আদালতকে মহকুমা থেকে নামিয়ে ব্লক, গ্রাম স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন বিরোধীরা। পঙ্কজবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা অতীশ সিংহও। কেন্দ্রীয় আইন-বিচার মন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ এটিকে 'মডেল বিল' আখ্যা দিয়েছিলেন। অতীশবাবু সেই অভিমত মানতে রাজি হননি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের পঞ্চায়েত-রাজনীতিটা তাঁরা ভরদ্বাজের থেকে ভাল বোঝেন। ভরদ্বাজের কথা তাঁদের কথা হতে পারে না বলে অতীশবাবু জানিয়ে দেন।

২০০৪ সালের জুলাইয়ে বিধানসভায় সালিশি বিল পেশ করা হয়। এক বছর ধরে বাংলা বন্‌ধ, বিধানসভার ভিতরে-বাইরে বিক্ষোভ, ধর্না, সংঘাত চলেছে। পাশাপাশি বিলের বিরোধিতায় নেমেছেন আইনজীবীরা। রাজ্য বার কাউন্সিলের ডাকে রাজ্যের সব আদালতে কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কদের হাতে নিগৃহীতও হয়েছেন আইন-বিচার মন্ত্রী নিশীথ অধিকারী। পরপর দু'বার বিধানসভায় বিলটি অনুমোদনের জন্য নিয়ে এসেও কোনও না-কোনও ভাবে বিরোধীরা তা আটকে দেন। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বিলটি নিয়ে সহমতে পৌঁছনোর চেষ্টা করার আশ্বাস দেন।

সেই উদ্দেশ্যেই এ দিন সর্বদলীয় বৈঠক শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় 'অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রিড্রেসাল' ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রকে ঘিরে সালিশি বিলকেও আলোচনায় তোলে রাজ্য সরকার। সেখানে বিভিন্ন দল ও আইন পেশার ব্যক্তিত্বদের মতামতের ভিত্তিতে মুম্বই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় একটি সহমত-সূত্র সুপারিশ করেন। এ দিনের বৈঠকে সেই সূত্র অনুযায়ী বর্তমান বিলটিতে সংশোধনীর প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

যে-পঞ্চায়েতের সক্রিয়তা নিয়ে বিরোধীদের মূল আপত্তি, সেই বিষয়ে চিত্ততোষবাবুর পরামর্শ ছিল: তিন সদস্যের সালিশি বোর্ড গঠনের অধিকার, সদস্যদের নিয়োগের অধিকার পঞ্চায়েতের হাতে না-দিয়ে লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি বা জেলা জজকে দেওয়া হোক। এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে মাত্র। সালিশি বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরে কেউ চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে আবার আদালতে যেতে পারবেন কি না, সেই ব্যাপারে প্রস্তাবিত বিলে ধোঁয়াশা রাখা হয়েছিল। চিত্ততোষবাবুর সুপারিশ ছিল: সালিশি

এর পর আটের পাতায়

বিরোধী-চাপে ঠান্ডা ঘরে সালিশি বিল

প্রথম পাতার পর

মেনে নেওয়ার পরেও তা নিয়ে আপত্তি তোলার অধিকার থাক ব্যক্তির। বিলে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হোক। আরও কয়েকটি সুপারিশ করেন তিনি। বুদ্ধবাবু এই মর্মে বিধানসভায় ঝুলে থাকা বিলটি সংশোধনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিরোধীরা বিলটি পুরোপুরি খারিজ করার দাবিতে অনড় থাকেন। পঙ্কজবাবু, অতীশবাবুরা লোক-আদালতকেই নীচের স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়ে দেন, তাঁরা কোনও রকম জোরজবরদস্তি, সংঘাতের পথে যাবেন না। তাঁর বক্তব্য, অধিকাংশ মানুষেরই বিচারের জন্য আদালতে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নেই। তাঁদের স্বার্থেই আমরা বিলটি আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওঁদের যখন এত আপত্তি, তখন এই ভাবে একটি বিল আনা যায় না। আমরা কোনও দিন সেই কাজ করিওনি। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর 'মডেল বিল'? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তিনিও মনে করেন, সারা দেশের জন্যই এটা মডেল বিল। ভরদ্বাজ তাঁদের প্রয়োজনে একলা চলতে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও বুদ্ধবাবুর বক্তব্য, "এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে আমরা একলা চলতে চাইছি না। ঐকমত্যই চাইছিলাম।"

এর আগে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গি অপরাধের মতো সংগঠিত অপরাধ ঠেকানোর জন্য একটি বিল (পোকা—প্রিভেনশন অব অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট) তৈরি করেও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন বুদ্ধবাবু। তবে সেই ক্ষেত্রে বিলটি বিধানসভায় পেশ করার আগে তা নিয়ে আপত্তি ওঠে সি পি এমের মধ্যেই। বুদ্ধবাবুর প্রস্তাব খারিজ করে দেয় পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি। বুদ্ধবাবু পিছিয়ে যান। কিন্তু বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বলীয়ান হয়েও ২৮ বছরের বাম-শাসনে একটি বিল বিধানসভায় পেশ করে তাকে ঠান্ডা ঘরে পাঠানোর ঘটনা বেনজির। বিশেষ করে স্রেফ বিরোধীদের দাবিতে!

এত সহজে, মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার বৈঠকে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ায় সংশয়, সন্দেহ রয়েছে বিরোধী নেতাদের মনেও। তাঁদের একাংশের ধারণা, সালিশি বিলকে 'ইস্যু' করার সুযোগ বিরোধীদের না-দিয়ে নিজেরাই 'সালিশি বিল'কে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করবে বামফ্রন্ট। ভোটের তো আর নয়-দশ মাস বাকি।

26 JUL 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Longest, costliest flyover

A STAFF REPORTER

Calcutta's longest and costliest high road, slated to fly over the busiest stretch of the city, is now taking wing.

The Buddhadeb Bhattacharjee government is planning an 11-km pathway, linking the Howrah bridge approach to Netaji Subhas Chandra Bose airport and including a 6.5-km flyover.

Once operational, the flyover will drastically cut down commuting time between the airport and Howrah station, a 15-km stretch.

In the first phase, the flyover will originate from where the Brabourne Road one terminates and end on Vivekananda Road at Girish Park, with an arm touching down on Strand Bank Road.

In the next phase, the flyover will take off from Girish Park and terminate just short of Dum Dum airport, flying over Vivekananda Road, Maniktala Main Road, CIT Road and VIP Road, some of the busiest and most congested stretches of the city.

Riding a Rs 600-crore investment, the project will be implemented on a build-operate-transfer (BOT) basis.

The project details were finalised at a meeting chaired by transport minister Subhas Chakraborty at Writers' Buildings on Friday.

State government officials, along with Dum Dum MP Amitava Nandy and East Calcutta MP Sudhanshu Sil, discussed the proposal during an hour-long meeting. Hemant Kanoria, vice-chairman of the SREI group, the BOT partner for the first phase, was also present.

"Work on the first phase, estimated at Rs 70 crore, will start before the Pujas. We're aiming at a time-frame of 18 months for this phase," said Sil. The entire structure, he added, would be made of steel frames, to be pre-fabricated and then erected at the site for early completion of the project.

"We told the transport minister that we're interested in taking up the stretch between the Brabourne Road flyover and Girish Park, which would form the first phase. The details would be discussed in our next meeting on August 5," said Kanoria.

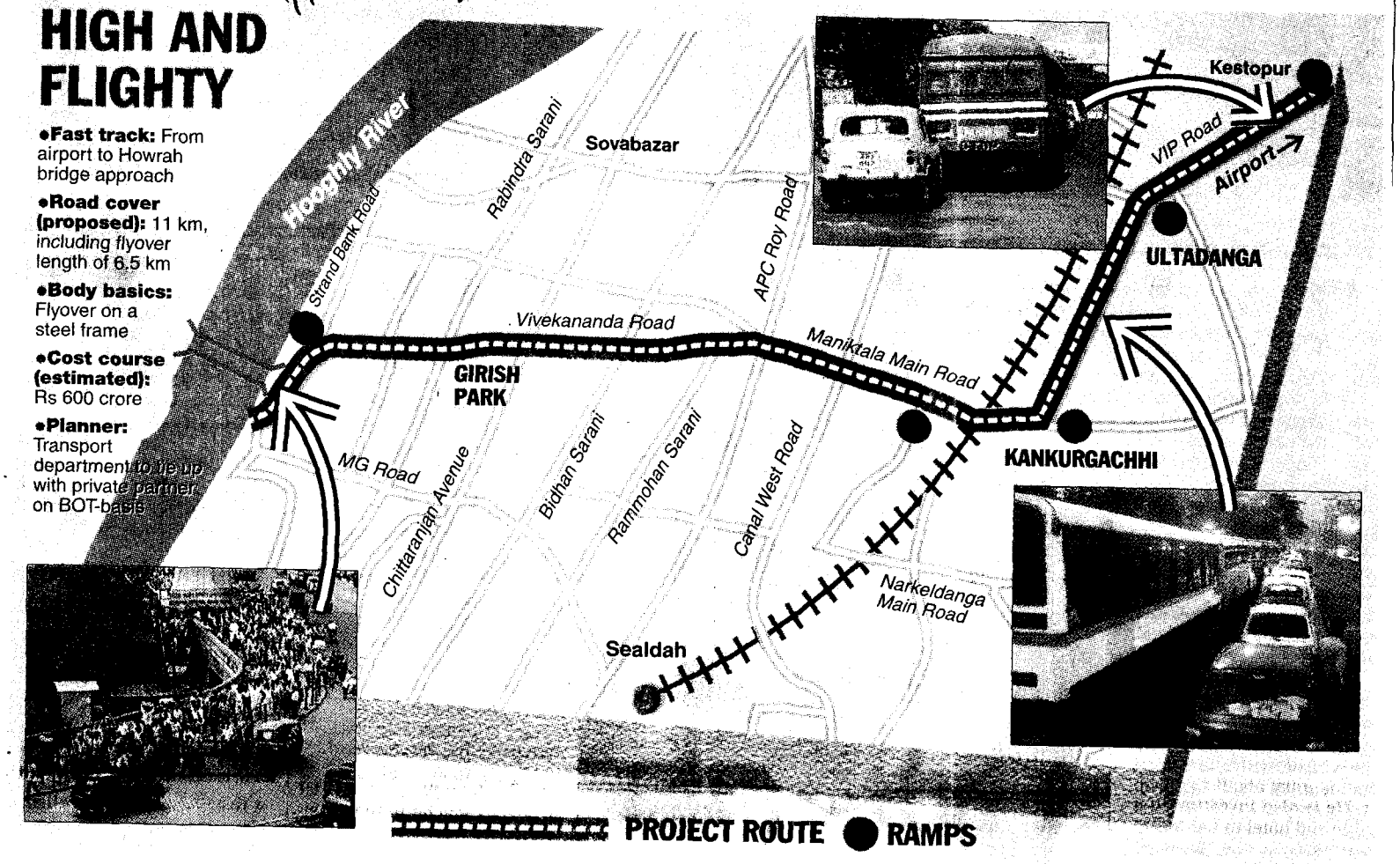

In the second phase, the high road will have ramps descending at the Kankurgachhi, Maniktala, Ultadanga and Kestopur junctions, enabling vehicles from these areas to hit the flyover and ease congestion.

"After the project is implemented, the entire east Calcutta and north Calcutta will have easy access to Howrah bridge. Cars from Salt Lake and Kankurgachhi, which now use Mahatma Gandhi Road, Strand Road and Posta to reach Howrah station, will be able to bypass these congested areas altogether," said traffic and transportation executive engineer Ajoy Das.

Earlier this week, transport minister Chakraborty had voiced unhappiness in the Assembly over the fact that north Calcutta was neglected in comparison to the south, which had bagged all major development projects in recent times.

Now, the proposed long high road should, to an extent, correct the imbalance.

23 JUL 2005 THE TELEGRAPH

Dalhousie Sq gets Taj status

Money will pour in to preserve the heritage hub

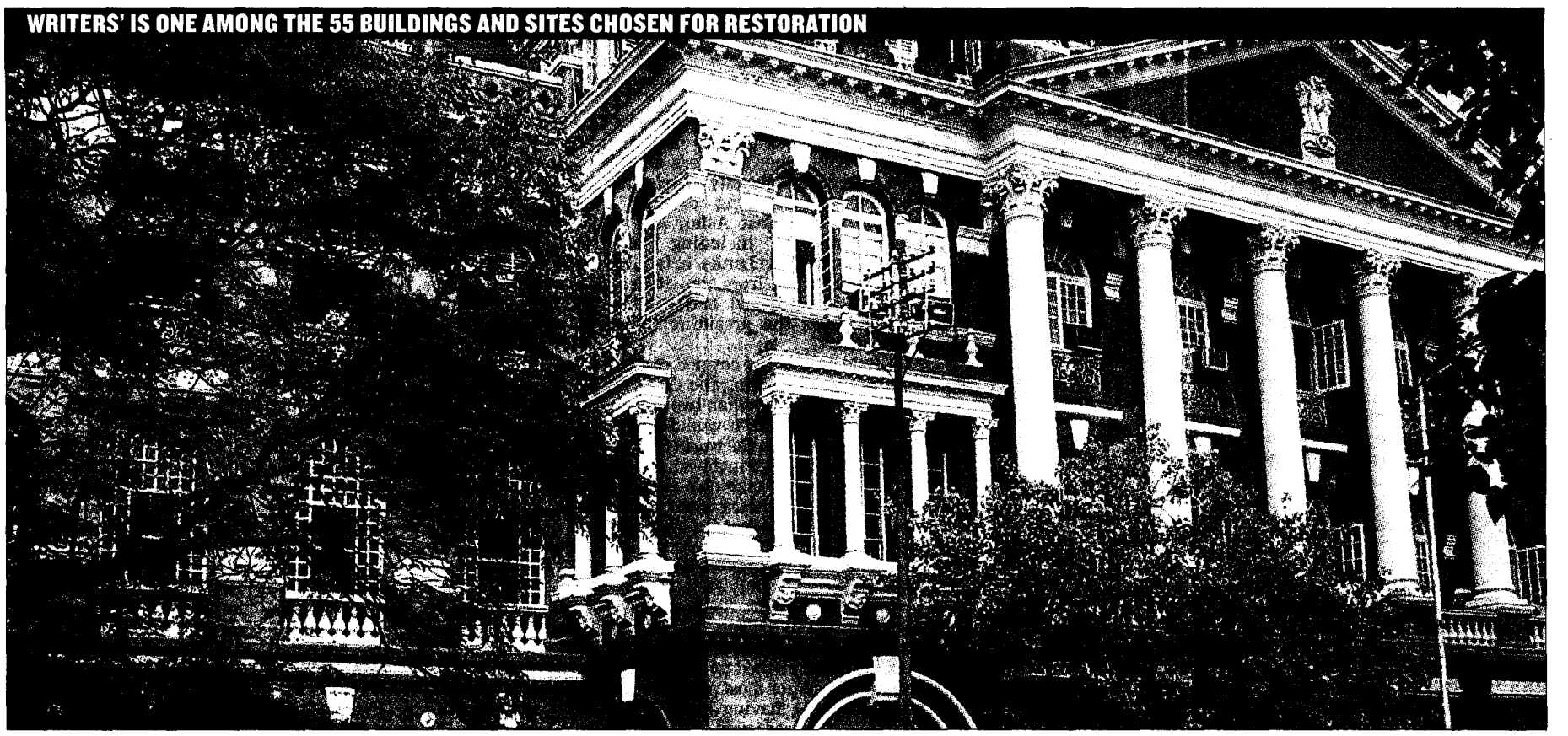

WRITERS' IS ONE AMONG THE 55 BUILDINGS AND SITES CHOSEN FOR RESTORATION

The top

Some buildings that stand to gain

General Post Office

Lal Dighi tank

Writers' Buildings

Returned Letter Office Building

Standard Assurance Building

HT Correspondent
Kolkata, July 22

IT'S RESTORATION period at Dalhousie Square, Kolkata's office quarters, where merchants of the British East India Company built the original Fort William and laid the first bricks of the Empire.

After more than 300 years, the bustling, time-ravaged business hub is poised for a major facelift, with international conservation organisation World Monuments Fund (WMF) declaring it a world heritage zone.

WMF technical director Mark Weber announced this on Friday at a meeting of all the stakeholders, including the state government, the KMC, Indian National Trust for Art and Conservation (INTACH) and Action Research in Conservation of Heritage (ARCH).

The other stakeholders are the state directorate of archaeology, the Centre for Archeological Studies and Training, the ASI, the KMDA and the Kolkata Port Trust.

The area, renamed BBD Bag in the 70's, held a prominent place in the WMF's 2006 list of 100 globally endangered sites and would get $75,000 from the American Express Bank for its restoration, Weber said.

"The area has been chosen for its international character and for its glorious representation of colonial India. It is a place where people and cultures came together," he explained.

Conservation architect Manish Chakraborti of ARCH outlined a master plan, which divides the area into three zones — the riverfront, the banking district and the immediate surroundings of the central tank. Fifty-five buildings had been identified for restoration, Chakraborti added.

"The first phase of the project will begin in a few months with restoration of the facade of the Standard Assurance building, built in 1859," he said.

The master plan aims to give the area a retro look, clear the billboards that obstruct the tank's view and make the area more accessible to people.

Though WMF would provide grants for only the initial project, Weber said if the stakeholders sent proposals, more funds could be considered. "If the proposal is from a government agency, we would match the grant with half the amount," he said.

"We would constantly monitor progress of the project and undertake periodic visits. We expect the executors would retain transparency and keep up their commitment."

Twelve other Indian sites, including the Taj Mahal, Jaisalmer fort, St Anne's Church at Panjim, Watson's Hotel in Mumbai and some Buddhist monasteries in Ladakh, had been taken up for conservation. "But Dalhousie Square is the only such project in a major city and the only square in the world that WMF has taken up," Weber said.

Hooghly River Front

Metropolitan Building

St. Andrew's Church

Strand Warehouse

Treasury Building

THE HINDUST

ধর্মের কল

কুড়ি বছর আগের একটি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে এস ইউ সি আই দলের বিধায়ক প্রবোধ পুরকায়েতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়াছে কলিকাতা হাইকোর্ট। পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা নজিরবিহীন। নিম্ন আদালতে প্রবোধবাবু ইতিপূর্বে রেহাই পাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁহার অপরাধ দণ্ডনীয় মনে করিয়াছে। উচ্চতর আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করার কথা এস ইউ সি আই ইতিমধ্যেই জানাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যত দিন না সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য গৃহীত হইতেছে, তত দিন হাইকোর্টের দণ্ডাদেশই শিরোধার্য। রায়ের ফলে প্রবোধবাবু যে তাঁহার বিধায়ক পদ হারাইবেন, তেমন সংকেত মিলিয়াছে। সে দিক দিয়াও ঘটনাটি নজিরবিহীন। এস ইউ সি দলের নেতৃত্ব ও সমর্থকরা নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আট বার বিধানসভায় নির্বাচিত নেতা এ ভাবে দণ্ডিত হইতে পারেন। সমান অবিশ্বাস কুলতলির মানুষের মনেও। অপরাধ করিলেও রাজনৈতিক নেতাদের শাস্তি হয়, এমন ঘটনা তাঁহারা দেখেন নাই, শোনেনও নাই। হাইকোর্টের রায়ে তাঁহারা তাই বিস্মিত। যে দুই পরিবারের মানুষরা ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর শিকার হইয়াছিলেন, তাহারা দোষীর শাস্তিতে এত দিনে খুশি।

শাস্তি একা বিধায়কের হয় নাই, তাঁহার সঙ্গেই আরও এগারো জন একই শাস্তি পাইয়াছেন। কিন্তু বিধায়ক তথা রাজনৈতিক নেতার শাস্তির ঘটনাটিই আলোচনার কেন্দ্রে। রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মামলা যে কখনও হয় না, এমন নয়। স্বয়ং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, প্রতারণা ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে মামলা হইয়াছিল। বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব, মহম্মদ তসলিমুদ্দিন, সহাবুদ্দিন, পাপ্পু যাদব প্রমুখ নেতার বিরুদ্ধেও আর্থিক কেলেঙ্কারি, খুন-জখম, প্রমাণ লোপ ইত্যাদি নানা অভিযোগে মামলা চলিতেছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম জয়ললিতার বিরুদ্ধেও চলিতেছে রকমারি মামলা। তবে এই সকল মামলা সাধারণত অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেই থাকে। যে রাজনীতিক যত বড় মাপের নেতা, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করাও কঠিন হইয়া ওঠে। যে সকল মামলার নিষ্পত্তি হয়, সেগুলিতেও নেতাদের দণ্ডিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। সে জন্যই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা দণ্ডিত হইলে তাহা জনসাধারণের কাছে বিস্মিত আলোচনার বিষয় হইয়া ওঠে। একে তো রাজনীতিকদের প্রভাব হয় দূরপ্রসারী। উপরন্তু তিনি বিধায়ক-সাংসদ অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হইলে সহসা তাঁহাকে আদালতে তলব করাও দ্বিধাজর্জর হইয়া ওঠে। জনপ্রতিনিধিদের কিছু বিশেষাধিকার তো থাকেই।

কিন্তু অপরাধ অপরাধই, ফৌজদারি আইন অনুযায়ী পাত্রনির্বিশেষে অপরাধীর বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করাই বিচারবিভাগের কাজ। সেই কাজটি প্রায়শ যথেষ্ট তৎপরতার সহিত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাবে বা অন্য নানা কারণে বিচারের প্রক্রিয়া অযথা বিলম্বিত হইতে থাকে। বিলম্বিত বিচার যে অবিচারের শামিল, এই আপ্তবাক্য তো সুবিদিত। প্রবোধবাবুর বিচারের ক্ষেত্রেও বাদী পক্ষ এই বিলম্বিত বিচারের শিকার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে অঞ্চলে এস ইউ সি আইয়ের রাজনৈতিক প্রভাব প্রবল, সেখানে অবশ্য 'গণ-আদালত'-এ চটজলদি বিচার ও হাতে-গরম শাস্তির বন্দোবস্ত রহিয়াছে। ইহা দেশের প্রচলিত আইনানুগ নয়, দলীয় স্বৈরাচারভিত্তিক, এবং এই বিচার ও শাস্তির প্রক্রিয়ায় হিংসা ও নিষ্ঠুরতার উপাদান প্রভূত। যূথবদ্ধ হিংসাকে প্ররোচিত করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের যে দক্ষতা প্রথাগত, এস ইউ সি আই তাহাও অনুশীলন করিয়া থাকে। হাইকোর্ট যে বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে, তাহা আইনের শাসনের পদ্ধতি। পার পাওয়া যে যায় না, দেরিতে হইলেও আইন অপরাধীকে ধরিয়া ফেলে, এই দণ্ডাদেশ সম্ভবত সেই আশাবাদেরই সঙ্কেত। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফাঁসাইতে অনেক সময় মিথ্যা মামলার আশ্রয় লওয়া হয়। আবার প্রকৃত অপরাধীও ভয় দেখাইয়া বিচারে নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। তাই ধর্মের কল-এর দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে হাইকোর্টের এই রায়।

ANANDABAZAR PATRIKA

কুড়ি বছর পরে বিধায়কের শাস্তি

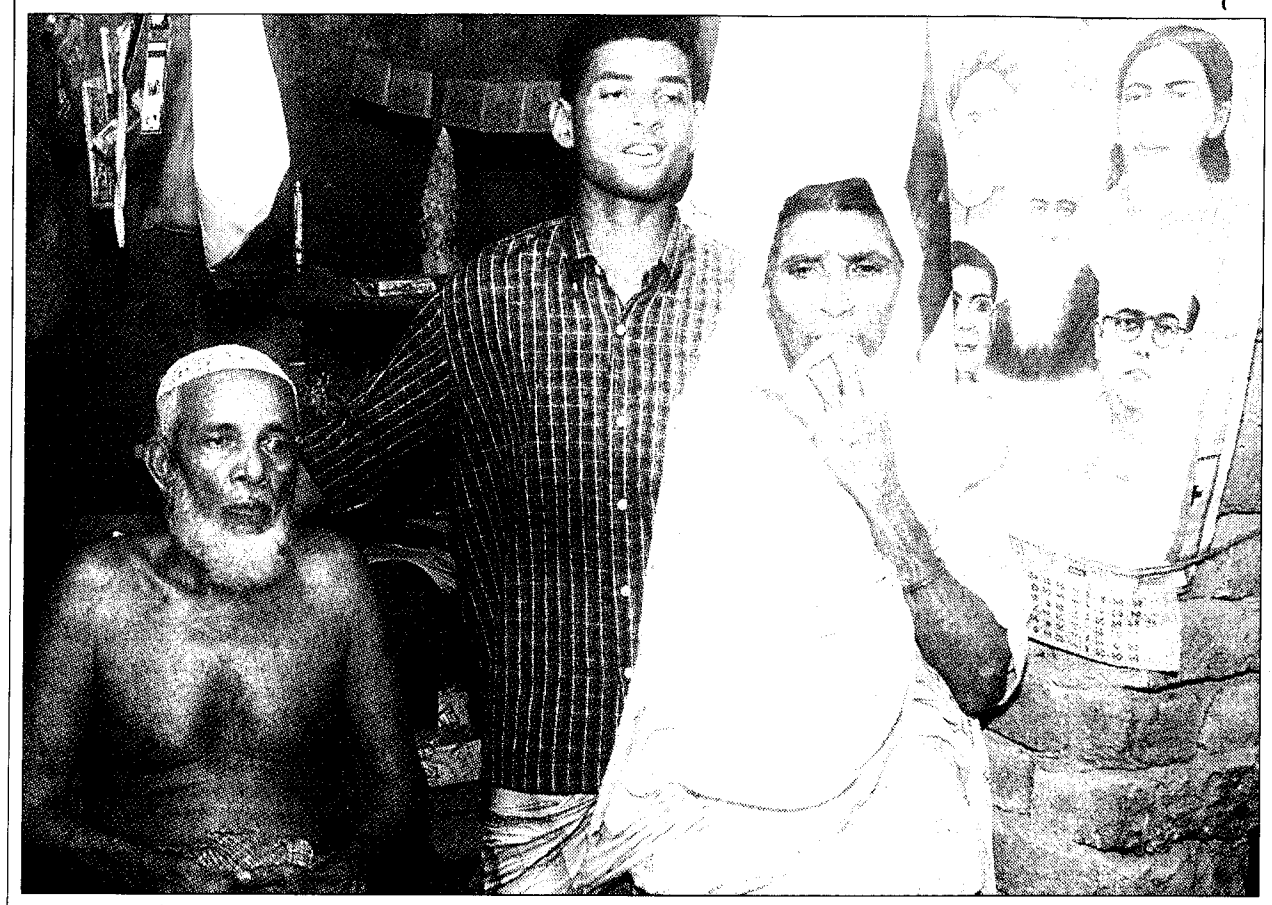

দুই দশকের প্রতীক্ষার পরে অবশেষে শাস্তি হল ঘাতকদের। স্বস্তির ছাপ নিহত আবদুর রহমানের বাবা, মা ও ছেলের মুখে। — সুদীপ আচার্য

তা হলে প্রবোধেরও সাজা হয়, বিস্মিত কুলতলি

সঞ্জয় চক্রবর্তী ● কুলতলি

চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল বৃদ্ধের। আনন্দাশ্রু, নাকি ছেলের শোক!

চুপরিঝাড়ায় এক চিলতে দোকানে বসে ৭০ বছরের পয়েদ আলি লস্কর নিজেকে সামাল দিতে পারছিলেন না। মুদি দোকান। কেরোসিনও বেচেন বৃদ্ধ। দুপুরে দোকানের সামনের লাইনটা যখন একটু একটু করে বাড়ছে, তখনই খবর পৌঁছয়। পয়েদের পাশে তখন বসে স্ত্রী রুকেয়া বিবি। প্রবোধ পুরকায়েতেরও যে সাজা হতে পারে, ওই বৃদ্ধ দম্পতি কেন, জয়নগর-কুলতলির অধিকাংশ মানুষের কাছেই তা অবিশ্বাস্য ঠেকছে। প্রথমে হতবাক হয়ে বসে ছিলেন ওঁরা। সম্বিৎ ফিরে পেতেই পয়েদ আলির চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

রুকেয়া বিবিও তখন কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দোকানের সামনের লাইনে গুঞ্জন। বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায় তখনই। খবর পৌঁছে যায় পয়েদ আলির বাড়িতেও। দৌড়ে আসেন ২১ ছুঁইছুঁই জিয়াউল হল লস্কর। বাবা আবদুর রহমান লস্করকে ২০ বছর আগে যখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়, তখন সে মাত্র সাত মাসের। মায়ের কোল থেকে ওই শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সে-সব কথা মনে থাকার কথা নয় জিয়াউলের। বাবার মুখটাও যে মনে নেই তাঁর!

নাতির মাথায় হাত রেখে ঠাকুরমা রুকেয়া বিবি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "কোনও রকমে ওকে আমরা রক্ষা করেছিলাম।" ঠাকুরদাদা পয়েদ বলেন, "আমার বড় ছেলেকে ওরা শুধু খুনই করেনি, বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছে। নিঃস্ব করে দিয়েছে আমাদের। এমনকী কুপিটাও।"

"জানেন, ওরা আগের দিন রাত থেকে আমাদের বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। পরের দিন সকালে জয়নগর থেকে এলেন প্রবোধবাবু। সেটা মঙ্গলবার। পয়লা মাঘ। প্রবোধবাবু এসেই তাঁর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও কেন বাঁচিয়ে রেখেছিস'। তার পরেই আমার ছেলেকে ওরা ডাক্তারের বাড়ির খড়ের গাদা থেকে টেনে বার করল," বললেন পয়েদ। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন রুকেয়া, "খুনের পরে ছেলের রক্ত আমার পান্তাভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল, পায়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল।" স্ত্রীকে জড়িয়ে বৃদ্ধও তখন কাঁদছেন।

দোকানের সামনে তখন ভিড় ভেঙে পড়েছে। ভিড়ের এক জন বললেন, "জানেন, মুন্ডু নিয়ে লাথালাথিও করেছিল ওরা। পাপের শাস্তি হয়েছে।"

দোকানের সামনের সেই ভিড়ই নিয়ে গেল আবদার রহমান মোল্লার বাড়িতে। ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ আবদুরের সঙ্গেই দুষ্কৃতীরা কুপিয়ে খুন করে ৫০ বছরের কংগ্রেসি আবদারকে। স্ত্রী আছিয়া বেওয়া রায়ের কথা শুনে ফুঁসে উঠলেন, "শুধু খুনজখম নয়, মেয়েদের ইজ্জতও নিয়েছে ওরা। অনেক কেঁদেছি। এত দিনে মালিক শাস্তি দিলেন।" ফ্যালফ্যাল করে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা।

চুপরিঝাড়ার কংগ্রেস পঞ্চায়েত-সদস্য ছিলেন আবদুর। কিন্তু সেই কংগ্রেসের কাছ থেকে পরবর্তী কালে তিনি কোনও সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ আবদুরের বাবার। তাঁর ক্ষোভ, "প্রদেশ কংগ্রেসের তাবড় নেতারা ওই ঘটনার পরে ঘুরে গিয়েছেন আমাদের বাড়ি। কিন্তু আমাদের জন্য ওঁরা কেউ কিছু করেননি। কেরোসিনের লাইসেন্সটা পর্যন্ত আমার ছেলেই করে রেখে গিয়েছিল। দোকানটা করেছি হালে। অনেক কষ্ট করে।"

অন্য দিকে, বিধায়ক প্রবোধবাবুর স্ত্রী প্রভাবতীদেবী মনে করেন, তাঁর স্বামী নির্দোষ। তিনি এ দিন বলেন, "সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতেই নিম্ন আদালত ওঁকে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এখন আবার আদালতই ওঁকে শাস্তি দিল। আমি কিন্তু জানি, আমার স্বামী নির্দোষ।"

কুলতলির জোড়া খুনে ১১ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা: জোড়া খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এস ইউ সি আই-এর বিধায়ক প্রবোধ পুরকায়েতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আলিপুর আদালত ওই মামলায় প্রবোধবাবু-সহ ৩৩ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিয়েছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি অলক বসু ও বিচারপতি প্রণব দেবের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতের ওই বিচারের তীব্র সমালোচনা করে প্রবোধবাবু এবং অন্য চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। নিম্ন আদালত যে-ছ'জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল, হাইকোর্ট তাদের শাস্তিও বহাল রেখেছে।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুর গ্রামে প্রবোধবাবুর নেতৃত্বে ওই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটে। ২০ বছর পরে সেই হত্যার চাঁই বলে ওই বিধায়ককে চিহ্নিত করে শাস্তি ঘোষণা করল হাইকোর্ট। এই প্রথম রাজ্যের কোনও বর্তমান বিধায়ককে খুনের আসামি হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দেওয়া হল। অন্য যে-চার জনকে বুধবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন গ্রাম-প্রধান বাঁশিনাথ গায়েন, এস ইউ সি-র সদস্য হরিসাধন মালি, ইরান মোল্লা ও অনিরুদ্ধ হালদার। সব মিলিয়ে ওই হত্যাকাণ্ডে ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। হাইকোর্টের নির্দেশ, বিধায়ক-সহ ওই পাঁচ জনকে এক মাসের মধ্যে আলিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

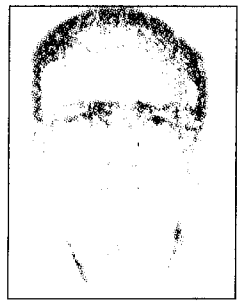

প্রবোধ পুরকায়েত

রায় দিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, নিম্ন আদালত যে ঠিক বিচার করেনি, তা বলতে কোনও দ্বিধা নেই। কেননা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রবোধ পুরকায়েত গোটা ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। হত্যার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন তিনি। ন'জন প্রধান সাক্ষী প্রবোধবাবুকে চিহ্নিত করে জানান, তিনিই এই ঘটনার খলনায়ক। এমনকী ওই বিধায়কের ভাইঝি কল্পনা রায়ও আদালতকে জানিয়েছেন, প্রবোধবাবু হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও নিম্ন আদালত প্রবোধবাবুকে বেকসুর খালাস দেয়।

ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, যাঁরা খুন করলেন এবং যিনি ওই খুন করার জন্য ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে উস্কানি দিলেন, তাঁরা সমান দোষী। নিম্ন আদালত এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। নিম্ন আদালতের বিচার দোষযুক্ত। প্রবোধবাবু জানিয়েছিলেন, ঘটনার দিন তিনি কুলতলিতে ছিলেন না। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে এটা প্রমাণিত যে, তিনি সেখানে ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ও সক্রিয় পরিচালনায় ওই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এস ইউ সি জানিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে।

'৮৫ সালে ১৫ জানুয়ারি রাধাবল্লভপুরে প্রায় ৫০০ মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রবোধবাবু দুই কংগ্রেস সদস্য আবদুর রহমান লস্কর ও তাঁর প্রতিবেশী আবদার রহমান মোল্লাকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। বেলা ৯টা নাগাদ সেই ঘটনা ঘটে বহু মানুষের চোখের সামনে। শুধু খুন নয়, আবদুরের পিসি পয়েদ আলির বোনকে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ তদন্ত করে জানায়, এস ইউ সি এবং কংগ্রেসের বিরোধই এই হত্যার প্রধান কারণ। তার পরে পুলিশের হাত থেকে তদন্তের ভার নেয় সি আই ডি। ১০৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে তারা। ইউনুস লস্কর নামে এক জন উন্মাদ বলে আদালত তাকে অব্যাহতি দেয়। আলিপুর আদালত ৩৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে। ১৩ বছর ধরে নিম্ন আদালতে ওই মামলার বিচার চলে। '৯৮ সালে আদালত ছ'জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। প্রবোধবাবু-সহ ৩৩ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিল আলিপুর আদালত।

রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী কাজি সফিউল্লা বলেন, আলিপুর আদালতের বিচারে রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল মামলা করে। সফিউল্লা বলেন, প্রবোধ পুরকায়েত যে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রক, সাক্ষ্যপ্রমাণে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আলিপুর আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেনি। অথচ সকালের ওই হত্যাকাণ্ডে সাক্ষীর কোনও অভাব ছিল না।

● **বিধানসভায় পুলিশকে তখন তোপ দাগছেন...পৃঃ ৬**
● **পিটিয়ে আর কুপিয়ে মেরে মুন্ডু নিয়ে ফুটবল...পৃঃ ৬**

Roadmap for district-level industrialisation soon

HT Correspondent
Kolkata, July 19

AFTER CONSOLIDATING its industrialisation effort in and around the city, the West Bengal government is now gearing up to focus on the far-flung underdeveloped districts and to bring fresh funds inflow into those areas. The state has already appointed a leading consultant to prepare a roadmap for this.

This was disclosed by the state commerce and industries minister, Nirupam Sen, while laying the foundation stone of a Rs. 55-crore 9000 KW biomass power project and a 9 MVA submerged EAF for manufacturing ferro-alloys, both by the city-based Amrit Group of Industries, at Bankati in Bankura on Monday.

Sen said the state has categorised the districts in terms of their economic growth potential and prospects. Bankura, which was originally included in the list under the 'C' category, is already set to move up to 'B' or even 'A' category following the district's recent performance.

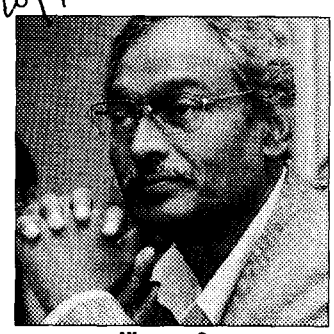

Nirupam Sen

"As many as 41 new units with a total capital outlay of Rs 677 crore have already gone on stream in Bankura. In 2004, 17 new units worth Rs 250 crore got off the ground. They are over and above the 30 units that have started commercial production in the last three years with total initial investments of Rs 425 crore," Sen said.

Amrit Group managing director K.C. Dujari said the largest biomass power project in the country, and first such in the state, will use dry rice husk, which is available in abundance in the locality, as the raw material for the project.

Basab Dasgupta, executive director of the group, said the importance of similar projects can hardly be overemphasised what with the growing concern over environmental issues.

The power plant will be commissioned in June next year, he said, adding that the company also has plans to set up a second biomass power unit in the near future.

2 JUL 2005 THE HINDUSTAN TIMES

অনুপ্রবেশ সমস্যা 'টাইম বোমা'র মতো, রিপোর্ট রাজ্যপালের

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ● নয়াদিল্লি

১৯ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের সমস্যা ভয়াবহ আকার নেওয়ায় উদ্বিগ্ন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। তাঁকে এই সমস্যার কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রের খবর, জুনের ১৪-১৫ তারিখে রাজ্যপালদের সম্মেলনে গোপালকৃষ্ণ রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর বক্তৃতার রেকর্ড পরে রিপোর্ট আকারে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। রাজ্যপাল মনে করেন, সমস্যা মোকাবিলার জন্য এখনই কোনও ব্যবস্থা না-নিলে 'টাইম বোমা'র মতোই অনুপ্রবেশ-বিস্ফোরণ ঘটবে পশ্চিমবঙ্গে।

রাজ্যপাল যখন এই সমস্যার কথা তুলে ধরেন, তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল, অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম, মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংহ-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যপালের এই উদ্বেগকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপালদের সম্মেলনের পরেই সব রাজ্য থেকে আসা অভিযোগ ও সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের সমস্যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন রাষ্ট্রপতি। শীঘ্রই তাদের মতামত রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দেওয়া হবে, বলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের সমস্যা বহু দিন ধরেই তীব্র আকার ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক রিপোর্টে প্রকাশ, জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ব্যাপক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যে ভোট-ব্যাঙ্কের অঙ্কে অনুপ্রবেশকারীরা অনায়াসে রেশন কার্ডও পেয়ে যান। সে সময় শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও অনুপ্রবেশের সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

সংসদে গত বছর এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল বলেন, "২০০১ পর্যন্ত অসমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৫৭ লক্ষ। গোটা দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ।" কিন্তু পরে বিতর্ক ওঠায় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই পরিসংখ্যান অনুমান মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে আগে কোচবিহার, মালদহ, দুই দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশের প্রকোপ বেশি থাকলেও ধীরে ধীরে এই সমস্যা রাজ্যের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার বিন্যাসের চরিত্র ক্রমশ বদলে যাওয়ার কথাও রাজ্যপালদের সম্মেলনে উল্লেখ করেন গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে রাজ্যের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যপালের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন কমছে। কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তো তলানিতে এসে ঠেকেছে। কৃষি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততার জন্য সেই বোঝা এসে পড়ছে রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে। শিল্পায়নের উপরে জোর দেওয়া হলেও অনুপ্রবেশের সমস্যা এখানেও বাদ সাধছে বলে মনে করেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল উদ্বিগ্ন হলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এই সমস্যা নতুন কিছু নয়। এনডিএ জমানায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। মদনলাল খুরানা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও অনুপ্রবেশকারীর নামে দিল্লি থেকে 'বাঙালি তাড়াও' অভিযান শুরু করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে একই রকম হইচই বাধিয়েছিল শিবসেনা। বাংলাদেশিদের এ দেশ থেকে 'তাড়ানো'র জন্য বিজেপি-শিবসেনার আন্দোলনের পাল্টা প্রতিবাদে সরব হয় বাম দলগুলি।

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যা মোকাবিলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অবশ্য বারবার দিল্লির দ্বারস্থ হয়েছেন। কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও এই সমস্যা নিয়ে আলোড়ন থামেনি। তবে ইউপিএ-র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল অনুপ্রবেশ সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, সার্কের সম্ভাব্য অধিবেশন— তখন এ সব কিছু মাথায় রেখেই অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে নরম ছিলেন পাটিল। দিল্লি হাইকোর্ট গত বছরই একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে দিল্লি থেকে প্রতিদিন একশো জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। প্রথমে অভিযান শুরু করেও পরে দিল্লির পুলিশ কমিশনার, অ্যাটর্নি জেনারেল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব একত্রে আদালতে গিয়ে এই নির্দেশ পালনের বাস্তব অসুবিধাগুলি তুলে ধরেন।

তবে এর মধ্যেই সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০০১ সালে ৭,৮৫৪ জন, ২০০২ সালে ৫,৬৫২ এবং ২০০৩' সালে এক লাফে ২৬,৭৯৬ জন 'অবৈধ'ভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। শিবরাজ পাটিল অবশ্য 'অনুপ্রবেশকারী'দের এই ভাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠানোকে সমাধান বলে মানেন না। 'অনুপ্রবেশকারী'দের ফেরত পাঠানোর নামে বৈধ নাগরিকেরাও যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন, সরকার সে দিকেও নিশ্চিত হতে চায়।

বিকল্প হিসাবে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর

এর পর ছয়ের পাতায়

অনুপ্রবেশ সমস্যা 'টাইম বোমা'র মতো

প্রথম পাতার পর

কাঁটাতারের বেড়ার কাজ সম্পূর্ণ করা, বহুমুখী পরিচয়পত্র চালু করা, সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর নীতি নিয়েছে কেন্দ্র। চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ২২১৬ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৫০৭ কিলোমিটারে বেড়া দেওয়ার প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন।

অনুমোদন মিলেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০২১ কিলোমিটারের জন্যও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বহুমুখী জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্প (মাল্টিপারপাস ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড) পরীক্ষামূলক ভাবে দেশের ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মনে করে, এই পরিচয়পত্র দেশের সর্বত্র চালু হলে অবৈধ ভাবে বসবাসকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

অসমের জন্য ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ আইন (আইএমডিটি) বাতিলের পরে সেখানে জাতীয় নথিভুক্তিকরণের উপরে জোর দিতে চাইছে সরকার। এতে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরে যে বাংলাদেশিরা এ দেশে এসেছেন, তাঁদের অবৈধ ঘোষণা করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর, ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন অনুসারেই প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেওয়া আছে অবৈধ ভাবে এ দেশে ঢুকেছে, এমন কাউকে খুঁজে পেলেই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহার করা হয় বলেই আইনের ব্যবহার নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

'Progress answer to Maoist menace'

Statesman News Service

BONKATI, July 18. — To confront the Maoist invasion in certain areas in south-Bengal, the state besides the usual combat operations has also planned industrial development as a strategic weapon to be expedited in the rural hubs.

State industry minister Mr Nirupam Sen stated here today that the government is all set to explore a 2500 acres fresh industrial patch in Belpahari, in Midnapore (West) now known as a Maoist harbour.

The minister in a closed-door meeting discussed the matter with top administrative and police officials in the Bankura circuit house at length.

Only a week ago, on 9 July, Bankura had witnessed a Maoist attack that killed two CPI-M leaders and the OC of Barikul PS in Midnapore.

The state industry minister, Mr Nirupam Sen reached Bonkati, which is about 8km from Bankura town this afternoon to lay the foundation of a 10 MW Bio-Mass Power Project.

The Rs 54 crore project, that will come up on on 33 acres of virgin land, will, according to the minister: "Start generating by July 2006, the owners are assured.

The minister added: "We want to expedite industrial activities across the districts like Bankura, Purulia and Midnapore.

This will help give a new look to the area, and help in the socio-economic development in the respective pockets. We want to promote extensive development in and around these districts, that have traditionally been considered as backward areas."

He stated: "Bankura used to be considered as a 'C' category district at a time when the state had adopted industrialisation programme.

But the encouraging performance by the district in past three years has made the state place it under 'B' or 'A' segment soon."

Bankura according to Mr sen has managed to get bulk investment worth Rs 425 crore. In 2004 the districts helped in setting up 17 new industries.

Mr Sen said: "We have planned a fresh industrial patch in Guptaboni area between Kharagpur and Belpahari. Work is expected to start soon."

Also for Barjora in Bankura state promoted WBIDC has set up an industrial patch on 300 acres of land which already has managed bookings for 16 units, the minister informed.

He added: "We have to rethink the situation that agriculture alone cannot solve the crisis of economic growth. We have to promote industrialisation as a priority task."

In Bonkati village Amrit group has decided to set up the 10 MW Bio-Mass power Plant and a 9 MVA submerged Electric Arc Furnace for manufacturing Ferro-Alloys.

The MD, WBREDA, Mr SP Gonchowdhury also had been to the venue today.

He said: "This is going to be the largest Bio-Mass Power Plant in the country. We encourage setting up such power plants which are eco-friendly." MD, Amrit group, Mr KC Dujari said: "The generation cost in this process will be Rs 2 per unit and the WBSEB has agreed to buy the power against payment of Rs 3 per unit. We shall try to set up another such plant here if the favourable trend continues."

Smooth sailing for West Bengal PSUs restructuring exercise

Social security, re-training of surplus workers and cooption of NGOs hold key to success

AT A time when the UPA Government is under pressure from the Left parties to reshape its divestment programme, the CPI (M)-led coalition government in West Bengal is almost cruising through with its programme on restructuring of state-controlled entities.

Since the onset of this exercise, which is being spearheaded by the Public Enterprises Department (PED), units have been closed, divested (to the extent of 74 per cent) and turned around.

THE GOVERNMENT HAD KICKED OFF ITS RESTRUCTURING EXERCISE IN 2003 WITH 26 PSUS WHICH WERE CONSIDERED A DRAIN ON THE STATE'S RESOURCES.

And, even as the Government readies itself to move onto the second phase of the exercise, involving public utilities with thousands on their rolls, the government's strategy of carrying the workers with it and emphasising on the rehabilitation part seems to be paying dividends.

According to former PED secretary Sunil Mitra, the social safety net programme (SSNP) is a key differentiator of West Bengal's approach to PSU restructuring.

Under the SSNP, the State Government has roped in several major institutions including the Ramakrishna Mission, the Indian Council of Small Industries and the Centre for Electronics Test Engineering for vocational training of the workers displaced as part of the restructuring exercise.

Since the launch of the SSNP in January 2004, about 700 workers have been covered in the first five phases of the training programme.

Effective retraining

An estimated 350 have secured alternative vocations, according to Mr Mitra. Small numbers when compared to the over 3,000 applications for early retirement scheme (ERS) received by the Government since the launch of the restructuring, but many feel that the phenomenon will catch on as success stories spread.

The high average age-profile (of over 50) of the majority of the workforce in the state PSUs, coupled with their low confidence levels, made the Government – as well their advisors on the restructuring process – design the training programme differently.

Thus, each worker was given the option of offering either himself or any other member of his family for the training which covered a gamut of courses repairing two-wheelers to PC maintenance and tailoring. In this way, it was possible to open up additional revenue opportunities to supplement the ERS payment.

The State Government had kicked off its restructuring exercise in 2003 with 26 PSUs which were considered a drain on the State resources.

However, prior to that, the Government held prolonged consultation with trade unions of all hues before circulating, as per their demands, a status paper. Apparently some 200 consultative meetings were held by the PED secretary with the minister himself joining in occasionally.

Great Eastern case

The case of Great Eastern Hotel is cited as an instance. Even as the Government made its stand clear, saying that running hotels was not its business and hospitality majors queued up to acquire a majority share in India's longest-running hotel, the Government remained firm in its intent but took on the burden of an unplanned outgo from its coffers to extend additional pay to ensure that all the workers avail themselves of the ERS.

A CANDIDATE FOR SALE: *The loss making West Bengal government owned Great Eastern Hotel is up for sale.*

In its PSU recast policy, the Marxist-led coalition adopted a policy of restructuring units which had potential, divesting those which were viable but needed funds-infusion and closing down those which had lost viability.

Of the 26 units which formed the pilot project for the Government, eight have been closed down, four are being revived through departmental efforts with manpower rationalisation and 14 have been identified as joint venture candidates.

Professional approach

Moreover, early on in its endeavour, the Government, to professionalise the entire exercise and also to ward off any charge of bias, roped in management consultants PriceWaterhouseCoopers, asset transfer management experts C B Richard Ellis and corporate law experts Amarchand & Mangaldas and Suresh A Shroff & Co as its partners in the project.

As it enters the crucial second phase it has drawn into the loop a global communications major to ensure the success of this phase, for which it is also eager to tap multinational funding (in addition to the existing support from the U.K.'s Department of International Development known as DFID to meet the estimated Rs. 1,700 crore cost of restructuring 29 companies, including transport and power sector utilities.

INDRANI DUTTA
in Kolkata

Buddha says no to talks with Maoists

OUR BUREAU

July 16: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today ruled out holding talks with Maoists.

"There is no question of holding a dialogue with those who believe in the politics of killing. They don't believe in democracy, they only resort to violence and murder," Bhattacharjee told a news conference at the Behrampore circuit house in Murshidabad this afternoon.

The chief minister was on a day's visit to the district to oversee the condition of areas affected by Padma erosion.

Bhattacharjee made it clear that the government would take stern action against Maoists "until they shun violence".

Last week, state CPM secretary and politburo member Anil Biswas had said the government would not initiate a dialogue with the extremists if they continue to attack party workers and policemen.

A fresh contingent of 900 policemen was sent to three Naxalite-infested districts — West Midnapore, Bankura and Purulia — today.

"Each district now has a special force comprising 300 trained police personnel and BSF jawans. The jungles will be combed with sophisticated gadgets like minesweepers, night vision binoculars and semi-automatic firearms," said a senior official of Purulia district police.

The police are expecting another strike by the Maoists within a few days. The extremists will observe martyrs' day — remembering those killed in "state-sponsored terrorism"— in the last week of this month.

"This time, they may strike somewhere in West Midnapore. Belpahari is one of their prime targets. An alert message has been sent to all the police stations and we are in constant touch with Bankura and Purulia police," said a senior official working on the extremists' activities in Bengal.

Basudeb Acharya, the CPM MP from Purulia, expressed concern over the rising number of extremist strikes and said it is not a state matter alone. "If police chase the Maoists away, they will take refuge in Jharkhand and disturb the state. I will raise the issue in Parliament, seeking the Centre's intervention," he added.

Leaflets against a CPM zonal committee secretary were distributed today at Kaichar under Manglakot police station in Burdwan, 180 km from the city. The leaflets allege misappropriation of government funds by the CPM leader.

Though no Naxalite outfit has claimed responsibility, police think Maoists are behind the leaflets.

The leader in question, Duryadhon Sar, said he would talk to his party seniors.

17 JUL 200 THE TELEGRAPH

রাজারহাটে তথ্যপ্রযুক্তি, আবাসন প্রকল্পে ৩,০০০ কোটি লগ্নি প্রসূনের

স্টাফ রিপোর্টার: রাজারহাটে তথ্যপ্রযুক্তি ও আবাসনোর যৌথ প্রকল্পে ৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বেঙ্গল ইউনিটেক ইউনির্ভাসাল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে সংস্থার অন্যতম অংশীদার অনাবাসী লগ্নিকারী প্রসূন মুখোপাধ্যায় বলেন, ছ'বছরে প্রকল্প নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে।

দেড়শো একর জমির উপর ছড়ানো এই প্রকল্পে ৫০ একরে তৈরি হবে তথ্যপ্রযুক্তি কমপ্লেক্স। বাকি ১০০ একরে তৈরি হবে আবাসন। তথ্যপ্রযুক্তির কাজে ব্যবহারের জন্য মিলবে ৫০ লক্ষ বর্গফুট জায়গা। আবাসনের জন্য পাওয়া যাবে এক কোটি বর্গফুট।

অনুষ্ঠানে হাজির রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছেন, শীঘ্রই ৪২ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে রাজারহাটে দেড় থেকে পাঁচ একর, নানা মাপের জমি দেওয়া হবে। গৌতমবাবু বলেন, এই সংস্থাগুলি কলকাতারই সংস্থা। এ শহর ভিত্তি করেই এদের ব্যবসা গড়ে উঠেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় ও গৌতমবাবু এ বিষয়ে যৌথ ঘোষণা করবেন।

তিনি আরও জানান, রাজারহাটে একটি পাঁচতারা ও একটি তিনতারা হোটেল তৈরি হবে। তিন তারা হোটেল কর্তৃপক্ষ ২৭ কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনেছেন ইতিমধ্যেই। পাঁচতারা হোটেল যাঁরা নির্মাণ করবেন তাঁদের সঙ্গেও আলোচনা এগিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাজারহাটে নতুন প্রকল্পের প্রতিরূপের সামনে প্রসূন মুখোপাধ্যায়, আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব, গর্ডন অ্যাফলেক, ডেভিড প্রিঙ্গলে।— তপন দাশ

রাজারহাটে জমির দাম অনেক বেশি, এই অভিযোগ মানতে নারাজ গৌতমবাবু। তিনি বলেন, রাস্তা, জল, বিদ্যুতের মতো নানা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা এখানে যে-ভাবে হচ্ছে তাতে এ দাম আদৌ বেশি নয়।

মোটরসাইকেল কারখানা। উলুবেড়িয়ায় মোটরসাইকেল কারখানা গড়তে ইন্দোনেশিয়ার সংস্থা ইন্দো মোবিলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হবে চলতি মাসের ২৬ তারিখে। ৬০ একর জমির উপর ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের গড়ে উঠবে এই প্রকল্প।

বছরে এক লক্ষ মোটরসাইকেল তৈরি করতে চায় ইন্দোমোবিল। পাঁচ বছরের শেষ ২০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে চান এই সংস্থার কর্তারা।

প্রসঙ্গত, ইন্দোনেশিয়ায় এই সংস্থা বছরে ১৩ লক্ষ মোটরসাইকেল তৈরি করে থাকে। সুজুকি ব্র্যান্ডে সেই মোটারসাইকেল বিক্রি হয় ইন্দোনোশিয়ায়। সমঝোতাপত্র সই করতে কলকাতায় আসবেন সালিম গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর বেনি স্যান্টোসো।

15 JUL 2006 ANADABAZAR PATRIKA

15 JUL 2011 AAJKAL

পুরনো নকশালপন্থীরা মাওবাদীদের সঙ্গে নেই: বুদ্ধ

'দেওয়ালের লিখন অনেকেই পড়তে পারছেন না'

আজকালের প্রতিবেদন: 'আজকের এই মাওবাদীদের সঙ্গে পুরনো নকশালপন্থীদের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা পুরনো নকশালবাড়ি আন্দোলনেরও ব্যাপার নয়। এই বিপদ সম্পর্কে কম গুরুত্ব দেওয়াটাই অপরাধ।' বললেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, পুরভোটে এই প্রথম বামফ্রন্ট ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১৫টা আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু দেওয়ালের লিখন আপনারা অনেকেই পড়তে পারছেন না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর দেখা যাবে কে কোথায় আছেন। পুরভোটের দিন পুলিসকে নিরপেক্ষ থাকতে বলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যে মাওবাদী আক্রমণ ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে রীতিমত সরব হন বিরোধী দলের সদস্যরা। এদিন স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের চলতি আর্থিক বছরের ব্যয়বরাদ্দ গৃহীত হল। তার আগে বাজেট-বিতর্কে অংশ নিয়ে পঙ্কজ ব্যানার্জি, গোবিন্দ নস্কর, অসিত মিত্র, শোভনদেব চ্যাটার্জি, সৌগত রায় তাঁদের ভাষণে মাওবাদী হামলার প্রসঙ্গ তোলেন। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মাওবাদীদের আন্দোলনকে অন্য প্রসঙ্গে মিশিয়ে ফেলবেন না। কানুবাবু (কানু সান্যাল), অসীম চ্যাটার্জি, সন্তোষ রানার মতো পুরনো নেতারা ওদের সঙ্গে নেই। ওদের বুঝতে হবে। বুদ্ধদেব বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ওদের সূত্রপাত। নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গে করিডর করছে। দুই রাজ্যের সীমান্তে বিস্তীর্ণ এলাকা জঙ্গল। এই বিপদ রুখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথাও ভাবতে বলেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে তুলে আনাটাই বড় সাফল্য। উন্নয়নের ছায়া পড়েছে বলে মাওবাদীরা এত মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের নেতাদের ধরা হচ্ছে। তাই আক্রমণে মরিয়া ওরা। কেন্দ্রের সঙ্গেও আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। এদিকে রাজ্যে নারী নির্যাতন ও পণ প্রথা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ব্যাপারে বিরোধী দলেরও সাহায্য চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী আগস্ট মাসে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। মুম্বই বা দিল্লির তুলনায় এ রাজ্যে অপরাধ অনেক কম। সবচেয়ে কম পুলিস বাহিনী নিয়ে হাইওয়েতে ডাকাতি, রাহাজানির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাতেও ভাল অবস্থায় রয়েছে রাজ্য। এদিকে বারিকুল থানার নিহত ওসির পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা দেবে সরকার। এ ছাড়া দলীয় কর্মী ও নেতা যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে দল দেখবে। দল সরকারের কাছে আবেদন করলে তখন সরকার দেখবে। জানান মুখ্যমন্ত্রী। ৯ জুলাই বারিকুল এবং বান্দোয়ানে মাওবাদী জঙ্গিরা কীভাবে আটঘাট বেঁধে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও হত্যা করে এবং বোমার ব্যাগ রেখে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ রাজ্যের পুলিসের 'ইনটেলিজেন্স' কাজ করেনি এ কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা ভুল করছেন। নির্দিষ্টভাবে ওই আক্রমণের ঘটনার খবর হয়ত পাইনি। কিন্তু আমাদের ইনটেলিজেন্সের খবরেই তো গ্রেপ্তার করেছি মাওবাদীদের প্রথম সারির নেতা সুশীল রায় ও পতিতপাবন হালদারকে। জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য মিলেছে। সেদিন আক্রমণের আগে ঘাটশিলার পাশে একটি পাহাড়ে ধারাগিরির গোপন আস্তানায় মাওবাদীরা বৈঠক করেছিল বলেও জেনেছে পুলিস।

এরপর ৫ পাতায়

পুরনো নকশালপন্থীরা

১ পাতার পর

৭০ শতাংশই বাইরের লোক। এ রাজ্যে ২২ জন আছে। এদের নামধাম সব সরকারের কাছে আছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মৃত মহেন্দ্র মাহাতো ১৫ বছর সি পি এম পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এবং উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েই মাওবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এক প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়াতে এ বছরেই শুরু হবে সাবসিডিয়ারি ট্রেনিং সেন্টারের কাজ। এ পর্যন্ত ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এখানে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ হবে। এ ছাড়াও রাজারহাট নিউটাউনে ২০ একর জমির ওপর গড়ে উঠবে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাব। আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছেন, ওখানে কেন্দ্রীয় নারকোটিক বিভাগেরও একটি উন্নত ল্যাবরেটরি তৈরি হবে।

Ghisingh softens a bit ahead of talks with Buddha

Debasis Sarkar
BAGDOGRA/SUKNA 14 JULY

TOUGH task awaits Buddhadeb Bhattacharje as he gets ready to meet Subash Ghisingh o Friday, in order to draw the future map o DGHC area under the 6th Schedule of the Indiar Constitution meant for tribal areas of the country.

While exposing his latest political game plan on Thursday, just before leaving for Kolkata, Mr Ghisingh appeared too soft while speaking on his demand for Dooars to be included under DGHC. While remaining firm on his demand for Siliguri. "As an integral part of Darjeeling district, Siliguri is a must for us," he said. Mr Ghisingh had earlier mobilised the GNLF force to support his demand for Dooars. But, on Thursday he just said: "We don't have any objection if the state gives Dooars too."

As a matter of fact, the share of tribal population to the total populace in Dooars is much higher than that of Darjeeling plains including Siliguri. Eventually, getting Dooars within the DGHC jurisdiction would be a better proposition to justify the inclusion of the entire new DGHC area under the 6th Schedule. According to political observers here, Mr Ghisingh is being low voiced in voicing his demand for the inclusion of Dooars area of the Jalpaiguri district. His bargaining stand to have Siliguri would give him more consolidated administrative power over entire Darjeeling district. However, after accepting a series of demands that Mr Ghisingh had been making for the last couple of months, it would be difficult for Mr Bhattacharjee to deny the latest two, as it would eventually insist the entire GNLF force to bring back the action packed late 80's to the Darjeeling hills.

At the same time, Mr Bhattacharjee's acceptance to allow the inclusion of either Siliguri or Dooars within DGHC jurisdiction won't be palatable for either the Jalpaiguri or Darjeeling districts.

Also keeping in mind that the districts are solid vote banks for CPM, having a potential of leaving a strong adverse effect on the forthcoming assembly elections next year. Meanwhile, giving a twist to the political drama, through a deputation given to Mr Ghisingh at Kolkata, the Dooars Tribal Action Committee, which had supported him earlier, warned of vigorous after effects if it is not taken under the DGHC canopy.

Jul 20 The Economic Times

15 JUL 2005

Home is where the unlimited worry is

DELIMITATION PANEL PROPOSAL TO INCREASE SEATS ALONG POROUS BORDER SPARKS CONCERN IN DELHI

Manash Ghosh in Kolkata

July 14. — The national delimitation commission has referred the matter of creating new West Bengal Assembly and Lok Sabha constituencies to the Union home ministry because "national safety and security is at stake". The shape and size of the state's 294 Assembly and 42 Parliamentary constituencies is now uncertain.

The opinion in Delhi is that this highly-sensitive matter be kept in abeyance because, like the anti-foreigners' issue in Assam, it too has the potential of snowballing into a major conflagration that could unsettle the entire eastern region.

What has raised eyebrows is the way West Bengal's chief electoral officer Mr Basudeb Banerjee and chairman of the state election commission Mr Ajoy Sinha (both of whom are members of the delimitation commission) have "rewarded" eight bordering districts — South and North 24-Parganas, Nadia, Murshidabad, Malda, South and North Dinajpur and Darjeeling — with 18 extra Assembly seats. These districts are widely believed to be home to hundreds of thousands of illegal Bangladeshi immigrants and put together have 118 Assembly constituencies at present.

Another issue that has apparently perturbed Delhi is that on the plea of delimiting constituencies, Kolkata has been sought to be punished by axing 11 of its existing 22 Assembly constituencies. Not only Kolkata, but seven "interior" districts — Purulia, Bankura, Burdwan and Hooghly — too have been targeted for seat reduction. Their combined tally of Assembly seats, according to the proposal, has to come down from the existing 102 to 94.

Intelligence agencies are said to have pointed out the "sinister implications" of the proposal which, according to them, amounts to putting a premium on infiltration. "If the proposal goes through, more power will be wielded by foreigners in the bordering districts than by Indian citizens of Kolkata and the interior districts. This shift in power will have huge political and security ramifications," a senior home ministry official said.

What has surprised the Centre is that the justification that's been provided for increasing seats in the bordering districts – the rise in population there – has apparently overlooked causes other than the purely biological for this increase in numbers. The data resorted to in the proposal claims that while there's been a phenomenal growth of the Muslim population in the bordering districts, the Hindu population has declined. For instance, in Malda while the Muslim population has risen from 39 per cent to 50 per cent, that of Hindus has declined from 63 per cent to 49 per cent. In Murshidabad, the figures are 55 to 64 per cent and 44 per cent to 35 per cent respectively. In North Dinajpur, the Muslim population is pegged at 47 per cent (up from 30 per cent) against a sharp fall in the case of Hindus — from 69 to 51 per cent. But the point that's been omitted is that infiltration from Bangladesh — encouraged by local panchayats and abetted by corrupt local administrations — has played a major role in this growth of population, an official pointed out.

The proposal to create a Bongaon Lok Sabha seat which will include two new Assembly segments — Kalyani in Nadia and North Bongaon in North 24-Parganas — has also raised hackles within Intelligence circles.

The area is believed to have one of the highest concentration of illegal immigrants, many of whom are reportedly involved in the drugs and arms trades and in trafficking women and children.

Pre-emptive move

Left union in a face-saving exercise

The success of the early retirement scheme at the Great Eastern Hotel prior to its handover to private enterprise is cause for satisfaction, however delayed the whole process was. Both the Left union and Intuc have been compelled to fall in line. Left unions, however, consider it necessary to engage in a face-saving exercise in order to protect their influence among staff of other state-owned enterprises that, like the Great Eastern Hotel, have fallen on hard times. This explains the pre-emptive move by the CPI-M-backed state coordination committee, through a memorandum to the chief minister, of rejecting the idea of an early retirement scheme in 29 other state-owned units, most of which are running at huge losses. It is accepted that the units need a revamp. In the present context, this means handing them over to private enterprises capable of pumping in fresh funds. Even Writers' Building would admit, though not publicly, that it is advisable for the government to withdraw from businesses like printing, textiles, agro-industries and dairies. The coordination committee must thus perform a balancing act: help the government shed its financial burdens while assuring staff in these units that their future is secure.

The coordination committee's dilemma is understandable but it cannot hope to protect itself by selling untenable ideas. Its leaders suggested to the chief minister that staff of loss-making state enterprises be deployed in government departments. Two issues come in the way. First, can a hopelessly overstaffed government actually have vacancies? Second, will staff possess the specialised skills, or the will to learn these, that must form the basis of effective redeployment? Trade unions have a very narrow perspective. Retaining their flock through redeployment obviously suits them more than early retirement. But at what cost to the state? Buddhadeb Bhattacharjee is given to making sensible noises when addressing chambers meetings but is obliged to strike a different tone with "friendly" unions. It will be interesting to see how he resolves the dilemma. The truth survives that while the Yechuris find it easy to shoot down disinvestment in Bhel, hard solutions must be found on home turf.

4 JUL

THE STATESMAN

পিএসি-তে মনোনয়নে সুব্রতর সহায় সিপিএম, দ্বিধায় কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার: বিধানসভার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি— পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পি এ সি-র নির্বাচনে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়েছেন কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতৃত্ব।

অন্য দিকে, সুব্রতবাবুর মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার জন্য তৈরি সি পি এম। দীর্ঘ দু'দশক ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পি এ সি-র চেয়ারম্যান-পদে থাকা সুব্রতবাবুর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে সি পি এমের সূত্র, এর আগের বার দলছুট তৃণমূল বিধায়ক শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের মনোনয়ন নিশ্চিত করেছিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস মিলিত ভাবে। মূলত তৃণমূলকে কোণঠাসা করতেই। সি পি এমের প্রস্তাব, এ বার শিবদাসবাবুর জায়গায় তৃণমূল-ছুট সুব্রতবাবুকে রাখা হোক।

পি এ সি-র সদস্য-সংখ্যা ১৫। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ জুলাই। চলতি পি এ সি-তে সি পি এম-সহ বামফ্রন্টের সদস্য-সংখ্যা ১০। তৃণমূলের তিন এবং কংগ্রেসের দুই। কংগ্রেসের দুই সদস্য হলেন আব্দুল মান্নান ও শিবদাস মুখোপাধ্যায়। তৃণমূলের তিন সদস্য হলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সৌগত রায় ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ ভাবে ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ১৫ সদস্যের কমিটির নির্বাচনে ভোটাভুটি হলে বাম সদস্যের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী কমিটি নির্বাচন হয় আপসেই। বামফ্রন্ট বেশি আসনই ছাড়ে বিরোধীদের। সি পি এমের এক পরিষদীয় কর্তার কথায়, কংগ্রেস-তৃণমূল যদি আমাদের ভোটাভুটির দিকে ঠেলে দেয়, তা হলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। তবে তাতে তৃণমূল দু'টি এবং কংগ্রেস একটির বেশি সদস্যপদ পাবে না। কিন্তু আমরা চাই না, প্রথা ভেঙে পি এ সি-তে নির্বাচন হোক।

তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন চায় না। তারা মনোনয়নের মাধ্যমেই তাদের তিন জন সদস্য চায়। বিধানসভার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পি এ সি-র চেয়ারম্যানের পদটিও চায়। আজ, বৃহস্পতিবার তৃণমূল তাদের তিন সদস্যের নাম চূড়ান্ত করবে।

কংগ্রেস একটি পদে মান্নানের নাম চূড়ান্ত করেছে। কিন্তু সুব্রতবাবুকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধায় আছে তারা। কারণ, সুব্রতবাবু রাজ্যে আরও একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাদের বক্তব্য, সুব্রতবাবু সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিলে এই সমস্যা হত না।

তবে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, সুব্রতবাবু সম্পর্কে কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতারা হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছেন বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই। কারণ, সোমেন-শিবির ও সোমেন-বিরোধী শিবির নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আঁতাঁতের জন্য উন্মুখ। নিজেদের আসন বাঁচাতেই তাঁর সহায়তা তাদের প্রয়োজন। কিন্তু সুব্রতবাবুকে মনোনয়ন দিলে মমতার বিরাগভাজন হতে হবে। মেজাজি মমতা কী ভাবে বিষয়টি নেবেন, তা নিয়েই সংশয়ে কংগ্রেসের পরিষদীয় কর্তারা। তবে সুব্রতবাবু যে-ভাবে দিল্লিতে বসে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত পরিষদীয় কংগ্রেসের আপত্তি ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না।

স্পিকার কিন্তু চাইছেন না, পি এ সি নিয়ে ভোটাভুটি হোক। চাইছেন না বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেবও। ১৫ সদস্যের কমিটিতে শিবদাসবাবুর পরিবর্ত হিসাবে সুব্রতবাবু এবং তৃণমূল তাদের সাবেক সদস্য সুব্রতবাবুর পরিবর্ত হিসাবে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করুক, এটাই বামেদের সমাধানসূত্র।

আর চেয়ারম্যান? কমিটির ১৫ জন চূড়ান্ত হওয়ার পরে পি এ সি-র পরবর্তী চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নির্ভর করছে স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমের উপরেই। এটা তাঁরই অধিকার। তবে সাধারণ প্রথা অনুযায়ী প্রধান বিরোধী দলের মধ্য থেকে পি এ সি-র চেয়ারম্যান হলেও অন্য বিরোধী সদস্যদের কেউ চেয়ারম্যান হতে পারবেন না, এমন কথা কোথাও লেখা নেই বলে জানিয়েছেন স্বয়ং স্পিকার। সুতরাং সেই ক্ষেত্রেও সুব্রতবাবুর সহায় হতে পারে বামফ্রন্ট।

ANADABAZAR PATRIKA

ন'টি রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী চায় কেন্দ্র ● পরিষেবায় ঘাটতি মানছে সিপিএম-ও

বিস্ফোরণের পন্থা পাল্টে গ্রেনেডেই ও সি-হত্যা

দেবজিৎ ভট্টাচার্য

যে-বিস্ফোরক ফেটে বারিকুল থানার ও সি প্রবাল সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়েছে, সেটি আসলে একটি শক্তিশালী গ্রেনেড। তবে কোথাও ধাক্কা খেয়ে ওই বিস্ফোরক ফাটে বলে পুলিশের যে-চলতি ধারণা রয়েছে, এই গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। যে-প্রক্রিয়ায় গ্রেনেডে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, সেই বিষয়েও সম্যক ধারণা ছিল না পুলিশের। সেই অজ্ঞতারই খেসারত দিতে হল প্রবালবাবুকে।

শুধু আক্রমণের ধাঁচ বদলানো নয়, প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারেও দিন দিন পরিবর্তন আনছে মাওবাদীরা। এ কথা মানছেন পুলিশকর্তারাও। বারিকুলের মাজগেড়িয়ায় সি পি এম নেতা রঘুনাথ মুর্মুর মৃতদেহের পাশে যে বিশেষ অভিসন্ধি নিয়েই গ্রেনেড-ভরা ব্যাগটি ফেলে রাখা হয়েছিল, প্রাথমিক তদন্তে তা খোলসা হয়ে গিয়েছে পুলিশের কাছে। মাওবাদীরা জানত, মৃতদেহের কাছে পড়ে থাকা ব্যাগ দেখে পুলিশ সেটি নাড়াচাড়া করবে বা খুলে দেখবে। বারিকুল থানার ও সি সেই ফাঁদেই পা দিয়েছেন।

নিচু হয়ে বসে ব্যাগটি খুলতেই বিস্ফোরণে প্রবালবাবুর শরীরের উপরে অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, বিস্ফোরণ ঘটাতে গ্রেনেডে ব্যাটারির বদলে স্প্রিং ব্যবহার করেছে মাওবাদীরা। সেই কারণে ব্যাগের চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ফেটে যায়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায় বলেন, "ব্যাগের চেন খুলতেই বিস্ফোরণ ঘটে।" ওই বিস্ফোরণে ও সি-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ১৯ জন পুলিশকর্মী জখম হন। তদন্তকারী পুলিশের মতে, গ্রেনেডটি তেমন শক্তিশালী ছিল না। তাই মৃতের সংখ্যা বাড়েনি। যে-হেতু মাওবাদীরা আগে কখনও এ-রকম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেনি, সেই কারণে ডিরেক্টর (সিকিওরিটি) এ কে মালিওয়ালকে ডি জি-র সঙ্গে ঘটনাস্থলে পাঠায় রাজ্য সরকার। মালিওয়ালই দিন সাতেক আগে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের এস পি, ও সি এবং বাছাই করা অফিসারদের বিস্ফোরক সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। বারিকুলের ও সি-ও ছিলেন সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে।

এত দিন ল্যান্ডমাইন ফাটিয়ে বা গুলি চালিয়ে পুলিশ খুন করেছে মাওবাদীরা। সম্প্রতি পুলিশ এ ব্যাপারে বেশি সতর্ক হয়ে যাওয়ায় তারা অন্য পথ বেছে নিয়েছে। এক পুলিশকর্তা জানান, যে-রাস্তায়

এর পর পাঁচের পাতায়

'উন্নয়ন'-এর খতিয়ান

- স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও নেই। হাতুড়ে চিকিৎসক ভরসা
- কুয়োর জল ছেঁকে খেতে হয়
- সেচ নেই। চাষবাস বৃষ্টি-নির্ভর
- বিদ্যুৎ বলতে শুধু খুঁটি পড়েছে
- স্কুল নেই
- রাস্তা খানাখন্দে ভরা
- যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল

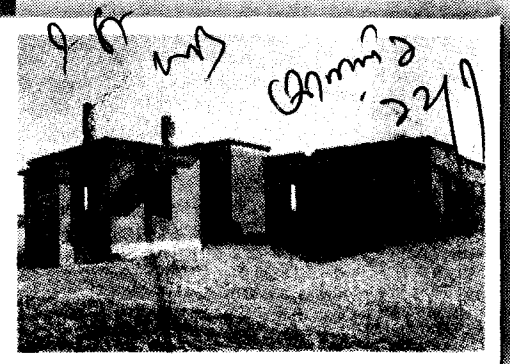

বদলে গেল বয়ান

অনিল বিশ্বাস ১০ জুলাই

সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ যুক্ত হওয়ায় জনযুদ্ধ-মাওবাদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষকে তারা আর বিভ্রান্ত করতে পারছে না। তাই হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছে।

অনিল বিশ্বাস ১১ জুলাই

রাতারাতি তো পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন হয় না। কিছু জায়গায় উন্নয়ন কম হতে পারে। আসলে মাওবাদীদের বিস্তারের কারণ কেবল উন্নয়ন না-হওয়া নয়। কিছু যুবককে ওরা বিভ্রান্ত করছে।

নকশাল দমনে নেই কোনও সমন্বয়

অগ্নি রায় ও সুনন্দ ঘোষ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: ন'টি রাজ্যেরই সমস্যা এক। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের রাশ ভিন্ন হাতে। এ বার নকশাল দমনে ওই রাজ্যগুলিকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসতে চাইছে কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহার। গায়ে লাগালাগি পাঁচ রাজ্যে পাঁচ সরকার। পাঁচ সরকারের নীতি আলাদা। তবে ওই পাঁচ রাজ্যই মাওবাদী অধ্যুষিত। আর পাঁচ রাজ্যেই মাওবাদীরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এক ছাতার তলা থেকে। তাদের মোকাবিলায় এ বার ওই রাজ্য প্রশাসনগুলিকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে বলল কেন্দ্র। এমন একটি বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যারা মাওবাদী দমনে ওই সব রাজ্যে একসঙ্গে অভিযান চালাবে।

বাহিনীর নাম ঠিক হয়েছে 'ইউনিফায়েড কমান্ডো'। শুধু ওই পাঁচ রাজ্য নয়, মাওবাদী অধ্যুষিত বাকি চার রাজ্যেও (মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র) থাকবে ওই বাহিনীর অবাধ গতি। এক জন কমান্ডারের নির্দেশে ন'টি রাজ্যেই অভিযান চালাবে ওই বাহিনী। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পুলিশবাহিনী তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলবে। এর আগে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে সুফল পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ।

শনিবার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় মাওবাদী হামলার পরে এ বার নকশাল অধ্যুষিত ন'টি রাজ্যে সন্ত্রাস দমনের জন্য একটি বাহিনী তৈরি করার প্রস্তাব এল দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বৈঠকেই। সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ পর্যায়ের সংসদীয় কমিটির যে-প্রশাসনিক বিষয়ক বৈঠক ছিল, তা কার্যত নকশাল বিষয়ক বৈঠকেই পর্যবসিত হয়। মন্ত্রক সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, নেপাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত নকশালেরা যখন নিজেদের মধ্যে ইউনিফায়েড কমান্ডো বাহিনী গ করে ফেলেছে, তার মোকাবিল কেন্দ্রের তরফে কোনও ঐক্যব রণনীতি নেই কেন?

রাজ্যের পুলিশ অফিসারেরা অবশ্য মনে করছেন, গত কয়েক মাসে আধা-সামরিক বাহিনী এবং সাধারণ পুলিশকে নিয়ে মেদিনীপুর-পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় যথেষ্ট অভিযান চালানো হয়েছে। ফলে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বেশ কয়েক জন শীর্ষ নেতা ধরা পড়ার পরে মাওবাদীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এই আক্রমণ চালানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল যুক্তি দেখিয়েছেন, নকশাল-সমস্যার চরিত্র, তার স্থানীয় জনভিত্তি, সেই জনভিত্তির চরিত্র সবই বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল

এর পর ছয়ের পাতায়

উন্নয়ন শুধুই ঢক্কানিনাদ, তাই দাপট মাওবাদীদের

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর দত্ত

বারিকুল ও বান্দোয়ান: কৃষিপ্রধান এলাকায় চাষের কাজে বৃষ্টি-নির্ভরতা কাটাতে না-পারা যদি উন্নয়ন হয়, তা হলে বাঁকুড়ার বারিকুল বা পুরুলিয়ার বান্দোয়ান অবশ্যই উন্নত।

কুয়োর ঘোলা জল ছেঁকে তা পানের যোগ্য করে নেওয়াটা যদি উন্নয়নের সোপান হয়, তা হলে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে গিয়েছে বান্দোয়ান।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাব মেটাতে যদি মানুষকে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়, সেটাও নিঃসন্দেহে ঈর্ষা করার মতো উন্নয়ন।

একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে বিদ্যুৎ পৌঁছনো বলতে যদি কেবল খুঁটি বসানো বোঝায়, তা হলেও মানতে হবে, গ্রামের উন্নতি ঢাক পিটিয়ে প্রচার করার মতো।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বারিকুল-বান্দোয়ানের কোনও মানুষের কাছে উন্নয়নের ফিরিস্তি চাইলে এই ধরনের বহু তথ্যই পাবেন। রবিবার অনিলবাবু মন্তব্য করেছিলেন, উন্নয়নে উদ্বিগ্ন হয়েই মাওবাদীরা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার দুই গ্রামে হামলা চালিয়েছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরে রাজ্য সরকার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চালিয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছিল, অসুখে ভুগে মৃত্যু হয়েছে। এক মাস পরে অনাহারের কথা স্বীকার করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনিলবাবু নিজের মন্তব্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। জেলাগুলি থেকে পরিসংখ্যান পাওয়ার পরে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকও বুঝতে পেরেছেন, উন্নয়ন সব জায়গায় সমান ভাবে হয়নি। বিশেষত, আদিবাসী এলাকায়। আর সেই ছিদ্র দিয়েই ঢুকে পড়েছে মাওবাদীরা।

সোমবার অনিলবাবু বলেছেন, "উন্নয়ন হয়নি, তা নয়। সরকার স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তা সবই করেছে। কিন্তু রাতারাতি তো উন্নয়ন হয় না। কিছু জায়গায় উন্নয়ন কম হয়ে থাকতে পারে।" সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকের মতে, "আসলে এই মাওবাদীদের বিস্তারের কারণ কেবল উন্নয়ন না-হওয়া নয়। নানা কথা বলে কিছু যুবককে ওরা বিভ্রান্ত করছে।" বামফ্রন্টের শরিকেরাও উন্নয়নের ব্যাপারে অনিলবাবুর এ দিনের মন্তব্য সমর্থন করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস এবং আর এস পি-র রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই সুর। দু'জনেই মনে করেন, খুনের রাজনীতিতে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। দু'জনেই উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত করার পক্ষপাতী।

গ্রামগুলিতে মাওবাদীদের অস্তিত্বের কথা অনিলবাবু কার্যত স্বীকার করে নিলে কী হবে, রানিবাঁধের সি পি এম বিধায়ক মকর টুডু অবশ্য এ দিনও দাবি করেন, "এখানে মাওবাদী বলে কিছু নেই। বাইরের কিছু লোক এসে হামলা চালিয়ে গিয়েছে।" নেতাদের কথা থাক। এক বার দেখে নেওয়া যাক, বাঁকুড়ার বারিকুল আর পুরুলিয়ার বান্দোয়ান এই একবিংশ শতাব্দীতে কোন অবস্থায় আছে।

বারিকুল: গ্রামের নাম রাওতড়া। বাঁকুড়ার রানিবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতি এবং রাওতড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি মৌজা। প্রায় এক হাজার বাসিন্দার এই গ্রাম পঞ্চায়েতটিই জেলার 'দরিদ্রতম' বলে চিহ্নিত হয়েছে কেন্দ্রের 'রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা'র সমীক্ষায়।

পাকা রাস্তা জোটেনি গ্রামটির ভাগ্যে। জোটেনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আসেনি বিদ্যুৎও। যায়নি কেন্দুপাতার উপরে নির্ভরতাও। উন্নয়ন রয়ে গিয়েছে কাগজে-কলমেই। এক বার অসুস্থ হয়ে পড়লে হাতুড়ে চিকিৎসক ছাড়া উপায় নেই বারিকুলের ৩০টি মৌজার মানুষের। কারণ, ৩০টি মৌজার জন্য রয়েছে মাত্র একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে নার্স এবং চিকিৎসকের সংখ্যা এক এবং এক। তাঁরা রোজ বাঁকুড়া শহর থেকে আসেন। বেলা থাকতেই ফিরে যান। বিদ্যুৎ নেই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। উন্নয়নের জোয়ার এমনই যে, সেখানে চিকিৎসক ও নার্স রাত্রিবাস করতে সাহস পান না।

উন্নয়নের এই ছবিটা সর্বত্র অবশ্য সমান নয়। কিছু গ্রামে রয়েছে মোরাম রাস্তা। কিন্তু রাওতড়ায় পিচরাস্তা তো দূর অস্তু, মোরাম বা কাঁচা রাস্তাও তৈরি হয়নি। আবার ফুলঝোড়, বাগডুবি, সিংলহর, বাঁশগেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে পানীয় জলের যথাযথ ব্যবস্থাও করতে পারেনি প্রশাসন।

সি পি এম নেতা রামপদ মাঝি খুন হওয়ার পরে রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়ে কিছুটা উন্নয়নের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু কাজে গতি আসছে কই?

বান্দোয়ান: বান্দোয়ানের কেন্দাবনি গ্রামে গিয়ে এক গ্লাস খাবার জল চাইলে বাসিন্দারা বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ, তাঁরা যে-জল খান, তা বাইরের কেউ খেতে পারবেন না, সেটা গ্রামবাসীরা জানেন। একটিও নলকূপ না-থাকায় বান্দোয়ানের গ্রামের বাসিন্দারা এখনও গামছা অথবা ন্যাকড়ায় ছেঁকে গ্রামের একমাত্র কুয়োর ঘোলা জলই খান। সেই জল কি বাইরের লোককে দেওয়া যায়!

স্বাস্থ্যের হালও তথৈবচ। রাজগ্রামের বাসিন্দা সহদেব তন্তুবায়ের অভিযোগ, চিকিৎসা-পরিষেবার কোনও সুযোগ নেই। ফলে ১৬ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে বান্দোয়ান

এর পর ছয়ের পাতায়

● মাওবাদী হামলার আরও খবর...পৃঃ ৪ ও ৫

পন্থা পাল্টে গ্রেনেডেই

প্রথম পাতার পর

ল্যান্ডমাইন পোঁতা আছে, সেখানে না-গেলে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে না। মাওবাদীদের এ-রকম বেশ কিছু চেষ্টা বিফল হয়েছে। ওই পুলিশকর্তার অভিমত, ব্যাগে গ্রেনেড ভরে যে-কোনও সময় যেখানে-সেখানে অনায়াসে যাওয়া যায় বলে তারা বিস্ফোরণ ঘটানোর ওই নতুন পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। মাওবাদীরা যে-পরিমাণ প্রাণঘাতী অস্ত্র জোগাড় করেছে, তা নিয়ে চিন্তিত রাজ্য পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে ক্লেমোর মাইন নিয়ে এসেছে তারা। ল্যান্ডমাইনের মতোই ভয়াবহ ওই মাইন। পুরো নাম 'অয়্যার ট্রিগার্ড ডিরেকশনাল অ্যান্টি পার্সোনেল ক্লেমোর মাইন'। নামেই বোঝা যায়, বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান গেরিলারা প্রথম ওই মাইন ব্যবহার করে। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকাও ওই মাইন ফাটায়। পরবর্তী কালে এল টি টি ই ক্লেমোর মাইনের সাহায্যে বহু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর উপরে হামলাতেও ক্লেমোর মাইন ব্যবহার করেছিল জনযুদ্ধ।

মাইন ছাড়াও মাওবাদীরা যে

নেই কোনও সমন্বয়

প্রথম পাতার পর

সন্ত্রাসের সঙ্গে ওড়িশা, বা অন্ধ্রপ্রদেশের কোনও মিল নেই। তাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যেরই এগিয়ে আসা উচিত। অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো ইত্যাদি ব্যাপারে মদত দিতে কেন্দ্র কখনওই পিছপা নয়। পাটিল যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আছে রাজ্য পুলিশবাহিনীর আধুনিকীকরণ, দীর্ঘমেয়াদে আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন, মানুষের আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূর করা, স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি, গোয়েন্দা সংস্থাকে আরও সুসম্বদ্ধ করার মতো বিষয়।

মাওবাদীরা যে আক্রমণ হানতে পারে, তা আগে থেকে আঁচ করেছিলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারাও। কিন্তু এত বড় রাজ্যের কোথায় সেই আঘাত আসবে, তা কেউই জানতেন না। এক পদস্থ অফিসারের মতে, "রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি ইঞ্চি তো পাঁহারা দেওয়া সম্ভব নয়। এমনকী মাওবাদী অধ্যুষিত তিন জেলার সর্বত্র পুলিশ দিতে গেলে সব রাজ্যের পুলিশ ওখানে পাঠাতে হবে।" অনুমান করা হচ্ছে, পশ্চিম মেদিনীপুরে পুলিশের সাঁড়াশি আক্রমণে বিপর্যস্ত মাওবাদীরা পাল্টা আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিল পাশের দুই জেলাকে।

গত কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ হানা দিয়ে গ্রেফতার করেছে মাওবাদীদের পলিটব্যুরোর নেতা সুশীল রায়কে। তাঁর সঙ্গেই ধরা পড়েন রাজ্য সম্পাদক পতিতপাবন হালদার ওরফে দিনু। এ ছাড়াও পুলিশ পরপর গ্রেফতার করে উত্তরবঙ্গের জোনাল কমিটির সদস্য প্রশান্ত, রাজ্য কমিটির দুই সদস্য কিশোর এবং প্রসূনকে। রাজ্য পুলিশের মতে, পরপর এত জন উচ্চপদস্থ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হওয়ার পরে মাওবাদীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছিল। তাই ওদের নিজেদের প্রমাণ করার তাগিদ ছিল।

সোমবারেই নেপালে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে দিল্লি ডেকে পাঠানো হয়েছে, সন্ত্রাসের বিষয়টি জানানোর জন্য। এই হামলার পিছনে নেপালের মাওবাদী সংগঠনের হাত কতটা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে নয়াদিল্লি।

উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ভরসা।

যে-কাঁটাগোড়ার জঙ্গলে ও সি নীলমাধব দাস খুন হয়েছেন, সেই এলাকার কাঁটাগোড়া গ্রাম পর্যন্ত দিনে একটি বেসরকারি বাস পাওয়ার কথা থাকলেও বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেই বাস আসে মালিকের মর্জিমাফিক। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ্ত সিংহ বলেন, "সাইকেলই আমাদের একমাত্র ভরসা।" অন্য পাশে দুয়ারশিনি এলাকা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হলেও দুপুরে বান্দোয়ান থেকে আসে একটিমাত্র গাড়ি। আধ ঘণ্টা থেকে সেটি বেরিয়ে যায়।

২০০৩ সালের অক্টোবরে ও সি নীলমাধব দাসের হত্যাকাণ্ডের পরে কিছু পাকা রাস্তা তৈরি হলেও পানীয় জল বা স্বাস্থ্য পরিষেবার মাপকাঠিতে আর-পাঁচটা পিছিয়ে পড়া এলাকার কাছাকাছিই আছে এই জায়গা। পুরুলিয়ার জেলাশাসক মুকুল সরকার জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী বান্দোয়ানের আদিবাসী অধ্যুষিত ১৩৫টি মৌজার মধ্যে ৭৮টি মৌজাই পশ্চাৎপদ।

সেচ বলতে কিছুই নেই। জুলাইয়ের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ায় এসে জেলাশাসক ও জেলা সভাধিপতির সঙ্গে বৈঠকে বসে জানিয়েছিলেন, অনুন্নত এই জেলার জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কাজে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র পুরুলিয়া শহরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা সেরে জানিয়ে দেন, উন্নয়নের কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। নইলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে।

কলকাতায় বসে যে যার নিজের মতো বিবৃতি দিলে কী হবে, এলাকায় গিয়ে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারেন না মন্ত্রীরাও।

ANADABAZAR PATRIKA

12 JUL 2005

EXPLOSIONS IN BANKURA

Govt admits Intelligence failure

Statesman News Service

KOLKATA, June 11. — The state government today admitted that Intelligence failure had led to Saturday night's blasts in Bankura, allegedly by Maoists, that killed OC Barikul Prabal Sengupta.

The home secretary, Mr Prasad Roy, said: "The state government is seriously concerned about curbing subversive activities by Naxalites in the state. We failed to receive information on time. In many cases we are not getting information on time and these Intelligence lapses often lead to such massacres."

It was learnt that the chief minister during a high-level meeting had asked for gearing up Intelligence gathering. Earlier, in the day, the chief minister held a meeting with the chief secretary, home secretary, DGP, ADG (IB) and IG (IB). It was learnt that the DGP, who visited the spots yesterday, today submitted a report to the chief minister.

Tension prevailed at Netaji Palli in Barasat today when printed posters with anti-government slogans and Maoists' call for an armed revolution was pasted on most of the boundary walls of different buildings. Mr Praveen Kumar, SP, said: "We have initiated an inquiry into the matter." Earlier, the police received intimation that Bapi Goswami of Netaji Palli was a CPI-Maoist activist. Though he is absconding, police seized many documents, detained his brother and sealed his house.

Mr Roy described Saturday's incident as "most unfortunate. He said, OC Prabal Sengupta's death was due to lack of preventive measures. "Sengupta might have thought the bag contained some important documents and tried to pull the chain when the blast occurred and killed him. Earlier, the police cautioned the local residents against touching the bag.

Walk-out

KOLKATA, July 11. — Trinamul Congress and Congress legislators today staged a walk- out separately in the Assembly after the Speaker Mr H A Halim refused to allow a discussion on the adjournment motion on the killing of three people including two CPI- M leaders and the officer incharge of Barikul in Purulia district on Saturday night. Tabling the adjournment motion Mr Saugata Roy of Trinamul Congress said that the extremist groups had become very active in the districts of West Midnapore, Bankura and Purulia. He demanded a statement of the chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee on the matter. Mr Asit Mitra of Congress said that due to oppression of poor people by the CPI- M leaders and sheer negligence of the state government to develop the area more and more people are joining the extremist groups. Mr Halim said that the chief minister would give a reply on 14 July. — SNS

12 JUL

THE STATESMAN

Bandh to protest against blasts

Statesman News Service

MAJHGORIA (Bankura), July 11. — The CPI-M observed a 12-hour Khatra sub-division bandh today protesting against the Majhgoria massacre. The maimed police in Bankura is in utter confusion though 48 hours of the have elapsed since the incident.

Several attempts to search the dense Kundalpahari jungle by cops who have come from Bankura, Purulia and Midnapore (West) have failed. The cops here had a hard time maintaining security in the area.

Majhgoria village has been witnessing frequent attempts at counter attack since the evening of the massacre.

Two CPI-M cadres were shot dead and the OC of local Barikul PS was killed followed by consequences of a Maoist attack on Saturday evening.

The Maoist squad has struck back further in Bandwan, about 12 km from Majhgoria killing another CPI-M leader.

The incident revitalized the apparently subdued terrorism in this part of South Bengal. The IGP (Western Zone), Mr Anil Kumar while examining the explosive particles scattered on the spot in Majhgoria said: "We suspect the same Lalgarh squad from Midnapore was responsible behind the operations both in Majhgoria and Dulukdihi in Bandwan, Purulia."

The jungle falling under Belpahari range of West Midnapore has become the centre of ultra naxalite invasion of late. Mr Bijoy Murmu, brother of Mr Raghunath Murmu, the slain Ranibandh zonal committee leader of CPI-M, said; "The three men gang of the Maoists after showering bullet on my brother vanished in the jungle. Two were in a bicycle and another with a carbine in hand was on foot and all were hailing Maoism."

Raghunath Murmu who is also a quack physician and his aide Bablu Mudi were gunned down at the dispensary.

A shattered next door neighbour Mr Rohit Kathuria said; "the assailants vanished in to the jungle and we had to remain as spectators as they were carrying deadly weapons." The same jungle corridor was used by the naxalite ultras when they had abducted Raghunath in 2002. The CPI-M secretary of Barikul local committee, Mr Mohan Hembram, said; "He was threatened under dire consequences and was accused of spying against the PW and passing information to the police."

The police twice had offered armed guard for his protection but he refused to accept.

During Khatra bandh today, the villages under Barikul PS remained panic- stricken fearing further attacks. The CPI-M leaders have stopped coming in public since yesterday.

12 Jul . THE STATESMAN

Maoists bleed Bengal with twin strikes

HT Correspondent
Kolkata, July 10

THE STATE isn't new to sporadic Maoist attacks. But the scale and ferocity of Saturday night's strikes in Bankura and Purulia, which left three CPI(M) leaders and police officer dead, have set alarm bells ringing in the administration.

The attacks, carried out by about 20 Maoist youths operating in two separate groups, also left 16 policemen injured.

In Bankura, nearly a dozen armed youths in black fatigue stormed CPI(M) zonal committee member Raghunath Murmu's house at Majgeria village around 6.30 pm and shot him dead from a point-blank range. Bablu Modi, who was with Murmu, was shot dead within seconds.

Incidentally, Raghunath had been abducted by Maoists some days ago and released afterwards.

The attackers claimed another victim a few hours later. O-C Prabal Sengupta reached the spot around 10.30 pm with a force of 16 policemen. While searching for clues, Sengupta found a bag left by the attackers and tried to open it. The bag went off with a loud bang and killed him instantly besides injuring all his 16 colleagues.

In neighbouring Purulia, a group of seven or eight armed youths, again clad in black uniform, raided CPI(M) local committee member Bogendra Mahato's house in Dulibodi village and gunned him down. The attackers raised Maoists slogans while leaving, villagers said.

They left a note beside the body, warning that three of Mahato's comrades would be kidnapped for acting as police informers. They carried out the threat on Sunday morning. They abducted three colleagues of Mahato at gunpoint but released them in the afternoon, SP K. Shibakumar said.

Since September 2003, Maoists and Peoples War groups have killed six policemen, including Bandwan O-C Nilmadhab Das.

Preliminary investigations suggest that Saturday's attacks were carried out to destroy the police network in the area. The Maoists apparently suspected Murmu was a police informer. But according to district police sources, O-C Sengupta was not the Maoists' target on Saturday night, unlike the Bandwan OC, who had been trapped and killed in a forest in 2003. Sengupta's was an accidental death.

The attacks seemed to suggest gaps in the intelligence network and lack of police preparedness in the two districts. But ADG (law and order) Chayan Mukherjee said, "The problem isn't restricted to two districts. It cuts across a vast area covering Bengal, Jharkhand and Bihar. The insurgents are angry because we have been catching them every now and then. Hence the retaliation."

The police have already arrested two suspects from Dulibodi village. While DGP S.C. Awasthy have rushed to the spot to supervise the investigation, special teams from the IB and CID are already in the area. Borders with the neighbouring states have been sealed.

The CPI(M) said it would organise protests on Monday with rallies and street-corner meetings throughout the state.

TERROR TRAIL

- 6.30 pm: 2 killed in Bankura
- 8.30 pm: Purulia leader shot
- 10.30 pm: OC dies in blast at site of Bankura attack
- 8.30 am: Three colleagues of Purulia victim abducted, later released

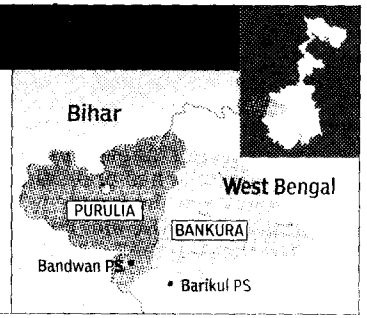

Buddha dreams big with Bikash

HT Correspondent
Kolkata, July 5

WIDE ROADS with not a speck of dirt, glitzy shopping malls that beckon you and flyovers that send you zipping — we aren't talking about New York or even Dubai, but our very own Kolkata, at least the chief minister's vision of it.

Buddhadeb Bhattacharjee on Tuesday stressed the need to transform Kolkata into a city of international standard and improve its looks and amenities to impress investors.

"Before investing, foreign delegates first come to Kolkata to talk to government representatives. Kolkata must wear an international look to impress them," Buddhadeb said at a rally celebrate Left Front's accession to the KMC headquarters. "We need more shopping malls, more flyovers, broader and cleaner roads. The speed of traffic too must be increased here."

The state government, Buddhadeb said, has a vision of the city's development in the next 15 years and would help the Left-led KMC to implement those development projects.

"We have drawn up a comprehensive plan up to 2025 for the development of the city. We will be turn Kolkata into a city of international standard. At the same time, we will improve the condition of the 17 lakh people who live in slums," Buddhadeb said. "We have a clear idea about how much fund we can mobilise, how much we can get from the Centre and how much foreign loan we can avail."

Aware that his vision could be tagged as "pro-rich", the chief minister insisted that his policy was deeply rooted within the poor. "Like in Mumbai or Delhi, we will never destroy the shanties to make room for development. Our focus will be development of the poor." In the same vein, he called for the improvement of KMC-run schools and health centres.

Often criticised by party colleagues for heaping praise on former mayor Subrata Mukherjee, Buddhadeb launched a vicious attack on the Trinamool-BJP board. "The earlier board tried to carry out some spectacular work to draw public attention. In reality, they did nothing worthwhile. I tried several times to convince them to start mid-day meals at KMC-run schools to check dropout rates. They did nothing."

Bikash Ranjan Bhattacharyya is all ears for Buddhadeb Bhattacharjee at the Left Front victory rally on Tuesday.

The new mayor echoed the chief minister's words while promising to convert the "*chor*poration" (a house of thieves) into a performing civic board. "The KMC earns a bad name because of a handful of dishonest staff. We must work towards an image makeover," said Bikash Ranjan Bhattacharyya.

Reiterating his commitment towards better civic facilities, Bhattacharyya stressed the need for decentralisation of power. "My role will be that of a coordinating consultant...I believe that we will be able meet the sky-high expectations of the people of Kolkata. He would certainly live up to expectations and would prove better civic services.

State urban development minister Ashok Bhattacharya promised all help to the new corporation board.

06 JUL 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Promises aplenty from Left municipal boards

HT Correspondent
Kolkata, July 5

CIVIC FATHERS came up with promises galore for Kolkata and Salt Lake on Tuesday.

While it was first day in office for Bikash Bhattacharyya, for Biswajiban Majumdar it will be a few days before he becomes the chairman of Bidhannagar Municipality. But both painted a rosy picture of Kolkata and Salt Lake respectively.

Bhattacharyya took charge as the mayor of KMC on Tuesday amid much fanfare. And the first thing he did after the ceremony was to spell out what the residents could expect from his council. "My role will be that of a coordinating consultant," he said to drive home the point that decentralisation of power was high on his agenda. He said he would give his mayor-in-council members a free hand in discharging their responsibilities.

While e-governance in all KMC activities topped his list of priorities, focus would be paid to solving drainage problems, regulating hawkers, restricting touts and improving the corporation's image. And as far as water tax went, it's on the way but only after the modalities are sorted out. The board would take experts' opinions before introducing the tax in line with that prevailing across the state. In no way would the poor be brought under the water tax purview.

"Monsoon has set in and the drainage system is in a shambles. Our priority would be to do something to end waterlogging in the city," said Bhattacharyya.

The new mayor didn't believe that all KMC employees were corrupt. Stressing that the corporation needed an image makeover, he said that he would try to introduce e-governance in all aspects of its functioning to bring in more transparency.

If people are looking forward to seeing hawker-free roads, they might be in for along wait. The idea, said the mayor, was impractical as hawkers existed in all metros in India and abroad. "We will, however, bring the hawkers under control, keeping in mind court directives and public interest."

The stress would be on regulating hawkers in such a manner that people's movements were hampered. "They would have to give way for bigger causes wherever necessary," said Bhattacharyya.

Residents of Salt Lake too won't be disappointed if chairman-designate Biswajiban Majumdar can deliver on his pledges. He intends to allow additional floors for existing buildings in accordance with the plot area measurements. "Allowing an additional floor to the people would be a priority issue of the new Left board," said Majumdar.

Issue of trade licence to the educated unemployed youths of the township too was on his agenda. "Statistics show that a large section of the educated youths of the township are unemployed. I will make aggressive attempts to make the state government allow the municipality to issue trade licences."

ON THE AGENDA

KOLKATA

- E-governance in all KMC activities
- Solving the drainage problem
- Regulating hawkers
- Restricting touts
- Decentralisation of power and coordination between MMiCs
- Sorting out the far modalities of water tax

SALT LAKE

- Permission to erect an additional floor on and above the upper limit of the building
- Trade licences and self-employment schemes for educated unemployed youths
- No differentiation between plots of residential and commercial holding
- Conversion of township land holdings into freehold property

Majumdar said he didn't find any reason to differentiate residential and commercial plots, a move which is a hindrance to issuing of trade licences.

On the controversial freehold-leasehold land issue, Majumdar argued in favour of the state government's move to convert the township's land holdings into a freehold property. "There is no point in losing out on huge revenues. Moreover, this conversion will check illegal transfer of land property in Salt Lake," he said.

The chairman-designate believed that right of sale of one's property in full or in portion and right to continue business activities should be given priority. Salt Lake has changed into a township for the rich. "To stop this trend, illegal transfer of lands should be addressed stringently," said Majumdar.

‘করব পুকুরের নতুন তালিকা, ভরাট হয়ে থাকলে ফিরিয়ে দেব’

কী করবেন কলকাতার জন্য? খোলাখুলি বলছেন বিকাশ ভট্টাচার্য

নির্মল মুখার্জি
চেয়ারম্যান

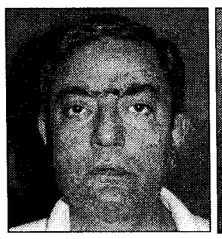

অমল মিত্র
মুখ্য সচেতক

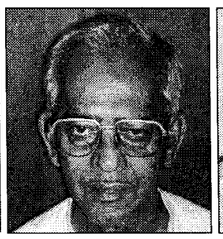

কল্যাণ মুখার্জি *ডেপুটি মেয়র*
ওয়াটার সাপ্লাই ইন শিপ এজেন্সি অ্যান্ড স্টোর্স

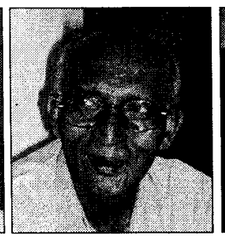

মৃণাল মণ্ডল
জল সরবরাহ

ফৈয়াজ আহমেদ
তথ্য ও জনসংযোগ, উদ্যান

দীপঙ্কর দে
বিল্ডিং ও লাইসেন্স

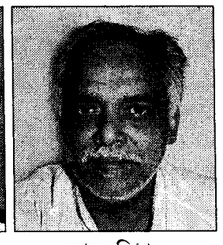

আবু সুফিয়ান
বস্তি উন্নয়ন

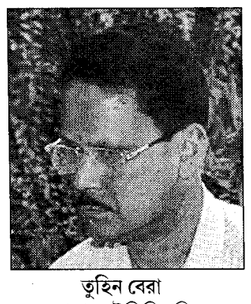

তুহিন বেরা
রাস্তা ও ইঞ্জিনিয়ারিং

চন্দনা ঘোষদস্তিদার
জঞ্জাল

কল্যাণী মিত্র
শিক্ষা

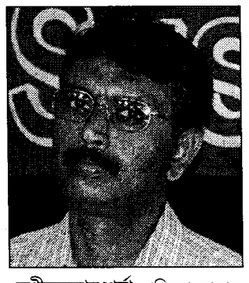

সুশীলকুমার শর্মা *প্রশিক্ষণ, রাস্তার আলো, বিদ্যুৎ এবং পরিবেশ*

সুবোধ দে
স্বাস্থ্য

ফরজানা চৌধুরি
জলনিকাশি

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আর একটিও পুকুর ভরাট করতে দেব না। জলাজমি রক্ষা করবই।’ এটা তো ঘটনা, গত ১০ বছরে কলকাতা মহানগরীতে বহু পুকুর, জলাজমি ভরাট হয়েছে। এমনকি সেখানে ঘরবাড়িও হয়ে গেছে।

●● মুখ্যমন্ত্রীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। এটা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কথা নয়, আমাদের লক্ষ্য। এমনকি আর একটিও পুকুর ভরাট হতে দেব না, এটাই শুধু লক্ষ্য নয়। যে-সব পুকুর ভরাট করা হয়েছে, তাদেরও আগের অবস্থা ফিরিয়ে দেব। যদি দেখি এজন্য ইনল্যান্ড ফিশারি অ্যাক্ট যথেষ্ট নয়, নতুন আইন করা হবে। পুরনো আইনের সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা বন্ধ করা হবে।

● পুরসভায় পুকুরের যে তালিকা আছে, বাস্তবে দেখা গেছে, তা বেশ ত্রুটিপূর্ণ। পুরসভার অফিসাররা অনেক জায়গায় তদন্ত করতে গিয়ে দেখেছেন, বিশাল কোনও পুকুর বা জলাভূমি তালিকায় নেই। অথচ এমন একটি ছোট পুকুর তালিকায় আছে, যা থাকার কথা নয়। এমন কিছু পুকুরের কথা আছে, যার অস্তিত্বই নেই। এ-সব ত্রুটি ঢাকতে কি—

● নতুন করে পুকুরের, জলাভূমির তালিকা তৈরি করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড ধরে এই তালিকা হবে। পুরসভার কর্মী, কাউন্সিলররা স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে এলাকায় ঘুরে ঘুরে তৈরি করবেন এই তালিকা। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে, গোপনে কোনও তথ্য সরবরাহ করলে গুরুত্ব দিয়ে তা খতিয়ে দেখা হবে। যদি দেখা যায়, কোথাও কোনও পুকুর ছিল, তা ভরাট করা হয়ে গেছে, তা খুঁড়ে ফেলা হবে।

● এ শহরে গরম বাড়ছে। যথেষ্ট গাছ নেই। দূষণ বাড়ছে। তুলনায় দিল্লি অনেক বেশি সবুজ।

●● মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো বলেইছেন, এ শহরকে আরও সবুজ করতে হবে। আমরা করবও। উন্নয়নের সঙ্গে সবুজায়নের কোনও সঙ্ঘাত নেই। এবার বর্ষায় গাছ লাগানোর ওপর বিশেষ জোর দেব। শহরের কোন অংশে কী ধরনের গাছ লাগানো হবে, তা বিশেষজ্ঞরা ঠিক করবেন। রাস্তা চওড়া করা বা উড়ালপুলের জন্য গাছ কাটতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। সেই গাছ অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা যায় কি না, সেটাই আগে দেখা হবে।

● মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, গরিব মানুষদের রেখেই এ শহরকে সাংহাই, সিঙ্গাপুরের মতো আন্তর্জাতিক মানের করা হবে। রাস্তা চওড়া হচ্ছে, উড়ালপুল হচ্ছে, নতুন নতুন বাসরুট পাড়ার মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মানুষের পায়ে চলা পথ, ফুটপাথ ক্রমশ নিরুদ্দেশ হচ্ছে।

●● জানি, যে হারে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ভাড়া বাড়ছে, শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ কিছুটা পথ হাঁটতে চায়। গরিবরা তো চায়ই। এ শহরের ৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৭ লক্ষই গরিব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এ শহরে গাড়ি বাড়ছে, রাস্তা এমনিতেই কম। একটা সময়ে ‘পেডেস্ট্রিয়ান প্লাজা’ করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই বড় সমস্যা। এত কম রাস্তার মধ্যে কিছু রাস্তা শুধু হাঁটা পথ হিসেবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ। এটা আমাদের মাথায় আছে। দেখি কী করা যায়।

● বর্ষায় পোড়ো বাড়ি একটা বড় সমস্যা। শহরে বহু জায়গায় বড় বড় পুরনো বাড়ির গায়ে একটা বিজ্ঞপ্তি লটকানো থাকে ‘বিপজ্জনক বাড়ি’। বি বা দী বাগেও এমন বাড়ি আছে। কিন্তু ওই অবধিই। প্রতি বর্ষায় এমন কিছু বাড়ি ভেঙে পড়ে। মানুষ মারা যায়!

●● পুরসভার এ ব্যাপারে স্পষ্ট আইন আছে। সেটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। ধরা-করা করে লাভ হবে না। মানুষের জীবনের থেকে তো দামি কিছু নেই।

● এ শহরের অনেক জায়গায়ই প্রদীপের নিচে অন্ধকার। ভবানীপুর, কালীঘাট, আহিরীটোলায় অনেক গলিতেও গায়ে গা লাগিয়ে মার্কারি ভেপার দাঁড়িয়ে আছে। রাত সেখানে দিনের মতো আলোকময়। অথচ ১০১ থেকে ১৪১ ওয়ার্ডের অনেক জায়গায় দীর্ঘপথ আঁধারে ডুবে থাকে। একটিও বেঁটে বাতিস্তম্ভ নেই। থাকলেও তাতে আলো নেই—

●● আমাদের লক্ষ্য নিড বেসড ডেভেলপমেন্ট। আলো, রাস্তাঘাট, নিকাশি, জল সরবরাহের ক্ষেত্রে শহরের যে-সব দিক পিছিয়ে, সেখানে উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

● এমনিতেই কলকাতার নিকাশি সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাতে বর্ষা এলেই বিভিন্ন দপ্তরের কাজের ধুম পড়ে যায়। যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়া হয়। দুর্গাপুজো— যা জাতীয় উৎসবের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক দর্শকদেরও আকৃষ্ট করছে, ঠিক সেই সময়ে কলকাতা খানাখন্দে ভরে থাকে!

●● না না, সে-সব হবে না। এমনিতেই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে যাতে একটা বোঝাপড়া থাকে, একই রাস্তা কয়েকদিন অন্তর যাতে খোঁড়াখুঁড়ি করা না হয়, সেটা দেখা হবে। আমরা কলকাতার ভূগর্ভস্থ মানচিত্রের ওপর জোর দেব। সব থেকে পুজোর মুখে এ শহরকে সুন্দর করে রাখতেই হবে। রাখবও।

● শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবা।

●● হ্যাঁ, এটার ওপর আমরা বিশেষ জোর দিতে চাই। ম্যালেরিয়ার মতো অসুখকে এ শহর থেকে দূর করা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। একটা সময় তো ছিলই, রোনাল্ড রসের শহর থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় ছুটি নিয়েছিল। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর খবর প্রায় শোনাই যেত না। পুরসভা এ শহরের মানুষ, বিশেষ করে গরিব মানুষদের রোগ প্রতিরোধের ওপর বিশেষ জোর দেব। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে ঢেলে সাজানো হবে। নানা কারণে যে-সব চিকিৎসককে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজে লাগানো হবে। গরিব মানুষদের চিকিৎসার জন্য কোথাও কোথাও সন্ধ্যায় ক্লিনিক চালু করা হবে।

● হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাড়ি কলকাতার মত যে কোনও পুরনো শহরেরই একটা সম্পদ। ভারতে এই সম্পদ রক্ষার জন্য কলকাতাই প্রথম পথ দেখিয়েছিল। প্রায় বছর তিরিশ আগে কলকাতাই প্রথম হেরিটেজ বাড়ির তালিকা তৈরি করে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়। পরে রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যের কথা ভেবে হেরিটেজ কমিশন গঠন করে। এর ফলে এখন কলকাতার হেরিটেজ বাড়িগুলোর অবস্থা যেন ‘ভাগের মা গঙ্গা পাচ্ছে না।’

●● আইন যারা ভাঙে, সব সময়ই তারা ছুতো খোঁজে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান। কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ কমিটির হাত আরও শক্তিশালী করেছেন তিনি হেরিটেজ কমিশন গঠন করে। বিশেষ করে এই কমিশনের চেয়ারম্যান ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে করে রাজ্যসরকার এই কমিশনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পুরসভা হেরিটেজ কমিটি কমিশনের পরামর্শ অনুসারেই তো চলবে। এখানে সঙ্ঘাতের কোনও জায়গা তো নেই। হেরিটেজ বাড়িগুলো শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো শরিকি সম্পত্তি বা মালিকানার বহু হাত ঘুরে এখন প্রায় অনাথ। এই সুযোগে কিছু লোভী মানুষ হেরিটেজ বাড়ি দখল করে বহুতল হাঁকানোর সুযোগ খোঁজে। নানা আছিলায় এই সব বাড়িকে হেরিটেজ তালিকার বাইরে রাখে। এসব আমরা বরদাস্ত করব না। হেরিটেজ তালিকাও নতুন করে যাচাই করা হবে। এটাও বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিতে ঘুরে ঘুরে খোঁজ করা হবে, কোনও হেরিটেজ সম্পত্তির কী অবস্থা। আইন ভাঙলে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, তা তিনি যে-ই হোন।

● কলকাতার নিকাশিতে একটা বড় সমস্যা পলিব্যাগ। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এই পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করার কথা বলেছিলেন, পাশাপাশি এটাও বলেছিলেন, ‘প্ল্যাস্টিক লবি’ বেশ শক্তিশালী। নির্বাচন শেষে এখন আপনি কলকাতার মেয়র পলিব্যাগ নিয়ে কী ভাবছেন?

●● বামফ্রন্টের কর্মসূচিতে এবং পুর এলাকা নিয়ে তাদের যে ভাবনা, সেখানে পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দূষণ রোধে আমরা কোনও আপস করিনি বলব না। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছিলাম, আজও সে কথা বলছি। পলিব্যাগ যে একটা নিকাশির ক্ষেত্রে সমস্যা, যে কোনও নাগরিকেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। পানপরাগ, কুড়কুড়ের প্যাকেট থেকে শুরু করে মাছের ব্যাগ, মুদি দ্রব্যের ব্যাগ, জামাকাপড়ের ব্যাগ— সবই পলিথিনের বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ যেখানে-সেখানে তা ফেলে দিচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ বা খোলা নালার মুখ বন্ধ করে এসব প্যাকেট নিকাশির পথ অনেকাংশে বন্ধ করছে। কাগজ, কাপড় বা চটের মতো এই প্যাকেট পচে মাটিতে মিশে যায় না। এই কারণে বহু পাহাড়ি শহরে তো বটেই, ভারতের অন্যান্য শহরেও পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কোথাও কোথাও করাও হয়েছে। বিশ্বের বহু উন্নত দেশেও শহরাঞ্চলে পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, বড় বড় পলিব্যাগ লোকে যেখানে সেখানে ফেলে না, পুনর্ব্যবহার করে।

কোন ধরনের পলিব্যাগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করব কিংবা কোন ধরনের পলিব্যাগ নিয়ন্ত্রণ করব তা এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে প্ল্যাস্টিক লবি যতই শক্তিশালী হোক, রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় এই শহরে পলিব্যাগের ব্যবহার হয় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে, নইলে আংশিক নিষিদ্ধ করে বাকিটার ব্যবহারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে।

সাক্ষাৎকার: অরূপ বসু
ছবি: অমিত ধর, তপন মুখার্জি

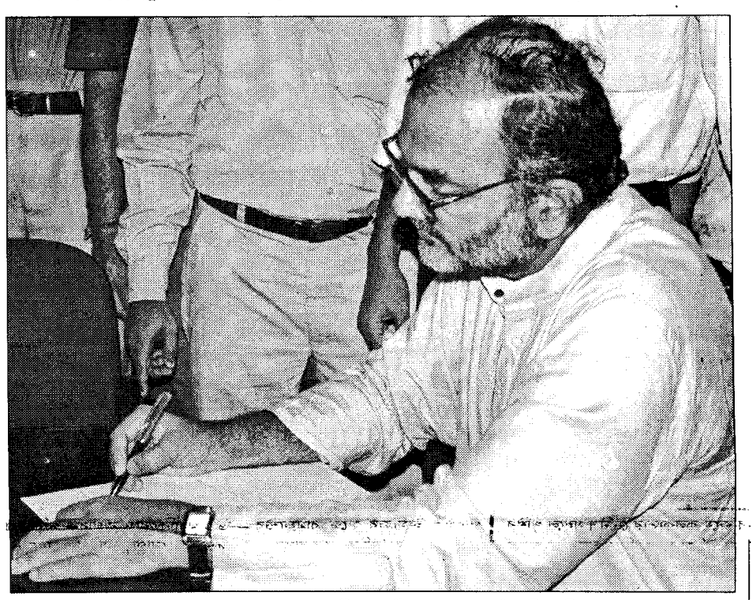

মেয়র পদের জন্য মনোনয়ন দিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য। ছবি: রনি রায়

Yechuri backs Buddha on influx

Times News Network

Kolkata: Backing West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee's concern over illegal influx into the state from across the Bangladesh border, CPM politburo member Sitaram Yechuri on Saturday said it was a porous border that must be manned properly and the influx checked.

"This is the stated position of CPM. The Bengal and Tripura governments have already taken up the issue with the Centre. Anti-India activities along the border must be checked and the Centre must take steps in this regard," he said.

While CPM thought it to be a problem on the international border, BJP was communalising the issue by harping on a Muslim influx, Yechuri said, adding that influx was not a political or a religious issue, it was a problem for governments to deal with as they had the information.

Yechuri said CPM was against the formation of a separate Gorkhaland state, adding that the party was even opposed to formation of new states and it had even opposed the creation of Jharkhand and Uttaranchal. He said CPM had also informed the committee of ministers headed by defence minister Pranab Mukherjee that it was opposed to the bifurcation of Andhra Pradesh for the formation of a separate Telangana state.

Yechuri was in Kolkata to file his nomination as a CPM candidate for Rajya Sabha from West Bengal.

05 JUL 2009

Green light for Haldia petrochem hub

Statesman News Service

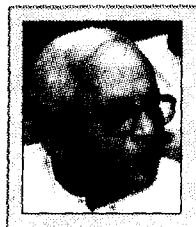

Mr Bhattacharjee said the UK-based Hinduja group had evinced interest in investments in automobiles, petrochemical, gas pipeline project and a sports academy in West Bengal

BAGHMUNDI(Purulia), July 3. — The West Bengal government has finally received the nod from the petroleum ministry for setting up of a petrochemical hub in Haldia. The chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, who yesterday inaugurated the 900-MW Purulia Pumped Storage Project (PPSP), later told reporters: "We have received the Centre's approval for setting up a petrochemical hub in Haldia. Gujarat too received the approval for setting up a similar hub at Dahej."

Mr Bhattacharjee also said the UK-based Hinduja group had evinced interest in investments in automobiles, petrochemical, gas pipeline project and a sports academy in West Bengal. "They are keen to investment in automobiles, petrochemicals, gas pipeline project and a sports city," the chief minister said.

The automobiles venture would start with an assembling unit before graduating into a full-scale manufacturing one while the petrochemicals project, apparently inspired by the mega project of Haldia Petrochemicals, may come up at the new industrial hub in East Midnapore.

Mr Bhattacharjee said initially 14 states had applied to the petroleum ministry of which seven were short listed and two obtained the final approval. IOC, HPL, Mitsubishi, South Asia Petrochemicals made the final presentations for setting up the proposed hub in Haldia.

Besides automobiles and petrochemicals, Mr Bhattacharjee said the Hindujas, who paid a token visit on 30 June and met him at the Assembly, were also interested in a gas pipeline project.

During his recent visit to the city, Mr Ashok Hinduja, a family member of the Hinduja group, had discussed with the chief minister the existing opportunities and areas of investment.

কলকাতা পুরসভা

চেয়ারম্যান	নির্মল মুখার্জি
মুখ্য সচেতক	অমল মিত্র
মেয়র	বিকাশ ভট্টাচার্য সাধারণ প্রশাসন, আইন, জরিপ, রেকর্ড, অর্থ ও হিসাব, বাজার
ডেপুটি মেয়র	কল্যাণ মুখার্জি জাহাজে জল সরবরাহ, এজেন্সি ও স্টোর্স দপ্তর
মেয়র পারিষদ	
১ মৃণাল মণ্ডল	জল সরবরাহ
২ ফৈয়াজ আহমেদ	তথ্য ও জনসংযোগ, পার্ক ও বাগান
৩ দীপঙ্কর দে	বিল্ডিং ও লাইসেন্স
৪ আবু সুফিয়ান	বস্তি উন্নয়ন
৫ তুহিন বেরা	রাস্তা ও ইঞ্জিনিয়ারিং
৬ কল্যাণী মিত্র	শিক্ষা
৭ চন্দনা ঘোষদস্তিদার	জঞ্জাল, বর্জ্য থেকে নিষ্কাশন, এন্টালি ওয়ার্কশপ
৮ সুশীলকুমার শর্মা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাস্তার আলো, বিদ্যুৎ ও পরিবেশ
৯ ডাঃ সুবোধ দে	স্বাস্থ্য
১০ ফরজানা চৌধুরি	নিকাশি

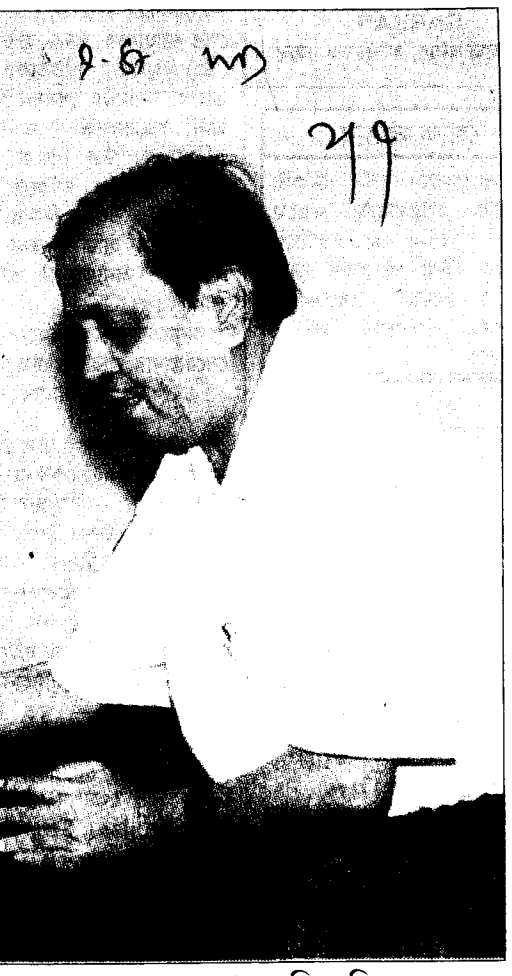

সাদর অভ্যর্থনা। প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে কলকাতার ভাবী মেয়রকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক। শুক্রবার। ছবি: অমিত ধর

02 ... 2005 AAJKAL

ভূমি সংস্কার থেকে মেগাসিটি, আজ বঞ্চনার জবাব চাইবেন বুদ্ধ

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৬ জুন: অনুরোধ-উপরোধ আর নয়। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের প্রশ্নে এ বার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় নামতে চলেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এবং সেটা জনসভার ময়দানে নয়। এই বিষয়ে সরকারি ভাবে বক্তব্য জানানোর সর্বোচ্চ মঞ্চ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে আগামী কাল ইউপিএ-র বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

ভূমি সংস্কার থেকে মেগাসিটি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি কেন্দ্রের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করবেন। তবে বিজ্ঞান ভবনে বুদ্ধবাবু ২০ পাতার যে লিখিত বক্তৃতা প্রধানমন্ত্রীর সামনে পড়তে চলেছেন, সেখানে এই সমালোচনার সঙ্গেই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী সংস্কারে জোর দিতে চায়, সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। 'লুক ইস্ট পলিসি' রূপায়ণের প্রশ্নে মনমোহন সিংহের ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। আবার বঞ্চনার কথা বললেও অর্থনীতির উদারীকরণের প্রসঙ্গে কেন্দ্রের সমালোচনা করেননি, যা নিয়ে এখন প্রতিবাদে নেমেছেন প্রকাশ কারাটেরা।

বুদ্ধবাবুর এই বক্তৃতাটিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগামী এক বছরের জন্য রাজ্যের 'ভিশন ডকুমেন্ট' বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বক্তৃতাতেই মুখ্যমন্ত্রী ভারত নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাইবেন ৫০০০ কোটি টাকা। এই টাকায় রাজ্যের রাস্তাগুলি ঠিক হবে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণে চাই বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা।

দশম যোজনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নপত্র নিয়ে আলোচনার জন্যই কালকের বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের অন্য প্রতিনিধিরাও থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ও অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত আসছেন। থাকবেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, অর্থসচিব ও যোজনাসচিব।

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিসমিল্লায় গলদের জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের বিন্যাস নিয়ে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের অধিকাংশ দায়িত্ব রাজ্যের এবং সেখানে খরচ বেশি। আর রাজস্ব আদায়ের সুযোগ কেন্দ্রের অনেক বেশি। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যের আর্জি ছিল, কেন্দ্রের কর সংগ্রহের ৫০ শতাংশ রাজ্যকেই দেওয়া হোক। তা না-করে ২৯.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে এই হার মাত্র ৩০.৫ শতাংশ করা হয়েছে। তাতেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও লাভ হয়নি। কারণ, করের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ৮.১১৬ থেকে কমে ৭.০৫৭ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। এটা হয়েছে, রাজ্যে উন্নয়ন বেশি হয়েছে বলে।

ভূমি সংস্কারের প্রশ্নেও বুদ্ধবাবুর ক্ষোভ রয়েছে। কেন্দ্রের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই বলে তাঁর অভিযোগ। পি এস আপ্পু কমিটির সুপারিশ কেন রূপায়িত হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী। মনমোহন সিংহ সরকারের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের যখন আর এক বছর বাকি, ঠিক তখন রাজ্যের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তীব্র সমালোচনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনে রাজ্য সরকার তথা সিপিএমের কৌশলের গতিমুখও এই বক্তৃতা থেকে অনেকটাই স্পষ্ট।

মেগাসিটি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণ, সব ব্যাপারেই কেন্দ্র যে প্রাপ্য টাকা দেয়নি, তা তুলে ধরেছেন বুদ্ধবাবু। রাজ্য সরকার কী কী করতে চাইছে, কেন্দ্রীয় সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তা-ও এই বক্তৃতায় চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী:

● মণিকাঞ্চন, উইপ্রো, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক ও ফলতার পাশাপাশি আরও কিছু নতুন বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গঠন করা। যেমন, শিলিগুড়ি, চা-প্রক্রিয়াকরণের জন্য কলকাতা বন্দর, রাজারহাট ও হলদিয়া। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের কাছ থেকে বিশেষ বরাদ্দ চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

● সল্টলেকের শিল্পাঙ্গনের (টয় পার্ক) পাশাপাশি হাওড়ায় আধুনিক ফাউন্ড্রি পার্ক, ফুড ও রাবার পার্ক, বস্ত্র ব্যবসার পার্ক, ক্যানাল সাউথ রোড, বড়জোড়া ও খড়গপুরে লৌহ ও ইস্পাত পার্ক, বাণিজ্য মেলা কেন্দ্র গঠন করা।

● আনারস, আম, লিচু, সব্জি, আলুর জন্য কৃষি-আর্থিক অঞ্চল এবং দার্জিলিঙে চায়ের জন্য পৃথক অঞ্চলের চুক্তি হচ্ছে।

আজ বঞ্চনার জবাব চাইবেন বুদ্ধদেব

প্রথম পাতার পর

● পূর্ব দিকে তাকানোর নীতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কথা ভেবে কুলপি ও সাগরদ্বীপে বিশেষ বন্দর গঠন। এ ছাড়া, হলদিয়ায় রসায়ন বিষয়ক শিল্পাঞ্চলও গঠন করা হবে।

● চিন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে কলকাতার বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশি মালপত্র বহন করার ব্যবস্থা চালু করা।

● বাগডোগরাকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত করা।

● ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ককে উন্নত করে ৩৪ ও ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ককে প্রস্তাবিত পূর্বের সড়কের সঙ্গে যুক্ত করা।

● কেন্দ্রের পাটনীতির প্রসঙ্গ তুলে প্রস্তাবিত জাতীয় পাট পরিষদে রাজ্যের প্রতিনিধি রাখার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। পাটবীজ কেনার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের দ্বারস্থ না-হয়ে রাজ্যেই পাটবীজ গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা।

● উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যের জন্য নির্ধারিত ছাড় (কনসেশন) যখন সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল ও কাশ্মীরকে দেওয়া হচ্ছে, তখন এই নীতি উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলার জন্যও প্রয়োগ করতে হবে।

● কলকাতায় ২৪০০ কোটি টাকা খরচ করে ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ 'এলিভেটেড মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম' চালু করার চেষ্টা চলছে।

তবে এই বক্তৃতার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের সেই বঞ্চনার নীতি। ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যোজনা নথিতে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আরও সর্বনাশ হবে। পশ্চিমবঙ্গে ৭২ শতাংশ জমি গরিব ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য। এ জন্য ধনী কৃষকদের অতিরিক্ত বাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে চাই আমূল ভূমি সংস্কার।

এ ছাড়াও, বুদ্ধবাবু বলতে চেয়েছেন:

যোজনা নথিতে কর্মসংস্থানের বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই এর সংশোধন প্রয়োজন। সংগঠিত ও সরকারি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে।

স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহ রাজ্যের ক্ষেত্রে বেড়েছে কিন্তু সেই টাকা থেকে ঋণ নেওয়ার প্রথা কেন্দ্র রদ করে দিয়েছে। এর ফলে দ্বাদশ অর্থ কমিশনে ঋণ মকুবের সুপারিশ পর্যালোচনা করা হোক।

জাতীয় যৌথ ন্যূনতম কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্যভিত্তিক প্রকল্পগুলির টাকা ও দায়িত্ব পুরোপুরি রাজ্যের হাতেই তুলে দেওয়া হোক।

কয়লার সেস ও রয়্যালটি থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

'কাজের বদলে খাদ্য' নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু বাকি ১২টা জেলাতেও এমন এলাকা আছে, যেখানে আর্থিক বৈষম্য চূড়ান্ত। একশো দিনের বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান ছাড়া 'ভারত নির্মাণে' পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৫০০০ কোটি টাকা চেয়েছেন বুদ্ধবাবু। রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর চাই ২৫০ কোটি টাকা।

পানীয় জলে আর্সেনিকের বিপদ ঠেকাতে ৭৫টি চিহ্নিত ব্লকের জন্য চাই ১১২৫ কোটি টাকা। কেন্দ্র ২০১০ সালের মধ্যে ১৬১ কোটি টাকা দেবে বলেছে।

মেগাসিটি প্রকল্পের জন্য ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও গত ৮ বছরে কার্যত কিছুই দেওয়া হয়নি।

এই ভাবেই আলাদা আলাদা ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ইউপিএ সরকারের জবাব চাইছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

7 JUN 2005

ANADABAZAR PATRIKA

Salt Lake boss chosen

SANJAY MANDAL

Calcutta, June 26: Biswajiban Majumdar will be the new chairman of the Bidhannagar municipality, party sources said today.

In a meeting of the state secretariat last week, the leaders formally decided that the former college teacher would replace Dilip Gupta. "The state leadership has informed the district committee about this at an informal meeting," said a senior North 24-Parganas CPM leader.

Officially, the district leadership said the name of the chairman would be formally announced in a day or two. "The gazette notification on the new municipal board will be issued tomorrow. We will announce the name of the chairman soon after that," Amitabha Basu, the CPM's North 24-Parganas secretary, told **The Telegraph** today.

Party insiders said the state leaders had agreed in principle that Majumdar would become the next chairman — if he wins the ward in the June 19 polls — after the meeting at Jyoti Basu's house, where it was decided that Dilip Gupta would be removed.

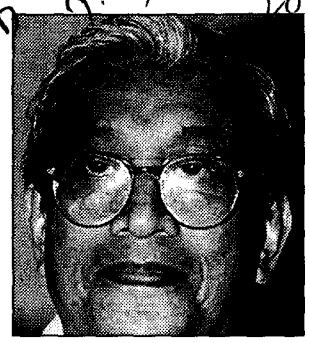

Majumdar: No. 1

"Another name was also sent to the state leadership for the chairman's post but the state secretariat has informed the district party that Majumdar would replace Gupta," a CPM leader said.

Party sources said Majumdar's "clean image" and acceptability among the upper middle-class as well as non-Bengali residents of Salt Lake gave him an edge over his comrades aspiring for the post.

He contested from ward 15, from where Gupta was elected councillor on two earlier occasions, and defeated his BJP rival by over 3,500 votes.

There was little dispute over Majumdar's selection as the chairman but there are complications over picking the possible vice-chairperson and chairman-in-council members.

Initially, Ila Nandi, the CPM councillor from ward 23 and wife of Dum Dum MP Amitava Nandi, was being thought of as vice-chairperson, but sources said the clash between the party's state and district leaderships on polling day over "police excesses" complicated matters. Other names have cropped up meanwhile.

"Alimuddin Street and the chief minister are not happy with Nandi for his comments on the police action and threat to withdraw candidates," a senior leader said.

There is also the possibility of offering the vice-chairperson's post to Chumki Bannerjee, the lone CPI councillor in the 23-member board. She won ward 7. "Our policy is to offer the post to a front partner," a CPM leader of Salt Lake said.

Sources said if Bannerjee does not get the No. 2 slot, she may be included in the chairman-in-council along with Nanda Gopal Bhattacharya, transport minister Subhas Chakraborty's brother-in-law.

27 JUN 2005 THE TELEGRAPH

দার্জিলিং পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন বুদ্ধদেব

মনমোহনের ব্যক্তিগত সফরেও ঘিসিং নিয়ে কথা

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৫ জুন: ভারত-নেপাল সীমান্তে ক্রমবর্ধমান মাওবাদী কার্যকলাপের মধ্যেই সুবাস ঘিসিংয়ের নিত্যনতুন দাবিদাওয়া। ফলে উদ্বেগ বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। তাই কাল কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের খুবই অল্প সময়ের একান্ত ব্যক্তিগত সফরের ফাঁকেও তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং নিয়ে মুখোমুখি কথা বলবেন তিনি।

ঘিসিংকে নিয়ে রাজ্য সরকার যে ফাঁপরে পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ঘিসিংয়ের সাম্প্রতিকতম দাবি হল, গোর্খাদের সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে এনে উপজাতির মর্যাদা দিতে হবে। যেখানে রাজ্যের বক্তব্য, সংবিধানের ৩৭১ ধারা অনুসারে দার্জিলিংয়ের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্গত নয় এমন জনগোষ্ঠীকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী কাল কলকাতায় যাচ্ছেন ভগ্নিপতির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাঁর কোনও সরকারি কর্মসূচি নেই। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে যাবেন। সেখানে দুই শীর্ষ নেতার কথা হবে। দার্জিলিং নিয়ে কেন্দ্রের সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা চাইছেন বুদ্ধবাবু। এর আগে ঘিসিংয়ের কথা শুনে বুদ্ধবাবু পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন পিছিয়েছেন। এমনকী, পাঁচ দলের জোটের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু ঘিসিংকেই প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বুদ্ধবাবু দলকে বুঝিয়েছেন, ঘিসিংকে মোকাবিলা করার সময় দু'টি বিষয় মাথায় রাখতে হচ্ছে। প্রথমত, নেপাল-ভারত সীমান্তের স্পর্শকাতরতা। নেপালে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এ রাজ্যেও বাড়ছে মাওবাদীদের দাপট। এখন খুব বেশি ঘিসিং-বিরোধী অবস্থান নিলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় পাহাড়ে যে শান্তি ফিরেছে, তা যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

বুদ্ধবাবু প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন, ঘিসিং নিত্যনতুন দাবি তুলে অবস্থা জটিল করছেন। তবে, কাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত কথার সুযোগ কম। কিন্তু পুর ভোটের ব্যস্ততা কাটিয়ে বেশ কিছু দিন পরে কালই দিল্লি আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে বক্তৃতা দেবেন তিনি। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলও থাকবেন। তাঁর সঙ্গে বুদ্ধবাবুর বিশদ কথা হতে পারে।

বুদ্ধবাবু কেন্দ্রকে বলবেন, গোর্খাদের যে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয় তা ঘিসিংকে বোঝানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের উপরেও বর্তায়। ১ জুলাই দিল্লির ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিং উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যের পক্ষে স্বরাষ্ট্রসচিব থাকতে পারেন। রাজ্য চাইছে সেই বৈঠকেই কেন্দ্র ঘিসিংকে এ কথা জানিয়ে দিক।

ত্রিপুরায় সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন সেখানে উপজাতিদের জন্য রাজ্য আঞ্চলিক জেলা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এটা করতে সিপিএমের অসুবিধা ছিল না। কারণ, ষষ্ঠ তফসিলে (অতীতে যা ছিল সপ্তম) ত্রিপুরার উপজাতিদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু গোর্খারা এই তফসিলে নেই। এমনকী নেপালি গোর্খারাও এই মর্যাদা চায় না। ঘিসিংয়ের দলেও এ নিয়ে বিরোধ রয়েছে।

রাজ্য কেন্দ্রকে জানিয়েছে, সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, অতটা না হলেও ৩৭১ক ধারায় ঘিসিংয়ের হাতে অনেকটা ক্ষমতাই দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, জমি হস্তান্তর, বনবিভাগ এ সব ব্যাপারে ঘিসিং একচেটিয়া কর্তৃত্ব পেতে পারেন।

তবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মনে করছে, ঘিসিং আসলে সমস্যার সমাধান চান না। নিত্যনতুন দাবি তুলে ঘোলা জলে মাছ ধরাই তাঁর লক্ষ্য। পাহাড়ে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন তিনি। অতীতের মতো জঙ্গি আন্দোলন গড়ার ক্ষমতাও তাঁর আর নেই। সে কারণেই ঘিসিং দিল্লির কাছে নতুন নতুন আবদার রাখতে শুরু করেছেন। তবে রাজীব গাঁধীর জমানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহ ঘিসিং সম্পর্কে যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন, আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিবরাজের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। পাটিল মূলত বুদ্ধ যা চাইছেন, তা-ই মেনে চলবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

● **আজ আড়াই ঘণ্টার সফরে প্রধানমন্ত্রী...পৃঃ ৬**

26 JUN 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

Some scars will never heal

THE WOUNDED GIANT

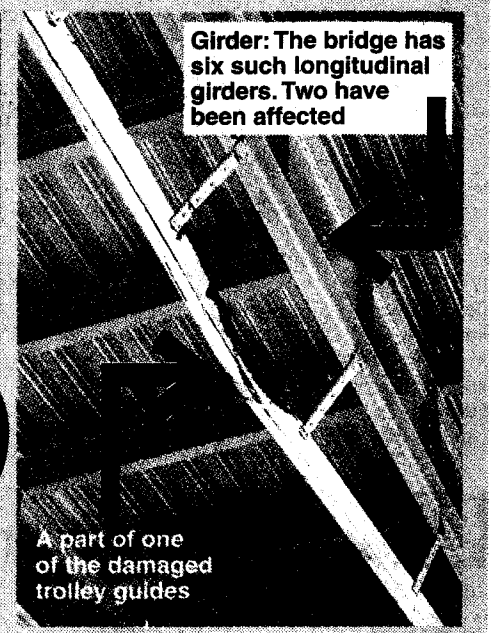

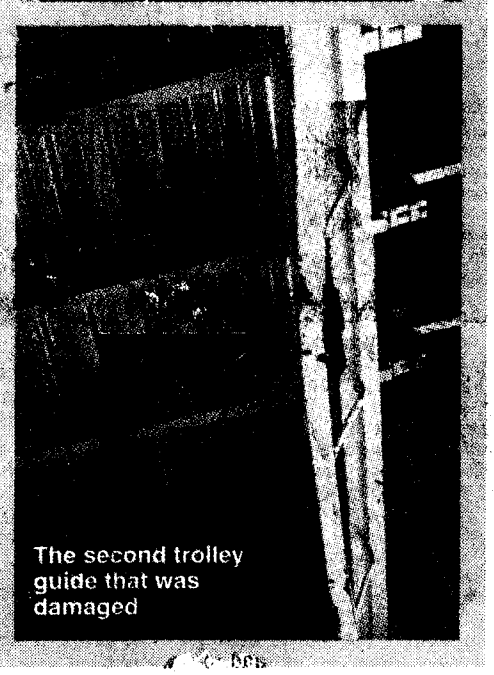

A STAFF REPORTER

Calcutta, June 25: The Howrah bridge may never be the same again.

The process of repairing the landmark bridge was today set rolling but closer inspection has revealed that the damage to it could be worth "a few crores more" than the initially estimated Rs 1.5 crore.

Yesterday, an empty barge cruising along a wrong corridor of the Hooghly had rammed into the bridge in the afternoon, its mast getting caught between two girders in the underside.

Calcutta Port Trust authorities said they were exploring if the task of overseeing repairs could be handed to Rendel Palmer and Tritton (RPT), the British company which designed the bridge in 1937.

The bridge was built by Burn Braithwaite Jessop (BBJ), which still has the contract for maintaining it.

"Even if RPT is assigned the task, the Howrah bridge may never be the same again. History cannot be recreated," said Calcutta Port Trust chairman A.K. Chanda.

Officials said the quality of materials used at the time of construction of the bridge was different. The original design of the bridge, too, might have to be slightly modified in keeping with current technology.

The actual repair work could take up to three months to begin as materials cannot be procured "off the shelf", they said.

This morning, a team of CPT officials and BBJ engineers visited the bridge to take stock of the damage wreaked by the mast of *MV Moni*. The mast and part of the master's cabin had to be cut out to free the vessel.

The master of *MV Moni*, M.S. Barua, has been arrested and remanded in judicial custody for two days. He has been charged with rash navigation and causing damage to government property.

Officials said two of the six longitudinal girders, each 700 metres and running from the Calcutta end of the bridge to Howrah, had been damaged. A few of the 40 cross-girders were also broken.

A mechanised state-of-the-art trolley, recently installed to facilitate inspection and maintenance of the bridge's underside, escaped damage as it was stationed at one side.

But two of four trolley guides, bolted and welded with the girders, were extensively damaged. Nearly 350 of 700 metres of the track are said to have been twisted beyond repair.

"This will delay repair work as we have to erect a scaffolding," an official said. Work will be done round the clock but vehicular traffic is not likely to be affected.

Port trust authorities have also decided to engage Rites — consultants for CPT since the eighties — to carry out a detailed study on whether any damage to the bridge had escaped notice.

"This is called a census study and it would reveal minor damages which are not evident from inspections we have undertaken," an official said. He said overall repairs to the bridge were carried out in 2004 and it was generally in good condition.

Chanda said the barge owner, MJS Water Transport Company, had agreed in principle to pay compensation. "But the details and the amount involved are still to be worked out." **(See Page 10)**

26 JUN 2005 THE TELEGRAPH

Citu strikes, Bengal crippled

Statesman News Service

WHAT DID SHE DO WRONG? Waiting in vain for transport at the NSC Bose airport on Monday. — The Statesman

KOLKATA, June 27. — The Citu-sponsored transport strike in protest against the petrol and diesel prices hike crippled life in Bengal today. Those who wanted to, made it to work. But they ran the gauntlet of goons on the streets.

Any defiance of the strike was bound to have adverse effects on citizens' health given that this is Left Front-ruled state and there was a price to be paid for defying a Citu strike call – a bruised face, a smashed windshield and broken morale. Take Mr Prakash Kumar Mishra, who reported for duty with his taxi at Howrah station early on Monday. He was hired by passengers bound for Sealdah soon after, and he drove out of the station complex without a whiff of what was waiting for him.

Just as he was turning into the Sealdah station taxi stand, half a dozen louts squatting on the pavement red flags in tow jumped to their feet and surrounded his vehicle. Their only question: What did Mr Mishra think he was doing on the roads with his cab when there was a strike underway? Neither reasoning nor pleas convinced the vigilante group – they pounced on the driver, pulled him out of the vehicle, and began thrashing him. Some more brave comrades picked up bricks and smashed the windscreen of the vehicle. A crowd, however, began to gather and the louts – sensing danger and facing the prospect of citizens' justice – started to disperse. But not before Ashok Kumar Singh and Sunil Gupta were caught by locals and handed over to police.

Later, police said both were Citu supporters and had been arrested. A police picket too has been posted at the spot, now that the strike is over.

Passengers were stranded at the airport and railway stations as almost all modes of transport were off the roads. Private operators willing to risk life and limb made big bucks. The corridors of Writers' Buildings too wore a deserted look with morning attendance at barely 20 per cent. Offices of several ministers remained under lock and key and bureaucrats too joined the party – many were absent as their pick-up cars joined the strike! Though government schools and universities were open, attendance was negligible. Many city schools had declared a holiday.

Citu procession today

Bucked by the "success" of today's transport strike, Citu's state leadership has scheduled a procession for Kolkata tomorrow. Brace for more disruption, though the powers-that-be say there's nothing to worry about. Elsewhere in the country, Leftist trade unions will organise a *chakka jam* tomorrow.

Fleecing is fine in shutdown time: Kolkata Plus I

Of Subhas and semi-literates

Having made no effort to hide his indulgent attitude towards the strike from the ministerial chair two days ago, state transport minister Mr Subhas Chakraborty's turn today turned vicious. Asked by reporters whether he considered the strike a virtual state-sponsored bandh, he snapped: "This is why I consider you (journalists) semi-literates. Are reporters custodians of public welfare?" Asked whether such strikes were effective, Mr Chakraborty, told reporters they were "ignorant of history and geography", though what he meant by the latter couldn't be

We will show you what we can do. We will turn everything upside down. — Biman Bose

26 JUN 2005

Buddha turns heat on Bangla migrants

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: The Shiv Sena has done it. The BJP has done it. Now it is the turn of the Marxist West Bengal government to raise the heat on Bangladeshi immigrants, some of whom, according to chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, are spreading "the message of Islamic fundamentalism".

"There is a serious problem with some of our neighbours. Bangladesh says that there are no Bangladeshis in India whereas the entire demography of certain parts of the country and West Bengal is being changed due to infiltration. In many places, there are more Bangladeshi settlers than Indians," Bhattacharjee said at a BSF seminar.

According to Bhattacharjee, there are three kinds of people who come across the border illegally from Bangladesh.

"There are groups who spread the message of Islamic fundamentalism and campaign for Muslim rights in Kashmir. Other groups are directly involved in subversive activities. The third group is that of KLO militants who have sought shelter in Bangladesh after being driven out of Bhutan. All these groups are receiving support from the Bangladeshi government. We can't compromise on this," he said.

The chief minister said he had tried to take up the matter with Bangladeshi home ministry officials.

"When I told them of a senior KLO leader who had sought sanctuary in Bangladesh, they denied the fact. It is strange. I have the phone numbers and addresses of the KLO leader but Bangladeshi officials are denying it. Though we were talking in Bengali, it seems we failed to communicate with each other," Bhattacharjee added.

Buttressing Bhattacharjee's claim, BSF DG R S Mooshahary said, "Most of the violence involving BSF takes place along the borders in Bengal. This is because of the large-scale infiltration and cattle-smuggling. The state government should take over all the cattle being smuggled across and start meat processing units. This will not only put a stop to smuggling but will also generate a lot of revenue," he said.

In response, Bhattacharjee said the state was ready to set up processing units if the Centre agreed to hand over the cattle.

"Bengal shares over 2,200 km of border with Bangladesh. But there are only 23 battalions of the BSF in Bengal whereas we should get 34. We have also managed to complete only 50% of the border fencing. More funds are required from the Centre for completion of fencing and also to relocate the 187 Indian villages which fall between the fence and the zero-line," he said.

25 JUN 2005 INDIAN EXPRESS

Cong may woo Mamata for assembly polls

By Mohua Chatterjee & Bhaskar Roy/TNN

New Delhi: Though the recent Kolkata municipal election results ended in a clear victory for the CPM-led Left Front (75 seats), they also reflect the fact that Mamata Banerjee's Trinamool Congress is the "only" formidable opposition force in the Left-ruled state and that the Congress remains a marginal entity in West Bengal.

With assembly polls coming up in the state next year, the real picture emerging from poll results has made Congress realise that Mamata still has the potential to draw votes. Following this, there is pressure from within the Congress to woo the Trinamul chief, either to return to the party or to form an arrangement.

In fact, Congress has grudgingly admitted that the Mamata is still a factor in Bengal politics, despite the recent defections from her ranks and the fact that there is no longer a government in Delhi to back her.

Despite CPM's victory in the municipal elections, the net political worth of Mamata's own party has not really gone down. This has also driven home to Mamata the point that any defections from TMC to Congress only stand to benefit CPM.

Mamata, on her part, too played it safe. Even though she had a seat-sharing arrangement with her NDA ally BJP, Mamata maintained a tactical distance thus ensuring for herself a good share of Muslims votes.

Defence minister Pranab Mukherjee, who doubles up as Bengal Congress chief, said, "Despite some reverses she (Banerjee) has been able to retain her base." Though weakened after parting ways with outgoing Kolkata mayor Subroto Mukherjee, she has been able to hold on to her base which is essentially in the metro, Mukherjee added. He agreed that those from the Congress who had gone away with Mamata have largely stayed with her despite a slight downslide in her electoral fortune.

"Congress has not been a major force in the city, we won the same number of seats — 15 — as in the previous election," he said.

He said that with a 5-6% vote share in the city, Congress could not hope to do any better. "In fact, for the last LS elections we could not find enough number of suitable candidates, so we had to field outsiders like Nafisa Ali."

GIMME RED: Left Front supporters celebrate their candidate's victory in the KMC poll in Kolkata on Tuesday

2005 THE TIMES OF INDIA

Barge into bridge

'THE IMPACT WAS SO GREAT... I FELL ON THE FLOOR'

OUR BUREAU

Calcutta, June 24: An empty barge coasting along a wrong corridor rammed into the Howrah bridge this afternoon, its mast getting stuck in the underside, damaging the city landmark and putting it out of bounds to traffic for hours.

The mast got caught in the bridge's trolley track, used for repairing and painting, for a while before getting jammed between two girders. The vessel then bobbed in the river for nearly three-and-a-half hours.

From 3.05 pm, police barred vehicles on the bridge, forcing them to take a detour via Vidyasagar Setu. Traffic along the Howrah bridge's approaches on both sides was thrown out of gear for several hours. The ferry service plying under the bridge was also restricted.

The police said the barge, *MV Moni*, was sailing from Budge Budge to Ghusuri in Salkia for repairs. It was empty and had around half-a-dozen crew members.

Riding the high water, the vessel — owned by MJS Water Transport Company — was cruising northwards keeping to the left (the Howrah side) instead of the middle of the river where the bridge arches higher. It slipped under the bridge around 1.10 pm.

"Suddenly, the mast hit the trolley track and, under the impact, the master at the wheel lost control," said Ajay Ranade, deputy commissioner of police (port division).

Master of the vessel M.S. Barua said: "The impact was so great... I fell on the floor."

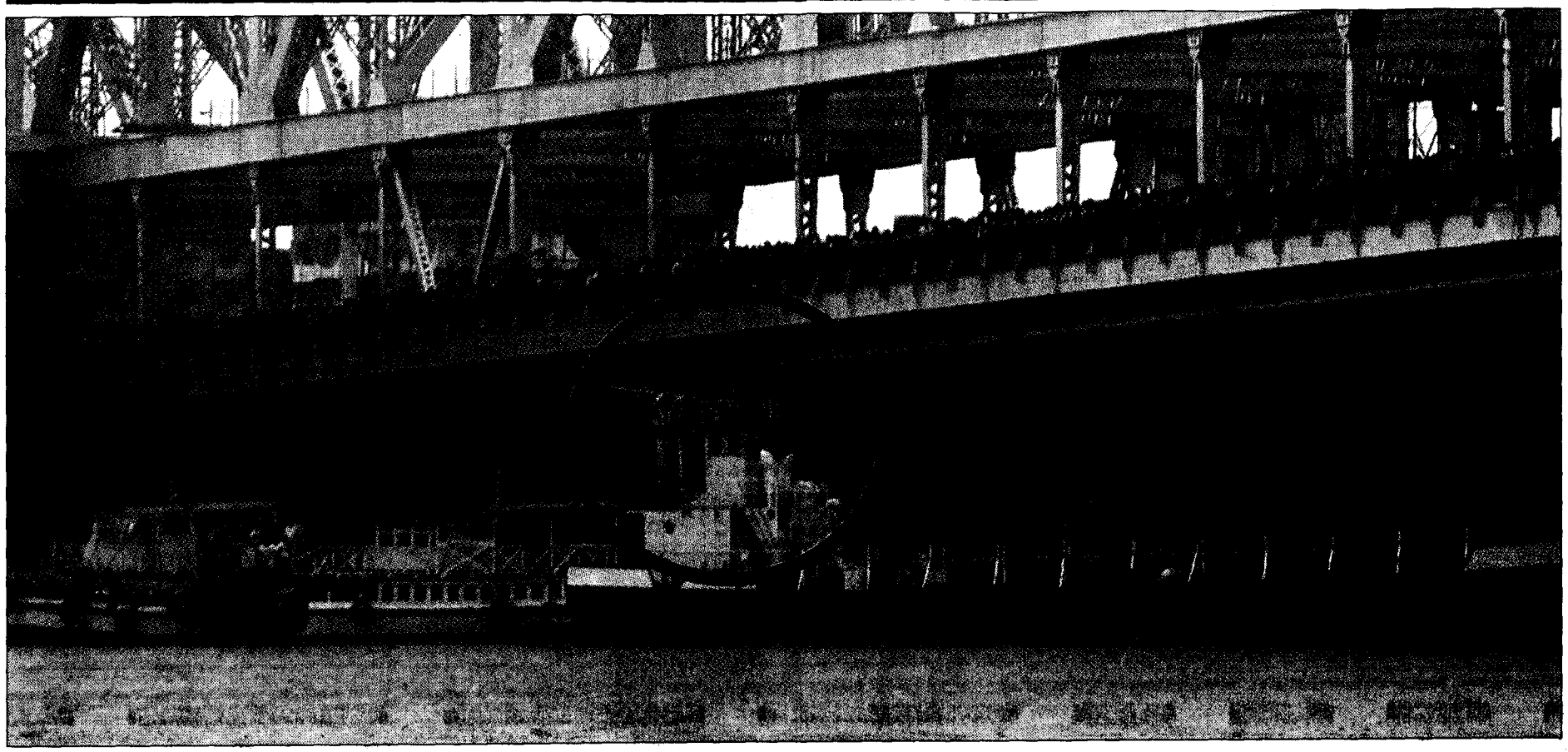

The vessel, *MV Moni*, stuck under the Howrah bridge. Picture by Pabitra Das

Caught by the high water, the vessel veered to the left and its mast scraped with a loud metallic screech against two girders under the bridge, nearer the Howrah side, and got stuck there.

Shaking off their initial shock, the crew climbed on the roof of the master's cabin and heaved and pushed the mast to try and set it free. The vessel rocked dangerously and a crew member, Amar Rakshit, fell off the cabin roof on to the deck, hurting himself.

The crew engaged another vessel to tug *Moni* free. *Ganga Lahari* struggled in vain for nearly an hour when it was spotted by the river traffic police. A crowd had already gathered on the bridge to watch.

The police informed the Calcutta Port Trust, whose engineers took over, cutting the mast free with their gas-cutters around 4.45 pm, allowing traffic to resume.

"To us, saving the bridge was the most important thing. So, we decided to chop off the mast and part of the master's cabin," said A.K. Chanda, the port trust chairman.

S.L. Jain, owner of the barge, struck out at the authorities for damaging the vessel. "I asked them to wait till 3.30 for low tide. The ship would have come out easily, instead they chopped off the mast and the master's room."

Claiming he had lost Rs 20-25 lakh, Jain refused to furnish an undertaking worth Rs 1 crore that the port was apparently seeking.

After a preliminary inspection, the port put the damage to the bridge at Rs 1.5 crore. "It will take us about two months to repair. However, it is safe for traffic," Chanda said.

Port trust officials said the vessel had flouted river traffic norms by keeping to one side even in high water. The port circulates high- and low-tide schedules to vessel owners.

"It's a mistake by the vessel's master. It's unheard of for a vessel to get stuck under the bridge," Chanda said.

JUN 20 THE TELEGRAPH

আবার সামনে এসে গেল ভাবমূর্তির প্রশ্ন

পরিবহণ ধর্মঘটে কার্যত বন্‌ধ রাজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার: সোমবার পরিবহণ ধর্মঘট নিয়ে ফের কোনও সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার আগে, কার্যত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন শিল্পমহলকে। লগ্নিকারীদের কাছে রাজ্যের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে ধর্মঘট বা বন্‌ধের বিকল্প পথের সন্ধানে যখন বণিক মহল বুদ্ধবাবুকে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন পরিবহণ ধর্মঘটকে সমর্থনই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বণিকসভার মঞ্চে যে বন্‌ধের বিরুদ্ধে বুদ্ধবাবুকে ইদানীং সোচ্চার হতে দেখা যায়, এমনকী রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্পায়নের স্বার্থে বন্‌ধ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে তিনি বারবার আবেদন জানান, 'সিটু'-র ডাকা সেই পরিবহণ ধর্মঘটেই তিনি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বলেন, "চাপ সৃষ্টির জন্যই এই ধর্মঘট"।

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আগামী সোমবার, ২৭ জুন পরিবহণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। ওই দিন বাস, ট্যাক্সি-সহ সব রকমের যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। ফলে পরিবহণ ধর্মঘট কার্যত যে বন্‌ধের চেহারা নেবে, সেই ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসন নিশ্চিত। এর বিরূপ প্রভাব রাজ্যের প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রেই পড়বে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। সেই অর্থে ২৭ জুনই হবে এ বছরের প্রথম বন্‌ধ।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে রাজ্যে প্রায় ছ'টি বন্‌ধ হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ২টি, অগস্টে ১টি ও নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২টি বন্‌ধ ও বছরের শেষে পরিবহণ শিল্পে একটি চাকা বন্‌ধ ডাকা হয়।

এ দিকে পরিবহণ ধর্মঘট নিয়ে আজ শুক্রবার বিচারপতি প্রতাপ রায়ের এজলাসে শুনানি হবে। রিনা মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েক জন এই পরিবহণ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করছেন। তাঁদের পক্ষে আইনজীবী ইদ্রিশ আলি বিচারপতি প্রতাপ রায়ের এজলাসে বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, এই পরিবহণ ধর্মঘট কার্যত বাংলা বন্‌ধ। এর আগে চাকা জ্যাম আন্দোলনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল। এই ধর্মঘট বেআইনি।

রাজ্যে ফের বন্‌ধ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সি আই আই পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান রবি পোদ্দার। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েছে, যাকে ঘিরে বন্‌ধের প্রয়োজন ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গের ধারাবাহিক বন্‌ধ সংস্কৃতি নিয়ে সব থেকে বেশি সমালোচনা করেছেন বুদ্ধবাবুর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডার উইপ্রো-র চেয়ারম্যান আজিম প্রেমিজ। বুদ্ধবাবুকে দেশের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা দিলেও রাজ্যে ধারাবাহিক বন্‌ধ বা ধর্মঘট নিয়ে তিনি মোটেই স্বস্তিতে নেই। কিছু দিন আগেই কলকাতায় এসে তার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফিকি-র এখানকার সভাপতি সি কে ধানুকাও ভাবমূর্তি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

যে-শিল্পের উপরে ভর করে পশ্চিমবঙ্গ এখন ভাবমূর্তি তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি চিন্তিত নন। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে জরুরি পরিষেবা হিসাবে রাজ্য বহু দিন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

তবে ফের বন্‌ধ শুনেই সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অনেক কর্তাই আঁতকে উঠেছেন। কর্মীদের গাড়ি করে নিয়ে আসা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ফের বাড়ি ফেরানোর ধকল সামলাতে বেগ পেতে হয় সংস্থাগুলিকে। কলকাতায় বসে বিদেশি গ্রাহকের হয়ে উৎপাদনের কাজ করে দেয় এমন বিপিও সংস্থা অ্যাকলারিস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কল্যাণ কর জানান, "ধর্মঘটের কথা শুনেছি। কিছুই করার নেই।"

তেলের দাম কমাবে না কেন্দ্র

দেরাদুন, ২৩ জুন: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার আজ বেশি রাতে জানান, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটছে না কেন্দ্র। বামেদের আপত্তির কারণেও তা সম্ভব নয় বলে মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। — পি টি আই

2 8 JUN 2005

গ্রেট ইস্টার্ন হস্তান্তরে এ বার আইনি ব্যবস্থা

দেবব্রত ঠাকুর

অবশেষে ঐতিহ্যবাহী গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেসরকারি হাতে দেওয়ার জন্য আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অধিগৃহীত সংস্থা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এই সম্পদ হস্তান্তরের পথে প্রধান অন্তরায় সরকারি আইন। এই হোটেল অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনে বলা আছে, সরকার এই সম্পদ কোনও সরকারি সংস্থা বা দফতরের হাতে দিতে পারে। বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না।

কিছু দিন ধরেই বেসরকারি হাতে গ্রেট ইস্টার্ন তুলে দিতে সরকার বিভিন্ন ভাবে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু মাথা ঘামানো হয়নি বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায় আইনটি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আগ্রহী বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠকের আগেই সরকার সংশ্লিষ্ট আইনে বেসরকারীকরণের অধিকারের বিষয়টি সংযোজন করতে উদ্যোগী হয়েছে।

২৭ জুন শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। এই অধিবেশনেই গ্রেট ইস্টার্নের সম্পদ বেসরকারি বা যৌথ উদ্যোগের কোনও কোম্পানির হাতে তুলে দিতে 'দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল (অ্যাকুইজিশন অব আন্ডারটেকিং) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' অনুমোদনের জন্য পেশ করা হচ্ছে। এই সংশোধনীর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে খসড়া বিলের 'লক্ষ্য ও কারণ'-এ পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার ব্যাখ্যা: গ্রেট ইস্টার্নের সম্পত্তি, সুবিধা ও সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি একটি মূল্যমান সৃষ্টির জন্য এই সংস্থাকে একটি 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার'-এর কাছে হস্তান্তরের লক্ষ্যেই এই বিল।

সংশোধনী বিলের অন্যান্য লক্ষ্য হল: ● গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত নয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় যাতে কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত কোনও সংস্থা বা নতুন কোম্পানির হাতে এটিকে তার সম্পদ-সহ তুলে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করা। ● গ্রেট ইস্টার্নের যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে এর দায়ও নতুন কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সর্বোপরি এই হস্তান্তর যাতে কোনও ভাবেই আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না-হয়, সেই জন্যও খসড়া বিলে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার, কোনও সরকারি অফিসার, হোটেলের কোনও কর্মী বা নতুন কোম্পানির কাউকেই এই হস্তান্তরের জন্য আদালতে টানা যাবে না। কারণ, সরকার ভাল কিছু করার লক্ষ্যেই এই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ দিকে, পর্যটন দফতরের এই সংস্থাটির বিলগ্নিকরণের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আছে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের হাতে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই গ্রেট ইস্টার্ন কিনতে আগ্রহী ন'টি সংস্থার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনায় বসছে সরকার। এই 'বিডার্স মিটিং' থেকেই চূড়ান্ত ক্রেতা বাছাইয়ের কাজ শুরু হবে।

ইতিমধ্যেই আগ্রহী সংস্থাগুলি হোটেলের সম্পদ ও দায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নে এখন স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৩৭৫। এ ছাড়াও চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৫৪। আগাম অবসরের বিষয়ে এখনও সময়সীমা বাড়িয়ে চলেছে সরকার। তবে কর্মীদের আগাম অবসরের দায় নতুন কোম্পানিকে নিতে হবে না। সেই দায় নেবে সরকারই। ডি এফ আই ডি-র অনুদানেই এই আগাম অবসর প্রকল্প রূপায়ণ করবে সরকার।

24 JUN 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

বিধাননগর-কাণ্ড

ক্লোজড চ্যাপ্টার : সি পি এম

আজকালের প্রতিবেদন: বিধাননগরের ঘটনার চ্যাপ্টার ক্লোজড। শুক্রবার দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পর সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস একথা জানিয়ে দিলেন। এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, পুরভোটে বিধাননগরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে যা ঘটেছে সেই বিষয়টির 'নিষ্পত্তি' হয়েছে বলা যায়। দলের রাজ্য সম্পাদকের এই বিবৃতির পর যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটল। এদিন দলের সদর দপ্তরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসে। বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হয়। পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন ক্লোজড চ্যাপ্টার। মহাকরণে পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীও একই সুরে বলেন, বিষয়টি আমার কাছে এখন ক্লোজড চ্যাপ্টার। গত ১৯ জুন পুর ভোটের দিন বিধাননগরের ১২ নং ওয়ার্ডে গোলমাল হয়। সাংসদ অমিতাভ নন্দী ও জ্যোতি বসুর আপ্ত সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ গোলমালে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়ে বিতর্ক হয়। দলের পক্ষ থেকে তদন্তের ভার দেওয়া হয় অনিল বিশ্বাসকে। এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে অনিলবাবু শুক্রবার বলেন, ওই দিন ঠিক কী হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তবে অমিতাভ নন্দীরা ওখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু বুথে ঢোকেননি। পুলিস বাড়াবাড়ি করেছে বলে দলীয় নেতাদের মন্তব্য সম্পর্কেও তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে অনিলবাবু বলেন, কারও মন্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে নয়, যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই সম্পাদকমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্ত। এদিন লিখিত বিবৃতিতেও অনিল বলেছেন, ওই অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের পার্টি ও বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তাতে সবটা পরিষ্কার না হলেও বিষয়টি অতি গৌণ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেই অর্থে এখানেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে বলা যায়।

N 200 AAJKAL

হস্তান্তর হবে কর্মীদের বাদ দিয়েই

গ্রেট ইস্টার্ন নিতে ইচ্ছুক ৯ সংস্থাকে ডাকল রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার: গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেসরকারীকরণ নিয়ে সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। হোটেলের অধিকাংশ কর্মী আগাম অবসর নিতে চেয়ে এখনও আবেদন জমা দেননি। কিন্তু আগামী ৪, ৫ ও ৬ জুলাই হোটেল কিনতে আগ্রহী ন'টি সংস্থার সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রথম বৈঠক ডেকেছে সরকার। হোটেল বিক্রির ব্যাপারে তিন দিনের ওই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওই বৈঠক থেকেই গ্রেট ইস্টার্নের আসল ক্রেতা বাছাইয়ের রাস্তায় এগোবে সরকার। কর্মীদের বাদ দিয়েই যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল হস্তান্তর করা হবে, বৃহস্পতিবার মহাকরণে তা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া।

ওই তিন দিনে ন'টি সংস্থার কাছে আলাদা আলাদা ভাবে হোটেল কেনার ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনা, শেয়ার হস্তান্তরের শর্তাবলি সম্পর্কে বক্তব্য জানতে চাইবে সরকার। গ্রেট ইস্টার্নের সব কর্মীর আগাম অবসরের দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩০ জুন। এই নিয়ে চতুর্থ দফায় আগাম অবসর নেওয়ার মেয়াদ বাড়ানো হলেও হোটেলের স্থায়ী ও চুক্তিতে নিযুক্ত সওয়া চারশো কর্মীর মধ্যে মাত্র জনা দশেক আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

হোটেলের সব কর্মী আগাম অবসর নিতে চেয়ে দরখাস্ত জমা দেন কি না, তা জানার আগেই হোটেল কিনতে আগ্রহীদের বৈঠকে ডেকে দেওয়া থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে আর অপেক্ষা করতে চায় না। রাজ্যের সরকারি শিল্প বিষয়ক দফতরের সচিব সুনীল মিত্র বলেছেন, ৪, ৫, ৬ জুলাইয়ের 'বিডার্স মিটিং'-এ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বিক্রির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরামর্শদাতা তিনটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। আগ্রহী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে হোটেলের সম্পদ ও দায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। হোটেলের অবস্থাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা।

বৈঠকে হোটেলের অধিকাংশ শেয়ার কেনার ব্যাপারে যে-সব প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি সরকারের সামনে পেশ করা হবে। সকলের বক্তব্য শুনে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বিক্রির ব্যাপারে চূড়ান্ত দলিল তৈরি করবে সরকার। অর্থনৈতিক প্রস্তাব ও কারিগরি প্রস্তাব, দু'ভাগে বিভক্ত ওই দলিল হাতে পাওয়ার পরে আগ্রহীদের চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করতে হবে। সেই সব প্রস্তাব খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার হোটেলের ক্রেতা চূড়ান্ত ভাবে বাছাই করবে।

হোটেলের কর্মীরা ৩০ জুনের মধ্যে আগাম অবসর নিতে চেয়ে দরখাস্ত জমা দেবেন কি না, সেই ব্যাপারে দীনেশবাবু বা সুনীলবাবু কেউই এ দিন কিছু বলতে পারেননি। পর্যটনমন্ত্রী বলেছেন, তিনি আগেভাগে কিছু ভাবছেন না। ৩০ জুন কী অবস্থা দাঁড়ায়, তা দেখে রাজ্য মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এখন ৩৭৫ জন স্থায়ী কর্মী এবং চুক্তিতে নিযুক্ত ৫৪ জন কর্মী আছেন। আগাম অবসর নেওয়ার জন্য সরকার তাঁদের চার দফা সময় দিল। প্রথম বার ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ, তার পরে ৬ এপ্রিল-১৮ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল থেকে ১৮ মে, সর্বশেষ ১৮ মে থেকে ৩০ জুন। পর্যটনমন্ত্রী জানান, ইউনিয়নের আর্জিতেই ওই মেয়াদ বাড়ানো হয়। এর পরেও কর্মীরা আগাম অবসর নিতে না-চাইলে আর মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না, তা তিনি বলতে পারছেন না। তবে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার আইনি পথ সরকারের হাতে রয়েছে। কারণ, আইনত 'ক্লোজার' না-করে হোটেলের কর্মীদের মাইনে বন্ধ করে দেওয়াটা রাজ্য সরকারের নীতি নয়।

24 JUN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

কেন ভোট

কলিকাতা সহ সদ্য যে তিনটি পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল কিংবা মাসখানেক আগে রাজ্যের ৭৯টি পুরসভায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফল পর্যালোচনা করিলে একটা বিষয় স্পষ্ট। নির্বাচন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থায় হইলেও স্থানীয় বিষয়গুলি তাহাতে প্রাধান্য পায় না, দলীয় রাজনীতিই এই নির্বাচনেও নিয়ামক হইয়া ওঠে। স্বাভাবিক যুক্তি বলে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন গ্রামাঞ্চলের মানুষের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি-দাওয়া অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা, পুর নির্বাচনে তেমনই গুরুত্ব পাওয়ার কথা নাগরিক সুযোগসুবিধা, পানীয় জলের সরবরাহ, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট-আলো-জনস্বাস্থ্য, পার্ক-উদ্যান-বস্তির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়। অথচ বাস্তব চিত্রটি কী? মুখে সব রাজনৈতিক দলই উন্নয়নের কথা প্রচার করিলেও ভোট শেষ পর্যন্ত পড়িয়া থাকে দলের বাক্সেই। যে এলাকায় যে দলের সাংগঠনিক শক্তি বা জনসমর্থন বেশি, সেই ওয়ার্ডে সেই দলের প্রার্থীই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। মুছিয়া যায় ওয়ার্ডের উন্নতির জন্য নিরলস কাজ করা পুরপিতার যাবতীয় রেকর্ড। কলিকাতা পুরসভার সামগ্রিক নির্বাচনী ফলাফল স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, ভোটদাতারা নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নের নিরিখে ভোট দেন নাই, দিয়াছেন দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। যদি তাহা না হইত, তবে 'কাজের মেয়র' সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দল বা জোটই এই নির্বাচনে অনেক ভাল ফল করিত। যদি দলত্যাগী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ভোটাররা বিরূপ হইতেন, তাহা হইলেও তৃণমূল-বিজেপি জোট আবার বোর্ড গঠন করার মতো অবস্থায় চলিয়া যাইত। কেননা এই জোটের নেতা হিসাবেই মেয়র সুব্রতবাবু গত পাঁচ বছর কলিকাতার নাগরিক পরিষেবায় উন্নতি ঘটাইয়াছেন। কিন্তু পুর-ভোটজয়ী হইল বামফ্রন্ট, যাহারা গত পাঁচ বছর কাজ করার সুযোগ পায় নাই, আগের কুড়ি বছরেও ভাল কাজের তেমন কোনও রেকর্ড নাই।

বুঝা যায়, নির্বাচকমণ্ডলী এখনও লোকসভার সহিত বিধানসভা বা বিধানসভার সহিত পুর-ভোটের পার্থক্য করিতে পারে না। সব ভোটেই তাঁহারা দলীয় আনুগত্যকেই অগ্রাধিকার দেন। রাজনৈতিক দলগুলিও নির্বাচনী ফলের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের তুলনায় পুর-ভোটে দলের ভোট কোন কেন্দ্রে কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে বসে। লোকসভার ভোট হয় কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য, বিধানসভায় রাজ্যে। অথচ ভোটাররা সরকার গঠনের আদপেই সম্ভাবনা নাই, এমন দলকেও জিতাইয়া সাংসদদের লোকসভায় পাঠান, বিরোধী আসনে বসিয়া চিৎকার করা ছাড়া যাঁহাদের আর কিছু করার থাকে না। যে দলের প্রার্থীদের জিতাইলে রাজ্য হইতে মন্ত্রী পাওয়া যাইত, রাজ্য-রাজনীতিতে প্রধান শক্তি না হওয়ায় সে দলের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। একইভাবে পুরসভা বা পঞ্চায়েত স্তরে আঞ্চলিক উন্নয়নের পরিবর্তে প্রার্থীদের দলপরিচয় অগ্রগণ্য হইয়া ওঠে এবং রাজ্য স্তরে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদেরই যোগ্যতানির্বিশেষে স্থানীয় স্বশাসনের সংস্থাতেও নির্বাচিত করা হয়।

ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ এত গভীর ও সামগ্রিক যে এই প্রবণতার হাত হইতে মুক্তি নাই। তবে একেবারেই কোনও উপায় নাই, এমন নহে। বিভিন্নস্তরের ভোটে দাঁড়াইবার জন্য সেই স্তরভিত্তিক ভিন্ন-ভিন্ন দল বা সংগঠন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। লোকসভার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী দল কেবল লোকসভার ভোটেই দাঁড়াইবে। আবার বিধানসভা দখল করিয়া সরকার গড়িতে আগ্রহী দল কেবল বিধানসভার ভোটেই অংশ লইবে, পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারিবে না। পুরসভা বা পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা দেখিলে উৎসুকরা স্বতন্ত্র সংগঠন গড়িয়া ভোটে লড়িবেন। রাজ্য বা দেশের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার কিংবা পুর বা পঞ্চায়েত উন্নয়নের এজেন্ডাকে প্রাদেশিক বা জাতীয় রাজনীতির অধীন রাখিবার কোনও দায় তাঁহাদের থাকিবে না। তাঁহারা কেবল গ্রামোন্নয়ন বা নাগরিক পরিষেবার মতো স্পর্শগ্রাহ্য, দৈনন্দিন, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি লইয়া ভাবিত হইবেন। অপরিণতবুদ্ধি ভোটাররাও তখন বুঝিবেন, রাস্তা-জঞ্জাল-জল-আলো-নিকাশির বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহাদের রায় চাওয়া হইতেছে, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা ইস্কো বা পেট্রোপণ্যের দরবৃদ্ধি বিষয়ে নয়। লাল বা সবুজ আবিরের অকালবাসন্তী তখন অবান্তর ঠেকিবে।

ANANDABAZAR PATRIKA

বিরোধীরা নির্দিষ্ট মতাদর্শহীন, ফ্রন্ট নিশ্চিন্ত

ব্যক্তি নয়, দল বড়, এই শিক্ষায় বামফ্রন্টের ক্যাডারকুল সুসংহত। অন্য দিকে, বিরোধী শিবির ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দলাদলিতে জীর্ণ। এই রাজনীতি করে জমানা বদল অসম্ভব। লিখছেন অভিরূপ সরকার

সব পার্টি, সব মোর্চাতেই কখনও-সখনও ভাঙন ধরে, সি পি এম বা বামফ্রন্টে ধরে না। ষাট দশকের কমিউনিস্ট পার্টিতে দু'-এক বার চিড় ধরেছিল। সেই থেকে বিশেষ করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে, বাম ঐক্য মোটামুটি অটুট আছে। অথচ, কী আশ্চর্য, বারবার ভেঙে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল হল, তৃণমূল ভেঙে উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চ; এখন সেই মঞ্চ থেকে আবার কেউ কেউ কংগ্রেসে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। ভোটের আগে কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধছে তৃণমূল, কখনও বা বিজেপি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে। প্রশ্ন, আমাদের রাজ্যে বিরোধী দলগুলি বারবার ভেঙে যায় কেন? সি পি এম বা বামফ্রন্টের মধ্যেই বা এমন কী আছে যার দৌলতে তারা এত দিন ধরে তাদের ঘরোয়া ঝগড়াঝাটিগুলোকে বশে রাখতে পারছে?

সন্দেহ নেই, বিরোধীরা জোট বেঁধে থাকতে পারলে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাটা জোরদার হত। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মতো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাজারে প্রতিযোগিতা না থাকলে দক্ষতার অভাব ঘটে, সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তেমনই রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা না থাকলে গণতন্ত্র ঠিকমত কাজ করতে পারে না, ফলে লোকসান হয় সাধারণ নাগরিকদের। বস্তুত, বাজারভিত্তিক ধনতন্ত্র এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক গণতন্ত্র পরস্পরের উপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল। যে সব আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান বাজার করতে পারে না তাদের সমাধানের দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। কিন্তু রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে গণতন্ত্রই একমাত্র ভরসা। জনতার প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে মানুষ সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্যবর্তিতায় রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অন্য কারও হাতে তুলে দিতে পারে। ফলে, এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা বা ভয় থাকলে তবেই রাষ্ট্রযন্ত্র ঠিকমত কাজ করবে, নচেৎ নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের একটা মস্ত ভূমিকা আছে।

দুর্ভাগ্য, এই রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাটা ক্রমশই কমে আসছে। পরিবর্তন ঘটলেই যে রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, এমন কল্পনা অতিমূর্খও করবে না। কিন্তু অনেকেই মানবেন, পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসার ফলে এখানে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শাসক দলের যা-ইচ্ছে করবার অধিকার জন্মাচ্ছে। পরিবর্তন যে কেউ চায় না তা-ও তো নয়। গরিব মানুষ, যাঁরা অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করেন, শাসক দলের উপর তাঁদের নির্ভরতা বেশি। শহরের রাস্তায় হকারি করাই হোক বা মফস্‌সলে রিক্সা চালানো, সরকারি জমিতে জবরদখল করে বসবাসই হোক বা পঞ্চায়েতের দাক্ষিণ্যে মিনিকিট কিংবা অল্প সুদে ঋণ পাওয়া, শাসক দলের প্রশ্রয় থাকলে খানিকটা সুবিধে পাওয়া যায় বই কী। তাই অনেক গরিব মানুষ, যাঁরা নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে পার্টিকে আঁকড়ে ধরেছেন, পরিবর্তনের কথা ভাবতে সাহস করেন না। কিন্তু যাঁদের বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে পাকা চাকরি এবং কাজের নিরাপত্তা আছে, জীবনধারণের জন্য যাঁদের পার্টির উপর নির্ভর করতে হয় না, তাঁরা পরিবর্তনের কথা অনায়াসেই ভাবতে পারেন। এমন মানুষের অনুপাত সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতাতেই সব থেকে বেশি। তাই সংলগ্ন সারণিতে দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তনে মোটেই অনাগ্রহী নয়। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক চিত্রটা ঠিক উল্টো।

সারণির সংখ্যাগুলি সদ্য-সমাপ্ত কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ইঙ্গিতবহ। দেখা যাচ্ছে, ১৯৮২ সালের নির্বাচনকে বাদ দিলে আর সব ক'টি নির্বাচনেই কলকাতার মানুষ বিরোধীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এই পক্ষপাতিত্ব কলকাতার পুরভোটে বিরোধীরা কাজে লাগাতে পারত, যদি কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি না হয়ে যেত। অর্থাৎ একটাই প্রশ্নে বারবারই ফিরছি। বামফ্রন্ট তো একজোট থাকতে পারে, তা হলে বিরোধীরা একজোট হয়ে একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক বিকল্প তৈরি করতে পারে না কেন?

আমরা শক্তি, আমরা বল। বামফ্রন্টের ক্যাডারবাহিনী। *ছবি: সুদীপ আচার্য*

কলকাতায় বিধানসভা (বি) ও লোকসভা (লো) নির্বাচনে ভোটের ভাগ (%)

বছর	বামফ্রন্ট	কংগ্রেস ও তৃণমূল
'৮২ *(বি)*	৪৯.৮০	৪৫.২৩
'৮৭ *(বি)*	৪৬.৫৬	৪৯.৫৬
'৯১ *(বি)*	৪২.৫৯	৪৪.৫৯
'৯৬ *(বি)*	৪৩.৩৪	৪৮.৭২
'৯৯ *(লো)*	৩৪.৭১	৬২.৪৮
'০১ *(লো)*	৪৩.৬৭	৪৮.৯২
'০৪ *(লো)*	৪৪.৪৮	৫২.০৫

(সূত্র: *সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি*)

একটা রাজনৈতিক দল দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকলে বেশ কিছু সুবিধাভোগী সমর্থক জোটে। পাইয়ে-দেওয়া পার্টি হিসেবে বামেদের সুনাম আছে। রাজনৈতিক প্রসাদের আশায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক, হকার-অটোওলা-দোকানদার থেকে শুরু করে প্রোমোটার-মাস্টার-কেরানি-অধ্যাপক এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা প্রশাসনের বড় আমলা অনেকেই বাম মনোভাবাপন্ন। বামেদের একটা বড় গুণ হল তারা প্রত্যেকটি ভক্তকে তার যোগ্যতা এবং আনুগত্য অনুযায়ী প্রসাদ বিতরণ করবার চেষ্টা করে। ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে দল ছেড়ে যাবার ঘটনা ঘটে কম। অনেকেই মনে করেন, দুর্নীতির এই ব্যাপক এবং দক্ষ বিকেন্দ্রীকরণই বাম ঐক্যের চাবিকাঠি।

কিন্তু, সংগঠনের বাঁধুনিটাই চাবিকাঠি

দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ দিয়ে বাম ঐক্যের পুরোটা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বোঝা দরকার, বিরোধীরাও কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নয়। রাজনৈতিক প্রসাদ বিতরণের মাহাত্ম্য তারাও বোঝে, পাইয়ে-দেওয়া রাজনীতির গুরুত্ব তারাও উপলব্ধি করে। কংগ্রেস কিংবা বিজেপি আমলে স্বজনপোষণ হয় না কিংবা তৃণমূলের নেত্রী রেলমন্ত্রী থাকার সময় রাজনৈতিক আনুগত্য বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যোগ্যতার বিচার করে রেলে লোক নেওয়া হত, এ কথা পাগলেও বলবে না। বিরোধীরাও স্বজনপোষণ করে, তবু দলের ঐক্য তারা ধরে রাখতে পারে না কেন?

সব পার্টিতেই সুবিধাভোগী আছে। এমন সুবিধাভোগীও আছে যারা ক্ষমতাবদল ঘটলে আনুগত্য বদল করে ফলতে দ্বিধা করবে না। এই সব সুবিধাভোগীদের দিয়ে দল নানারকম ঠিকে কাজ করিয়ে নিতে পারে বটে কিন্তু সংগঠনের বাঁধুনি আঁটোসাঁটো রাখতে পারে না। ঐক্য অটুট রাখার জন্য দরকার গোঁড়া, নিঃস্বার্থ এবং অন্ধ কিছু পার্টি-সমর্থক। বাম দলগুলিতে বিশেষ করে সিপিএম-এ এই ধরনের ক্যাডার এখনও আছে।

পক্ষান্তরে, রাজ্যের বিরোধী দলগুলির মূল সমস্যা হল সেখানে পার্টির প্রতি আনুগত্যের থেকে কোনও শীর্ষ নেতার প্রতি আনুগত্যটাই বেশি জরুরি। বিরোধীদের নির্বাচনী পোস্টারে তাই প্রার্থীর নামের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় দিদি বা দাদার ছবি থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন দলটা বড় নয়, ওই নেত্রী বা নেতার উপস্থিতিই বিবেচ্য। বামপন্থী নির্বাচনী প্রচারে নেতাদের প্রতিকৃতি প্রায় কখনওই ব্যবহার করা হয় না। বিরোধী দলগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় সেখানে মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দেয়, ফলে ভাঙন ধরে।

এক দিকে দলের প্রতি আনুগত্য এবং অন্য দিকে ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য, বাম এবং বাম-বিরোধীদের মধ্যে এই তফাতের কারণ কী? আসল কথা হল, যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, বামেরা একটা মতাদর্শ তাদের অনুগতদের কাছে বিক্রি করতে পেরেছে যে মতাদর্শ মোটামুটি নমনীয়, ফলে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে কখনও-সখনও রদবদল করা হয়ে থাকে। বামেদের ভাড়া করা বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে সেই মতাদর্শের প্রচার করেন এবং সেই প্রচারের ফলে সাধারণ ক্যাডারবাহিনী দলের সঙ্গে নিজেদের একটা যোগসূত্র খুঁজে পায়। এই ভাবে দলের প্রতি তাদের আনুগত্য অটুট থাকে। বিরোধীদের নির্দিষ্ট মতাদর্শের অভাব, তাই তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতেই হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী আবেগ ভাঙিয়ে কংগ্রেস আমাদের রাজ্যে ষাট দশক পর্যন্ত আধিপত্য করতে পেরেছিল। সেই আবেগ এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। টিকে থাকতে গেলে বিরোধীদের এ বার নতুন আদর্শ, নতুন নীতির কথা ভাবতে হবে যা দিয়ে নিঃস্বার্থ পার্টি-কর্মীদের আকর্ষণ করা যায়। শুধুমাত্র গুটিকতক নেতার ব্যক্তিগত চরিত্র-মহিমা কিংবা বামফ্রন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরক্তিজনিত নঞর্থক ভোট— এই দুইয়ের উপর ভরসা করে থাকলে বামদুর্গে ফাটল ধরাবার স্বপ্ন আরও বহু দিন অধরাই থেকে যাবে।

লেখক কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে অর্থনীতির শিক্ষক

23 JUN 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

বুদ্ধ-অনিলের চাপে বসু ও সুভাষের মুখে কুলুপ

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও শিলিগুড়ি: শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-অনিল বিশ্বাসদের চাপে কার্যত পিছু হটলেন জ্যোতি বসু-সুভাষ চক্রবর্তীরা। আপাতত দুই নেতাই সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করতে চাইছেন না। সল্টলেকে পুলিশি বাড়াবাড়ি নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দলের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। তদন্ত করছেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তিনি বসুকে জানান, নির্বাচনের দিন সল্টলেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল পার্টির অনুমোদন নিয়ে এবং দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটকে জানিয়েই। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে অযথা বিতর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই।

বুধবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দেন বসু। সল্টলেকের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "বিষয়টা অনিল দেখছে। ও সব দিক দেখে পরে রিপোর্ট দেবে।" অনিলবাবু জানান, তদন্ত চলছে। সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোচবিহারে সুভাষবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, দলে কি বসুকে খাটো করার চেষ্টা হচ্ছে? তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে যা বলার জ্যোতিবাবু, রাজ্য সরকার এবং দলই বলবে।" তাঁর কথা, "পুলিশ অন্যায় করলে প্রতিবাদ করবই। তার মানে এই নয় যে, আমি বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে বলছি।" সুভাষবাবু কোচবিহারে এস এফ আইয়ের সভায় এসেছিলেন।

বসু-সুভাষ দু'জনেই গত তিন দিন ধরে যা বলছিলেন, তার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধবাবু। এ দিন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সুভাষবাবু বলেন, "আমি পুলিশের অন্যায়ের প্রতিবাদ করি। কেননা আমি যান্ত্রিক ভাবে সরকারকে সমর্থন করি না। আদর্শের ভিত্তিতে করি। এটা জানি, ভুল বা অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতে হবে। সেই সাহস না-থাকলে বেশি দিন চলা যাবে না। প্রতিবাদ না-করলে বোবা হয়ে থাকতে হবে।"

সল্টলেকের পুর নির্বাচনে পুলিশের বাড়াবাড়ি এবং ভোটের দিন প্রচুর পুলিশ নিয়োগ নিয়েই অভিযোগ বসু, সুভাষবাবু এবং দমদমের সাংসদ অমিতাভ নন্দীর। ওখানে পুর ভোটে সি পি এমের বিপুল জয় ওই নেতাদের বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু অনিলবাবু দফায় দফায় বসুকে বোঝানোর পরে তাঁরা আর নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করতে চান না।

তবে যে-১২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বিবাদ, তার ফলাফল এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না সুভাষবাবু। কারণ, সেখানে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। সুভাষবাবু বলেন, "ওই ওয়ার্ডের ফল অবাস্তব। কী কারণে এমন হল, তা বিশদ ভাবে জেনে যা বলার বলব।"

পুরভোটের ময়না-তদন্ত

সুব্রতকে রুখতে এককাট্টা ছিলেন মমতা-সোমেন

অনিন্দ্য জানা

কলকাতা পুর ভোটে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে কোণঠাসা করতে 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' ফর্মুলা প্রয়োগ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন মিত্র।

আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস-তৃণমূল তথা সোমেন-মমতা বিরোধ বহাল থাকলেও ভোটের আগে দুই নেতানেত্রীর মধ্যে যোগাযোগ থেকেছে। মমতা যেমন মধ্য কলকাতায় সোমেনের খাসতালুকে বিশেষ সভা করেননি (কংগ্রেসসুলভ ঈষৎ ভুল বোঝাবুঝির ফলে একটি ছাড়া), তেমনই সোমেনও মমতার জমিতে মঞ্চের হয়ে বিশেষ সভা করতে যাননি।

ভোটে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও সুব্রতর মঞ্চ উড়ে গিয়েছে মমতার তৃণমূলের সামনে। নিজে জিতলেও খানিকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিদায়ী মেয়রের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। এবং এখান থেকেই সোমেন-মমতাকে সামনে রেখে চেষ্টা হচ্ছে বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরির। বলা বাহুল্য, সেখানেও সুব্রতবাবুকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার চেষ্টা থাকবে।

বস্তুত, যখন থেকে সুব্রত তৃণমূল ভেঙে মঞ্চ গড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রক্রিয়া শুরু করেন, তখন থেকেই মমতা-সোমেনের আরও কাছাকাছি আসা শুরু। তাঁকে কার্যত এড়িয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় যে ভাবে সুব্রতর সঙ্গে জোটের কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা আদৌ ভাল চোখে দেখেননি সোমেন। একই ভাবে, সুব্রতও সোমেনকে ধর্তব্যের মধ্যে না-রেখেই প্রণববাবু ও রাজ্যের অন্য হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সঙ্গে যোগাযোগে জোট গড়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন।

কংগ্রেসের গোষ্ঠী রাজনীতিতে সোমেন বরাবরই প্রিয়-বিরোধী শিবিরের। সুব্রতর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত 'মধুর'। তৃণমূল ভেঙে সুব্রতর কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়া মেনে নিতে পারেননি সোমেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে উন্নয়ন মঞ্চের গণ কনভেনশনের দিনই সুব্রত প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠমহলে সোমেন বলেন, কংগ্রেসকে আবার একটা 'বোঝা' নিতে হচ্ছে! সোমেন-শিবিরের কাছে তখনই সুব্রত সম্পর্কে মনোভাব স্পষ্ট ছিল। অন্য দিকে, দল ভাঙার পর মমতারও একনম্বর লক্ষ্য হয়ে যান সুব্রতই।

প্রদেশ কংগ্রেসে এখনও তিনিই যে 'আসল ক্ষমতাবান', তা বোঝাতেই সোমেন-অনুগামীরা হেনস্থা করেন প্রণববাবুকে। আক্রমণের মূল লক্ষ্য অবশ্য ছিলেন সুব্রত। জোটের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ উপলক্ষে তাঁর সে দিন প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে আসার কথা ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রণববাবুই সুব্রতকে আসতে বারণ করে দেন। বুঝতে পারেন, সোমেন ক্ষুব্ধ। কিন্তু তখন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, তার কিছু দিন আগেই সোমেন-মমতা যোগাযোগ হয়। প্রকাশ্যে অবশ্য মমতা কংগ্রেসকে আক্রমণ করেই যাচ্ছিলেন। তার চেয়েও বেশি আক্রমণ করছিলেন সুব্রতকে। কংগ্রেসের এক নেতা ও এক অরাজনৈতিক ব্যক্তির উদ্যোগে সোমেন-মমতা কাছাকাছি আসেন। ওই নেতার কথায়, "মমতাও সোমেনদার সঙ্গে যোগাযোগের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। সুব্রতদার দল ভাঙার ব্যাপারটা গোটা বিষয়টা আরও ত্বরান্বিত করে।" ওই নেতা আরও জানান, তাঁদের ধারণা, আগামী বছর বিধানসভা ভোট এগিয়ে আনতে পারে বামফ্রন্ট। ফলে জোট গড়ার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা দরকার। প্রয়োজনে

এর পর ছয়ের পাতায়

কংগ্রেসকে বশে রাখতে একলা মমতাই 'শক্তি' সি পি এমের

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২২ জুন: এখনও প্রকাশ্যে অন্তত কংগ্রেসকে সঙ্গে নিতে নারাজ মমতা। এবং তাঁর এই 'একলা চলা'র নীতিতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে সিপিএমেরও! নিজেদের স্বার্থেই।

সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অঙ্ক, মমতা যদি কংগ্রেসকে আমল না-দেন, তা হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাদের লাভ বই লোকসান নেই।

বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বাকি প্রায় এক বছর। তাই এখনই সেই ভোটের সমীকরণ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কিন্তু পুরভোটের ফলাফলের ময়না-তদন্তের ভিত্তিতে এটা সিপিএমের কাছে স্পষ্ট যে, রাজ্যে এখনও প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল। কংগ্রেস নয়। জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস জোটকে বামফ্রন্ট সমর্থন করলেও 'দুর্বল কংগ্রেসে'র সঙ্গে রাজনৈতিক দর কষাকষি অনেক সহজ বলে মনে করেন সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁদের অনুমান, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে 'আদর্শগত সংঘাত'ও তত বাড়বে। কিন্তু তাই বলে সমর্থন প্রত্যাহার করে ইউপিএ সরকার ফেলে দিয়ে বিজেপি-র সুবিধা করে দেওয়ার মতো 'হঠকারী রাজনীতি'র রাস্তাতেও সিপিএম যাবে না।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট বলেছেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য আছে। সেই আদর্শের লড়াই থাকবেই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলায় এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে মতৈক্যের ভিত্তিতে কাজ করার চেষ্টা করছি।"

অন্য দিকে, রাজ্যে পুর ভোটের পরে সনিয়া গাঁধীর কংগ্রেসও বুঝতে পারছে, পশ্চিমবঙ্গে এখনও 'মমতা বিনে গীত নাই।' মমতাকে কংগ্রেসে ফের সামিল করতে বরাবরই আগ্রহী সনিয়া। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তো কলকাতায় গিয়ে মমতার কাছে সরাসরি এ প্রস্তাবও রেখেছিলেন। এ বার পুর ভোটের আগে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও সেই চেষ্টা করেছিলেন। কয়েক দফা আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এনডিএ ছাড়তে মমতা রাজি না-হওয়ায় এই বোঝাপড়া শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এর পরে তৃণমূল ভেঙে গেলে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেও কংগ্রেসে আসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু ভোটের আগে নয়, সুব্রতবাবু ভোটের পরেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা ভাববেন বলে জানান। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এখন মনে করছেন, সুব্রতবাবু ভোটের আগেই কংগ্রেসে যোগ দিলে ভাল করতেন।

দিল্লিতে সরকারের জিয়নকাঠি অনেকটাই যে সিপিএমের হাতে, সেটা জেনেও সনিয়া চান রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যেন ভাল ফল করে। তাই তার আগেই কংগ্রেস-তৃণমূল বিবাদ মেটানোর চেষ্টা জরুরি বলে মনে করেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিও। প্রিয়বাবুর কথায়, "জোট হলে তবেই সিপিএম ধাক্কা

এর পর ছয়ের পাতায়

পুরভোটে কাছাকাছি সোমেন-মমতা

প্রথম পাতার পর

আগামী অগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকেই। সেই লক্ষ্যেই সোমেন-মমতাকে কাছাকাছি আনার উদ্যোগ।

পুরভোটের প্রচারসূচিতেও দুই নেতানেত্রীর 'বোঝাপড়া' স্পষ্ট ছিল। মধ্য কলকাতায় সোমেনের এলাকায় লড়ছিলেন মমতার ঘনিষ্ঠ বিধায়ক সোনালি গুহ। তিনি মমতাকে অনুরোধ করেন, সোমেন যে হেতু তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন, মমতা যেন সোমেনকে অযথা আক্রমণ না-করেন। তিনটি ওয়ার্ডের জন্য মমতা নমো নমো করে একটিমাত্র সভা করেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। কিন্তু তারপরেই সোমেনকে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সভা করতে ডেকে আনেন সুব্রত। সোমেন সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি। মঞ্চের প্রার্থী মালা রায়ের হয়েও সোমেনকে সভা করতে হয়। তাতে আবার বেজায় চটে যান মমতা। প্রচারের শেষদিন তিনি সূচি পাল্টে আচমকাই সভা করেন বউবাজারে 'ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'-র মোড়ে। এইটুকু 'ভুল বোঝাবুঝি' ছাড়া বোঝাপড়া আগাগোড়াই বহাল থেকেছে। সোমেনের পাশাপাশি, কংগ্রেসের কট্টর মহাজোটপন্থীরাও মমতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। নিয়মিত তাঁদের আলোচনা হয়েছে। এই নেতাদের মতে, সুব্রত পুরভোটের আগে দল ছেড়ে বড় রাজনৈতিক জীবনে ভুল করেছিলেন। ফলাফলের ময়নাতদন্তে দেখা যাচ্ছে, সুব্রত দল না-ছাড়লে অন্তত বামফ্রন্ট এই জায়গায় পৌঁছোত না। এমনই এক নেতার কথায়, "উনি যে জোট করলেন, তা আক্ষরিক অর্থে জোট কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

মমতা নিজে সোমেনের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি উড়িয়ে দিলেও ভোটের ফল প্রকাশের পর তিনি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, "এ বার প্রকৃত বামবিরোধীদের নিয়ে জোট গড়ব। সিপিএম-বিরোধীদের চিহ্নিত করতে হবে। ভবিষ্যতের মেরুকরণ আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে।" ঠিকই। অন্তত পিডিএস নেতারা তো ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন।

23 JUN 2005

TRINAMUL RETAINS UTTARPARA

Red rides high in city, Salt Lake

Statesman News Service

KOLKATA, June 21. — Marxists today recaptured Kolkata Municipal Corporation after five years. While the Left Front retained its control over Bidhan Nagar Municipality, the Trinamul retained the civic body in Uttarpara-Kotrung. The Left victory appears to have strengthened its prospects for the 2006 Assembly polls.

Despite the former mayor, Mr Subrata Mukherjee's drifting away from the Trinamul, the party still managed to retain its position in Kolkata as the single largest Opposition with 42 seats. This time, however, the split — among several other factors — cost them 15 seats compared with the 2000 elections. The Left Front scraped past the 71-seat magic figure and won 75 seats, up by 14, with the CPI-M alone winning 58.

In Salt Lake, the trouble in Ward 12, which had brought to the fore the differences between the two factions of the CPI-M, seemed to have had little impact on the electorate as the Left Front won by a thumping majority securing 18 of the 23 seats. The remaining five were won by the Trinamul Congress, down by six seats this time. Ironically, Ward 12 was retained by the Trinamul's Mrs Tulsi Sinha Roy.

The only saving grace for Miss Mamata Banerjee was the Uttarpara-Kotrung Municipality where 17 of the 24 seats were grabbed by the Trinamul.

All the three mayoral candidates managed to get past their nearest rivals, but for Mr Ajit Panja the counting proved to be a hair-raising experience before he, finally, inched past his Samajwadi Party rival, Mr Nawal Joshi, by a mere 259 votes. Mr Subrata Mukherjee considered his 875-vote margin over the Trinamul heavyweight, Mr Shovondeb Chattopadhyay, a "victory against Mamata Banerjee".

Mr Bikash Bhattacharjee, who is likely to replace Mr Mukherjee as mayor, secured 1,638 votes more than his nearest rival, Mr Partha Chatterjee, of the Trinamul.

In the Left alliance, the RSP, with six elected councillors, formed the second largest party after the CPI-M and heightened speculation about providing the deputy mayor in Ms Foara Dutta who had edged past the Trinamul's Mrs Sonali Guha in Ward 40.

The Congress, however, made no significant impact on the poll results and retained the seats it had won last time. The Independent candidate the party had backed, Mrs Sabita Rani Das, whose election ticket in Ward 55 had to be wrested by manhandling the Union defence minister, Mr Pranab Mukherjee, won.

Mr Subrata Mukherjee's Unnayan Congress Manch managed to win five seats, inclusive of Independent candidate Mr Debashis Kumar's seat in Ward 85. His "prestige fights" — namely in the form of Mrs Mala Roy in Ward 88, Mr Samsuzzaman Ansari in Ward 135 and Mr Moinul Haque Chowdhury in Ward 141 — were won, with all of them getting elected.

As many as 25 wards changed hands this time, 15 of which were wrested by the Left Front from the Opposition. While the UCM took two seats off the Trinamul, the Congress was blamed for the Trinamul's loss of three seats.

Describing the victory as one which had added to the party's responsibilities towards Kolkatans, the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, said: "We must live up to the faith reposed in us by the people of Kolkata."

Congratulating the voters of all three municipalities, the CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, interpreted the result as "the people's verdict in favour of Kolkata's development in tandem with the development of the state". "People have also expressed their grievances against the previous board's inabilities and its lack of consistent policy," he added. The CPI-M Politburo, in Delhi, termed the victories in Kolkata and Salt Lake as a demonstration of the people's support for the Left Front.

The Trinamul chief, Miss Mamata Banerjee, however, described the outcome as the "victory of rigging and state-sponsored terror" and accused Mr Subrata Mukherjee of "buttering up the CPI-M".

The state Congress general secretary, Dr Manas Bhuniya, favoured strengthening the UDA.

Photographs, more reports in Kolkata Plus

AT A GLANCE

Kolkata Municipal Corporation

Total Wards	141
Left Front	75
Trinamul & BJP	45
Cong & UDA	19
Independents	2

Bidhan Nagar Municipality

Total Wards	23
Left Front	18
Trinamul & BJP	5

Uttarpara-Kotrung Municipality

Total Wards	24
Trinamul & BJP	17
Left Front	6

THE STATESMAN

22 JUN 2005

Crimson comeback

Mr Bikash Bhattacharya receives a congratulatory message over his cellphone. On Tuesday. — SNS

Statesman News Service

KOLKATA, June 21. — His verdict was delayed, but not denied. As the Left Front's mayoral candidate, Mr Bikash Ranjan Bhattacharya, got past his nearest rival, a Trinamul Congress candidate, it was hard not to recall the tense situation early this morning when the counting of votes was delayed in his centre for over two hours with polling personnel not quite happy with the sitting arrangements at Jodhpur Park.

Mr Bhattacharjee not only defeated his Trinamul Congress rival, Mr Partha Chatterjee, by a margin of 1,638 votes at Ward 100, he virtually led the Left Front's charge to regain power at the city civic headquarters. "The people of the city have again given us the chance to serve them, after they fell for a hollow Opposition front, five years ago," said the relieved mayor-elect from his Ramgarh based residence this afternoon.

The verdict by that time was out. The Left Front never trailed since counting began this morning, and by noon, it was known to all who was going to form the next board at KMC. And Mr Bhattacharjee already seemed to be easing into his role of the mayor of Kolkata when he declared that he would work with the Opposition for an overall development of the civic amenities in the KMC area.

"Myself and Subrata are close friends and I look forward to his suggestions and would like to sit down and discuss any conflicting issues with him," Mr Bhattacharjee said. He said that he would discuss a strategic plan to implement everything promised in the party manifesto. "We announced that once we come to power, our primary objective will be to work for the development of nearly 26 lakh slum-dwellers, currently residing in the KMC area. We will work towards that," he said.

Outside, the victory celebrations had already begun. A jubilant state urban development minister, Mr Asok Bhattacharya, said that with the same party leading the government as well as KMC there would be better co-ordination between the two than before and development would be faster. "During the previous regime, members of the mayor-in-council, borough committees were rendered ineffective but now we will revive them once again."

Red flags can now be a fixation in the Kolkata firmament for the next five years. After the civic poll results were declared on Tuesday. — Rajib De ***(More reports, photographs on page III)***

Subrata keeps seat, loses turf

KOLKATA, June 21. — He presented a bold exterior, criticised Miss Mamata Banerjee, alleged rigging by the Left Front, and yet, the former mayor, Mr Subrata Mukherjee, could hardly hide his disappointment at the defeat of his Unnayan Mancha. The green football fields of St Lawrence High School, the counting venue, experienced a red invasion today as Mr Mukherjee won his seat but lost Kolkata Municipal Corporation to the Left Front. "It is a slap in the face of Miss Mamata Banerjee, who scuppered anti-Left unity. She chose to help the Left Front, who rigged the polls. In 24 wards, it captured booths, making a mockery of democracy. People were not allowed to vote," said Mr Subrata Mukherjee, who had won by only 875 votes against his nearest rival, Mr Sobhondeb Chattopadhyay. "The people did not get the chance to vote in most wards. I'm happy for my personal win, yet sad that the situation is this bad," added the former mayor.

Supporters lift Mr Subrata Mukherjee after his win. On Tuesday. — SNS

22 JUN 2005 THE STATESMAN

JOY RIDE

DEBASISH BHADURI/HT

FINAL TALLY

KMC

Total seats	141
Left Front	75
Trinamool-BJP	45
UDA	19
Others	2

SALT LAKE

Total seats	23
Left Front	18
Trinamool-BJP	5

A Left candidate from Salt Lake savours the moment of victory

LEFT PAINTS CITY RED

DEBASISH BHADURI/HT

CPM supporters celebrate the victory of their party in the KMC and Salt Lake civic polls.

CPM-led front returns to power in KMC, retains Salt Lake

ALOKE Banerjee
Kolkata, June 21

THE LEFT Front marched back to power in the Kolkata Municipal Corporation on Tuesday, its thumping victory due largely to the division in the Opposition ranks.

The man behind the division, Subrata Mukherjee, did not make as much impact as he had hoped. Having split the Trinamool, Subrata (along with the Congress) ended up with less than half the Trinamool-BJP's tally. The Left, on the other hand, put the 2000 results behind it, improving vastly on its then tally of 61. Its 75 seats this time are more than enough to form the board in the 141-member KMC.

The Salt Lake municipality, always red to begin with, donned a deeper shade with the Left's tally improving from 13 to 18. The Congress-led alliance went unnoticed, with Trinamool-BJP winning the rest.

The Trinamool had something to cheer about apart from the tag of principal opposition. It maintained its firm grip on the Uttarpara-Kotrang municipality, where it won 17 seats to the Left Front's six and the Congress' one.

Left leaders attributed their victory to a clear vision of development — investment, urbanisation and job creation for the middle class. But CPI state secretary Manju Majumdar admitted: "We would have had a tough time had Subrata not broken away."

Though Subrata had proved a mayor who could deliver, his decision to quit the Trinamool damaged his image. The Congress had hoped to cash in on Subrata's image, replace the Trinamool Congress as the principal opposition party, and then capture the KMC through an alliance with the Trinamool. It failed on all counts.

The Trinamool had targeted Subrata in particular and the Congress in general rather than the Left. Her personal battle hurt the interests of both sections of the Opposition. "Mamata could not accept the fact that people were praising my work as mayor. I was forced to quit. Had we remained united, the Left would not have got more than 60 seats," agreed Subrata.

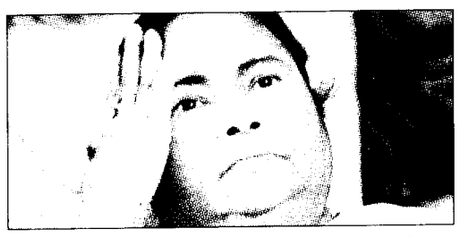

In spite of rigging, we won 45 seats. The people are still with us

—Mamata Banerjee

An elated Buddhadeb Bhattacharjee said the victory had increased the responsibility of the Left Front government. "I have to respect the faith people have reposed in us," he said. "The Left-run corporation and board will have to deliver quality work."

Bikash Ranjan Bhattacharyya is set to replace Subrata as mayor, having won by 176 votes in ward 100. Subrata defeated Mamata's iron resolve "to teach turncoat Subrata a lesson" and won by 875 votes against Sovandeb Chattopadhyay. Even Mamata's mayoral candidate, Ajit Panja, won his seat.

The CPI(M) described the victory as an indication of the things to come in the Assembly elections next year. "This victory shows that the people support our policies on development," Anil Biswas said.

Mamata Banerjee grumbled, "This election has been thoroughly rigged. Unless polls in West Bengal are held under the direct control of the Election Commission, they will never be fair," she said.

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

A Trinamool supporter roughed up by the police outside a counting centre on Tuesday.

In defeat, Didi makes a point

HT Correspondent
Kolkata, June 21

THE SPLIT engineered by Subrata Mukherjee, as expected, has taken its toll on the Trinamool Congress. Yet Mamata Banerjee has shown the ousted mayor, as well as those he allied with, that her party remains the principal opposition ahead of next year's Assembly elections.

"In any case, I believe these elections don't reflect the voters' true choice. They have been manipulated by the CPI(M). I don't think the party faces further damage because, on the whole, we have remained the main opposition," Mamata said.

She had to pay a heavy price. Party heavyweights like Sovandeb Chattopadhyay, Sonali Guha, Partha Chatterjee, Tarak Singh and Kakoli Ghosh Dastidar lost their municipal seats in and around Kolkata South, Mamata's own Lok Sabha stronghold.

Yet the party remains optimistic. "Statistically, there is not much difference since last time," Ajit Panja said. In 2000, the Trinamool had won 56 seats but formed the board with the Congress (15) and Independents (4). "Had there not been the split, we would have formed the board," Panja said. Mamata agreed: "Looking back, it appears that things wouldn't have gone out of hand if we had stayed united."

The party has ruled out a further split, with leaders pointing out that the Congress had fared miserably, which would discourage fence-sitters from leaving — at least in the city. For all its optimism, however, the party knows it faces an uphill task.

"In the areas we lost to the CPI(M) in the Lok Sabha elections, our performance remains poor. We have to do a lot of work to wrest these zones in the Assembly elections," she admitted.

Get ready for water tax

RAKEEB Hossain
Kolkata, June 21

A LOT of water has flown down the Hooghly since the government decided that nothing comes free, and moved to tax Kolkata's taps. The KMC stood in the way.

But soon a vast majority of those who voted for the Left in the city civic polls as well as those who did not will have to pay for the water they use. Only those in the BPL category will be exempt. The bad news was broken by none else than Bikash Bhattacharyya, the mayor-elect.

"The Left Front's policy on water tax has been consistent. Now it will be implemented in Kolkata. But the poor will be kept outside it," he told *HT*.

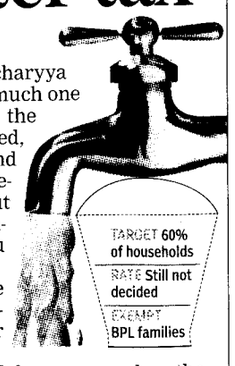

Though Bhattacharyya couldn't say how much one would be paying, the tax, he assured, wouldn't be beyond the average household's reach. But the higher your income the more you must pay.

Going by the water tax structures at the other municipalities where water tax slabs are pegged on the property tax one pays, an average Kolkata household would have to pay at least Rs 25 a month.

UP CLOSE

'Slum development is my priority'

Long before voting began for the KMC board, Bikash Ranjan Bhattcharyya was confident of a Left victory. And unlike Ajit Panja and Subrata Mukherjee, he had his priorities fixed and action plan ready for the city. Excerpts from what Kolkata's new First Citizen told **ARINDAM SARKAR** *on Tuesday morning when counting was still only in its early rounds:*

From High Court to the mayor's hot seat. How does it feel?

Well, this isn't coming as a surprise. My party had told me that I would be its mayoral candidate. And with a Left victory certain, I had been preparing for this new role.

Isn't it a surprise that despite its development drive in the city, the Trinamool-BJP combine is losing the polls?

What development? All they did was cosmetic changes. They neglected to provide even basic amenities to the people. The outgoing board [illegible] lot of money taking expert assistance

SUBHENDU GHOSH/HT

The party doesn't interfere as long as the LF's manifesto is followed

from outside even when indigenous expertise would have done the job. Even the augmented water supply was restricted to a few wards. Central Kolkata and North Kolkata were ignored.

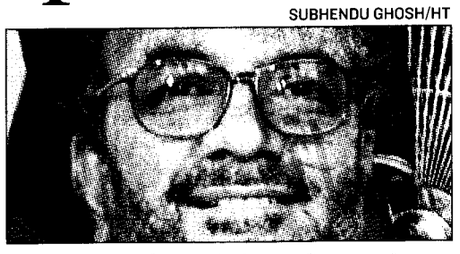

But how come the outgoing board got so much praise?

That's Subrata Mukherjee's media management...like the NDA government's feel good campaign before the Lok Sabha polls. Both campaigns failed.

Going by experience, a CPI(M) mayor invariably consults Alimuddin Street to do the smallest things.

That's incorrect. The party doesn't interfere as long as the Left's manifesto is implemented.

What will be your main focus area as the new mayor?

Slum development. There are over 19 lakh people living in the city's slums. If these areas get their due attention, the city will feel its impact.

It was the last Left Front board that launched Operation Sunshine, which briefly cleared the streets of hawkers. Do you see any thing similar happening in your term?

If I find that hawkers are encroaching on pavements and that's going against the greater interests of citizens, they will have to be removed.

'Constructive' Congress plays in the shadows to appease Left

CL Manoj
NEW DELHI 21 JUNE

DON'T worry, be happy and, count on us in future too — this could have been the most apt message from the Congress high command to the CPM headquarters, which is celebrating the Left Front's 'sweeping victory' in the civic polls in Kolkata on Tuesday.

A closer look at the results show that Left Front scored its victory not by decimating the influence of Mamata Banerjee's Trinamool Congress, but by riding on the selfless services extended by the Congress, which ensured a three-way split in anti-communist votes.

The bottomline of the Congress strategy is that, so far as the Left continues to extend its support to the UPA at the Centre, the grand old party will not do anything that will upset the communist apple-carts of West Bengal, Kerala and Tripura. Forget about 'mahajot' (Mamata Banerjee's plank for a grand anti-communist gang-up), but 'constructive cooperation', is what the Congress will offer for the Left in return for their Delhi live-in pact.

The results, and the operations that went behind it, should also help the 'sound-byte tigers' at the AKG centre to realise that their growing blood-pressure over how the cadres will respond to the Left's support to the 'pro-rich economic policies' of the Congress-led government at the Centre was completely ill-placed.

RED FORTE: Exuberant Left supporters celebrating in Kolkata on Tuesday. – Subhajit Pal

The cadres in West Bengal and Kerala have once again shown that they are more rooted to the pragmatic politics than their Delhi-based leaders and they clearly known their changing priorities when it comes to the national politics and state politics.

Hopefully, with the Left wresting Kolkata Municipal Corporation (KMC) and the Congress ensuring its Kerala unit is nothing but battered, the Left leaders in Delhi, hopefully, should be able to overcome their bouts of insecurity that appear to be intensifying as the Assembly elections in the two Left states are fast approaching.

The Trinamool has clearly lost the control of the KMC, but Ms Banerjee once again proved that she still remains the biggest and perhaps the only credible anti-Left leader of West Bengal. Never mind the 'Bengal tigress' led this campaign with a battered image, facing desertions of her senior leaders — from Sudhip Bandhopadhyaya to Nitish Sengupta — and more importantly a crippling split in the party, mastered by the Congress and executed by her friend-turned-foe Subrata Mukhrejee, yet she has shown that she still has the mass support.

While the Left wrested the 142-seat KMC by winning 75 seats, all that Mamata lost was just around 20 seats, winning as many as 45 seats against many odds, just in the company of the nondescript yet faction-ridden state BJP. What really turned out be the Trinamool's undoing was the manner in which the Congress-Subrata alliance cut into the anti-communist votes.

Notwithstanding the huge media hype for the Congress-Subrata alliance, all it could win was just 20 seats. While Congress showed itself as a party of arrested growth by winning the same old 15 seats, the Subrata balloon was punctured by its paltry five seats.

But beyond the number of seats, the Congress-Subrata pact ensured a tactical edge for the Left. And more importantly, by masterminding a series of bitter desertion from Trinamool Congress, the Congress ensured that Ms Banerjee will have no scope for proposing the politically inconvenient (for the Congress and Left) 'mahajot' once again. While the Left Front retaining the Salt Lake municipality, despite the reported efforts by the Buddhadeb-Anil Biswas axis to trip the Jyoti Basu-Subhas Chakraborty-led Left Front campaign, was a foregone conclusion in the given situation, the Trinamool retaining Uttarpara municipality once again demonstrated the continuing grip of Ms Banerjee.

Trinamool stays on sidelines, Mamata floats conspiracy theory

From Page 1

THE Trinamool combine actually bagged 42 seats, down considerably from 56, last time. Together with the BJP, it barely managed 45 seats in all. Playing at the margins, even BJP lost a seat, winning three instead of four last time, while Independents secured two seats — down one from 2000! In Salt Lake too, the Trinamool-BJP combine won five to give away six seats to the CPI(M) in the 23 member board.

The Left Front's stranglehold on 5, SN Banerjee Road was to the extent of 53.20% this year in terms of wards under the belt. Effectively, this meant a precisely 9.94% growth in its command area over the 61 wards it had captured in 2000 which represented a 43.26% domination.

For Mamata Banerjee, the civic poll results were a swan song her supporters wished they hadn't heard. Post-results, she faced the media bravely though, toeing the by-now hackneyed line of identifying traitors. Subrata Mukherjee, her citadel of strength till lately, pined away for her, telling all and sundry how the Opposition might have gathered in strength and turned the tables on the Left, had it been united.

Quietly smug, Buddhadeb Bhattacharjee beamed measuredly. "The state government and the civic body will now be able to work more closely for improving Kolkata's infrastructure. The poll outcome has increased our responsibilities for carrying out development work in the metropolis," he said.

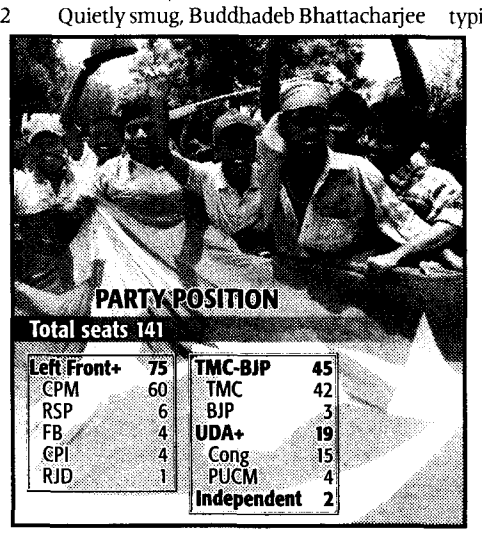

Left Front chairman Anil Biswas was typically clinical. Almost lost in the big chair he sits on, he rattled stats off to show how much the swing in the Left's favour had been, despite Opposition and media claims.

As dusk settled in on a city that hadn't virtually slept the last two weeks, it was clear that the Left's electoral strategy had its Opposition in gasps. Whodunnit? Who was it that supposedly beat up CPI(M) MP Amitava Nandi or Jyoti Basu's personal assistant Joykrishna Ghosh at Ward No. 12 in Salt Lake on election day? The media continued searching for the illusive answer. Has the state transport minister Subhash Chakraborty really declared war against Buddhadeb Bhattacharjee and his government? Party bosses hummed and hawed, enquiries were demanded, reports sought — in soft lilting voices. The acid was gone.

Even those who had claimed being severely bashed up by the state police just 24 hours ago, have started cooing once more. The juggernaut rolls on. Towards Target 2006.

The Economic Times

বামে ফিরল কলকাতা

মঞ্চ মাত্র ৪, ফ্রন্টের নতুন ১৫

বিজয়ী বিকাশ। বাড়িতে, মঙ্গলবার। ছবি: অমিত ধর

ভোলানাথ ঘড়ই, বিপ্লব সরকার, সন্দীপ চক্রবর্তী

আগামী ৫ বছরের জন্য কলকাতার দায়িত্ব বামফ্রন্টের হাতেই তুলে দিলেন শহরবাসী। অন্যদিকে বিধাননগরে আরও বেশি আসন নিয়ে জিতে ফিরল বামফ্রন্ট। উত্তরপাড়া-কোতরং অবশ্য এবারও তৃণমূলের দখলেই রইল। কলকাতা-সহ রাজ্যের তিন পুরসভার ভোট গণনা শুরু হয় মঙ্গলবার সকালে। বেলা ১১টার মধ্যেই ছবি স্পষ্ট হয়ে যায় তিন পুরসভাতেই। কলকাতায় বামফ্রন্ট এবং তার সহযোগী আর জে ডি মোট ৭৫টি আসনে জয়লাভ করেছে। বামফ্রন্টের এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শহর আনন্দে উত্তাল হয়ে ওঠে। সি পি এমের শীর্ষনেতাদের আগাম হিসেব সত্য হয়ে ওঠে। বিধাননগর পুরসভায়ও বামফ্রন্টের দারুণ সাফল্য। মোট ২৩টি আসনের মধ্যে ১৮টিই বামপন্থীদের দখলে। যদিও সেখানে চেয়ারম্যান কে হবেন, এখনও নির্ধারিত হয়নি। কলকাতা এবং বিধাননগরের এই সাফল্যের ছোঁয়া কিন্তু হুগলির উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভায় গিয়ে পৌঁছল না। সেখানে ২৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একাই ১৭টি আসন ধরে রেখেছে। এদিন সকালবেলা ভোট গণনার শুরুতে 'ঝোঁক' দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন বামফ্রন্ট হয়ত ৮০টি আসনে পৌঁছে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৭৫টি আসন পেয়ে তারা কলকাতা পুরবোর্ডের দখল নিল। কলকাতায় এর পরই আসন পেয়েছে তৃণমূল-বি জে পি জোট। মোট ৪৫টি ওয়ার্ড দখল করে তারা এখন প্রধান বিরোধী দল। তৃণমূল একা পেয়েছে ৪২টি আসন। গতবার তারা একা পেয়েছিল ৫৬টি ওয়ার্ড। পরে আরও এক নির্দল তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় ১৫টি আসন তাদের হাতছাড়া হয়েছে এবার। বি জে পি-র আসন গতবারের তুলনায় একটি কমে গিয়ে হয়েছে তিন। এবার কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে সকলেই তাকিয়ে ছিলেন প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জির নতুন দল উন্নয়ন মঞ্চের দিকে। সুব্রতবাবু নিজে জিতলেও এই মঞ্চ কোনও সুবিধেই করে উঠতে পারেনি। ৪৪টি আসনে লড়াই করে মাত্র ৪টিতে জিততে পেরেছে তারা। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট তৈরি করে মঞ্চ লড়েছিল। সেই কংগ্রেস ৯৮টি আসনে লড়ে পেয়েছে মোটে ১৫টি আসন। অবশ্য কংগ্রেস গত পুর নির্বাচনে ১৫টি আসনই জিতেছিল। ফলে কংগ্রেস আর মঞ্চের জোট মোট ১৯টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় বিরোধী দল হিসেবে পুরসভায় চলল। ২টি আসন গেছে নির্দলের হাতে। বেসরকারিভাবে এঁদের মধ্যে একজন কংগ্রেস, অপরজন মঞ্চ সমর্থিত। বিধাননগর পুরসভায় তৃণমূলের অবস্থা এবার খুব খারাপ। ১১ থেকে তাদের ৫-এ সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আর কংগ্রেস এবারও খাতা খুলতে পারেনি। উত্তরপাড়া-কোতরঙে ১৭টি আসন তৃণমূলকে দিয়ে দেওয়ার পর সি পি এম পেয়েছে ৫টি আসন, সি পি আই পেয়েছে ১টি আসন। কংগ্রেসের বরাতেও মিলেছে ১টি। কলকাতা পুরসভায় বামফ্রন্ট ও তার সহযোগী

এরপর ৬ পাতায়

২ পাতায় ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল

কলকাতা ১৪১		সল্টলেক ২৩	
ফ্রন্ট	৭৫	ফ্রন্ট	১৮
তৃণমূল জোট	৪৫	তৃণমূল	৫
কং + মঞ্চ	১৯	উত্তরপাড়া	২৪
অন্যান্য	০২	তৃণমূল	১৭
		ফ্রন্ট	০৬
		কং	০১

22 JUN 2 AAJKAL

22 JUN 2005 AAJKAL

বামে ফিরল কলকাতা

১ পাতার পর

আর জে ডি-র ৭৫ আসনের মধ্যে সি পি এম একা পেয়েছে ৫৮টি আসন। গত নির্বাচনে এই সংখ্যাটি ছিল ৫৩। সি পি আই আসন দ্বিগুণ করেছে। ছিল ২, হল ৪। আর এস পি জিতল ৬টি ওয়ার্ডে। গতবার দখলে ছিল ৩টি আসন। ভাল ফল ফরওয়ার্ড ব্লকেরও। গত নির্বাচনে যেখানে তাদের একটি মাত্র আসন ছিল, এবারে তা বেড়ে ৪। বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর জে ডি একটি করে আসন পেয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, গতবারের ৬১ থেকে বামফ্রন্ট ও সহযোগী বাড়িয়ে নিয়েছে ৭৫-এ। অর্থাৎ নতুন ১৫টি আসন তারা ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস বা তৃণমূলের কাছ থেকে। একটি মাত্র জেতা ওয়ার্ড ৪৩ এবার বামফ্রন্ট হারিয়েছে এন সি পি-র কাছে। নতুন যে ১৫টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট জিতেছে তার একটিও কিন্তু সংযুক্ত এলাকার মধ্যে নয়। এর সবকটি মূল কলকাতাতেই ছড়ানো রয়েছে। অর্থাৎ কলকাতার সব অংশেই ফ্রন্ট প্রার্থীদের কমবেশি ভাল ফল হয়েছে। আসনের শতকরা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বামফ্রন্ট গতবার ১৪১টির মধ্যে ৪৩.২৬ শতাংশ আসন পেয়েছিল। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৫৩.২০। কংগ্রেস শতকরা ১০.৬৪টি আসনে জয়ী হয়েছে এবারও। সুব্রতর নতুন মঞ্চ শতকরা মাত্র ৩.৫৫ আসন নিয়েই থমকে গেছে। তৃণমূল শতকরা ৩৪.৪ আসন পেয়েছে। এবার কলকাতা পুরসভায় সম্ভাব্য মেয়র হিসেবে তুলে ধরা তিন প্রার্থীই জিতেছেন। বামফ্রন্টের বিকাশ ভট্টাচার্য ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে গণনার শুরু থেকেই জিতছিলেন। শেষে তৃণমূলের বিধায়ক পার্থ চ্যাটার্জিকে ১৬৩৬ ভোটে পরাস্ত করেছেন। সুব্রত মুখার্জির ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে সকালে 'কী হয় কী হয়' ভাব ছিল। দুপুরে ৩,০৯৪ ভোট পেয়ে তৃণমূলের শোভনদেব চ্যাটার্জিকে ৮৭৫ ভোটে হারিয়েছেন। অজিত পাঁজার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড সারাদিনই ছিল টানাপোড়েনের মধ্যে। একসময় তো রটেই যায়, তিনি হারছেন। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ভোট গণনা কেন্দ্রে। হয় ভাঙচুরও। প্রায় ২ ঘণ্টা গণনা বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২৫৮ ভোটে তিনি সোসালিস্ট পার্টির নওল যোশিকে পরাস্ত করেন। এবার কলকাতা পুরভোটে উল্লেখযোগ্য জয়ীর তালিকায় এ ছাড়াও আছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা নির্মল মুখার্জি, অর্চনা ভট্টাচার্য, তুহিন বেরা, অমল মিত্র, চন্দনা ঘোষ দস্তিদার, সুবোধ দে, হেনা চক্রবর্তী, রূপা বাগচি, মৌসুমী ঘোষ। জিতেছেন প্রাক্তন বোর্ড চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শোভন চ্যাটার্জি, রাজীব দেব, মালা রায়, অনুপ চ্যাটার্জি, স্বপন সমাদ্দার, সামসুজ্জামান আনসারি, মইনুল হক চৌধুরি ও জাভেদ খান। তৃণমূলের দুই স্বামী-স্ত্রী পার্থ বসু ও সোনালি গুহ— দুজনেই পরাজিত। অন্য দিকে কংগ্রেসের রামপিয়ারি রাম ও তাঁর স্ত্রী হেমা রাম— দুজনেই রয়েছেন। রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে জিতেছেন। বরো চেয়ারম্যান অরূপ বিশ্বাস জিতলেও মঞ্চে যাওয়া বরে চেয়ারম্যান দিব্যেন্দু বিশ্বাস হেরেছে তৃণমূলের ছাত্রনেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। হেরেছে প্রাক্তন বিধায়ক মঞ্চপ্রার্থী পুলক দাসও। পরেশ পালের ওয়ার্ডটি দখলে রাখলেও কংগ্রেস ওই এলাকায় বাকি ৪টি ওয়ার্ডেই হেরেছে। হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিধায়ক শোভনদেব চ্যাটার্জি, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ হৃদয়ানন্দ গুপ্তা, তৃণমূলের মুখ্য সচেতক অপর্ণা গুপ্ত, ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কয়েকবারের কাউন্সিলর সাধন সাহা, ইলিয়াস ইসলাহি। বামফ্রন্টের জয়ে শীর্ষনেতারা সকলেই শহরবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জ্যোতি বসু বলেছেন, কলকাতা ও বিধাননগরের মানুষকে অভিনন্দন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, আমি আনন্দিত। আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এখনও কলকাতার কিছু অংশে বিরোধীরা রয়েছেন। রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন বোর্ডকে একসঙ্গে কলকাতার উন্নয়নের কাজে নামতে হবে। বিরোধীরা অবশ্য সকলেই বোর্ড হাতছাড়া হওয়ার পেছনে রিগিং, সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করলে নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবেন।

Kolkata civic poll: Red flag flies high

Kolkata: After five years, the CPM-led Left Front on Tuesday wrested power in the 141-ward Kolkata Municipal Corporation from Trinamul Congress and retained Bidhannagar municipality, while Mamata Banerjee's party managed to hold on to the civic body at Uttarpara-Kotrung in Hooghly district.

Taken together, LF won 74 wards, three wards more than required for absolute majority in the prestigious city civic body, with results of 140 wards declared till Tuesday afternoon.

The CPM alone bagged 59 seats, while other front partners -Revolutionary Socialist Party secured six, Forward Bloc and CPI, four each. LF-backed RJD bagged one ward.

On the other hand, the Trinamul Congress-BJP combine, which controlled the KMC board since 2000, bagged 45 seats, with TC bagging 42 wards and the BJP, three.

Of the UDA constituents, the Congress secured 15 wards and candidates of Paschimbanga Unnyan Congress Mancha, floated by dissident TC leader and mayor Subrata Mukherjee, who himself emerged victorious, won five seats. One Independent supported by the Congress won in a ward.

The result of one ward (63) has been withheld due to some problem in an EVM, officials said, adding that the West Bengal election commission would take a final decision. Former Union minister Ajit Panja of TC was leading by 160 votes in ward 63 when counting stopped.

Improving considerably on its performance in the satellite township of Bidhannagar, LF humbled TC, bagging 18 in the 23 ward municipality.

Trinamul Congress, which secured 11 wards in the last civic body, this time managed to win only five.

Out of the 18 wards won by the Front, CPM) alone bagged 17 and the CPI, one. In the 24-member Uttarpara-Kotrang municipality, Trinamul Congress retained its hold with two- thirds majority, bagging 17 wards. The Left Front won six and the Congress, one. Of the six, the CPM got five and the CPI, one. Chief minister Buddhadev Bhattacharjee said, "People have reposed more faith on the Left Front and I hope both the state government and the KMC will work hand-in-hand to develop the city further." PTI

CPM activists celebrate the party's victory in the Kolkata municipal corporation elections on Tuesday

Red-faced in clean sweep

CPM caught in landslide

OUR BUREAU

Calcutta June 21: A CPM leader's face fell this afternoon when the result flashed on the screen that the Left Front had won Salt Lake 18 to 5. Embarrassment in victory.

Today's story is not the story of the Left wresting Calcutta back from the Opposition with 75 out of 141 seats, which had been expected, but of the tiny township of Salt Lake — the site where the action was on poll day.

"The mandate is a huge popular endorsement of our initiative on developing Calcutta and Salt Lake in tune with similar initiatives under way in the rest of Bengal," said CPM state secretary Anil Biswas.

Calcutta

TOTAL WARDS: 141

	2005	2000
Left Front	75	61
TMC+	45	61
Cong+	21	15
Others	—	4

Salt Lake

TOTAL WARDS: 23

Left Front	18	12
TMC	5	11

He claimed the results were an indication of the Left's success in drawing upper-class voters, a section that has traditionally not supported it.

It wasn't clear if he made the statement with the intention of indirectly justifying the stunning win in Salt Lake, but the result there would be hard to explain in terms of simple electoral politics. Which is why gloom coloured the CPM leader's face amid glory.

Just over a year ago in the Lok Sabha elections, Amitava Nandi, the CPM's candidate, had trailed in the Salt Lake part of Dum Dum constituency by over 6,000 votes. He was behind in 16 out of 22 wards.

In the civic polls, the equation has completely turned around — the Left has grabbed 18 (the CPM getting 17).

As in Calcutta, where the Left took its 2000 tally of 61 to 75, the seats in Salt Lake came at the cost of Mamata Banerjee's Trinamul Congress.

Calcutta mayor Subrata Mukherjee, who left Trinamul to team up with the Congress, won himself but the combine came a distant third. The decline that set in during the Lok Sabha polls stayed with the Trinamul-BJP grouping, which dropped from 61 five years ago to 45.

For one more time, it became clear that without a united Opposition, the Left would not only win Bengal but also Calcutta where the CPM is trying to build a reputation as a party with urban appeal, too.

That brings the story back to Salt Lake where the CPM's North 24-Parganas unit cried itself hoarse through the voice of Subhas Chakraborty, a senior leader and transport minister, that police were preventing party activists from entering the township on poll-eve.

On poll day, the clash between the police at a booth in ward 12, where incidentally Trinamul won, and Nandi, who was accompanied by Joykrishna Ghosh, Jyoti Basu's aide, has created a turmoil in the CPM not seen in recent memory.

Party headquarters, read Biswas, has backed the police action. Today Biswas delivered a resounding snub to Chakraborty. "His (Chakraborty's) remarks have no importance. He has been making these adverse remarks about the party for the last 27 years and these have had no impact."

Some observers see in the heavy security arrangements, combined with these harsh comments, an indication of the government's and the party headquarters' intention to bring the troublesome North 24-Parganas into line and hold a poll unaccompanied by customary cries of rigging.

They feel that the CPM is trying to make itself more acceptable to the urban voter.

The 18-5 score suggests that objective might have been defeated.

CALCUTTA TO SALT LAKE, CHILD'S PLAY FOR THE LEFT

The daughter of a CPM leader celebrates in a victory rally in north Calcutta. Picture by Pradip Sanyal ■See Metro and Page 13

Victory or not, Basu sticks to 'beaten' path

A STAFF REPORTER

Calcutta, June 21: Even in the first flush of vermilion-smeared victory, the ugly head of poll-day confrontation in Salt Lake haunts the CPM.

Jyoti Basu is not letting go. The former chief minister today sought a "wider probe" into the incident in which party MP Amitava Nandi and Basu's close aide Joykrishna Ghosh were injured in a police baton-charge while trying to enter a polling booth.

After a day's silence, Basu opened his mouth to the embarrassment of the Buddhadeb Bhattacharjee government and the party leadership that had supported the police action, though blaming the Trinamul Congress for sparking the trouble at a booth in Salt Lake's ward 12.

Basu said he wanted inquiries by the government as well as the party.

"Salt Lake is a very small municipality with only 23 wards. What was the report the government had which prompted them to deploy such a large number of police personnel in this municipality? Our party must probe this. Anil (Biswas, the CPM's state secretary) and Subhas (Chakraborty, the transport minister who has been the most critical of the administration) came to me yesterday and I had discussions with both."

> ***Salt Lake is a very small municipality. What was the report the government had which prompted them to deploy such a large number of police personnel?***
> JYOTI BASU

But even as he thanked voters and congratulated party activists on the poll victory, Basu insisted: "I think government and the party should both start separate inquiries."

The party, he said, was holding an inquiry, but added: "After all, I cannot dictate to the government on this now."

Some might see a tinge of "well, it's not my government any more" sentiment in the statement. They could be right or wrong, but what is unmistakable is Basu's determination to pursue the issue in favour of Chakraborty and, to a lesser extent, Nandi who are firing from his shoulder.

Earlier, Basu had said the police action could not have taken place without directions from Writers', which could be taken to mean he was pointing at the chief minister.

Bhattacharjee had chosen not to speak on election day. Today, too, he said: "I will exercise my right to refrain from commenting on this issue."

Biswas couldn't evade a reply as in the hour of victory he was the party's face and voice. Asked on STAR Ananda for a response to Basu's demand for a "wider probe", Biswas indulged in well-practised jugglery with words.

"Basu is a veteran and popular leader. Our party always pays heed to his advice. We often consult him.... We will discuss his suggestion."

In the same breath, he said the CPM never interfered in administration and it was up to the government to decide if it should conduct a probe.

The statement promises nothing and leaves all possibilities open.

Amid two drubbings and a triumph, leader sees need to spot traitors and cleanse party

Mamata wants 'real' *mahajot*

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, June 21: Wiser from another poor showing, Mamata Banerjee today floated her brand of *mahajot* (grand alliance) and said a realignment of "real anti-CPM forces" would take place before the Assembly polls next year.

"The much-hyped *jot* (the United Democratic Alliance) formed days before the polls by those who broke away from us and the Congress was an opportunistic tie-up to help the CPM wrest the civic body from Trinamul. I shall start working on bringing together those anti-CPM forces which could really remove the CPM from power," Mamata told a news conference at her Kalighat residence this afternoon.

Indicating that there would be further realignment of anti-CPM forces before the battle for Writers', the Trinamul leader said some Left parties, which are opposed to the CPM, might also join the alliance. "Wait for a few more days. A realignment of forces will help us take control of Writers' next year," she said. "Let the CPM be happy with *chhoto lalbari* (the Calcutta Municipal Corporation headquarters that is also painted red like Writers'), we are eyeing *boro lalbari* (the big red building)."

Elaborating on the grand alliance she was envisaging, Mamata said talks were on at various levels to make it a success. "The sole agenda of the proposed alliance will be to take on the communists in the Assembly elections."

Asked if the Congress would also figure in such an alliance, she flared up: "Let the Congress first decide whether it wants to fight the CPM. We will not accept those who form the government at the Centre with support from the CPM but oppose it in Bengal. We hate such double politics."

Mamata said the Trinamul-BJP combine's performance could not be looked down upon. "We have won 45 wards against all odds. This is not a small achievement for us as we have won them fighting the CPM's massive rigging machinery and administrative network. Added to them was propaganda by a section of the media against us," she added.

She said the new alliance was rejected by the people because its leaders were "treacherous", in an obvious reference to former mayor Subrata Mukherjee, who quit Trinamul a couple of months before the polls. "It is good that we have been able to identify the real *gaddars* (traitors), who walked out of the party and formed the UDA. I am happy it will soon go into political oblivion... People do not support back-stabbing."

Admitting that the party had suffered because of the split engineered by Mukherjee, Mamata said she would carry out a "purification" drive to identify and weed out the traitors. "Those who want relations with the CPM have no place in our organisation."

Trinamul supporters celebrate victory in a south Calcutta ward. Picture by Pabitra Das

In red sea, Trinamul finds an island

OUR CORRESPONDENT

Uttarpara, June 21: After the drubbing in Calcutta and Salt Lake, the name Uttarpara-Kotrang will ring like sweet music in Mamata Banerjee's ears.

Trinamul retained the municipality, the oldest civic body in Bengal, with as big a margin as five years ago.

It bagged 17 wards and the Left Front six — the CPM five and the CPI one.

The beleaguered Congress that had won in two wards last time, lost one to the CPM and held on to the other.

In a year of Left sweep in the civic polls, the front's defeat here is being viewed by observers as its failure to stem infighting between factions owing allegiance to CPM members of Parliament Rupchand Pal and Anil Basu and the consequent cracks in the organisation.

Insiders said that as a result of the feud, a section of the cadre stayed away from campaigning at the grassroots level. Star speakers like Jyoti Basu, state party secretary Anil Biswas and transport minister Subhas Chakraborty thus had little impact on the outcome.

Hooghly CPM secretary Binod Das could not conceal his disappointment. "We are astounded by the tally. Since 1977, the municipality had been under Left control. Last time, Trinamul wrested it from us. This time, too, we have cut a sorry figure."

"We need to sit together and find ways to strengthen our organisation," he added.

In last year's Lok Sabha polls, the CPM MP from Serampore, Shantasree Chatterjee, had lagged behind his nearest rival in the 24 wards of Uttarpara-Kotrang, he said.

Today, Chatterjee said an inquiry would be carried out into the party's dismal performance. Allegations of "sabotage" will be looked into.

However, observers also said that residents in this corner of Hooghly, only about 20 km from Calcutta — once considered a Left bastion — had voted for Trinamul to protest against the earlier CPM-led board's alleged nexus with realtors and the inability to improve the quality of life.

"The Trinamul civic body provided the basic amenities. It appears that we, as opposition, were not very constructive," confessed a CPM leader who did not want to be named.

During campaign, the Trinamul leaders highlighted their success in water supply, street lighting, improvement of roads, collection of garbage and free treatment for men over 65 and women over 60.

Former municipality chairman Pinaki Dhamali said there was no room for complacency. "We will continue the good work," he said, adding that the municipality was financially solvent and could pay Rs 6 lakh annually to the Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority for filtered water supply. "We did not impose water tax on the people. This way, we earned their faith."

Taking no chances

Marxist machinery performs in civic poll

It is a sign of the times that opposition leaders like Ajit Panja, not to speak of Marxist bosses who run the government from Alimuddin Street, have claimed that the municipal elections in Kolkata and Salt Lake have passed off peacefully despite striking evidence to the contrary. Perhaps people in the state have learnt to take violence during elections in their stride. So much so that they find nothing extraordinary in all that happened: bomb blasts; musclemen jamming booths, voters made to stand in queues for hours, an atmosphere of terror induced by hoodlums imported from outside constituencies, agents of the stronger party taking control of the voting process during the closing stages with presiding officers looking on and, of course, the police and administration leaning towards the side that has perfected the art of winning. The only mystery is how the police action in Salt Lake had Jyoti Basu's confidential assistant and the present MP from Dum among the victims. Biman Bose is uncharacteristically tight-lipped and Anil Biswas has his own way of slipping out of embarrassing situations and may not reveal the facts even after the party's district unit sends him the report he has asked for. In any case, the injuries and inconvenience suffered by two prominent people of the ruling party, unfortunate as it was, served to divert attention from rampant irregularities elsewhere, giving rise to a suspicion that this was the intention. The two though must explain why they chose direct action against opponents allegedly indulging in irregularities instead of the normal practice of complaining to the authorities.

The moral of the tale is that those close to the power centres are more equal than others and assured the full glare of publicity in their "distress". It could also be that, willy-nilly, they helped establish the "neutrality" of the police force whereas there are appalling signs of connivance elsewhere. This is confirmed by the open challenge that Subhas Chakraborty throws to the chief minister on the question of bringing "outsiders" into Salt Lake on voting day. The party has never been able to deal with the minister whose links with notorious characters, including hardcore criminals, have exposed it to shame. The election in Salt Lake was marked by divisions with the CPI-M and Subhas clearly has a personal stake. Ultimately why was all this drama necessary when the CPI-M's well-oiled machinery clearly put it ahead of its squabbling and hopelessly splintered rivals. The most likely answer is that it was taking no chances — more so because this was the biggest test before the assembly poll.

21 JUN 2005 THE STATESMAN

কাজের ফাঁকে তেষ্টা মেটাতে নলকূপে লাইন র‍্যাফের মহিলা কর্মীদের। — রাজীব বসু

সাংসদ ওখানে কী করছিলেন

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তারক্ষীরা তখন লাঠি চালাচ্ছেন। একটি বুথে ঢুকে মারতে মারতেই তাঁরা বার করে আনছেন বহিরাগত ভোটারদের। লাইনে দাঁড়ানো ভোটারেরা হতবাক। যাকে সামনে পাচ্ছে, লাঠিপেটা করছে পুলিশ। যে যে-দিকে পারছে পালাচ্ছে। এই সময় ভিতরে ঢোকেন অমিতাভ নন্দী আর জয়কৃষ্ণবাবু। পুলিশ ও র‍্যাফের ধস্তাধস্তিতে সিঁড়িতে পড়ে যান সাংসদ। র‍্যাফের লাঠিতে ইতিমধ্যেই জখম হয়েছেন অমিতাভবাবুর নিরাপত্তীরক্ষী। সাংসদকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার শুরু করেন তিনি।

এ দিন সকাল থেকে সল্টলেকের অন্য ওয়ার্ডগুলির মতো এখানেও উত্তেজনা ছিল। জয়কৃষ্ণবাবু বা অমিতাভবাবু কেউই সেখানকার ভোটার নন। তাঁরা সেখানে কেন গিয়েছিলেন? অমিতাভবাবুদের জবাব, "আমরা জানতে পারি, ওই ভোটকেন্দ্রের একটি বুথে তৃণমূলের পাঁচ জন পোলিং এজেন্ট বসে আছে। আমরা ওই ঘটনার প্রতিবাদ করতে এসেছিলাম।"

জয়কৃষ্ণবাবু পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ না-খুললেও অমিতাভবাবু কিন্তু বলেই চলেছেন, "পুলিশের এই বাহিনী এবং নির্বাচনী পর্যবেক্ষককে এখান থেকে না-সরানো পর্যন্ত আমি সরছি না। আমি নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারকে ঘটনার কথা জানাব।" অমিতাভবাবুদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক নেতা চিৎকার করে বলছিলেন, "লাঠি চালানোর সময় পুলিশ বলেছে, '২৮ বছর অনেক সহ্য করেছি'।" অমিতাভবাবু হাত তুলে তাঁকে থামানোর চেষ্টা করেন।

বেলা ১০টা পযন্ত গোটা সল্টলেকের চেহারাটা সত্যিই অন্য রকম ছিল। সকালের দিকে পুলিশকে 'চেনা' ভূমিকায় দেখা যায়নি। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে পুলিশ পরিচয়পত্র দেখে ভোটারদের বুথে ঢুকিয়েছে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বুথের মধ্যে দাঁড়াতে দেয়নি। মেঘলা থাকায় মানুষ দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। ভোটারদের সারি যত দীর্ঘ হয়েছে, ভোট করানোর জন্য বাইরে থেকে আনা সি পি এম ক্যাডারদের কপালের ভাঁজ ততই গভীর হয়েছে। কিন্তু বেলা ১০টা নাগাদ কয়েকটি বিশেষ ওয়ার্ডের বিভিন্ন বুথে পুলিশি বার তাদের কৌশল ছিল 'উন্নততর'। কোনও চেঁচামেচি নয়, মারধর বা হুমকি নয়, বরং এক ঘন্টার উপর লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে না-পারা ওই নাগরিকদের বুঝিয়ে বলেছেন, 'এ বার ভোট দিতে পারেননি তো কী হয়েছে, পরের বার ভোট দেবেন। ভোট তো আবার হবে।'

আবার কোনও ভোটার জোরাজুরি করলে ক্যাডারেরা তাঁদের বিকল্প ভোট দেওয়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কড়াকড়ি শিথিল হয়ে যায়। অন্যান্য বারের মতো না-হলেও শুরু হয়ে যায় ক্যাডারদের বোতাম-ছাপ্পা। পরে বেশ কিছু বুথের মতো ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ ইনস্টিটিউট আর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের লবণহ্রদ পুরসভা হাইস্কুলের বুথগুলি কার্যত দখল করে নেয় বহিরাগত ক্যাডারেরা।

১২টা ২৫ থেকে ১২টা ৪০ পর্যন্ত মাত্র ১৫ মিনিটে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর বুথে অন্তত ছ'জন ভোটারকে বাড়ি যেমনটি হয়েছে ডি এল ৭০-এর বাসিন্দা কৃষ্ণপদ সাহা আর কাকলি সাহার ক্ষেত্রে। তাঁরা বুথে গিয়ে দেখেন, তাঁদের ভোট আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বুথ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, সি পি এমের সেই 'সহানুভূতিশীল' ক্যাডারেরা তাঁদের অন্য দু'টি ভোট দিয়ে দিতে বলেন। তাঁরা খুশি হয়ে অন্য দু'জনের ভোট দিয়ে বাড়ি গিয়েছেন। হলই বা অন্যের নামে, ভোট তো দেওয়া গেল। সি পি এম ক্যাডারদের এই ফিরতে হয়েছে ভোট না-দিয়ে। কারণ তাঁদের ভোট পড়ে গিয়েছিল আগেই। দিনেশ সিংহনিয়া, ললিত সিংহনিয়া আর ৮০ বছর বয়স্কা যমুনাদেবী সিংহনিয়া ভোট না-দিয়ে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা টেন্ডার ভোট দিতে চাইলে ওই বুথের পোলিং অফিসার জানিয়ে দেন, তাঁর কাছে টেন্ডার ভোটের ফর্ম নেই। তবে সি পি এম ক্যাডারেরা এ বার তাদের কৌশল কিছুটা বদলে নিয়েছিল। বলা যায়, এ

কোথায় ভোট দিতে যাব বাবা? পথ খুঁজে নিতে পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী বৃদ্ধা। — তপন দাশ

'মহানুভবতা'য় সাহা দম্পতি মুগ্ধ।

দিনের শেষে ই-ই ব্লকের অর্পিতা রায় আর উমা রায় ভোট পড়ে গিয়েছে জেনে চেঁচামেচি করেন, কিন্তু অন্যের ভোট দিতে রাজি হননি। পোলিং অফিসার বলেন, "টেন্ডার ভোটের অনেক ঝামেলা মশাই।" কেবল এক জনই ওই বুথে টেন্ডার ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার এক সাংবাদিক। তাঁর ভোটও আগে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

20 JUN 2005 AAJKAL

কলকাতা ঝুঁকল ফ্রন্টের দিকে

মেঘে-রোদে ভোট ৬৫%, বড় হাঙ্গামা হয়নি, ফল কাল

আগ্রহ, অপেক্ষা দীর্ঘ সারিতে। রাজা মণীন্দ্র রোডে। রবিবার। ছবি: কুমার রায় (৭ পাতায় আরও ছবি)

প্রচেত গুপ্ত, ভোলানাথ ঘড়ই

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রবিবার কলকাতা-সহ তিন পুরসভার ভোট শান্তিতেই শেষ হয়। গণনা শুরু কাল, মঙ্গলবার সকালে। দুপুর থেকেই জানানো শুরু হয়ে যাবে। এদিন সি পি এম প্রার্থী, নেতা, কর্মীরা ভোট শেষে নিশ্চিত কলকাতা পুরসভা তাঁরাই দখল করছেন। বিধাননগর পুরসভাতেও আবার বসবেন তাঁরা। এখন শুধু অপেক্ষা কত আসন হয়, তা দেখার। বেশ কয়েকটি বুথ-ফেরত সমীক্ষাও কলকাতা ও বিধাননগর পুরসভায় বামফ্রন্টের পক্ষেই রায় দিয়েছে। রাজ্যের মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল কলকাতা পুরসভা নিয়ে। ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই সি পি এমের শীর্ষনেতারা জোর গলায় বলছিলেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবেন। রবিবারের ভোট শেষে এ কথা প্রায় সকলেই মেনে নিতে চলেছেন। এমনকি বিরোধীরাও কেউ এ ব্যাপারে সরাসরি কোনও সংশয় প্রকাশ করেননি। বরং তাঁরা ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই হতাশ হয়ে পড়েন। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এদিন বিকেলে আবার জানান, 'আমরা জিতছি। বিরোধীদের রিগিংয়ের অভিযোগ সম্পর্কে কোনও জবাব দেব না। বিরোধীরা এটা বলেন সবসময়। সব জায়গায় আমাদের পার্টি ঐক্যবদ্ধ। বড় ধরনের কোনও গোলমাল কলকাতায় যেমন হয়নি, তেমনি বিরোধী পক্ষ থেকে বড় ধরনের কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অনিলবাবু সাংবাদিকদের বলেন, ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। দু-একটি ওয়ার্ডে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে, অবাধে মানুষ ভোট দিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করেছিল। সমস্ত প্ররোচনা ও উস্কানি উপেক্ষা করেই শান্তিপূর্ণ ভোটের ঐতিহ্য বজায় রাখায় আমরা তিন শহরের জনগণকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। কলকাতার কয়েকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল, কংগ্রেস জোটের তরফ থেকে হাঙ্গামা ও ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। ৩৭, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫৬ ও ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের দু-একটি বুথে এই হাঙ্গামায় ভোট দান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল, কংগ্রেস-জোটের তরফে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হয়। অনিলবাবু বলেন, ভোট গ্রহণের পরবর্তী সময়ে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা আবেদন করছি। মঙ্গলবার ভোট গণনা পর্যন্ত বামফ্রন্ট কর্মীরা সতর্ক থাকবেন। বিদায়ী মেয়র সুব্রত মুখার্জি ফলাফলের প্রশ্নে বলেছেন, 'আশা করছি ভাল হবে।' তবে তৃণমূল

এরপর ৬ পাতায়

20 JUN 2005 AAJKAL

১ পাতার পর

নেত্রী এ প্রশ্ন এড়িয়ে যান। মন্তব্য করেন, 'পরে দেখা যাবে।' প্রদেশ কংগ্রেসের দুই নেতা মানস ভুঁইয়া, প্রদীপ ভট্টাচার্য ফলাফলের প্রশ্ন এড়িয়ে বলেছেন, ভোট হয়েছে বহিরাগতদের দিয়ে। এদিন রাজ্যের সবচেয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগরে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হাইস্কুলের বুথে সি পি এম এবং তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে গোলমাল বাধে। হাতাহাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তির মাঝে ভোট মেশিন ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রিসাইডিং অফিসার পুলিসি হস্তক্ষেপ চান। পুলিসকে বুথের মধ্যেই লাঠি চালাতে হয়। গোলমালের মাঝে পড়ে সি পি এম সাংসদ অমিতাভ নন্দী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপ্তসহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ জখম হন। পুলিসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে অমিতাভ নন্দীর অভিযোগ, পুলিসের লাঠিতেই তাঁরা আহত হয়েছেন। এই বাড়াবাড়ির দরকার ছিল না। রাজ্য পুলিসের এ ডি জি (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখার্জি জানান, ওখানে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখবেন ডি আই জি (পি আর) হরমনপ্রীত সিং। তাঁর রিপোর্ট পেলেই বিস্তারিত বলা যাবে। মহাকরণে মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত জানান, ভোট শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিব অমিতকিরণ দেব জানিয়েছেন, ভোটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ঠিকই ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট শেষ হওয়ায় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে সি পি এম। তবে একগুচ্ছ সন্ত্রাস, জাল ভোট এবং রিগিংয়ের অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি, সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা নেতা সুব্রত মুখার্জি এবং প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন কিছুটা মেঘলা হওয়ায় এবং প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের আশঙ্কায় সাতসকালেই বুথে বুথে লম্বা লাইন পড়ে যায়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোট দিতে বুথে চলে আসেন। রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অজয় সিংহ জানান, কলকাতায় ২-৩ জন আহত হয়েছেন। তিনটি পুরসভায় কেবলমাত্র কলকাতায় ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৯ নম্বর বুথে পুনর্নির্বাচন হবে। যন্ত্র খারাপ থাকায় ধানখেলি জুনিয়র হাইস্কুলে ভোট নেওয়া যায়নি। সোমবার এখানে ভোট নেওয়া হবে। কলকাতায় ভোট পড়েছে প্রায় ৬৫ শতাংশ। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতায় ৫৪ শতাংশ, উত্তরে ৬৪, পূর্ব শহরতলিতে ৬০, মধ্য কলকাতায় ৪৮ শতাংশ ও বন্দর এলাকায় ৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে। কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটের হার ৭০ শতাংশ। বিধাননগরে ভোট পড়েছে ৬৮ শতাংশ, হুগলির উত্তরপাড়া-কোতরঙে এই হার ৬৫ শতাংশ। তিনি জানান, মোট ৪৪টি বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। এর মধ্যে ৩৮টি কলকাতায়। বাকিগুলি বিধাননগর ও উত্তরপাড়ায়। এর জন্য ওই সব বুথে ৩০-৪৫ মিনিট দেরি হয়। ভোট গণনা হবে ২১ জুন সকাল ৮টা থেকে। বেলা ৩টার মধ্যেই সব ফল জানা যাবে বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আশা প্রকাশ করেন। অজয় সিংহ বলেন, ১৪ জন প্রিসাইডিং অফিসারকে নানা অভিযোগ থাকায় সরিয়ে দেওয়া হয়। বিধাননগরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা নিয়ে অজয়বাবু জানান, তিনজন পর্যবেক্ষক ছাড়াও একজনকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তবে পুনর্নির্বাচনের জন্য কেউ আবেদন করেননি। তিনি স্পষ্টই বলেন, পরিচয়পত্র না দেখে ভোট দিতে দেওয়ার খবর পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার ভোটও বহু পড়েছে। কলকাতা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সি পি আই (এম এল)-এর প্রদীপ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, বুথে এজেন্ট ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আংশিক সত্য। পরে এজেন্টকে ঢোকানো হয়। আগেরবারের নির্বাচন থেকে এবার ভোটের হার কম থাকার পেছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন অজয় সিংহ। তাঁর মতে, গরম ছাড়াও বাইরের লোক ঢুকতে না দেওয়া এবং ভোটের আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রেপ্তার করার জন্য ভোট কম পড়েছে। তিনি বলেন, গাড়ি পরীক্ষা, ব্যারিকেড করা হয়েছিল ভোরবেলা থেকেই। এর ফলে বাইরের লোক আসা কমেছে। এদিন ভোট মিটে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কলকাতায় ১৪৭ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৬৯ জন, বিধাননগরে ৯৫ জনকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। কলকাতা পুলিসের নগরপাল প্রসূন মুখার্জি এদিন বিকেলে বলেন, শহরে ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ফোন করে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ জানান। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সিনিয়র অফিসারদের পাঠিয়ে পরিস্থিতি সরজমিনে দেখে তাঁদের আবার তা ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ১৮টি জায়গায় বোমা পড়েছে। একমাত্র চিৎপুরে এক পথচারী এর ফলে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পুলিসকে কোথাও গুলি বা কাঁদানে গ্যাস চালাতে হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা থামাতে পুলিসকে জোর করে লোকজনকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। সকাল থেকে শহরে ঢোকা এবং বেরনোর পথে মোট ৪৮টি জায়গায় পুলিস গাড়ি তল্লাশি করে। শহর থেকে মোট ১৪৭ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে ধরা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬টি গুলি-সহ ১৫টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিস। বেনিয়াপুকুরে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সামনে এদিন সকালে একটি ট্যাক্সিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিস ৩টি রিভলভার উদ্ধার করে। এন্টালির লোরেটো স্কুলের সামনে দুপুরে ট্যাক্সি থেকে বোমা ছুঁড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। কিছুক্ষণ পরেই বেলেঘাটা থানা এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে পুলিস। প্রসূনবাবু বলেন, শুধু কলকাতা পুলিসের ৪৮টি থানা এলাকার ৮৬টি বুথে ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিন সকালের দিকে অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে। এ ধরনের বিভিন্ন 'টেকনিক্যাল' কারণে এদিন বেলা তিনটেয় ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরও শহরের দুটি বুথে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হয়। ৫৬ নম্বর সূর্য সেন স্ট্রিট এবং নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটারদের লাইন ছিল। শহরে যাতে শান্তিতে ভোট হয়, সেজন্য রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে পুলিসকর্মী ও অফিসাররা রাস্তায় নেমে পড়েন। কলকাতায় মোট ১৮ হাজার পুলিস ডিউটি করেন। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মোট ১১৮টি পুলিস পিকেট ছিল। নগরপালের মতে, এবার শহরে ভোট শান্তিতে হওয়ার অন্যতম কারণ, পুলিসের জোরদার প্রাক-নির্বাচনী অভিযান। শনিবার রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট মামলায় দুষ্কৃতী গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল ১৫৮৬। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে ধরা হয় ৯৭০ জনকে। ভোট শেষ হওয়ার পর যাতে পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজনা থেকে গোলমাল না ছড়ায় সেজন্য এদিন সন্ধে থেকেই প্রতিটি পাড়ায় পুলিস টহল দেয়। এজন্য নতুন অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। পুলিসের এই অতিরিক্ত সতর্কতা জারি থাকবে নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পরও।

কলকাতা ঝুঁকল ফ্রন্টের দিকে

পূর্ব কলকাতা: এদিন সকাল থেকে নির্বিঘ্নেই ভোট শুরু হয়। বেলেঘাটা, উল্টোডাঙা, ফুলবাগান, মানিকতলা, কাঁকুড়গাছি— সব জায়গাতেই সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়। কিন্তু বেলা বাড়তেই কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর আসতে থাকে। নারকেলডাঙা মেন রোডে বোমা পড়ে। বেনেপুকুরে একটি স্কুলের সামনে বোমা পড়ে। ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে র‍্যাফ নামে। বেনেপুকুরে বোমা উদ্ধার হয়েছে। ২টি পিস্তল, ১টি ওয়ানশটার পাওয়া যায়। উত্তেজনা দেখা দেয় ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে অচেনা ভোটার এসেছে বলে তৃণমূল অভিযোগ জানায়। পরেশ পাল অভিযোগ জানান, ৩১ নং ওয়ার্ডে ওরা (সি পি এম) হাজারখানেক লোক ঢুকিয়েছে। এজেন্টকে মেরে বার করে দিয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে, বহু বুথে সকালবেলাতেই এজেন্টকে মেরে বার করে দেওয়া হয়েছে। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, নির্বাচন কমিশনের বিধি মানা হয়নি। আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া ভোট দিতে দেওয়া যাবে না— বললেও বহু ভোটার ভোট দিয়ে গেছে। স্বপন সমাদ্দার অভিযোগ জানান, নারকেলডাঙা মেন রোড, নর্থ রোডে বোমা পড়েছে। তিনি গাড়িতে আসছিলেন। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা মারা হয়েছে। তৃণমূলের পবিত্র বিশ্বাস বলেন, এটা কোনও ভোট হয়নি। গুরুদাস কলেজ, শ্যামাপ্রসাদ স্কুল, নিখিল ভারত বুনিয়াদি বিদ্যাপীঠে ভোট লুট করা হয়েছে। পরে র‍্যাফ নামে। সি পি এম প্রার্থী রূপা বাগচী বলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। মানুষ তৃণমূলের প্ররোচনায় পা দেননি।

উত্তর ও মধ্য কলকাতা: দু-একটি ছোটখাট ঘটনা ছাড়া এই দুই অঞ্চলে ভোট হয়েছে শান্তিতে। মধ্য কলকাতার নজরকাড়া কেন্দ্র ছিল ৬৩ নং ওয়ার্ড। এখানে তৃণমূল প্রার্থী অজিত পাঁজা জানান, এই ওয়ার্ডে ভোট শান্তিতে হয়েছে। এদিন সকালে চিৎপুর বাজার এবং লকগেটের কাছে দুটি বোমা পড়ে। চিৎপুর বাজারে বোমা ফেটে আহত হয়েছেন পূর্ণিমা মাহাতো (৬০)। তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কটন স্ট্রিটেও ২টি বোমা পড়ে। মধ্য কলকাতার সব থেকে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা ছিল বৌবাজার অঞ্চল। সকাল থেকে কলকাতা পুলিসের অতিরিক্ত নগরপাল এস এন সরকার, যুগ্ম নগরপাল (সশস্ত্র পুলিস) জুলফিকার হাসান, ডি সি (সেন্ট্রাল) অজয় কুমার, ডি সি (দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন) বিনীত গোয়েলের নেতৃত্বে র‍্যাফ ও পুলিস বাহিনী সকাল থেকে বৌবাজার-সহ মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল টহল দেয়। বৌবাজার হাইস্কুলে ভোটারদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিসকে। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের অনেক বাড়ির ছাদে পুলিস মোতায়েন করা হয়েছিল। হেয়ার স্কুলে ভোটযন্ত্র ভাঙার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেন্ট পলস্ কলেজ, কলকাতা ট্রেনিং একাডেমির বুথে সকালে ভোটযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় ভোটাররা চেঁচামেচি শুরু করে দেন। ভোটযন্ত্রগুলি পরিবর্তন করার পর আবার ভোট চালু হয়। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় গার্ডার দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিস। সন্দেহজনক কোনও গাড়ি দেখলেই তল্লাশি করা হয়।

উত্তরপাড়া-কোতরং পুর নির্বাচনে পুলিসি বাড়াবাড়ির অভিযোগ আনলেন সাংসদ শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এখানে এত পুলিস কর্মী না দিলেও চলত। হয়ত জেলার একটি পুরসভায় ভোট বলেই এত পুলিস নামানো হয়েছে। এত পুলিসের প্রয়োজন ছিল না। শান্তশ্রীর সুরে সুর মিলিয়ে একই অভিযোগ করেন এখানকার সি পি এমের প্রাক্তন সাংসদ সুদর্শন রায়চৌধুরি। জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার অসিত পাল অবশ্য এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

Muscle flex for votes

Walkover in wards as cadre take over

OUR BUREAU

By resorting to muscle power and ingenious rigging in various areas of Calcutta, CPM cadre revealed on Sunday how votes are mustered and elections won.

And the Opposition parties were left asking why a government, that was trying to set an example of "fair governance" in Salt Lake, was doing exactly the opposite in Calcutta.

From Kidderpore to Amherst Street, Behala to Sealdah, political parties tried to outdo each other to grab votes. Not to be left behind, Congress and Trinamul Congress, as much as the ruling party, hurled bombs and fired bullets to win the ballot battle.

At Metiabruz, the CPM slowed the voting process by challenging genuine voters who had turned up with valid documents, but without a voter's identity card.

As the queues lengthened and tension heightened, polling agents of opposition parties were thrown out. At Meher Manzil High School, in Garden Reach, the Congress and the Independent candidate withdrew their respective polling agents as early as 9.30 am, resulting in a virtual walkover for the CPM.

"The CPM is using strong-arm tactics by not allowing voters into booths. Their cadre are casting all the votes. Is this an example of good governance? I have withdrawn my polling agents from the booths," said Tabassum Ara, Congress candidate in ward 134.

In ward 135 in Garden Reach, CPI contestant Muntajum Ahmed's brother, Tanjim Ahmed, smashed the electronic voting machine and intimidated voters around 11 am. He was arrested later in the afternoon, and a repoll ordered.

Trinamul Congress chairperson Mamata Banerjee demanded chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's resignation, accusing him of deploying cadre to rig the polls.

"It's shameful of the chief minister of a state to be present in his Assembly area to help cadre rig the polls by driving out our agents from the booths," Banerjee alleged.

Four Congress supporters, including the husband of Aparajita Dasgupta, the candidate of ward 49, were beaten up severely in front of Surendra Nath College in Sealdah around 10.30 am. A group of CPM activists attacked them while they were on their way to the polling booth.

In another display of CPM might, Debasish Lahiri, a Congress-supported Independent candidate from ward 38, in Amherst Street, was brutally assaulted and his candidature card snatched. "They pushed him out and some youths, I have never seen before, entered the booths. The voting was over by noon," said Aloke Debnath, a local resident. In several areas of the city, more than 60 per cent polling was over before noon.

Referring to incidents of booth-jamming, mayor Subrata Mukherjee said the CPM would win in at least 25 wards in the city by virtue of rigging. "CPM cadre have terrorised agents of Opposition parties in almost all booths to rig the polls. This is everything but not good governance," he added.

If the CPM cadre were in charge in most parts of the city, the Congress and Trinamul were not far behind. Humayun Khan, CPM polling agent, left the booth in pain, his left eye badly damaged in Aftani Public School, in Beniapukur. Trinamul toughs were accused of throwing bombs and firing four gunshots in Garden Reach's ward 136 around 10 am.

■ **At the receiving end, P 24**

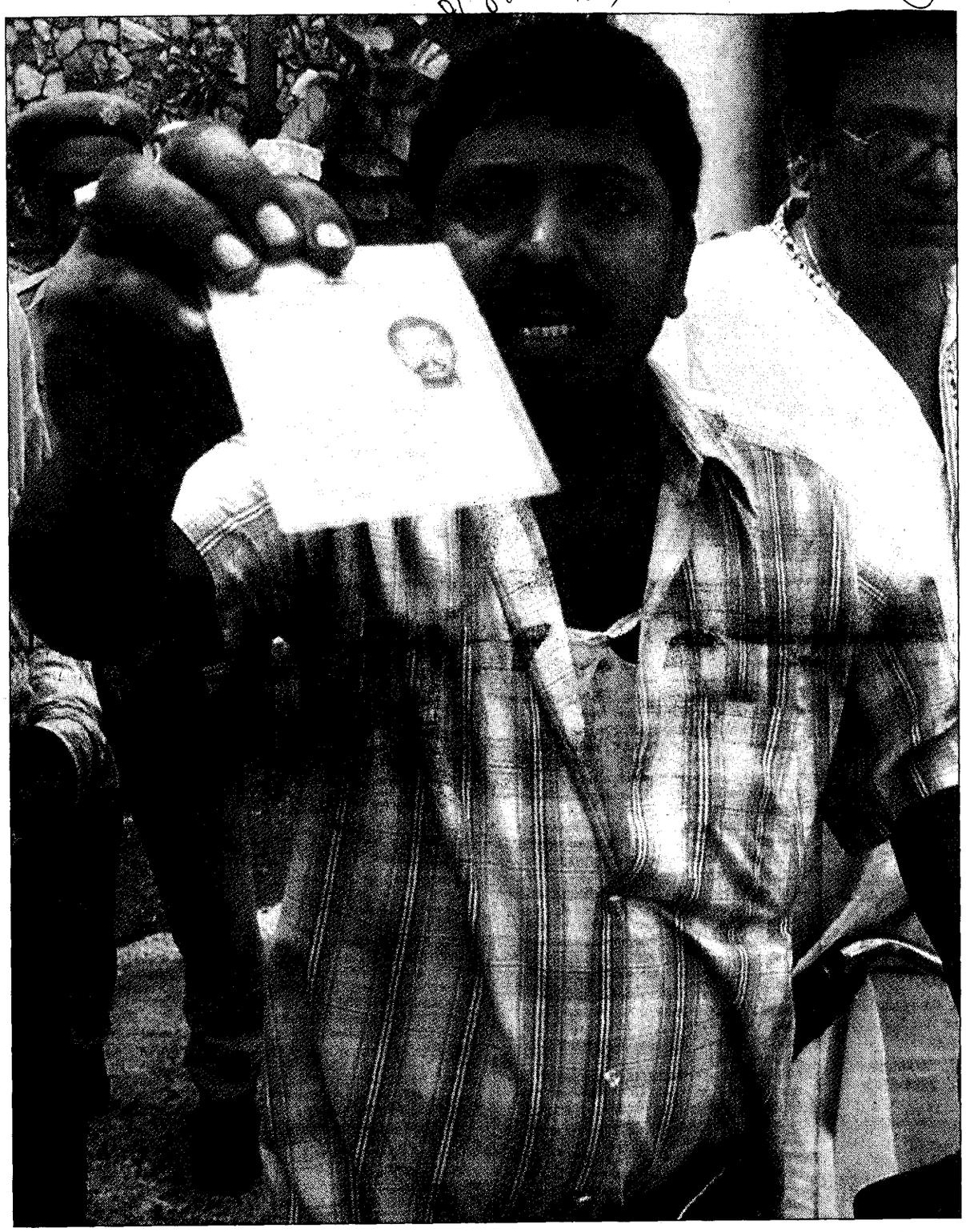

A voter displays his identity card while claiming that he was thrown out of a booth in ward 57 and not allowed to exercise his franchise in the Calcutta Municipal Corporation election on Sunday. Picture by Pradip Sanyal

Ballot is cast, it's not to reason why

There were some who didn't get to vote at all and some who voted twice. Metro hears them out...

In his name

I am a senior citizen residing in Beleghata for the past 20 years. I went to the polling booth around 1.25 pm. Even though I was carrying my voter's identity card, I returned without casting my vote: it had already been cast.

Stunned, I asked the local CPM workers whether my family members' votes had also been cast. They told me, very apologetically, that there was no use in sending them to the booth.

This happened for the first time in my life. And this occurred, despite the fact that I had been given an assurance by a local CPM leader that even if I came to vote later in the day, there would be no problem. Being a senior citizen, I had told the leader that I would prefer to come later because of the heat.

My wife was more shocked. She had read and even heard of rigging but cannot imagine herself being a victim of it.

A RESIDENT OF BELEGHATA

Triple franchise

My *para* was always an "uneventful" one on election days.

I had always hurried home from the polling centre, unmindful of which *kaku* or *dada* was rallying behind which party. *Ki re? Vote dili?* A smile and nod (to imply a yes or no) was reply enough.

This once, it was different. All because I stayed on when I was told that somebody had already cast the vote in my name from Part 2 of Bidhannagar's ward 20.

The previous day, a neighbour had suggested that I turn up at the centre early to avoid hassles. On Sunday, 9.30 am was late enough.

A dozen strangers who had just cast their vote, without producing any proof of identity, walked straight back and joined the same queue again. The rest of us pretended not to have noticed.

I went looking for the presiding officer.

Outside the polling centre, some party workers were already accusing each other of rigging. By 10.30 am, a big police contingent had arrived.

Soon an injured woman, reportedly a Trinamul Congress supporter, was carried out of the building. She alleged that she had been hit on the head by CPM men.

The presiding officer was back in his seat when I went into the Part 2 polling centre at around 11 am. Three of us, who had been denied franchise because of a false vote, insisted on the tender vote. "It's no use casting a tender vote. It won't be counted until and unless there is a tie...," the presiding officer said.

Nevertheless, I cast my tender vote, but no indelible ink was put on my finger.

While he was checking my identity proof, SDO Sutanu Kar appeared on the scene. "Tender vote *nite baddhyo holam* (I had to accept tender votes). Not all are producing proof of identity,," the officer told the SDO.

"Why did you go to them? I would have let you vote in an absentee voter's name," said a party worker as I left the polling station.

On my way back home, a neighbour claimed to have spotted my name in the voting list under Part 3 of the same ward, voting for which was in progress at the same polling centre. I went in to check. The polling officers allowed me in without any identity check and let me vote. It took me a civic election to know how eventful my *para* can be on a poll day.

— V. SHUBHA, PURBACHAL, SALT LAKE

নিরপেক্ষতার চালে বুদ্ধের বাজিমাত

বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি, তবে ভোট শান্তিতেই

স্টাফ রিপোর্টার: চিৎপুরে লকগেট রোডের কাছে সনাতন বিদ্যালয়ের উল্টো দিকের গলিতে একটি বাড়ির টালির চাল ধসে পড়ল বোমার ঘায়ে। আহত হলেন বৃদ্ধা পূর্ণিমাদেবী।

কাশীপুরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বি টি রোডে চলন্ত গাড়ি থেকে ছোড়া বোমায় আহত হলেন এক পোলিং এজেন্ট। এখানেই বেলা ১২টায় কাঁদো কাঁদো স্বরে হতাশা উগরে দিলেন এক প্রৌঢ়। রক্তমাখা থুতনি চেপে ধরে অভিযোগ জানাতে ছুটে এসেছিলেন এই ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থীর এজেন্ট মনোজ সাউ। জামার বোতাম খোলা ষণ্ডা চেহারা আঙুল তুলেই তাঁকে দাবিয়ে দিল। একটু বাদে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকা কংগ্রেস প্রার্থীর সামনেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক যুবককে মাটিতে ফেলে হাতের সুখ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাত-আট জন।

পাশের ৭ নম্বর ওয়ার্ডেও সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল। দুপুরে গোপাল মিত্র লেনে কংগ্রেস-সি পি এম-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল। সি পি এমের অভিযোগ, কংগ্রেস-সমর্থকেরা তাদের ক্যাম্প ভেঙেছে। তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন সি পি এমের প্রদীপ দত্ত। তার পরেই হামলা শুরু করে সি পি এম। কংগ্রেস প্রার্থী মহাদেব পাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

রবিবারের পুর নির্বাচনে কলকাতা জুড়েই এমন সব ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সব মিলিয়ে নাগালের বাইরে যায়নি পরিস্থিতি। মোটের উপরে নিরপেক্ষ ছিল পুলিশও।

অথচ এ বারের ভোট নিয়ে আশঙ্কা ছিল বিস্তর। ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল আর ক্ষমতা দখলে মরণপণ করা সি পি এম-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন অনেকেই। কংগ্রেসকেও হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়নি, বিশেষত মধ্য কলকাতায়। ১৯৯০ সালের পুর ভোটে এখানেই রক্ত ঝরেছিল বিস্তর। আশঙ্কা সত্ত্বেও পনেরো বছরের আগেকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়নি আমহার্স্ট স্ট্রিট, মুচিপাড়া, বৌবাজার। সেখানে ভোট হয়েছে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই।

বিরোধীরা অবশ্য রীতি মেনেই বুথ দখল, সি পি এমের গুন্ডাবাজি, পুলিশি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে মুখর। যেমন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ মিত্র ও তৃণমূলের মহম্মদ মহাতব বুকশ একযোগে অভিযোগ করলেন হেয়ার স্কুল বুথ নিয়ে। বললেন, "এখানে বুথ দখল হয়ে গিয়েছে। র‍্যাফ ওদের কিছু না-করে আমাদের পেটাল।" কী হয়েছে, জানতে চাইলে পোলিং অফিসার বললেন, "মাফ করবেন। আমি কিছু বলতে পারব না।" পুলিশ জানাল, কিছু লোক বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র উল্টে দিয়েছিল। তারা কারা? এক পুলিশ অফিসার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "চিনি না।"

এর পর ছয়ের পাতায়

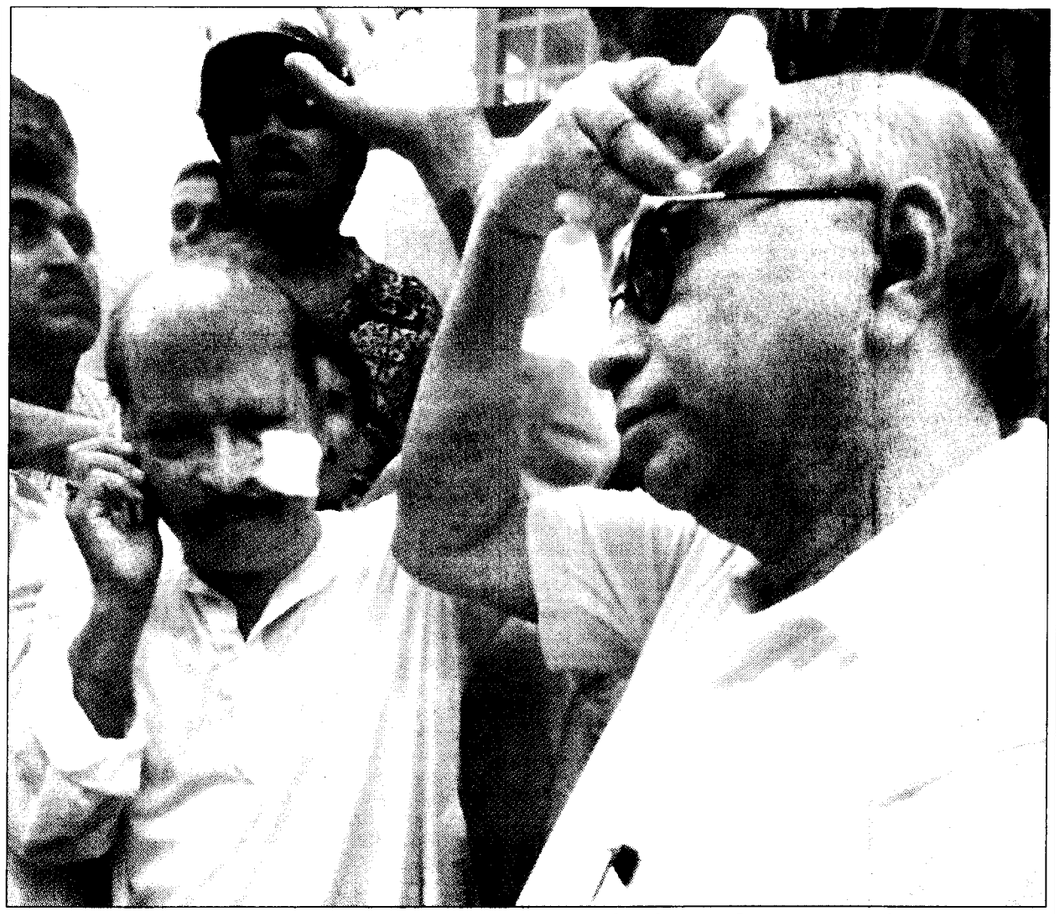

সল্টলেকের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সংঘর্ষে আহত জয়কৃষ্ণ ঘোষ এবং সাংসদ অমিতাভ নন্দী। রবিবার দেবাশিস রায়ের তোলা ছবি।

ভোটার নন, সাংসদ ওখানে কী করছিলেন

স্টাফ রিপোর্টার: "মারবেন না, মারবেন না। উনি সাংসদ।"

দেহরক্ষীর চিৎকারও র‍্যাফের লাঠি থেকে বাঁচাতে পারল না তাঁকে।

দমদমের সাংসদ অমিতাভ নন্দীকে ঘিরে ভিড়টা ঘন হতেই দেখা গেল, ডান দিকের গালে রুমাল চেপে ধরে এগিয়ে আসছেন এক জন। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। রুমাল চাপা থাকায় প্রথমে চেনাই যাচ্ছিল না। তিনি জয়কৃষ্ণ ঘোষ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপ্ত-সহায়ক।

তাঁকে চেনেন না, এমন কেউ আছে নাকি? এ-হেন মানুষটাকে এ ভাবে মারল কে? চোখের নীচে গভীর কাটা দাগ। জয়কৃষ্ণবাবু রীতিমতো ফোঁপাচ্ছেন, "আমি কিছু বলব না। যা বলার প্রশাসন বলবে। আমাকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা ঘুষি মেরেছে।" অথচ পাশেই দাঁড়ানো অমিতাভবাবু বলে চলেছেন, "পুলিশ আমাদের নিগৃহীত করেছে। এখানকার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পুলিশকে লাঠি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছিলাম, পুলিশ সল্টলেকে বাড়াবাড়ি করছে। এই ঘটনায় তা প্রমাণিত হল।"

বুথে পুলিশের মার। ছবি স্টার আনন্দের সৌজন্যে।

শনিবার পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যা আশঙ্কা করেছিলেন, সেই পুলিশি বাড়াবাড়ি নিয়ে রবিবার সকাল থেকেই সরব হন অমিতাভ নন্দী। তাঁর দল অবশ্য সেই অভিযোগ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হাইস্কুলের একটি বুথে পুলিশের বেধড়ক লাঠি চালানোর ঘটনা সরেজমিনে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন সাংসদ এবং জ্যোতি বসুর আপ্ত-সহায়ক। বেলা তখন ১টা।

পরিস্থিতি কী ভাবে এতটা খারাপ হল যে, এই ভাবে লাঠি চালাতে হল পুলিশকে?

সকাল থেকে লাইন এখানে এগোচ্ছিলই না। বাইরের কিছু লোক ভিতরে ঢুকেছিল বলে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারেরা অভিযোগ করতে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেট অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ভিতরে ঢুকে বিষয়টি দেখতে যান। তিনি দেখেন, কয়েকটি ছেলে ভোটযন্ত্র ধরে ঝাঁকাচ্ছে। অরিন্দমবাবু আপত্তি করেন। আর তখনই ওই যুবকদের কয়েক জন ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুথের মধ্যে নিগৃহীত হন তিনি। এত ক্ষণ নীরব থাকা পুলিশ তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বাঁচাতে। স্কুলের বাইরে দাঁড়ানো নিরাপত্তারক্ষীদের ডেকে পাঠানো হয়।

পুলিশ স্কুলের ভিতরে গিয়ে বুথে ঢুকে এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে শুরু করে। পুলিশের এক কর্তা বলেন, "ওই সময় লাঠি না-চালালে ভোট চালানোই সমস্যা হত।" ভিতরে কালো উর্দি পরা

এর পর সাতের পাতায়

বুথে ঢুকে লাঠি খেলেন জয়কৃষ্ণ ও অমিতাভ

স্টাফ রিপোর্টার: প্রায় ঘটনাবিহীন এই পুর নির্বাচনে সল্টলেকে সি পি এমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাংসদ অমিতাভ নন্দী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপ্ত-সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ সপার্ষদ পুলিশি লাঠিচার্জের মুখে পড়লেন। ২৮ বছরের বাম জমানায় এটা নজিরবিহীন ঘটনা। রবিবার সকালের পুলিশি কড়াকড়ি যখন প্রায় শিথিল হয়ে এসেছে, সেই সময় সল্টলেকের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হাইস্কুলের বুথে এসে স্রেফ রাজনৈতিক মাস্তানি করতে গিয়ে পুলিশের প্রতিরোধের মুখে পড়েন তাঁরা।

এই ভোটের জয়-পরাজয়ের ফলাফলের জন্য কাল, মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বটে, তবে ভাবমূর্তি 'অক্ষুণ্ণ' রাখার লক্ষ্যে জিতে গেল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের যুগল-প্রয়াস। বিরোধীরা যদিও বলছেন, পুলিশ-প্রশাসন মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এটা সি পি এমের নতুন চমক মাত্র।

তখন বেলা প্রায় সওয়া ১টা। পরপর ছ'টি গাড়ির কনভয় এসে দাঁড়াল বুথটির সামনে। হইহই করে নেমে এল যুবকের দল। সামনে স্থানীয় সাংসদ অমিতাভ নন্দী, জ্যোতিবাবুর আপ্ত-সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ।

দল আড়াই দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় রয়েছে, সঙ্গে রয়েছেন সাংসদ এবং সবার উপরে আছেন 'জয়দা', একদা পুলিশের অঘোষিত নিয়ন্ত্রক। কার্যত সেই উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যুব-দল। হঠাৎই বুথের মধ্যে 'দাদা' হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই তারা 'অপ্রত্যাশিত' ঘা খেল। কালো পোশাকের কমব্যাট বাহিনীর কাছে। রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বেলা ১টা ১০ মিনিটে এ পি সি হাইস্কুলে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে বিরোধী দলের কর্মীরা আছে, এই অভিযোগে জয়কৃষ্ণ ঘোষ এবং অমিতাভ নন্দী কিছু লোক নিয়ে সেখানে যান। এই নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়। এদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে একটি ভোটযন্ত্র ভেঙে দেয়। এর পরে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ওদের হটিয়ে দেয় পুলিশ।" মূলত কথা কাটাকাটি ধস্তাধস্তির রূপ নিতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশবাহিনী। ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন, 'এদের হটাও'। তার পরেই পড়ে লাঠির ঘা। অমিতাভ নন্দী, জয়কৃষ্ণ ঘোষের গায়ে লাঠি পড়তেই সঙ্গী যুবকেরা বুঝে যান, এটা তাঁদের দিন নয়। বুথের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই বিস্ময়কর খবর মোবাইল ফোনে ঘনিষ্ঠদের দিতে দিতেই শিউরে উঠেছেন তাঁরা: এক ঘা বা দু'ঘা বড় কথা নয়। ভাবতে পারিস, জয়দা, নন্দীদাকে মারছে!

নির্দেশ ছিল, শাসক দলের লোকেদের পুলিশ মারধর করবে। আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন ঘটনা ভাবতে পারছি না। এটা পার্টির পক্ষে খারাপ হবে।" সুভাষবাবুরও একই কথা। তবে দল যে এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে নেই, তা বুঝেই তাঁর মন্তব্য: "না, পার্টিতে এ-সব নিয়ে কিছু বলতে যাব না। পার্টিতে বলে লড়াই হয় না।" পুলিশের ভূমিকায় অনিলবাবুর সন্তোষ প্রকাশে এই 'বিস্ময়'-ই এই নির্বাচনের প্রাপ্তি! বিস্মিত কলকাতাবাসীও।

জ্যোতিবাবু শনিবার পর্যন্ত সল্টলেকে পুলিশি বন্দোবস্তের পক্ষে কথা বললেও রবিবার জয়কৃষ্ণবাবু মার খাওয়ার পরে তাঁর মত বদলান এবং মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে কঠোর ভাবে বলেন, "উঁচু তলার কর্তাদের নির্দেশ ছাড়া এটা হতে পারে না। হয়তো অখুশি অমিতাভ নন্দীও এ-সব নিয়ে রাজ্য সরকারকে কিছু বলতে নারাজ। কেন? তাঁর জবাব: "আমি তো রাজ্য চালাই না!"

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস অবশ্য বলেন, "বিধাননগরে যা হয়েছে, তা তৃণমূলের প্ররোচনাতেই হয়েছে। বিধাননগর ও

এর পর ছয়ের পাতায়

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

■ পুলিশের ভূমিকায় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল

অনিল বিশ্বাস

■ বুদ্ধের পাশে, জেলা-পার্টির রিপোর্টের অপেক্ষায়

জ্যোতি বসু

■ দলের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে

অমিতাভ নন্দী

■ পুলিশের 'বাড়াবাড়ি' প্রমাণিত হল

সুভাষ চক্রবর্তী

■ চূড়ান্ত হতাশ, তবে দলকে কিছু বলবেন না

বুথে লাঠি খেলেন

প্রথম পাতার পর

কলকাতা দুই জায়গাতেই তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে কিছু বুথে হাঙ্গামা ও ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা হয়েছে।" বিধাননগরে সি পি এম সাংসদ অমিতাভ নন্দী পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। জ্যোতি বসুর আপ্ত-সহায়ক জয়কৃষ্ণবাবুও মার খেয়েছেন। ২৮ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি। আপনার কী প্রতিক্রিয়া?

অনিলবাবু বলেন, "টিভি দেখে বা কাগজ পড়ে কিছু মন্তব্য করব না। পুলিশ তাদের কাজ করেছে। কী হয়েছে, সেই ব্যাপারে জেলা পার্টির কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছি। সুভাষবাবু, অমিতাভবাবুর সঙ্গেও কথা হয়েছে।" সল্টলেকের পার্টি কি বিভক্ত ছিল? অনিলবাবুর জবাব, "না। বিধাননগরের পার্টি এক ছিল এবং তারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই ভোটে লড়েছে।"

তৃণমূল নেত্রী মমতা বলেন, "বিধাননগরে মন্ত্রী আইন ভেঙেছেন। আর যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী ওয়ার্ডে সি পি এম বুথ লুটেছে। এটাই ওদের পরিকল্পনা ছিল। আসলে কলকাতা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে সল্টলেকে ওই ঘটনা সৃষ্টি করা হয়েছে। সি পি এমের পুলিশ লোক দেখাতে নেতাদের গায়ে হাত দিয়েছে। আর বুথে বুথে তৃণমূলের কর্মীদের মারলেও পুলিশ তা দেখতে পায়নি।"

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা সোমেন মিত্র বলেন, "কলকাতায় ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। আর সল্টলেকে যা ঘটেছে, তা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য করা হয়েছে। অভিনব নাটক। নইলে রাজ্যে কোনও পুলিশ অফিসার আছে নাকি, যারা জয়কৃষ্ণ ঘোষের গায়ে হাত তোলে?"

এই বিস্ময় অমিতাভ নন্দীরও, "আমাকে না-হয় চেনে না, কিন্তু জয়কৃষ্ণ ঘোষকে চেনে না পুলিশ?!"

বুথ-ফেরত

প্রথম পাতার পর

বোর্ড গড়বেন। বিকাশবাবুর কথায়, "৯২টা ওয়ার্ড পাব কি না জানি না। তবে আমার হিসাবে বামফ্রন্টের ৮০টা ওয়ার্ডে তো জেতা উচিত।" সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেই নিচ্ছেন যে, মেয়র হিসাবে তাঁর আবার পুরসভায় ঢোকার সম্ভাবনা প্রায় নেইই। এ-ও স্বীকার করছেন যে, তাঁর ইউডিএ জোট ভোট ও আসন পাওয়ার নিরিখে তিন নম্বরেই থাকবে। কিন্তু সমীক্ষার সঙ্গে একমত নন বিদায়ী মেয়র। তাঁর কথায়, "মনে হয় বামফ্রন্ট এবং বিরোধী— দু'পক্ষই ৬০ প্লাস করে আসন পাবে। বাকি ২০/২১টা ওয়ার্ডের মধ্যে যারা বেশি পাবে, তারাই বোর্ড গড়বে। তবে সিপিএম যে ভাবে ভোট দখল করেছে, তাতে ওদেরই জেতার সম্ভাবনা বেশি।" সমীক্ষাকে উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র। মমতা বলেন, "কারা জিতবে, তা ভোট গণনার পরেই জানা যাবে।" আর সোমেনবাবুর কথায়, "এই সংখ্যা অস্বাভাবিক, অবাস্তব।" সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সমীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য না-গিয়ে বলেছেন, "এটুকু বলতে পারি, বামফ্রন্টই বোর্ড গড়বে।"

20 JUN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Cops batter Dum Dum MP

SUBHENDU GHOSH/HT

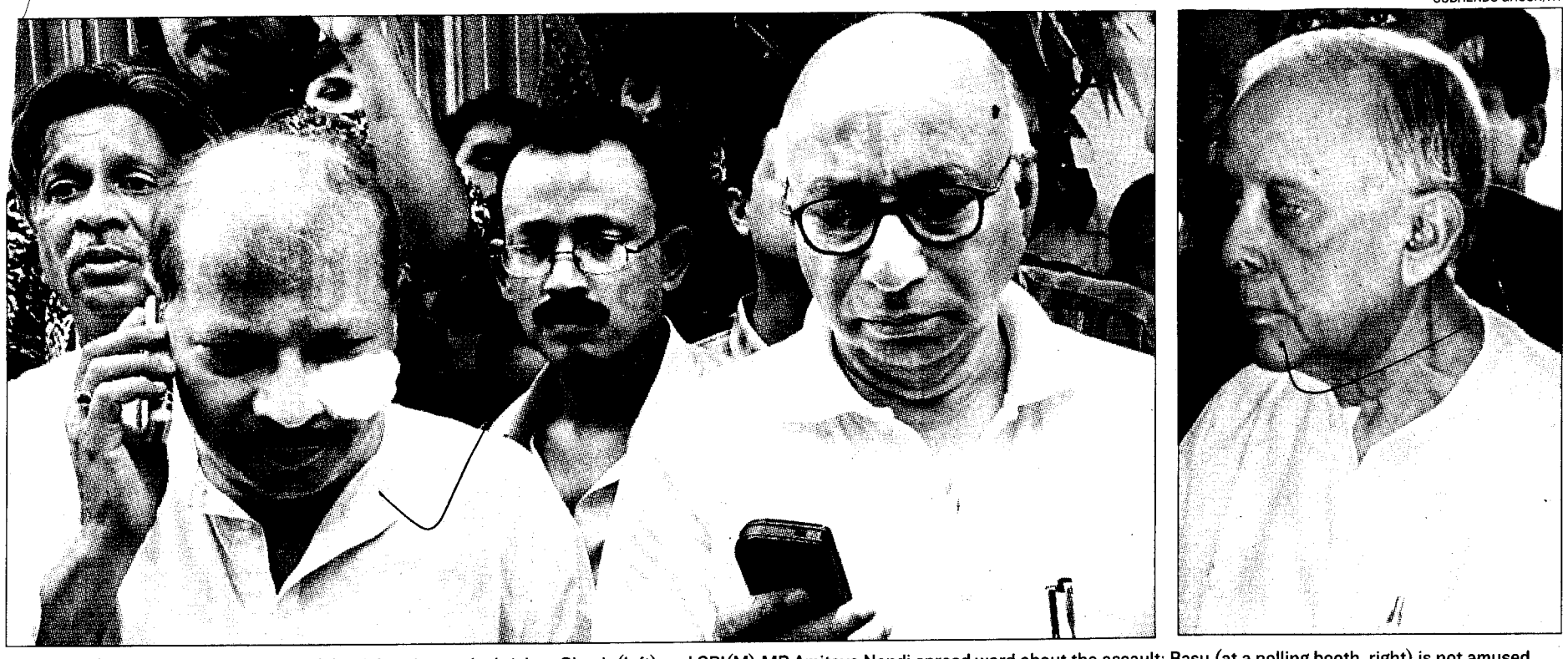

THREE ANGRY MEN: Jyoti Basu's confidential assistant Joykrishna Ghosh (left) and CPI(M) MP Amitava Nandi spread word about the assault; Basu (at a polling booth, right) is not amused.

You beat up even my man, roars Basu

HT Correspondent
Kolkata, June 19

THE LAW turned on ruling party heavyweights on Sunday, with the police beating up the Dum Dum MP and Jyoti Basu's confidential assistant in their own stronghold — Salt Lake.

The assault exposed the divide between Basu and those in power at Writers', with the former chief minister holding the government responsible. It also seemed to bear out what Subhas Chakrabarty had said on Saturday — that the police were going too far at Salt Lake. "I told you so," the transport minister said on Sunday.

Basu's assistant Joykrishna Ghosh took a shower of lathi blows and was left bleeding and injured under the left eye. MP Amitava Nandi tripped and was trampled by RAF men. Nandi's bodyguard too was injured trying to shield the MP. The attack was in stark contrast to the peaceful scene in the rest of the city.

Nandi and Ghosh had gone to a booth to investigate allegations that the poll observer and the magistrate were encouraging Trinamool activists to rig the election.

A seething Basu stopped short of naming Buddhadeb Bhattacharjee as he said, "Writers' Buildings instructed the police to be strict. If you ask the police to be strict and give them a free hand, this is bound to happen."

He endorsed Subhas's complaint of police excesses, saying: "Such a thing has never happened during 28 years of our rule. I am being told that some senior police officers told our men that the Left was ruling Bengal for too long and it was time for a change. This is unimaginable! How dare they talk like that?"

Nandi was no less angry. "When we protested rigging at Acharya Prafulla Chandra High School, they set the RAF on us. They kept on beating us even when we had fallen. The observer purposely targeted us," said Nandi, who will lodge complaints with the Lok Sabha Speaker and the chief minister.

The chief minister did not comment but the CPI(M) defended the police. "The government took necessary action to ensure free and fair polls. But the party will probe the incident," Anil Biswas said.

Basu has talked to the party leadership while North 24-Parganas leaders, who called on him, have lodged a complaint with the election commissioner demanding punishment for the cops involved.

Observer Bimal Ranjan Ganguly's justification: "Some CPI (M) supporters tried to take possession of the EVMs. When magistrate Arindam Mukherjee tried to prevent them, they manhandled him, prompting the lathicharge."

Elsewhere at Salt Lake, too, there was violence. Trinamool councillor Minu Chakrabarty said: "CPI (M) men pushed me down a staircase, beat up my agents and rigged the polls." In another ward, Congress candidate Manimoy Saha was beaten up.

AT A GLANCE: PEACEFUL CITY, VIOLENT TOWNSHIP

>TURNOUT

Kolkata	65%
Salt Lake	68%
Uttarpara	65%

LAW AND ORDER

- **KOLKATA** 18 bombs thrown, one injured at Chitpore. 147 arrests
- **SALT LAKE** Cops beat up Amitava Nandi and Joy Krishna Ghosh. Two candidates and five voters injured. Several candidates withdraw from the fray. 95 arrests
- **UTTARPARA** Peaceful

> LEADERSPEAK

"We will win Kolkata and Salt Lake boards comfortably. Elections largely peaceful, though Congress and Trinamool tried to make mischief"
Anil Biswas

"There has been rampant rigging and booth jamming, even in the chief minister's constituency. Police were mere spectators"
Mamata Banerjee

"The chief minister had vowed to capture KMC; the Left captured booths on Sunday. If polling had been fair, the Left would not have got more than 60 seats, but they rigged the polls in 12 to 14 seats"
Subrata Mukherjee

More in Kolkata Live

- One-on-one with a false voter
- Party treats for supporters
- Peace arrives in trouble zones

MAYORS IN WAITING

3 characters in search of a role

ARINDAM Sarkar
Kolkata, June 19

THEY HAVE little in common — except that all of them want to be the mayor of Kolkata. But since the KMC can have only one mayor at a time, it will be an anxious wait for Bikash Bhattacharyya, Ajit Panja and Subrata Mukherjee until the city makes its choice known. That will be on Tuesday. Meanwhile, none of them has left anything to chance.

Bhattacharyya, the Left candidate, scarcely slept on Saturday night — as much because of tension as because of the pain in his fractured leg. But on Sunday morning, he hopped on to his Tata Qualis with his wife and drove to Ramgarh's Mukul Bose Memorial Institute to cast his vote before going on a round of the 22 booths in his ward. "I have resigned as the advocate-general of Tripura. If I become the mayor, I will have to stop practising in the high court, with only the mayor's salary to take home," a smiling Bhattacharyya said, looking relieved after more than a month of campaigning and its heat and dust.

For, Panja, the Trinamool's man, the day began at 5.30 before he went out to offer prayers at the Shiv Mandir at Vivekananda Road and Thonthone Kali Bari. Puja over, he rode around in his Opel Astra, visiting the nine booths in Ward 63. Around 7 am, he went out to check the turnout, and did a second round of inspections around 9 am before casting his vote at midday at Kashub Academy Sunity Shikshalaya near Chhatu Babur Bazar.

"Obviously I expect to win. Ma Kali and my Opel Astra have been lucky for me. I am not a superstitious man, but I always start my day with a Kalipuja. It was no different today," he said.

From top:
Bikash, Ajit and Subrata

Subrata Mukherjee began his day at 6 am with prayers at Lake Kali Bari and then sat down with his election managers to discuss strategy.

There was tension for a while when his Trinamool rival Shovandeb Chattopaddhya took out a procession in the ward, prompting a counter-procession. Mukherjee cast his vote at South Point School around 1 pm before going out in a black Armada Grand on a tour of the booths. In 2000, Mamata Banerjee had given him her black Tata Sumo and it proved lucky. This time, the two are in rival camps, but the car remains black. "The CPI(M) has rigged the polls, but I am expecting nevertheless to win," the outgoing mayor said.

CONGRESS NOMINEE WITHDRAWS CANDIDATURE IN WARD 134

V for violence

Congress activists argue with security personnel just before the party's nominee withdrew her candidature. Near a booth in Ward no. 134 in Garden Reach on Sunday. — The Statesman

Statesman News Service

KOLKATA, June 19.— Alleged incidents of widespread rigging and intimidation of voters interspersed with sporadic instances of violence marred civic polls in Garden Reach and Metiabruz regions today. In contrast, marked apathy towards the electoral process, among large sections of voters in Behala, accounted for the dominating picture of "peace" in that part of the city.

Violence rocked wards 134, 135 and 140 in Garden Reach. Dr Tabasum Ara of the Congress withdrew her candidature from ward no. 134 in protest against "unabashed rigging and muscle flexing by CPI-M hoodlums".

Two criminals, including the brother of the CPI-M candidate from ward 135, were arrested for attempted capture of booth no. 2 of the ward located inside Dhankhali High School. The mob stormed inside at around 12.30 p.m. with intentions of disrupting the poll process. They smashed two electronic voting machines and assaulted the booth officials. Police

resorted to lathicharge and a repoll was ordered at the booth catering to 958 voters. The ward has Mr Shamsuzzaman Ansari, former MMIC (markets and lights), as its most prominent candidate.

Tanzim Ahmed, brother of Mr Muntajim Ahmed, and Aftab Alam, a CPI-M supporter, were booked for leading the violence against the officials who "dared" to challenge the identity of some of the voters whom they had suspected. "I challenged a voter who had no identity card and failed to remember his father's name," said a shaken Mr Jagabandhu Kumar, first polling officer. He added that the attackers gave him a life threat and spat on the face of Mr Thakurdas Goswami, the presiding officer.

A group of voters, admittedly supporting the Trinamul Congress' Mr Moinul Haque in ward 141, alleged being intimidated by the CPI-M activists. "We haven't been able to cast our votes. None of our womenfolk even attempted going to the booth. They are forcefully driving us out and the police are standing as mere spectators," complained Mr Ramzan Mollah, a resident.

Instances of the CPI-M complaining against opposition violence and police inaction weren't rare at Metiabruz either. But their ire was allegedly directed against the police who showed strictness in allowing voters inside the polling stations. "These are genuine voters. How can you demand their identity?" a local CPI-M leader was allegedly overheard asking a police officer.

A clash between the CPI-M and Congress supporters at the booth inside Burtola Moslem Library, in ward 140, was prevented by the police earlier in the day. While the CPI-M's Mr Sirajul Islam Mondal, chairman of the Mahestala Municipality, alleged that the Congress supporters aided by "outsiders" had raided their party office, the Congress activists said the outsiders had been brought in by the CPI-M and had threatened their poll agent at gunpoint inside the booth.

By the end of the day, however, most booth officials reported having had nearly 85 per cent polls.

In Behala, the low turnout of voters, in most wards in the morning, despite the relatively pleasant weather during the first two hours of poll miraculously shot up to nearly 65 per cent votes cast by 1.30 p.m.

The streets wore a deserted look almost throughout the day with little visible enthusiasm among general voters. "I haven't voted since I know that my vote would be cast anyway. No one is really interested in the polls except the political parties who have ends to achieve through this," said a lottery-shop owner in Sarsuna.

Neither the CPI-M nor the Opposition have complained though and no major reports of violence were received from this part of the city.

Trinamul turns tail, CPM on terror trail

Statesman News Service

KOLKATA, June 19.— The Opposition was hardly visible in the Wards spread over Jadavpur .The CPI-M cadres had the field left to themselves today.

The one-sided show of strength was in evidence at several booths of wards 103, 104, 100, 101 and 114.

There was a scuffle at Mukul Bose Memorial Institute at Ramgarh in Ward no 100 where the Left Front's projected mayor, Mr Bikash Bhattacharya, is contesting. Some CPI-M cadres allegedly attacked Trinamul Congress MLA, Mr Sougata Roy and his party candidate, Mr Partha Chatterjee.

Trouble broke out when a Trinamul polling agent asked a person to produce his voter's identity card. Some CPI-M cadres allegedly protested against this and told the presiding officer to allow him to cast the vote.

Another disagreeable incident allegedly took place when Mr Roy went to the booth, along with Mr Partha Chatterjee, to distribute drinking water bottles among their polling agents. Seeing them approaching the booth, a large number of CPI-M cadres, allegedly stormed into the polling booth and dragged both of them out. This led to a scuffle. The CPI-M cadres hurled abusive language at the reporters and photographers. Some of them threatened to destroy their cameras if

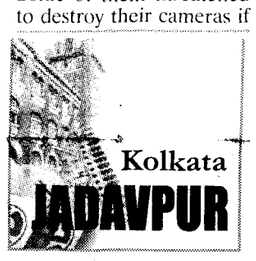

they tried to take photographs of the incident. A large contingent of police force arrived at the spot and brought the situation under control.

After reaching the spot ,Mr Bikash Bhattacharya alleged that some Trinamul Congress activists had provoked his party cadres.

Mr Roy complained that the CPI-M cadres had cast false votes reducing the poll

The PDS candidate for Ward no. 104, Ms Anuradha Pututunda, relates how she was driven out of booth nos. 6 & 7 by the members of the CPI-M women's wing. In Jadavpur on Sunday. — The Statesman

into a "mockery of democracy".

The situation was no different in Ward 104 where Mrs Anuradha Putatunda, a PDS candidate, was pushed out of a booth when she protested against false voting. Mrs Putatunda alleged that the two booths at Bishpally, in her Ward ,had been captured by the CPI-M.

Alleged incidents of booth jamming were also reported from booths 3 and 4 of Ward 103. The Trinamul's plight was evident from the fact that there was hardly any election camp offices for the party in Ward 114.

Mrs Tania Chatterjee, the Trinamul candidate for the ward, alleged that the CPI-M did not allow her party men to set up poll camp offices and even beat up her poll agents at different booths.

Civic poll photographs by ~~Shyamal Maitra, Rajib Dp,~~ Sailendra Mal, Bijoy Sengupta, Prabir Bhattacharjee, Sambit Priya Saha, Indranil Pal and Samik Sen

Cadre rows, cops on toes

Statesman News Service

KOLKATA, June 19. — Red shirts and green towels winked at voters standing in slow moving queues, in front of the polling stations in central Kolkata, even as an under current of tension ran through the area today.

The Rapid Action Force personnel lathicharged to disperse an irate mob that was threatening to spill into St Paul's School polling station in ward 49 at Scott Lane. Tension also ran high in front of Bowbazar High School and Swamji Vidhyapith in ward 48 where the voters' queue moved at snail's pace making the people wait for hours.

Pleasant weather conditions during the early morning hours, made it possible for the voters to wait their turns in front the Bowbazar High School where separate queues were not made for the five booths inside the school.

But as the mercury rose, booth jamming tactics began to be deployed allegedly. Some people tried to rush into the polling stations leading to chaos. The police lathicharged to disperse the crowd. Some voters also left without exercising their franchise rights. Standing in the queue, for more than an hour, enabled some of them merely to reach the gates of Bowbazar High School. There was a general apprehension that the votes would be already cast by the time these voters made their way into the booths. Similar booth jamming incidents allegedly occurred at Albany Hall Public School on Gorachand Road where bombs were exploded around 9a.m. But it was not a one- sided affair. Both Congress and CPI-M

activists gathered in front of the school to intimidate the voters of the rival political outfits. The mob dispersed after RAF personel resorted to lathicharge. Two were arrested for hurling bombs.

"Our partymen are scared after being threatened by CPI-M workers in Islamia School on Beniapukur Road," Mr Abdul Majid, the Congress candidate of ward 60 alleged. Some hoodlums hurled bombs near AJC Bose flyover and Park Circus seven-point crossing near Surhawardi Avenue late in the afternoon to scare away the voters who had queued up late in the day. But police vigilance has proved to be effective this year. Men in uniform stepped in timely to defuse tensions in situations which threatened to go beyond control. Firearms were seized from a taxi, in Gorachand road, though its passengers managed to escape.

A voter, who refused to give his name, said outside Anjumann Islamia School: "I can feel a change from last Lok Sabha polls where the opposition never challenged the ruling party's false voting, But this time, at least, they are have been challenged."

A woman complains against false voting in the booth set up at St. Paul's School in Ward no. 49. In Sealdah on Sunday. — The Statesman

MECO-G®
Interchangeable Scale
PANEL METERS
1st Choice of OEM users since 3 decades
CE Compliant
Available in 72mm & 96 mm sizes.
Conforming to IS 1248
Goliya Instruments Pvt. Ltd.
311, Bharat Ind.Estate, T.J. Rd, Sewree, Mumbai - 400015.
Tel : 022-24149657, 24120456.
Fax : 91-22-24130747.
Em : goliya@bom5.vsnl.net.in
Web : www.goliya.com

Company Application No. 398 of 2005
In the High Court at Calcutta
Original Jurisdiction

In the Matter of :
The Companies Act, 1956 ;
- And -
In the Matter of :
An application under Sections 391(1) and 393 of the said Act ;
- And -
In the matter of :
1. KUSUM VINIMAY PRIVATE LIMITED, of 20/1, Maharshi Devendra Road, 2nd Floor, Kolkata -700007.
2. MANJULA TYPOGIFT PRIVATE LIMITED, of 18/1, Maharshi Devendra Road, 7th Floor, Kolkata -700007.
3. R. R. TRAFIN PRIVATE LIMITED, of 20/1, Maharshi Devendra Road, 2nd Floor, Kolkata -700007.
4. VISHNU - PRIYA TOBACCO COMPANY PRIVATE LIMITED, of 18/1, Maharshi Devendra Road, 7th Floor, Kolkata -700007.
5. SUNFLOWER DEAL-COM PRIVATE LIMITED AND
6. CRYSTAL PET PRIVATE LIMITED both of 20/1, Maharshi Devendra Road, 2nd Floor, Kolkata -700007.
.... Applicants.

NOTICE CONVENING MEETING OF SHAREHOLDERS
Notice is hereby given that by an order dated the 15th day of June, 2005 the Hon'ble High Court at Calcutta has directed that separate meetings to be held of the Shareholders of the abovenamed applicant Companies Nos. 1 to 6 for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification, the proposed Scheme of Amalgamation of applicant company Nos. 2 to 6 with The applicant Company No. 1. In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given :-
That separate meetings of the Shareholders of all the applicant companies will be held at 7C, Kiran Shankar Roy Road, Ground Floor, Kolkata - 700 001 on Thursday the 21st day of July, 2005 at 2:00 P.M., 2:15 P.M., 2:30 P.M., 2:45 P.M., 3:00 P.M. and 3:15 P.M. respectively at which time and place the said Shareholders are requested to attend.
Copies of the Scheme of Amalgamation and Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956 can be had free of charge from the respective Registered Offices of the applicant Companies or their Advocate M/s. Mukherjee Agarwalla & Co., Advocates of 7C, Kiran Shankar Roy Road, Ground floor, Kolkata -700001.
Person(s) entitled to attend and vote at the said meeting(s) may vote in person or by proxy, provided that the proxy in the prescribed form duly signed and deposited at the respective Registered offices of the applicant Companies as aforesaid not later than 48 hours before the said meeting. Forms of proxy can be had at the respective Registered Offices of the applicant Companies.
The Court has appointed Mr. Debajyoti Dutta, Advocate, failing which Mr. Ashim Kumar Halder Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of Kusum Vinimay Private Limited;
Mr. Ashim Kumar Halder, Advocate, failing which Mr. Debajyoti Dutta Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of Manjula Typogift Private Limited;
Mr. Partha Sarathi Bhattacharjee, Advocate, failing which Ms. Smriti Kana Mukherjee Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of R. R. Trafin Private Limited;
Ms. Smriti Kana Mukherjee , Advocate, failing which Mr. Partha Sarathi Bhattacharjee Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of Vishnu - Priya Tobacco Company Private Limited;
Mr. Sanjib Bakshi, Advocate, failing which Ms. Jayeeta Sinha Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of Sunflower Deal-Com Private Limited;
Ms. Jayeeta Sinha, Advocate, failing which Mr. Sanjib Bakshi Advocate as the Chairperson of the meeting of the Shareholders of Crystal Pet Private Limited;
The abovementioned Scheme of Amalgamation if approved at the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble High Court at Calcutta.
Dated this 17th day of June, 2005.
Chairman / Chairperson
Appointed for the Meeting
Drawn by:
Arundhati Mukherjee, Advocate,
Mukherjee Agarwalla & Co.,
Advocate for Applicants,
7C, Kiran Shankar Roy Road,
Ground Floor, Kolkata - 700001.
Settled by :
(Anjan Kumar Mitra)
Assistant Registrar (Company)
High Court,
Original Side, Calcutta.

DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL ALLAHABAD
122/11, Jawahar Lal Nehru Road
Tagore Town, Allahabad
Ref. Appeal No. R-308 of 2003
(Summons to the parties through publication under section 20 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, read with rules 26(8) Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rule, 1994).
Between State Bank of India
....Appellant
Versus
M/s. Hindustan Ferro & Industries Ltd.
....Respondents.
To, Shri P. C. Jain
R/O 3, Chowringhee Approach
Post Box No. 133303, Calcutta-72.
Take notice that the appellant has filed an appeal against the order dated 10-4-03 of the Debts Recovery Tribunal at Allahabad, the abovementioned appeal has been listed for appearance and further proceedings before the Appellate Tribunal on 5-7-05 at Allahabad. You may appear before this Tribunal on the date either in person or through legal practitioner duly appointed by you for this purpose.
Take notice that in default of your appearance on the date fixed, the appeal will be heard ex parte.
Registrar
Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad

NATIONAL INSTITUTE OF FOUNDRY AND FORGE TECHNOLOGY
HATIA, RANCHI - 834003
Telephone :91-(0) 651-2290859, Fax : 91-(0) 651-2290860
E-mail : rch_nifft@sancharnet.in, Website : www.geocities.com/nifftranchi
Admission Notification - 2005
In continuation of our earlier advertisement regarding admission to Master of Technology Programmes in Foundry-Forge Technology and Manufacturing Engineering, the last date of Application has been extended to July 11, 2005.
Chairman
Academic Affairs

SPOT GD, PI on 21st. June 2005
PUNE UNIVERSITY COURSES
Affiliated to University of Pune, AICTE approved
MMM MPM PGDBM PGDMM
+ MBA Autonomous of IIMT, Pune.
Courses Recognized by AIU & UGC, AICTE approved & Ministry of HRD Govt. of India, New Delhi.
MBA Degree MBA Agri. BBA Degree
MBA BIO-TECHNOLOGY Autonomous
Registration : Rs.1050/- by Cash / DD. •Loan available for all Courses.
Other Courses of IIMT : Fulltime / Correspondence
B.Tech Bio-technology E & C, Mechanical
M.Tech Mechanical, E & C, Civil, IT, Electrical
Contact : Mr. M.N. Shaikh Mobile : 09422350652
Hotel Akash Deep, Park Circus Avenue, Kolkatta
☎ : (033) 22405296, 22405004
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT TRAINING
EL-39/5, MIDC, Near Indrayani Nagar, Bhosari, Pune-26.
Ph.:(020) 27129666,09823238868 E-mail: mba@iimtpune.com
Web : www.iimtpune.com • Legal Jurisdiction Pune city only.

CPI-M MP AMITAVA NANDY, JYOTI BASU'S CA INJURED IN RAF LATHICHARGE

Left to Right, might is right

Statesman News Service

KOLKATA, June 19. — Civic elections in Kolkata, Salt Lake and Uttarpara-Kotrung today were marked by large-scale rigging and booth-jamming carried out silently by all parties in their respective strongholds. And it ensured that polling for the three civic bodies went off "peacefully", with a few reports of clashes, bomb attacks and smashing of an electronic voting machine coming in from different parts of the city and Salt Lake.

While chief secretary Mr Asok Gupta put the city voters' turnout at 72 per cent, the State Election Commissioner, Mr Ajay Sinha, said it was 65 per cent. The SEC put the turnout at Salt Lake at 65 per cent and that at Uttarpara-Kotrang at 68 per cent.

Mr Amitava Nandy, Dum Dum MP, and Mr Jyoti Basu's confidential assistant, Mr Joykrishna Ghosh, were injured in a lathicharge by RAF personnel at a booth in Ward 12 of Salt Lake. Both blamed the police and the administration for the attack on them.

The observer for the ward, however, pointed his finger at the two as did the police. (**What really happened: see page 2**).

As one went around Kolkata since polling began at 7 a.m., it increasingly became evident that rigging and false voting by CPI-M cadres, and in some places the Opposition parties, were reducing the polls to a farce. Incidents of violence were reported from Cossipore, Chitpore, Narkeldanga, Manicktola, Rajabazar and Amherst Street. Clashes between CPI-M members and Opposition activists were also reported from Wards 1, 5, 6, 8, 11, 15, 21, 37, 44, 45, 48 and 49.

The last two hours of polling saw CPI-M cadres having a field day with most Opposition polling agents being silenced into submission. Violence also rocked Wards 134, 135 and 140 in Garden Reach. Congress' Dr Tabasum Ara withdrew her candidature from Ward 134 to protest the "unabashed rigging and muscle flexing by CPI-M".

Two anti-social elements, including the brother of the CPI-M candidate from Ward 135, were arrested for attempting to capture booth No. 2 of the Ward. A mob stormed the booth around 12.30 p.m., smashed two EVMs and assaulted officials. A repoll has been ordered in the booth.

The Opposition was hardly visible in the wards in Jadavpur, mainly 100, 101, 103, 104 and 114. There was a scuffle in Ramgarh in Ward 100 where the Left Front's projected mayor, Mr Bikash Bhattacharya, is a candidate. Trinamul MLA Mr Sougata Roy and his party candidate, Mr Partha Chatterjee, were attacked by CPI-M cadres in the same ward. Tension spread in Ward 77 in Ekbalpore when a presiding officer was threatened by "outsiders". A malfunctioning EVM created tension for some time in Ward 87, from where the mayor, Mr Subrata Mukherjee, is contesting.

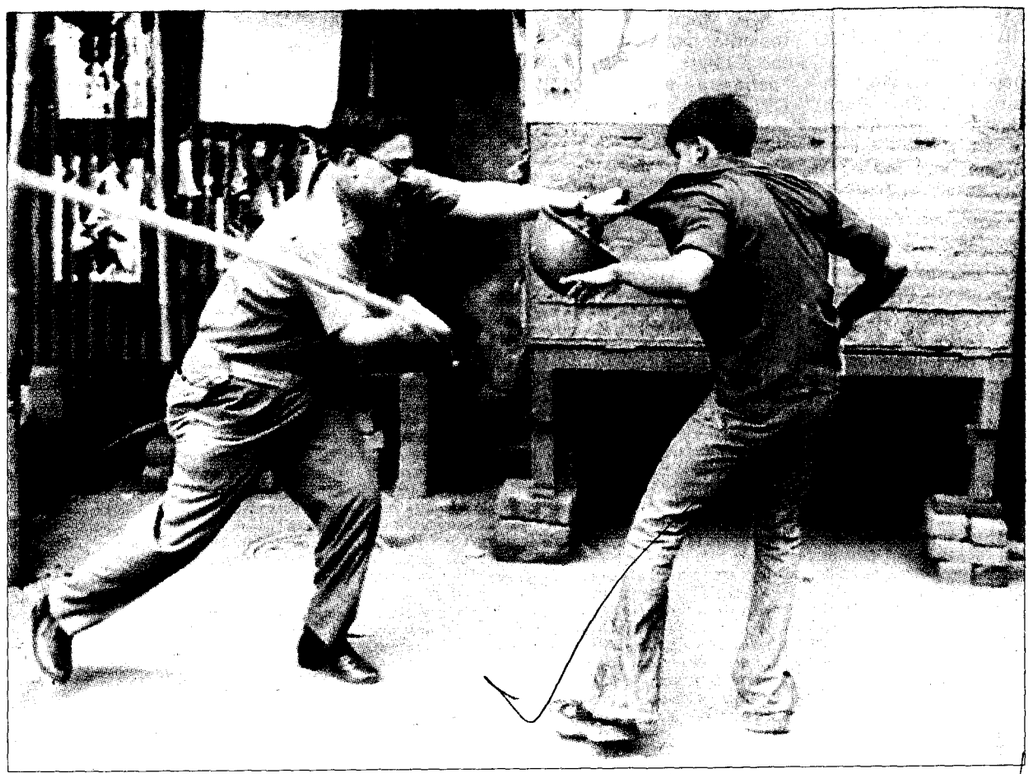

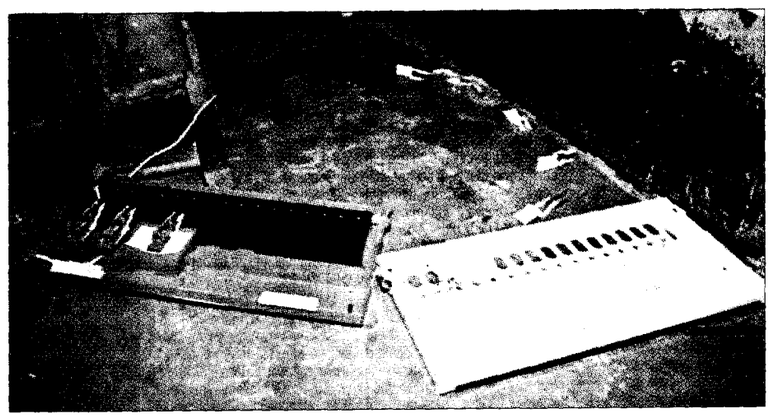

POLL BEAT: Glimpses from the action-packed show on Sunday. (Clockwise from top left): A policeman swings it at Cossipore; deprived of an opportunity to vote by CPI-M cadres, women voters in Ward 141 in Metiabruz show their photo identity cards to the media; a broken EVM after a bout of hooliganism at booth No. 2 of Ward 135 in Garden Reach. — The Statesman ***(More poll reports on pages 2, 3, 4 & Kolkata Plus I)***

Basu blames Buddha for 'police excesses', party stands by CM

Tanmay Chatterjee in Kolkata

June 19 — The CPI-M, which has ruled West Bengal for nearly three decades relying upon its much-vaunted "organisational discipline", is apparently in a spot following today's municipal elections.

Within hours of the RAF lathicharge on Mr Amitava Nandy, CPI-M MP, and Mr Joykrishna Ghosh, CA to Mr Jyoti Basu, at the APC Higher Secondary School in Salt Lake City, former chief minister Mr Basu directly accused the Buddhadeb Bhattacharjee government of instructing the police to use force on CPI-M leaders and party cadres.

"I was shocked to hear what happened today. This could not have happened without instructions from the top. Trinamul goons assaulted Joykrishna and our men. But they were not arrested. Possibly, these policemen will be given medals for their performance. Also, what they have been doing since yesterday goes against the Constitution. In an independent country, no one can stop the movement of people. How could they stop people from entering Salt Lake... or ask them to produce papers for identification. I have never heard of such things... I don't know what instructions Buddha gave... Perhaps, this will be the last election in my lifetime," Mr Basu told The Statesman over the telephone at 7 p.m. today.

While Mr Basu said he was trying to contact Mr Buddhadeb Bhattacharjee, the chief minister was reported to have "gone somewhere". The CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, was engaged in perhaps one of the worst damage-control exercises he had ever had to cope with.

Mr Biswas held a meeting with the chief minister and some senior members of the party's state committee at Alimuddin Street. They summoned Mr Nandy and transport minister Mr Subhas Chakraborty, both state committee members, as soon as a TV channel started airing their protests against the government. Party sources confirmed they had been pulled up for making "irresponsible" statements.

The channel showed Mr Nandy threatening to withdraw the candidate in Ward 12, while Mr Chakraborty was shown "challenging" the chief minister.

Mr Biswas said that the party state secretariat had taken note of "an unpleasant incident at Salt Lake". He refused to say a word on the statements made by Mr Nandy and Mr Chakraborty.

"I will wait for a report from our party's district committee and take a decision on what to do... I might not make any statement even after getting the report," Mr Biswas said.

Asked whether he was satisfied with the police's performance, he said: "The government did what it thought was right. I am not dissatisfied". The state secretary claimed that despite the disturbances created by Trinamul and Congress workers in some wards in Kolkata and the incident in Salt Lake City, the CPI-M would get an absolute majority in both the civic bodies.

An injured Mr Joykrishna Ghosh, along with Mr Amitava Nandy, after the attack in Salt Lake on Sunday. — The Statesman

ভোট ভাগাভাগির ভরসায় থাকি না কাজের জোরেই জিতবে বামফ্রন্ট

কলকাতা পুরভোটের চব্বিশ ঘণ্টা আগে, শনিবার সকালে আজকাল সম্পাদকের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

● ১৬ জুন মহাকরণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, কলকাতা পুরভোটে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবে বামফ্রন্ট। সঙ্গে একটা লাইন যোগ করেছেন, 'পাওয়া উচিত'। পাওয়া উচিত মানে তো এই যে, না-ও পেতে পারেন?

মুখ্যমন্ত্রী : আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাব। 'পাওয়া উচিত' বলার কারণ একটাই, যেন আমাদের মধ্যে এই মনোভাব না আসে যে, জিতেই গেছি। নির্বাচনের আগে এ ধরনের আত্মসন্তুষ্টি থাকা ঠিক নয়।

● সুব্রত মুখার্জি তৃণমূল ছেড়ে মঞ্চ গড়লেন, কিন্তু পুরভোটের লড়াইটা থেকেই গেল, কাটাকুটির সূত্রে সহজ জয় পেয়ে গেল বামফ্রন্ট— এ রকম তো হল না।

মুখ্যমন্ত্রী : ভোট ভাগাভাগির হিসেবের ভরসায় আমরা থাকি না। আমরা চাই বামফ্রন্টের পক্ষে ইতিবাচক সমর্থন। বেশি মানুষ আমাদের ভোট দেবেন এবং আমরা জিতব।

● বিদায়ী পুরবোর্ডের অনেকে, বেশ কয়েকজন তৃণমূলি কাউন্সিলর ভোটে বেশ ভাল জায়গায় আছেন। তাহলে কি বলব না যে, এঁরা বেশ ভাল কাজ করেছেন?

মুখ্যমন্ত্রী : কতজন 'ভাল জায়গায়' আছেন, জানি না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় যোগাযোগ ও প্রভাব কাজ করতে পারে। কোথাও রাজনৈতিক প্রভাব। কিন্তু সব মিলিয়ে বিদায়ী পুরবোর্ডের কাজের জোরে কেউ এগিয়ে আছেন বলে মনে করি না।

● মেয়র হিসেবে সুব্রত মুখার্জি সফল, একথা অনেকেই বলছেন। আপনারা বলছেন, সুব্রতবাবু কাজই করতে পারতেন না, যদি রাজ্য সরকার এত সহযোগিতা না করত। আগের পাঁচ বছরের তুলনায় গত পাঁচ বছরে প্রায় দ্বিগুণ টাকা দিয়েছে রাজ্য। প্রশ্ন উঠতেই পারে, বামফ্রন্টের পুরবোর্ডকে এতটা সাহায্য করেনি কেন বামফ্রন্ট সরকার?

মুখ্যমন্ত্রী : রাজ্যে শিল্পের ও উন্নয়নের একটা পরিকল্পিত চেষ্টা হচ্ছে। রাজধানী কলকাতার উন্নয়ন এই পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ। এই সময়ে কলকাতা পুরসভার দিকে সাহায্য, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে আমরা কর্তব্য বিবেচনা করেছি। বিরোধীদের হাতে বোর্ড, সুতরাং সাহায্য করব না, ওঁদের অপদস্থ করে চলা, এরকম ভাবিনি। এখানেই অন্যদের সঙ্গে আমাদের তফাত।

● রবিবার পুরভোট হচ্ছে বিধাননগর ও উত্তরপাড়াতেও। আপনারা জিতবেন?

মুখ্যমন্ত্রী : উত্তরপাড়ার খবর বিস্তারিত আমার কাছে নেই, তবে, শুনছি অবস্থা ভাল, ফলও ভালই হবে। বিধাননগরে বামফ্রন্টের জয় নিয়ে একটুও সংশয় নেই।

● কলকাতা পুরভোটে যেমনই ফল হোক, তার প্রভাব কি ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে পড়বে?

মুখ্যমন্ত্রী : পর পর ভোট হচ্ছে তো। লোকসভা ভোট, ৭৯ পুরসভার ভোট, কলকাতার ভোট, তারপর বিধানসভা ভোট। একটার ওপর আরেকটার প্রভাব থাকছেই। সবক্ষেত্রেই ক্রমশ আরও ভাল ফল হচ্ছে আমাদের। কিন্তু, আবার বলছি, আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই। আরও ভাল কাজ করতে হবে, মানুষের আরও কাছে যেতে হবে। ফল খারাপ হবে কেন?

● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা কি কলকাতা পুরভোটকে প্রভাবিত করবে?

মুখ্যমন্ত্রী : কেন করবে? বলেছি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিস পাঠানো আমাদের নীতি নয়। কী হয়েছে, কেন হয়েছে, তদন্ত করাচ্ছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। নিশ্চয় মিটে যাবে। এর মধ্যে কোনও রাজনীতির ব্যাপার নেই। যাঁরা রাজনীতি টেনে আনছেন, তাঁরা ভুল করছেন। যাঁরা এই ঘটনায় আমাদের অসুবিধের ছবি দেখছেন, ভুল করছেন।

● পুর রাজনীতিতে অভিজ্ঞ অনেকেই আছেন, তবু আপনারা বিকাশ ভট্টাচার্যকে মেয়র হিসেবে তুলে ধরলেন কেন? এর আগে কখনই পুরভোটের আগে বামফ্রন্ট কাউকে সম্ভাব্য মেয়র হিসেবে তুলে ধরেনি, এবার অন্যরকম কেন?

মুখ্যমন্ত্রী : অভিজ্ঞ অনেকেই আছেন এবং তাঁরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। বিকাশ ভট্টাচার্য শুধু বড় আইনজীবী নন, বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সংগঠক। রাজনীতিতে স্বচ্ছ, পরীক্ষিত। ওঁর নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভা খুব ভাল কাজ করবে, আমরা বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, এই প্রথম আমরা কাউকে সম্ভাব্য মেয়র হিসেবে সামনে রেখে এগোলাম। কারণটা সবারই বোঝা উচিত। মেয়র হিসেবে সুব্রত মুখার্জির তথাকথিত সাফল্য নিয়ে এত প্রচার হয়েছে, যেন কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। আমরা বিকাশ ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে বলছি, দেখুন, আমাদের সম্ভাব্য মেয়র অনেক বেশি স্বচ্ছ, অনেক বেশি দক্ষ, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

বাইরের লোক এনেই ভোট করি, সুভাষের মন্তব্যে অস্বস্তিতে দল

স্টাফ রিপোর্টার: ফের বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে পুর ভোটের আগের দিন দলকেও অস্বস্তিতে ফেললেন।

সল্টলেকের নির্বাচনে পুলিশি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন সুভাষবাবু। শনিবার বাংলা টিভি চ্যানেল 'স্টার-আনন্দ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৫২ সাল থেকে বাইরে থেকে ছেলে এনে তাঁরা নির্বাচন করাচ্ছেন। কিন্তু সল্টলেক পুরসভা নির্বাচনে পুলিশ তাঁদের বাইরে থেকে ছেলে আনতে বাধা দিচ্ছে। কংগ্রেস-তৃণমূলের বক্তব্য, সি পি এম যে রিগিং করে জেতে সুভাষবাবুর কথা থেকে তা পরিষ্কার। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবহণ মন্ত্রীর পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করেছেন।

ওই সাক্ষাৎকারে বাইরে থেকে লোক এনে নির্বাচন করানো প্রসঙ্গে সুভাষ চক্রবর্তী বলেছেন, "১৯৫২ সাল থেকে চলে আসা এই অধিকার ও পরম্পরা ছেড়ে দেব?" সল্টলেকের নির্বাচনে এ বার বাইরে থেকে লোক আনতে পুলিশ কোন যুক্তিতে বাধা দিচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, "হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট, বাদকুল্লা থেকে পুলিশ আনা হয়েছে সল্টলেকে। তবে দমদম থেকে আমাদের লোকেরা ভোটে সাহায্য করতে কেন সল্টলেকে ঢুকতে পারবে না?"

সুভাষবাবুর কথাকে দল সমর্থন তো করেই নি, কার্যত তাঁর কথাকে নিন্দা করেছে। '৫২ সাল থেকে বাইরে থেকে লোক এনে ভোট করানোর প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, "এটা বাজে কথা। এ কথা সমর্থন করছি না।"

ওই সাক্ষাৎকারে সুভাষবাবু বলেন, "সামান্য একটা ভোটের জন্য সল্টলেকে ১০ হাজার পুলিশ আনা হয়েছে। এই অবস্থায় পার্টি কি বসে থাকবে?" এ বারও তাঁরা বাইরে থেকে লোক এনে নির্বাচন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন সি পি এমের ওই বিতর্কিত নেতা। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম না করলেও তাঁর উদ্দেশেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তী। পুলিশের বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "নির্বাচন গণতন্ত্রের সব থেকে বড় মাধ্যম। এখানে পুলিশ বাড়াবাড়ি করছে। পুলিশ সল্টলেকের নাগরিকদের অপমান করছে। পুলিশ সল্টলেকে ঢোকার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। এ রকম কোথাও হয় না কি?"

ওই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার পরে তাঁর বক্তব্যের বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে জানতে চান সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। শনিবার বিকেলে অনিলবাবু বলেন, "সল্টলেকে পুলিশ-প্রশাসন যা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা সঠিক পদক্ষেপ। পার্টিতে আলোচনা করেই মুখ্যমন্ত্রী তা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমরা কথা বলব।"

রাতেই সুভাষবাবু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিসে যান। তিনি ও অনিলবাবু একই সঙ্গে টিভির পর্দায় চোখ রাখেন। অনিলবাবু বলেন, "টিভিতে সাক্ষাৎকার দেখেছি। নাগরিকরা যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে সুভাষবাবু সে কথাই বলেছেন। প্রশাসন তার ব্যবস্থা করবে। আবার রাজনৈতিক দলকেও দেখতে হবে, ভোটারেরা যাতে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।"

অনিলবাবুর সামনে বসে সুভাষবাবু বলেন, 'স্টার-আনন্দ'-এ যে সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে, তা সাক্ষাৎকারের একটি অংশ মাত্র। তিনি সল্টলেকের ভোটের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মানুষ যাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারে পুলিশ-প্রশাসনকে তা দেখতে হবে। মানুষ যাতে দোকান-বাজার যেতে পারে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যেতে পারে, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারে, তার জন্য যা যা করার দরকার পুলিশ যেন করে। কিন্তু এ সব অংশ না দেখিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে একটি কথাকেই বার বার সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে 'স্টার-আনন্দ'-এর এগজিকিউটিভ প্রডিউসার সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সুভাষবাবু যা বলেছেন, আমরা তা কাটছাঁট না করে পুরোপুরিই দেখাচ্ছি। কোনও কথা বাদ দেওয়া হয়নি।"

● **পুলিশের চিন্তা, লোক আনা হচ্ছে সল্টলেকে...পৃঃ ৫**

19 JUN 2006 ANADABAZAR PATRIKA

দুই-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রেই লড়াই এ বার দ্বিমুখী

প্রসূন আচার্য

শেষ প্রহরে কলকাতার অধিকাংশ এলাকার মানুষ দু'ভাগ হয়ে গেলেন।

সি পি এমকে চিন্তায় ফেলে মহানগরীর ১৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯০-১০০টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের সঙ্গে বাম-বিরোধীদের কার্যত সরাসরি লড়াই হচ্ছে। আরও গোটা দশেক ওয়ার্ডে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই তৃণমূলের। সেখানে বামফ্রন্ট কার্যত দর্শক। আর বামফ্রন্ট, তৃণমূল-বি জে পি জোট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এ-র মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র ৩০-৩৫টির মতো আসনে। ফলে বিরোধীদের ভোট কাটাকাটিতে অনায়াসেই ৮০-৮৫টি ওয়ার্ড দখল করে বামফ্রন্ট বোর্ড গড়বে বলে সি পি এম নেতারা প্রথম দিকে ভাবলেও শেষ মুহূর্তে তাঁরা যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। তাই 'সর্বাত্মক-প্রস্তুতি' নেওয়া হয়েছে, যাতে যে ভাবেই হোক ৭১ এর ম্যাজিক-নম্বর পেরিয়ে যায় বামফ্রন্ট।

বিমান বসু-অনিল বিশ্বাসদের মতো বর্ষীয়ান সি পি এম নেতারা প্রথম থেকেই আশঙ্কা করছিলেন, ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে ততই কলকাতার মানুষ বাম ও অবাম এই দুই পক্ষে ভেঙে যাবে। তাই বার বার নিচুতলার নেতাদের সাবধান করেছিলেন। কিন্তু কলকাতা জেলা সি পি এম নেতাদের একাংশের মত ছিল, কংগ্রেস ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের সঙ্গে তৃণমূল জোটের আড়াআড়ি ভাবে ভোট ভাগাভাগি হবে ৮০টিরও বেশি ওয়ার্ডে। বিভিন্ন লোকাল কমিটি থেকে আসা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে না। এই সংখ্যা কমে এসেছে ৩০-৩৫ এ। চিন্তার কারণ সেটাই।

উত্তর ও মধ্য কলকাতায় কংগ্রেস-প্রধান এলাকায় কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের লড়াই হচ্ছে। সোমেন মিত্র-সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা সর্বাত্মক ঝাঁপিয়েছেন। এই সব এলাকার মধ্যে যেখানে আবার তৃণমূল-বি জে পি শক্তিশালী সেখানে এই জোটের সঙ্গে বামপন্থীদের লড়াই হচ্ছে। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড (যেখান থেকে অজিত পাঁজা লড়ছেন) থেকে দক্ষিণ কলকাতার দিকে বেশির ভাগ ওয়ার্ডেই কার্যত লড়াই হচ্ছে তৃণমূলের সঙ্গে বামফ্রন্টের। কিছু ওয়ার্ডে মঞ্চের সঙ্গে বাম বা তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না, তা নয়। তবে সংখ্যায় কম। আবার ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজের মত মুসলিম-প্রধান এলাকায় মূলত কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে বামফ্রন্টের। মধ্য-কলকাতার শিয়ালদহ, বউবাজার, তালতলার কিছু ওয়ার্ডে বা দক্ষিণ কলকাতার ৮৭ (সুব্রত-শোভনদেব), ৮৮ (মালা-কাকলি) মতো কিছু ওয়ার্ডে ইউ ডি এ-র সঙ্গে তৃণমূল-জোটের লড়াই হচ্ছে। আবার প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনায় বিতর্কিত ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী সবিতা দাসই এগিয়ে। সব মিলিয়ে বামফ্রন্টের পক্ষে ছবিটা সুখকর নয়।

গত বারই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল-বি জে পি জোট পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। যদিও পাঁচ বছর বোর্ড চালিয়েছে। এ বার তৃণমূল জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এমন সম্ভাবনার কথা কোনও তৃণমূল নেতাই ভাবছেন না। হয় বামফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, না হলে বোর্ড হবে ত্রিশঙ্কু। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতৃত্বের একটাই লক্ষ্য— কংগ্রেসের থেকে বেশি আসন দখল করে দ্বিতীয় স্থানে থাকা।

যদি সেই লক্ষ্যে মমতা সফল হন, তা হলে তৃণমূল বিধায়ক দলে ভাঙন আপাতত রোখা যাবে। নতুন করে অক্সিজেন নিয়ে মমতা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলকে তৈরি করবেন। তা না হলে তৃণমূল দ্রুত ভাঙবে। তার আগে শনিবার মালদহের ইংলিশবাজার পুরসভায় যেভাবে কংগ্রেস-তৃণমূলের মহাজোট নীতি ধাক্কা খেল এবং বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করল, তাতে সামান্য হলেও জোট-বিরোধী মমতা রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হলেন। মমতার কথায়, "আমি আগে থেকেই বলেছি, কংগ্রেসের লোক জিতলে সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলাবে। প্রমাণ হল তো? এটা কলকাতার মানুষকেও বুঝতে হবে।" তাঁর দাবি, সুষ্ঠ ভোট হলে বামফ্রন্ট জিতবে না। আর জোটপন্থী উন্নয়ন মঞ্চের নেতা মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "জোট একটি কঠিনতম বিষয়। নিচুতলা থেকে তৈরি না করলে জোট হয় না। কারণ ধান্দাবাজি আর জোট গড়া এক নয়।"

শক্তিশালী সংগঠনের পাশাপাশি সি পি এম এ বা নির্বাচন লড়ছে অনেকটাই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যে ভাবমূর্তির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধবাবু গোঁড়া কমিউনিস্ট ন এক জন বাস্তববাদী মুখ্যমন্ত্রী, যাঁর হাত ধরে রাজ্যে উন্নয়নে নতুন জোয়ার আসছে— এমনই একটা ছবি সি পি এ তাদের প্রচারে তুলে ধরতে চেয়েছে। শহরের মানুষের ম যে সি পি এমের দিকে ঝুঁকেছে, তা গত মাসের ৭৯ ি পুরসভার নির্বাচনেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বামেদের ভো

এর পর পাঁচের পাতা

লড়াই দ্বিমুখী

প্রথম পাতার পর

বেড়েছে ৭%। কিন্তু রাজ্যের রাজধানীর মানুষ কি মনে করছে?

শপিং • মল-ফ্লাইওভার-মাল্টিপ্লেক্সের সঙ্গে মডেল বস্তি, গরিবদের স্বয়ম্ভর-গোষ্ঠীর সমন্বয়সাধনের যে ডাক সি পি এম দিয়েছে, বিশ্বায়নের যুগে তা কতটা গ্রহণযোগ্য এবারের ভোটে তারই পরীক্ষা। সি পি এম এগিয়ে থাকলেও যে খুব বেশি সুবিধাজনক জায়গায় নেই, শুক্রবার সব জায়গা থেকে চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার পরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-অনিল বিশ্বাস-বিমান বসুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখতে পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত লড়াকু-কমরেডদের উপরেই তাঁদের চূড়ান্ত ভরসা রাখতে হচ্ছে। দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, বামফ্রন্টই বোর্ড গড়বে।

এই লড়াইতে কংগ্রেস তৃতীয় পক্ষ। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এ যে একক বোর্ড গড়তে পারবে না, তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে সোমেন মিত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই জানেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য দুটি। প্রথমত, তৃণমূলকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা। এরপর যদি ত্রিশঙ্কু হয়, তাহলে তৃণমূল জোটকে সমর্থন দিয়ে বাম-বিরোধী বোর্ড গঠন করা এবং বিধানসভায় জোট গড়তে ক্রমাগত মমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে যাওয়া।

19 JUN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

আনন্দবাজার পত্রিকার আয়োজনে তিন মেয়র পদপ্রার্থীর সঙ্গে কলকাতার নাগরিকদের প্রশ্নোত্তর থেকে উঠে এসেছিল কিছু তর্ক (আবাপ, ২/৬/২০০৫)। কী ধাঁচে এগোবে কলকাতার উন্নয়ন? বিতর্কটাকে টেনে নিয়ে গেছেন দুই পুরনায়ক।

আগে মেয়র পারিষদদের নিজেদের সমন্বয় চাই

অশোক ভট্টাচার্য
পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহানগরের পুরভোটের প্রাক্কালে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কলকাতার ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নে 'তিন জন সম্ভাব্য মেয়র'কে সামনে রেখে কয়েকটি বিষয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। বিশেষ করে বর্তমান মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় তিনটি বিষয়ে তাঁর অভিমত পেশ করেছেন— সিটি গভর্নান্স বা নগর সরকার, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমন্বয়।

মোটামুটি ভাবে বিতর্কে যে প্রশ্ন এসেছে সেটা হল, সল্ট লেক, লেক টাউন থেকে ব্যারাকপুরের মতো এলাকা তথা বৃহত্তর কলকাতা নিয়ে কেন নগর সরকার গড়া হবে না? উত্তরে প্রথমেই বলব, আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এ ধরনের নগর সরকার গড়ার কোনও জায়গা নেই। তা করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। তার আর দরকার নেই। কেননা, ইতিমধ্যেই পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ও অধিকারের প্রশ্নে এক বার সংবিধান সংশোধন হয়েছে। সেটা হল ৭৪তম সংবিধান সংশোধন। সেখানে পুরসভাগুলিকে রাজ্যের তৃতীয় স্তরের সরকার কিংবা 'আরবান গভর্নান্স' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের দ্বাদশ তফসিলে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরসভাগুলি কী কী ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করবে। যা ঠিকঠাক প্রয়োগ করলে সার্বিক উন্নয়ন মসৃণ গতিতেই হতে পারে। যেখানে আরবান গভর্নান্স-এর স্বীকৃতি রয়েছে সেখানে নতুন করে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আমি অন্তত দেখছি না।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দিই, বেজিং কিংবা সাংহাইয়ে মহানগরগুলির এক একটি প্রদেশের মর্যাদাসম্পন্ন। সেখানে প্রদেশের মতোই ক্ষমতা ভোগ করে পুর প্রশাসন। আর আমাদের সংবিধানে পুরসভাগুলি রাজ্যের তালিকাভুক্ত। রাজ্যের অধীনে একটি সাংবিধানিক সংস্থা।

এবার সমন্বয়ের প্রশ্নে আসা যাক। পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য গিয়ে আমজনতা থেকে বিশিষ্ট নাগরিকদের কয়েক জনের 'বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা'র প্রেক্ষিতেই প্রশ্নটি উঠেছে। কোনও কাজের ক্ষেত্রে পুরসভা দেখাচ্ছে পূর্ত দফতরকে, কখনও পূর্ত দফতর দেখাচ্ছে কে এম ডি এ-কে, ইত্যাদি নানা অভিযোগ গত ৫ বছরে শোনা গিয়েছে বলেই কথা উঠেছে সমস্ত দফতরগুলিকে এক ছাতার নীচে তথা কর্পোরেশনের আওতায় আনা হবে না কেন?

একযোগে চারটি সংস্থা একই জায়গায় কাজ করলে কিছু জটিলতা তো হবেই। তা দূর করতে আলাদা করে সমন্বয় কমিটি করা হয়েছে। যেখানে মেয়র ও আমি রয়েছি। কখনও বিদায়ী মেয়র সমন্বয় সাধন করেছেন। কখনও আমি। কাজ তো ভালই এগোচ্ছে।

এর জবাব তো সংবিধানের মধ্যেই দেওয়া রয়েছে। মেট্রোপলিটন শহরের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত দফতরকে একই ছাতার নীচে আনতে সংবিধানের ২৪৩ (জেড) ই ধারায় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে, যে মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এম পি সি) গড়াটা বাধ্যতামূলক। যে কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্পোরেশনের কাউন্সিলররাই নির্বাচিত করবেন, বাকিদের মনোনীত করা হবে। সাড়ে চার বছর আগে কলকাতায় ওই কমিটি গড়া হয়েছে। ওই কমিটির চেয়ারম্যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী। নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব থাকার সুবাদে আমি সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে এখন রয়েছি। সব মিলিয়ে ৪০ জন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। কার্যনির্বাহী কমিটিতেই রয়েছেন কলকাতার মেয়র। ওই কমিটিতে রয়েছেন কলকাতা লাগোয়া আরও ৪০টি পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও। ছোটবড় যে কোনও কাজে কর্পোরেশন অসুবিধেয় পড়লে সমন্বয়ের জন্য কমিটির সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, বর্তমান পরিকাঠামো তথা এম পি সি-কে মেয়র ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে সমন্বয় না-হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কলকাতা পুরসভা এলাকায় পূর্ত দফতর কয়েকটি রাস্তার দায়িত্বে রয়েছে। তা নিয়ে জটিলতা কিংবা চাপানউতোর হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। কোনও সমস্যা হলে এম পি সি সহজেই ফয়সলা করতে পারে। আর, পূর্ত দফতরের কাজ তো ভালই। রেড রোড বা ডায়মণ্ডহারবার রোড পূর্ত দফতর ভালই রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এতে তো কর্পোরেশনেরই ভাল। তা ছাড়া সে দিক থেকে দেখতে গেলে এম পি সি-তে পূর্ত দফতরের শীর্ষ কর্তারাই রয়েছেন। সেই অর্থে পূর্ত দফতরও একই ছাতার নীচেই রয়েছে। নতুন করে আনার দরকার কোথায়, তার প্রশ্নই বা উঠছে কেন?

আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠেছে যে তা মেয়রের হাতে থাকা উচিত কি না। প্রথমত সংবিধানে স্পষ্ট করেই বলা আছে, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। তাতে কোথাও উল্লেখ নেই পুরসভার হাতে পুলিশ থাকবে। এখন দেখতে হবে মেয়রের হাতে পুলিশ থাকার প্রসঙ্গ উঠছে কেন? উন্নয়নের কোনও কাজের ক্ষেত্রে যাতে কোনও তরফ থেকে বাধা না আসে সেই জন্য মেয়রকে সবসময় পুলিশ সমস্তরকম সহযোগিতা করতে দায়বদ্ধ। বরং বলা ভাল কর্পোরেশনের ডাক পেলে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে পুলিশ। এমন একটাও ঘটনা কলকাতা পুরসভার গত পাঁচ বছরের ইতিহাসে নেই, যেখানে পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায়নি। বরং বাড়তি তৎপরতায় পুলিশ সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছে। সেই জন্যই তো পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গত বোর্ড এত দিন একটি অভিযোগও করেনি। আমি মনে করি, কাজের সদিচ্ছা থাকলে বর্তমান পরিকাঠামোয় বিস্তর কাজ করা যায়। শুনতে একঘেয়ে লাগলেও ফের এম পি সি প্রসঙ্গ তুলতেই হচ্ছে। উন্নয়নের কাজে পুলিশের সাহায্যের ব্যাপারে কোথাও আটকালে এম পি সি-র চেয়ারম্যান তথা মুখ্যমন্ত্রীই তো রয়েছেন। এম পি সি তো বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। তা হলে কলকাতার উন্নয়নের জন্য মেয়রের হাতে আলাদা করে পুলিশ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ছে বলে মনে হয় না।

বিতর্কের সূত্রেই একটি প্রশ্ন অবধারিত ভাবে উঠছে যে কলকাতার বিদায়ী মহানাগরিক সমন্বয় ও বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে কতটা সফল হয়েছেন?

সত্যি কথা বলতে কী, নিজের দফতরের মেয়র পারিষদদের মধ্যেই সমন্বয় রাখতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হলে নাগরিকদের ভোগান্তি আটকানো মুশকিল। তার উপরে যদি এক এক জন মেয়র পারিষদ এক এক পথের পথিক হন তা হলে তো বোঝার উপরে শাকের আঁটি। কোনও মেয়র পারিষদ মেয়রকে অবজ্ঞা করেছেন অথবা মেয়র কোনও মেয়র পারিষদকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমন ঘটনার পরে সমন্বয়ের কথা বলাটা বেমানান ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বরো কমিটিগুলি কার্যত ক্ষমতাহীন এবং ওয়ার্ড কমিটি গঠন করাই হয়নি, এমন বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। এ ভাবে বিকেন্দ্রীকরণের দর্শনকে অবজ্ঞা করা হয়েছে বলেই আমজনতা থেকে বিশিষ্ট বাসিন্দাদের নানা সমস্যা নিয়ে পুরসভায় গিয়ে উতোরচাপানের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

অথচ সমন্বয়ের ইচ্ছে থাকলে যে করা যায় তার দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই রয়েছে। টালি নালায় সংস্কারের কাজ করছে সেচ দফতর। ওইখানেই পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছে কর্পোরেশনের। মেট্রো রেল সম্প্রসারণের কাজও চলছে ওই এলাকায়। সেখানে নিকাশি ব্যবস্থার কাজ করছে কে এম ডব্লু এস এ। একযোগে চারটি সংস্থা একই জায়গায় কাজ করলে কিছু জটিলতা তো হবেই। তা দূর করতে আলাদা করে সমন্বয় কমিটি করা হয়েছে। যেখানে মেয়র ও আমি রয়েছি। কখনও বিদায়ী মেয়র সমন্বয় সাধন করেছেন। কখনও আমি। কাজ তো ভালই এগোচ্ছে। প্রাসঙ্গিক বলেই জানিয়ে দিই, বিদায়ী বোর্ডের মহানাগরিক বরো এজেন্সি এবং ওয়ার্ড এজেন্সির প্রস্তাবও আমাদের কাছে দিয়েছিলেন। যেখানে মূলত আমলা ও সরকারি কর্মীরাই প্রতিনিধি হবেন। আমলানির্ভর পুর পরিকাঠামোর জন্য এ প্রস্তাব মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আরও একটি বিষয় এই বিতর্কে এসেছে। সেটি হল, সরাসরি মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা। এ দেশের কোনও কোনও রাজ্যে এমন ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক নয় বলেই মনে করি। বরং মেয়র যদি পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন, তা হলে তিনি নির্বাচিত কাউন্সিলর বা জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে পারবেন। তার ফলে মেয়রের একক ভাবে বা একনায়কোচিত কাজ করার প্রবণতাকে বন্ধ করা সম্ভব হবে। আমি মনে করি আমাদের দেশের পরিকাঠামোয় পরোক্ষ মেয়র নির্বাচনই অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।

সমন্বয় সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রেই একাধিক জনপ্রতিনিধির ফোন পেয়েছি। বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দবাজার পত্রিকাকে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলাম। বিতর্কের পর দিন আমার প্রতিক্রিয়াকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। বিতর্কের পর দিন সাতসকালে ফোন করে কলকাতা কর্পোরেশনের বিদায়ী বোর্ডের এক জন মেয়র পারিষদও আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে আক্ষেপের সুরে এটাও জানিয়ে দেন, যেখানে মেয়রের সঙ্গে মেয়র পারিষদদের অধিকাংশের সমন্বয় নেই, সেখানে কাজ করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

প্রতি পদে রাজ্যের মুখ চেয়ে এগোনো যায় না

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
মেয়র, কলকাতা পুরসভা

আমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু হয় পরাধীন ভারতে, ব্রিটিশ আমলে। স্বভাবতই একটা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা এর মধ্যে গভীরভাবে নিহিত ছিল। তারা কিছুতেই এই স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকাকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন হতে দেয়নি। সেটা ছিল অনেকটাই 'নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসন'। এখনও পরিস্থিতি বদলায়নি। পৌঁছনো যায়নি 'নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসন' থেকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে।

আমি কিন্তু এই সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকেই সিটি গভর্নেন্স বা নগর সরকার বলতে চাইছি। এখনও সেই আধা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত সরকারই চলে আসছে। তারা কিছুতেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা ত্রিস্তর সরকার হতে দিচ্ছে না। বিশেষ করে কলকাতায় যার জন্য উন্নয়ন বা দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। যা হবে সেগুলোও ঢিমে তালে। কিন্তু কলকাতাকে আন্তর্জাতিক মানের শহরে পরিণত করতে হলে সত্যিই 'সিটি গভর্নেন্স' ছাড়া পথ নেই। বর্তমানে এই শহরটি পরিচালনার জন্য যদিও একটি নির্বাচিত বোর্ড তৈরি করা হয় এবং বিধায়ক বা সাংসদ নির্বাচনের মতো একই ভোটার তালিকা ধরেই নির্বাচন হয়, কিন্তু তাদের হাতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের রাশ থাকে না। আর তাই এই শহরের ভাল-মন্দের দায়ভার পুরসভার উপর থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যাপারে যে আইন তৈরি করেছে, তাই মেনে চলতে হয়। তা সে বাড়ি তৈরির নিয়ম, বাড়ির কর, বাণিজ্য কর, বিজ্ঞাপন কর কিংবা হকার উচ্ছেদ বা বেআইনি নির্মাণ ভাঙা—যাই হোক না কেন।

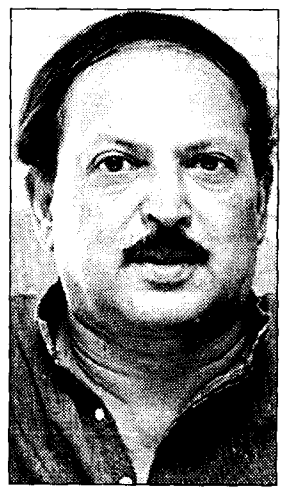

মেয়র নির্বাচন হোক সরাসরি। সরাসরি নির্বাচন হলে তাঁর ব্যক্তিগত কাজের মূল্যায়ন হয়। দুর্ভাগ্য, এখানে মেয়রের কাজের গুণগত বিচার হয় না, পার্টির বিচার হয় শুধু।

একটা এত বড় প্রতিষ্ঠান, যাদের হাতে এত বড় একটা মহানগরের এক কোটি মানুষের ভাল-মন্দের ভার, তাদের হাতে প্রকৃত অর্থে কোনও ফোর্স বা বাহিনী নেই। এই ফোর্স বলতে আমি সাধারণ পুলিশের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সের কথা বলিনি। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতাধারী নগর পুলিশের কথা বলছি। যারা পুরসভার আইন ভাঙবে, তাদের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে পুরসভা ব্যবহার করতে পারবে। সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। সরকার বড়জোর তাদের কী কী দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিতে পারে।

এতে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা অনেক বাড়বে। জনগণও এই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তার কাছ থেকে কাজের হিসাব ও কৈফিয়ত চাইতে পারবে। এখানে যদি সংবিধান পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বলব, সংবিধান ১০০ বারের পরিবর্তে ১০১ বার পরিবর্তন হলে তো কোনও সমস্যা নেই। বিপুল সংখ্যক লোকের পুর পরিষেবা সংক্রান্ত আইন কানুন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকা উচিত। এখনও দেশের বিভিন্ন শহরে একাধিক এজেন্সি কাজ করে। নাগরিকরা জানেনও না কোন কাজটা কার দায়িত্ব। এই শহরেও যেমন পুরসভা রয়েছে, তেমনই কে আই টি, সি টি সি, কে এম ডি এ, এইচ আর বি সি, কে পি টি রয়েছে, তেমনই সি ই এস সি, গ্যাস, টেলিফোনও কাজ করছে। কিন্তু এদের কারওর মধ্যে সুনির্দিষ্ট সমন্বয় তৈরি হয়নি। নগর সরকার থাকলে এই সমন্বয়ের অভাবের ব্যাপারটা দেখা দেবে না। এত এজেন্সিরও প্রয়োজন হবে না। এর ফলে, সন্দেহ নেই, অর্থের অপচয়ও কমবে।

আজও রাজ্য সরকার পুরসভার প্রাপ্য কর জবরদস্তি সরকারি তহবিলে নিয়ে যায়। ফলে পুরসভা প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা পায় না। আর এই স্বয়ম্ভরতা না থাকায় প্রশাসনের আত্মসম্মানও লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। রাস্তাঘাটের কথাই ধরা যাক। এই শহরের রাস্তা খারাপ হলে সমালোচিত হয় পুরসভা। কিন্তু শহরে যান চলাচলের নামে সমস্ত কর নিয়ে যায় রাজ্য সরকার। শুধু এই একটা করই পুরসভার কাছে গেলে তারা আর্থিক স্বয়ম্ভরতা পেত। এটাতো এক ধরনের গা জোয়ারি। নগর সরকার ধারণাটা রূপায়িত হলে রাজ্য সরকার আর এটা পারবে না। তারা নিয়মমাফিক পুরসভাকে যে আর্থিক সাহায্য করে তারও প্রয়োজন পড়বে না।

কয়েকশো কিলোমিটার রাস্তা পূর্ত দফতর, সেচ দফতর, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় রয়েছে। লোকে জানেও না কোন রাস্তা কার। অযথা পুরসভার নামে দোষারোপ করে। নগর সরকার হলে সমস্ত রাস্তাটাই তাদের হাতে থাকবে। ফলে মানুষ সরকারি রাস্তা খারাপের জন্য দায়ী, ভালর জন্য প্রশংসা করবে। এখানে ১১টি খাল রয়েছে, যে খালগুলি নিকাশি ব্যবস্থার সহায়ক। নিকাশির সামগ্রিক দায়িত্ব পুরসভার। কিন্তু সহায়ক খালগুলি সেচ দফতরের অধীনে থাকবে কেন?

বলা হচ্ছে, সংবিধানের ২৪৩ ধারায় যে মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট কমিটি রয়েছে, তারা নানা অসুবিধার মীমাংসা করে। আমার প্রশ্ন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী বা নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর ভূমিকা শহর পরিচালনায় থাকবে কেন? এই কমিটিতে মেয়র থাকেন ঠিকই, কিন্তু যে কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী, ভাইস চেয়ারম্যান নগরোন্নয়ন মন্ত্রী, সেখানে মেয়রের ভূমিকা কতটুকু?

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলে রাখি যে আমরা নগর পুলিশ চাই ঠিকই, কিন্তু সেটা আইন শৃঙ্খলা সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, সেটা পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের দেখভালের জন্য। এই যে কার পার্কিং নিয়ে এত অনিয়ম, এগুলো দেখার জন্য কেন নগর পুলিশ থাকবে না? নগর পুলিশ এগুলো দেখলে আয়ও বাড়বে, যানজটও লাগামছাড়া হতে পারবে না। কিন্তু বহু কাজেইতো পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায় না। তারা আজ ঈদ, কাল বড়দিন, পরশু কালীপুজো বলে একটা না একটা বাহানা তৈরি করে। বছরে ছ'মাস তাদের পাওয়া যায় না। কিন্তু টালা থেকে টালিগঞ্জ হকার উচ্ছেদ, বেআইনি নির্মাণ বা হোর্ডিং ভাঙা— সবেতেই পুলিশের সাহায্য দরকার পড়ে। সরকারের পুলিশও তো সীমিত। তাছাড়া আরও একটা সমস্যা রয়েছে। রাজ্য সরকারের যে পুলিশ, কোনও কোনও সময় এও দেখা গেছে যে এসব ক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট জায়গায় আগাম খবর পৌঁছে দিচ্ছে। তাতে অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। আসলে পুলিশেরও নিজস্ব একটা রাজনীতি রয়েছে। সেটাও কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে।

ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা। আমাদের হিসাব অনুযায়ী, যেখানে লাইসেন্সের সংখ্যা ন্যূনতম ১০ লক্ষ হওয়া উচিত, সেখানে হয়েছে বড়জোর আড়াই লক্ষ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকলে এই সমস্যাগুলো অনেকটাই মেটানো সম্ভব।

এখন বিভিন্ন মহলে মেয়র পারিষদদের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আমারতো মনে হয়, এক্ষেত্রেও আইনের অনেক ত্রুটি রয়েছে। মেয়র পারিষদরা জানেনই না তাঁদের কাজ কী, কতটা। অনেকেই নিজেদের মন্ত্রী বলে মনে করলেও আদতে ১৯৮০র আইনে তদারকি ছাড়া তাঁদের কোনও ক্ষমতাই নেই। নগর সরকার তৈরি হলে বরো কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এমনকি মেয়র পারিষদদের কাজ ঢেলে সাজানো সম্ভব।

আরও একটা জিনিস হওয়া দরকার। মেয়র নির্বাচন হোক সরাসরি। একটি লোক দুটি ভোট দেবে, একটি কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য, অন্যটি মেয়র নির্বাচনের জন্য। ১৪১টি ওয়ার্ডের মানুষই মেয়রকে নির্বাচন করবেন। এটা হলে সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব। তাতে মেয়র পদে নির্বাচিত ব্যক্তির শহরের প্রতি দায়বদ্ধতাও বাড়বে। দুঃখের বিষয়, মন্ত্রী মহোদয়ও সরাসরি মেয়র নির্বাচনের বিরুদ্ধে। আসলে তাঁদের কীইবা করার আছে? তাঁরা কমিউনিস্ট। পার্টি নিয়ন্ত্রিত সরকার চালানোই তাঁদের নীতি। সরাসরি নির্বাচন হলে ব্যক্তি খানিকটা পার্টির ঊর্ধ্বে উঠে যান। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত কাজের মূল্যায়ন হয়। লন্ডনের উদাহরণই দেখুন। সম্প্রতি সেখানকার মেয়র টনি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধাচারণ করে পার্টি ছেড়ে নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েও জিতেছেন। কাজের জোরেই তিনি জিতেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এখানে মেয়রের কাজের গুণগত বিচার হয় না, পার্টির বিচার হয় শুধু।

আমার মনে হয়,নগর সরকার বিষয়টা এখানে নতুন বলেই এত বিতর্ক। কিন্তু এই বিতর্কের কোনও যুক্তি নেই। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই এটা নতুন নয়। অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে নগর সরকার তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্যেতো প্রায় সব জায়গায়, এমনকি প্রাচ্যেও কয়েক জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

নগর সরকার হয়নি বলেই নির্বাচিত একটা পুরবোর্ড, তার নিয়মকানুন এত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সব দিক বিবেচনা করেই আমার তাই মনে হয়, নগর সরকার চালু হওয়া অবশ্যই দরকার। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করেই।

12 JUN 2005 ANANDABAZAR

চূড়ান্ত প্রচারে নেমে উন্নয়নের কৃতিত্ব দাবি করল সব দলই

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা দখলের জন্য ভোটের এক সপ্তাহ আগে শনিবার সব দলের নেতারাই চূড়ান্ত প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গত পাঁচ বছরে কলকাতায় উন্নয়নের কাজ হয়েছে, কার্যত সে কথা অস্বীকার করছেন না কোনও দলের নেতারাই। কিন্তু সে কাজের জন্য কৃতিত্ব কার প্রাপ্য? ভোটারদের তা বোঝাতেই নেতারা নেমেছেন রাজপথে। প্রশ্ন তুলেছেন, আরও কাজ কি করা যেত না? কোন্ কোন্ ক্ষেত্র উপেক্ষিত রয়েছে প্রশ্ন তুলেছেন তা নিয়েও।

প্রবীণ সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই শহরের নানা প্রান্তে সভা করেন। প্রত্যেক দলেরই লক্ষ্য— নিজেদের জেতা আসন ধরে রেখে বিরোধীদের হাত থেকে আসন ছিনিয়ে নেওয়া। সকালে চড়া রোদ উপেক্ষা করে বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা এবং সন্ধ্যায় রোদ পড়তেই পাড়ায় পাড়ায় মাইক বাজিয়ে সভা।

দক্ষিণে বাঁশদ্রোণী ও যাদবপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতার উন্নয়নে তৃণমূল-বিজেপি বোর্ডকে রাজ্য সরকার যাবতীয় সাহায্য করলেও উন্নয়নে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় যে কাজ হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। আর তৃণমূলের বিধায়ক হয়েও কী ভাবে কংগ্রেসের সমর্থনে মেয়রের জন্য লড়ছেন সুব্রতবাবু সেই প্রশ্ন তুলে টালিগঞ্জের সভায় বসু বলেন, "এদের নীতি-নৈতিকতা নেই।" বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল-বিজেপি পুরবোর্ডের দুর্নীতি নিয়ে। সাংসদ মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে দলের পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাট সকলেই এ দিন প্রচারে নেমেছেন।

কলকাতার পুরবোর্ড দখল করতে বামফ্রন্ট জোর দিচ্ছে বস্তি এলাকা ও মুসলিমদের উপর। সি পি এমের প্রচারে সেটাই প্রধান্য পাচ্ছে। অন্য দিকে, মুসলিমদের ভোট টেনে রাখতে মমতাও বাজি ধরেছেন। সেই লক্ষ্যেই পুরদলের নেতা করেছেন জাভেদ খানকে। তৃণমূলের অন্য নেতারা প্রচারে নামলেও মমতাই প্রধান। শনিবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। রোজ গড়ে আটটি সভা করে গভীর রাতে কালীঘাটের বাড়িতে ফিরছেন। এ দিনও বিধাননগরে দুটি সভা করার পরে ট্যাংরা-তপসিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় সভা করেন মমতা। মমতার দাবি, "তৃণমূল-বি জে পি পরিচালিত পুরবোর্ড পাঁচ বছর পূর্ণ করছে। এবং যা কাজ করছে, তা আগে হয়নি। এই কাজের সাফল্যের দাবিদার এনডিএ-র সব কাউন্সিলার। সুতরাং আবার পাঁচ বছরের জন্য এন ডি এ-কে নির্বাচিত করা হোক। বাকি কাজ হবে।" বিজেপি-র নেতারাও পৃথক সভা করেন।

পুরভোটে কংগ্রেস বেশি জোর দিচ্ছে উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। এ দিন উত্তর কলকাতার চিৎপুর এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রণববাবু সভা করেন। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সামনেও সভা করেন প্রণববাবু। কড়া সমালোচনা করেন সিপিএমের। তাঁর কথায়, "কংগ্রেসের সমর্থনেই এই পুরবোর্ড পাঁচ বছর টিকে ছিল। মেয়র সুব্রতবাবু এখন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে লড়ছেন। সুতরাং কলকাতার উন্নয়নের জন্য ইউ ডি এ প্রার্থীদেরই জয়ী করা উচিত।" সুদীপবাবু, প্রিয়বাবু প্রমুখ এ দিন পদযাত্রাও করেন।

সুব্রতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়বাবু এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যান। অবাধ ও সুষ্ঠ ভাবে যাতে নির্বাচন হতে পারে তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানান তাঁরা।

ভোটের মুখে গ্রেফতার ৫৫০

স্টাফ রিপোর্টার: পুরভোটের আগে শুক্রবার রাতে কলকাতায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহর জুড়ে অভিযানে নামল পুলিশ। শুক্রবার ধরা পড়ে সাড়ে পাঁচশো দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র, তাজা কার্তুজ ও বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবারই বিভিন্ন থানার অফিসারদের নিয়ে লালবাজারের 'ক্রাইম বৈঠকে' কলকাতার দুষ্কৃতীদের হাজতে পোরার নির্দেশ দেন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়। ওই রাতের অভিযানে উত্তর কলকাতায় ১২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মধ্য কলকাতার বড়বাজারে একাধিক জুয়ার ঠেকে হানা দেয় পুলিশ। জোড়াসাঁকোয় মহম্মদ কালাম নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়। সে নারকেলডাঙার তোলাবাজ চুন্নুর সাগরেদ।

ডি সি (সেন্ট্রাল) অজয় কুমার জানান, "গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি রয়েছে এমন ৩৩ জনকে ধরা হয়েছে।" ডি সি (বন্দর) অজয় রানাডে জানান, "বন্দর এলাকায় ধৃতদের মধ্যে ১৪ জনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। প্রকাশ্যে অশালীন আচরণের জন্য ৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।"

শেষ হাসি কার

চূড়ান্ত পর্ব

আনন্দবাজার-মোড সমীক্ষা

৫৬%

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

৩১%

বিকাশ ভট্টাচার্য

১৩%

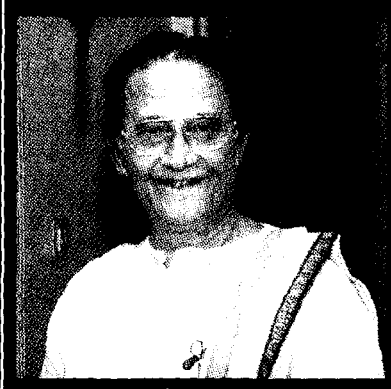

অজিত পাঁজা

পছন্দের দল

কংগ্রেস- উন্নয়ন মঞ্চ	বামফ্রন্ট	তৃণমূল-বিজেপি জোট
৩৬%	৪৬%	১৮%

৫০২১ জনের মতামতের ভিত্তিতে

‘কাজের মেয়র’ না ‘পার্টির শক্তি’, এ বার পরীক্ষা তারই

দেবাশিস ভট্টাচার্য

কলকাতার মত বদলায়নি। পুর-নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগেও পছন্দের মেয়র বাছাইয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্য দুই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু পছন্দের দল হিসাবে এগিয়ে রয়েছে সেই বামফ্রন্টই। আর তৃণমূলের সমর্থন কমে শক্তিশালী হচ্ছে কংগ্রেস।

প্রাক্-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষার এই রায় সামনে রাখলে এ বারের পুর-নির্বাচন অন্য রকম একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করছে। সেই পরীক্ষা ‘কাজ’ বনাম ‘রাজনীতি’-র।

গত চার সপ্তাহে জনমতের প্রতিফলনে সুব্রতবাবু ‘কাজের মেয়র’ হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার ধারা বজায় রাখতে পেরেছেন। সমীক্ষা অনুযায়ী, দল নিরপেক্ষ ভাবে অর্ধেকেরও বেশি নাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেই আবার মেয়র পদে দেখতে চান। তবে এটা সহজে সম্ভব হতে পারে তখনই যদি সুব্রতবাবু যে জোটের হয়ে ভোটে লড়ছেন, কংগ্রেস ও উন্নয়ন মঞ্চের সেই জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু দল বাছাইয়ের বেলায় জনমত ওই জোটকে জেতানোর কথা বলছে না। সে ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের দিকে পাল্লা বেশ ভারি। আর সেখানেই এসে পড়ছে প্রশ্ন, নির্বাচনী রাজনীতিতে ‘কাজ’ শেষ পর্যন্ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? দলীয় শক্তি বা সাংগঠনিক কৌশল ছাড়াই কি এক জন ‘কাজের লোক’ ভোটে জিততে পারেন? জেতাতে পারেন তাঁর দল বা জোটকে?

রাজনীতিকরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও তাঁদের অভিজ্ঞতায় জানেন, কোনও দলের সাংগঠনিক শক্তি তার ভোটে জেতার পথে প্রধান সহায়। তাই অনেক সময় দুর্বল দলের যোগ্য প্রার্থী শক্তিশালী দলের অযোগ্য প্রার্থীর কাছে হেরে যান। এটা ঠিকই যে, পুর-নির্বাচনের পরিসর ছোট বলে ব্যক্তি-পরিচিতি কিছুটা কাজে আসে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কলকাতা পুর-

নির্বাচনের ফলাফল রাজ্য রাজনীতিতে ছাপ ফেলে বলে এই নির্বাচনকে শাসক, বিরোধী সব দলই মিনি-সাধারণ নির্বাচনের মতো গুরুত্ব দেয় এবং সে কারণেই অন্য সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে রাজনীতি।

মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবুর কাজের মূল্যায়ন করার পাশাপাশি যেমন অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উন্নয়নমুখী ভূমিকা। একক ভাবে সুব্রতবাবু সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দের মেয়র হওয়া সত্ত্বেও জনমত সমীক্ষায় সি পি এম তথা বামফ্রন্টের এগিয়ে থাকার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এইখানে।

আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য ‘মোড’-এর করা চার পর্বের এই জনমত সমীক্ষায় আরও দু’টি বিষয় অবশ্য ধারাবাহিক ভাবে স্পষ্ট হয়েছে। এক, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিরোধী-জোটের প্রয়োজনীয়তা। দুই, কলকাতায় তৃণমূলের ভোট ভেঙে কংগ্রেসের দিকে চলে আসা।

২১ মে প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা থেকেই বামফ্রন্টের অগ্রগতি পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। প্রথম পর্বে ফ্রন্টের পক্ষে রায় দেন ৪২ শতাংশ মানুষ। পরবর্তী সপ্তাহেই তা ৪ শতাংশ বেড়ে যায়। সেই থেকে এ বারের চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত বামফ্রন্ট ৪৬ শতাংশের সমর্থন ধরে রেখেছে। একক গরিষ্ঠতায় পুরসভা দখলের পক্ষে যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বস্তুত গত লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার তিনটি কেন্দ্র ধরলে সি পি এম ৪৩ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছিল। সেই নিরিখে শহরে তাদের প্রতি জনসমর্থনের হার আরও বেড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু বেশি লক্ষণীয়, কলকাতায় কংগ্রেসের উত্থানের ইঙ্গিত। চার সপ্তাহের ধারাবাহিক জনমত সমীক্ষায় এই উত্থানের একটি লেখচিত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে। সেই সঙ্গেই ধরা পড়ে তৃণমূলের ক্ষয়ের ছবি। গত লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূলই ছিল প্রধান বিরোধী দল। কলকাতাতেও গত লোকসভা নির্বাচনেও তারা ৪০ শতাংশের মতো ভোট পায়। কিন্তু এখন পুর-নির্বাচনের আগে জনমত সমীক্ষার গোড়া থেকেই তৃণমূল-বিজেপি জোটের প্রতি শহরের ভোটারদের সমর্থন হ্রাসের বিষয়টি

এর পর কুড়ির পাতায়

আপনার মতে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি অভিযান কি সমর্থনযোগ্য?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে

‘হ্যাঁ’ হলে লিখুন: Apoll a

‘না’ হলে লিখুন: Apoll b

উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম অথবা রিলায়েন্স ইন্ডিয়া মোবাইল থেকে।

আর এস এস কি শেষ পর্যন্ত গ্রাস করে নেবে বি জে পি’কে?

হ্যাঁ ৪৮% | না ৫২%

P. T. O.

‘কাজের মেয়র’ না ‘পার্টির শক্তি’

প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট হয়। প্রথম দুটি সপ্তাহে ২২ শতাংশ সমর্থন থাকলেও তৃতীয় সপ্তাহে তা কমে হয় ১৯। এ বার চতুর্থ পর্বে আরও কমে ১৮।

বাম-বিরোধী ওই ভোট তাহলে যাচ্ছে কোথায়? সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, কলকাতায় তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙনের ফলে কংগ্রেস-উন্নয়ন মঞ্চ জোটই লাভবান হচ্ছে এবং কংগ্রেস জোটই হয়ে উঠছে প্রধান বিরোধী পক্ষ। প্রথম পর্বের সমীক্ষার সময় থেকেই এই প্রবণতা।

প্রথমে তৃণমূল-বিজেপি জোটের পক্ষে সমর্থন ছিল ২২ শতাংশ, কংগ্রেস জোটের পক্ষে ৩৩। পরের সপ্তাহে তৃণমূলের ক্ষেত্রে বদল না দেখা গেলেও কংগ্রেস ১ শতাংশ কমে যায়। কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহ থেকে তৃণমূলের সমর্থন হ্রাস এবং কংগ্রেসের সমর্থন বৃদ্ধি পাশাপাশি চলেছে।

গত সপ্তাহে তৃণমূল ৩ শতাংশ কমে ১৯, কংগ্রেস ২ শতাংশ বেড়ে ৩৪। এ বার চতুর্থ ও শেষ পর্বে তৃণমূল আরও ১ শতাংশ কমে ১৮ এবং কংগ্রেস ২ শতাংশ বেড়ে ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বামফ্রন্ট যেহেতু ৪৬ শতাংশেই রয়েছে, তা-ই বলা যেতেই পারে, তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে এই ভাঙন পুরোটাই কংগ্রেসের পক্ষে যাচ্ছে। যদিও তাতে বামফ্রন্টের গায়ে আঁচ লাগছে না।

কিন্তু বিরোধীরা যদি একজোট হয়ে লড়ত?

সকলেই জানেন, তৃণমূল ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন মঞ্চ তৈরি করে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গড়ার প্রতিটি স্তরেই তৃণমূলের মেয়র সুব্রতবাবু এই বিরোধী ঐক্যের কথা বলে এসেছেন। কংগ্রেসের দিক থেকেও তেমন আপত্তি ছিল না। তবু তা হয় নি মূলত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল অনিচ্ছায়।

হলে ফল যে অন্য রকম হতেও পারত, জনমত সমীক্ষা সেটাও দেখিয়েছে। তৃণমূল জোট এবং কংগ্রেস জোটের ভোট মিললে তা সর্বদাই বামফ্রন্টকে ছাপিয়ে যায়।

পুর-ভোটের পরে কী হতে পারে, এখনই সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তবে রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয় — এই আপ্তবাক্য স্মরণে রাখলে জনমত সমীক্ষার ফলাফলে বামফ্রন্টের মেয়র-পদপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতেই পারেন।

চার পর্বের এই সমীক্ষা করতে গিয়ে ‘মোড’ কথা বলেছে শহরের কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটারের সঙ্গে। কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের মতামত নেওয়া হয়েছে। সেই সব অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার বিচারে এই রায় শহরের প্রায় ৭ লক্ষ ভোটারের মতের প্রতিফলন।

ANANDABAZAR PATRIKA

নয়া মেট্রো, বুদ্ধের স্বপ্ন-যান, সবই অথৈ জলে

শমীক ঘোষ
পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্য সরকারের দূরদর্শিতার অভাবে হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে সল্টলেক পর্যন্ত মেট্রো রেল প্রকল্প বিশ বাঁও জলে। অন্ধকারে, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বপ্নের 'লাইট ট্রানজিট রেল' (এল আর টি) প্রকল্পের ভবিষ্যৎ-ও।

উপরন্তু বুদ্ধদেববাবু জাপানে গিয়ে যে মেট্রো রেল প্রকল্প নিয়ে কথা বলার পরে জাপান সরকার ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, সেই প্রকল্প নিয়ে পরিবহণ দফতর এখন উচ্চবাচ্য করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্টে, এল আর টি প্রকল্পের জন্য ফের সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার আশায় ২৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জাপান সরকারের কাছে। এ ক্ষেত্রেও পরিবহণ দফতরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে দু'-একটি বেসরকারি সংস্থা। তাদের বক্তব্য, নিজেদের দায়িত্বে বাজার থেকে টাকা নিয়ে এসে এল আর টি প্রকল্প গড়ার প্রস্তাব তারা রাজ্য সরকারকে দিলেও পরিবহণ দফতর এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। টালবাহানা চলছে প্রকল্পটিকে নিয়ে।

রাজ্য পরিবহণ দফতরের প্রিন্সিপাল সচিব সুমন্ত্র চৌধুরী বলেন, "আমি মেট্রো প্রকল্প নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।" এল আর টি প্রকল্পের অগ্রগতিও যে বিশেষ কিছু হয়নি, তা-ও মেনে নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রামরাজাতলা-সল্টলেক মেট্রো প্রকল্পের 'নোডাল অথরিটি' ছিল 'কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' (কে এম ডি এ)। সম্প্রতি রাজ্য পরিবহণ দফতর ওই প্রকল্পের 'নোডাল অথরিটি' হয়েছে। অন্য দিকে, শহরে দূষণমুক্ত দ্রুত গতির যান চালাতে কলকাতার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে 'লাইট ট্রানজিট রেল' চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মেট্রো প্রকল্প কেন বিশ বাঁও জলে? রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, ৪১০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়ার সাহস হচ্ছে না সরকারের। কে এম ডি এ এবং পরিবহণ দফতরের কর্তাদের একাংশের বক্তব্য: তা হলে জাপানি সংস্থাকে দিয়ে 'ফিজিবিলিটি রিপোর্ট' তৈরি করানো হল কেন? কেনই বা দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনকে (ডি এম আর সি) দিয়ে 'ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট' (ডি পি আর) তৈরি করানো হল? কেনই বা 'ডি পি আর' তৈরির জন্য ডি এম আর সি-কে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হল? আড়াই বছর ধরে যখন মেট্রো প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা চলছে, তখন কি সরকার জানত না যে, বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হবে? প্রশ্ন উঠেছে, এল আর টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও যে কয়েক হাজার কোটি টাকার সংস্থান করতে হবে, তা-ও কি রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল না? রাজ্য যখন খরচের ভয়ে মেট্রো প্রকল্প চালু করছে না, তখন পুণে, হায়দরাবাদ ইত্যাদি শহরে মেট্রো প্রকল্প চালু হতে চলেছে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে। বিভিন্ন সেস বসিয়ে সেখানকার সরকার প্রাথমিক ভাবে কয়েক হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যেই তুলে নিয়েছে।

মহাকরণ সূত্রের খবর: 'কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস' (সি ই এস) নামে একটি উপদেষ্টা সংস্থা এল আর টি প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য পরিবহণ দফতরে জমা দিয়েছে, তাতে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও বেসরকারি সংস্থার পক্ষেই কম যাত্রী-ভাড়ায় এই প্রকল্প লাভজনক ভাবে চালানো সম্ভব নয়। তাতে যাত্রী-ভাড়া বাবদ মোট যে আয় হবে, প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করতেই তা ব্যয় হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাটির অর্থের জোগান সুনিশ্চিত রাখতে শহরের মধ্যে বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প গড়তে বাণিজ্যিক জমি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

প্রসঙ্গত, ডি এম আর সি 'ডি পি আর'-এর খসড়া তৈরি করে ফেলেছে। ৫৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প এখন ৪১০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। মেট্রো প্রকল্প সরিয়ে রেখে পরিবহণ কর্তারা তড়িঘড়ি 'লাইট ট্রানজিট রেল' (এল আর টি) প্রকল্প কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন দফতরে দিয়েও ফ্যাসাদে পড়েছেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, একই জায়গায় দু'ধরনের প্রকল্পে টাকা মিলবে না।

১৯৭৬-এ যখন মেট্রো রেলের পরিকল্পনা করা হয়, তখন তিনটি মেট্রো প্রকল্প ঠিক হয়। তার মধ্যে দমদম থেকে টালিগঞ্জ শেষ হয়েছে। বাকি রামরাজাতলা-সল্টলেক এবং ডানলপ-জোকা। ২০০৩-এ 'জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন' (জেট্রো) জানায়, তারা মেট্রো প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' করবে (অর্থাৎ, প্রকল্পটি লাভজনক কি না দেখবে)। ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে 'প্যাসিফিক কনসালট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল' এক সংস্থাকে নিয়োগ করে জেট্রো। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে ওই সংস্থা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দেয়। 'ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট' জমা পড়ে ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে।

প্রস্তাবিত দ্রুত-ট্রাম যে ৯ রুটে

স্টাফ রিপোর্টার

শহরের মোট ন'টি রাস্তায় ট্রামের ধাঁচে দ্রুত গতির যান চালানোর প্রস্তাব দিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থা 'কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস' (সি ই এস)। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্টে সংস্থাটি রাজ্য সরকারকে বলেছে, মোট তিনটি ধাপে, ২০ বছর ধরে এই পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে। সব ক'টি রুট মিলিয়ে যার মোট দূরত্ব হবে কমপক্ষে ৯৫ কিলোমিটার।

কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে যাত্রী চলাচলের গতিপ্রকৃতি বুঝে সি ই এস প্রাথমিক ভাবে যে ন'টি রুটের মানচিত্র তৈরি করেছে, সেগুলি হল: ১) ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ড হারবার রোড হয়ে জোকা। ২) ধর্মতলা থেকে লেনিন সরণি হয়ে মৌলালি। ৩) সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে কলেজ স্ট্রিট হয়ে শ্যামবাজার। ৪) শ্যামবাজর থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরকার রোড ধরে নিউ গড়িয়া। ৫) শ্যামবাজার থেকে বি টি রোড ধরে ব্যারাকপুর ৬) ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে জাজেস কোর্ট ও রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে ই এম বাইপাস। ৭) মৌলালি থেকে বেলেঘাটা ক্যানাল রোড ধরে ই এম বাইপাস। ৮) সল্টলেক থেকে সেক্টর থ্রি ও ই এম বাইপাস ধরে নিউ গড়িয়া। ৯) বড়িশা থেকে মহাত্মা গাঁধী রোড ধরে যোধপুর পার্ক। এমনকী, এই সমস্ত রুটে দূরত্ব অনুযায়ী যাত্রী-ভাড়া কত করে হওয়া উচিত, তারও একটি তালিকা তৈরি করে দিয়েছে সি ই এস। রিপোর্টে যা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রীপিছু ৫ টাকা, ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ৮ টাকা, ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ১০ টাকা ও তার পরে প্রথম ধাপে যতখানি রাস্তা তৈরি হবে সেই পর্যন্ত ১২ টাকা পর্যন্ত যাত্রী-ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। এই ভাড়া মেট্রোর থেকে সামান্য বেশি হলেও ট্যাক্সির তুলনায় অনেক কম। উল্টে, অনেক বেশি আরামে ও দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো যাবে। অবশ্য রিপোর্টে প্রতি তিন বছর অন্তর ১০ শতাংশ হারে ভাড়া বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ২০০৫ সালকে সামনে রেখেই ২০২৫ সাল পর্যন্ত 'লাইট ট্রানজিট রেল' বা হাল্কা গতি যানের এই প্রকল্পের আয়, ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর নকশা এঁকে রিপোর্ট তৈরি করেছে সি ই এস। ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুরো প্রকল্পটিকে ধাপে ধাপে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৩০ কিলোমিটারের বেশি, পরের ধাপে ১৯ কিলোমিটার ও তৃতীয় ধাপে বাকি রাস্তা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

আজ ফের খুলছে অতীত গৌরবের সুলেখা

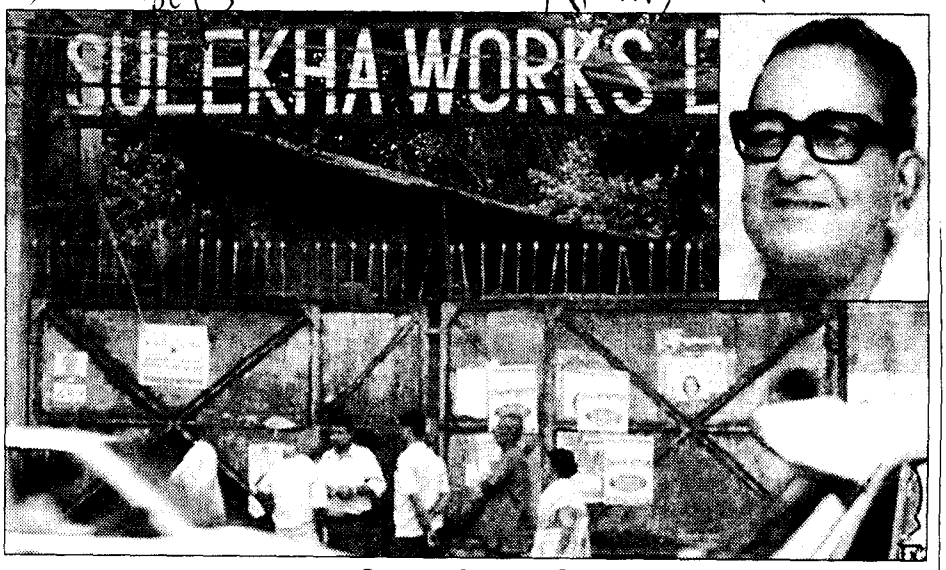

সুলেখায় চলছে কারখানা খোলার প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন রাজীব বসু। ইনসেটে সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ননীগোপাল মৈত্রের ফাইল ছবি।

স্টাফ রিপোর্টার: বাঙালির শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে আবার সুলেখা কালির আঁচড় পড়তে চলেছে।

প্রায় আঠারো বছর বন্ধ থাকার পরে আজ শুক্রবার খুলছে সুলেখা ওয়ার্কস। মহাত্মা গাঁধীর অনুপ্রেরণায় ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সহযোগিতায় ১৯৩২-'৩৩ সালে বাংলাদেশের এক জেলে লেখার কালির যে-ফর্মুলা তৈরি হয়, ১৯৩৪ সালে সেই রসায়ন কাজে লাগিয়েই রাজশাহীতে তৈরি হয় বাঙালির শিল্পসাধনা সুলেখা ওয়ার্কস। স্বাধীনতার আগেই তা সরিয়ে আনা হয় যাদবপুরে।

আজ অবশ্য এই ঐতিহ্যশালী কারখানা খুলবে নতুন চেহারায়। বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এ বার তৈরি হবে কম্পিউটার প্রিন্টারের কালি, বিভিন্ন ধরনের আঠা, ফিনাইল, রুম ফ্রেশনারের মতো গৃহস্থালির সামগ্রী, চিত্রশিল্পীর তুলি, রং। এবং অবশ্যই ফাউন্টেন পেনে লেখার কালি।

তবে নতুন সামগ্রী সত্ত্বেও এই সংস্থার রোমান্টিক সত্তা ধরে রাখার চেষ্টা যে তাঁরা করবেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য মৈত্র ও ননীগোপাল মৈত্রের পৌত্র কৌশিক মৈত্র। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মনে করেন বাঙালির শিল্প-ইতিহাসে সবচেয়ে রোমান্টিক পণ্য তৈরি করতেন তাঁরা। ত্রিশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত বাঙালির সাহিত্য থেকে শিল্পকর্ম, প্রায় সব সৃষ্টির সঙ্গেই জড়িত তাঁদের ব্র্যান্ড।

১৯৩৪ সালে উৎপাদন শুরু হওয়ার পরেই কুয়িঙ্ক কালির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয় সুলেখার। তবে জেলে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামী ননীগোপালবাবু যে কালির ফর্মুলা বানিয়েছিলেন, তার কাছে ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছিল কুয়িঙ্কের জনপ্রিয়তা। কৌশিকবাবুর দাবি, স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাজারের ৭০ শতাংশই চলে এসেছিল সুলেখার দখলে।

কিন্তু এই সাফল্যের মধ্যেই ক্রমশ রোপণ হয়েছিল ধ্বংসের বীজ। বাণিজ্যের হিসাব পাশে সরিয়ে রেখে দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে সংস্থার কর্তারা বাংলাদেশ থেকে আগত যে-কাউকেই কারখানায় চাকরি দিয়েছেন। "সাদা কাগজে সুপারিশ নিয়ে এসেও চাকরি পেয়েছেন অনেকে।"

ক্রমশ ছোট্ট ওই সংস্থায় কর্মী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৫০-এ। ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে গেলেও আশির দশকে যখন ফাউন্টেন পেনের বদলে হাতে হাতে বল পেন উঠে এল, তখন এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হন তৎকালীন কর্তারা।

আঠারো বছর পরে সুলেখা শুক্রবার যখন খুলছে, তখন প্রথমেই কর্তৃপক্ষ কর্মীদের পাওনা মেটাবেন। ১৯৮৮ সালে কারখানা যখন বন্ধ হয়, তখন সংস্থার ব্যবসার পরিমাণ ছিল চার-পাঁচ কোটি টাকা। মোট দেনার পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপরে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-সহ নানা পাওনাদারের সঙ্গে এককালীন সমঝোতায় আসেন কর্তৃপক্ষ। বিক্রি করেন কারখানার ১১২ কাটা উদ্বৃত্ত জমি। সেই টাকায় মেটানো হচ্ছে কর্মীদের বকেয়া খাতে দু'কোটি টাকারও বেশি। বন্ধের সময় এই বকেয়ার অঙ্ক ছিল ৭০ লক্ষ।

কারখানা চালু করার জন্য ২০০০ সালে পুনরুজ্জীবন প্রকল্প তৈরি করেন কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সেই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে আদালতে ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই কারখানা খোলার পথ পরিষ্কার হয়।

যাদবপুর ও সোদপুরের দু'টি কারখানাতেই উৎপাদন শুরু হতে কয়েক দিন সময় লেগে যাবে বলে জানিয়েছেন কৌশিকবাবু। অনেক যন্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাঙালির মননের কাছে অটুট আছে সুলেখার আবেদন। কৌশিকবাবুর বড় ভরসা সেটাই।

10 JUN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Haldiram owner charged with murder attempt

HT Correspondent
Kolkata, June 7

SNACKS-AND-SWEETS baron Prabhu Shankar Agarwal — proprietor of Haldiram Bhujiawala — was remanded in police custody on Tuesday till June 16 after he was produced in a city court following his arrest in connection with an attempt to murder case.

Agarwal was detained at New Delhi airport immediately upon his return from London. He was arrested under Sections 307 (attempt to murder), 120B (hatching conspiracy) and 34 (threat) of the IPC and later produced in the court of additional chief metropolitan magistrate Kaberi Bose, who remanded him in police custody.

Agarwal was arrested in connection with a shooting incident at Burrabazar on March 30, in which Pramod Sharma — nephew of Satyanarayan Thakur, a tenant of Agarwal in the area — was injured. "The shootout took place at about 5 am near Kalakar Street, after Agarwal had struck a secret deal with dreaded criminal Gopal Tiwari to evict tea stall owner Satyanarayan Thakur from 8/1/4A, Jagmohan Mullick Lane. Thakur had been operating his small business at that place for the past 50 years. Gangster Tiwari was later arrested at Banstharipura in Hyderabad, police commissioner Prasun Mukherjee said.

"Agarwal, mastermind behind the attempt to murder Pramod, planned to give Rs 100 per sq.ft to Gopal Tiwari – amounting to a total of Rs 4.5 lakhs, besides promising to deliver Rs 1 lakh in cash for a successful operation", a detective department official said.

ASHOK NATH DEY/HT

P.S. Agarwal being produced in court on Tuesday.

A person called Manoj Sharma, who had allegedly mediated the entire deal at Binani Dharmashala was arrested as well, the official added. Earlier, too, they had demolished the stall with the help of local goons, but Thakur was back in action.

Rubbishing the charges against his client, defence counsel Deb Ranjan Bose Mullick said, "The case is a money-making plan and the police have planted Manoj Sharma to put my client in a trap. Why should he (Agarwal) attempt to murder a person to grab a small piece of property when the person had already been evicted by the court in 1996?" he asked. Ashok Bakshi, public prosecutor, said, "Prabhu has a definite connection with this case and he planned the operation". He said Sharma wanted to make a confession.

See also Kolkata Live

08 JUN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Shutters down for 7 state PSUs

1,000 employees to be given ERS

HT Correspondent
Kolkata, June 3

THEY STOPPED doing well a long time ago. Now it's wind-up time for them. Come October, as many as seven loss-making state PSUs, including Tantusree, Charmaja, the West Bengal Handloom and Powerloom Development Corporation and the West Bengal Ceramic Development Corporation, will close shop, throwing more than 1,000 employees out of job.

State small-scale industries minister Banshagopal Choudhury, who announced the Cabinet decision on Friday, didn't say if that's bad politics with just a year to go for the Assembly polls. But in resurgent Bengal, economics sets its own priorities.

Therefore, the 1,000-odd employees would be offered ERS. The DFID funds for the first phase of restructuring have already arrived. In accordance with the funding agency's terms, in the first phase of restructuring, the state government will have to close down 10 sick and non-viable units, keep four units to itself and scout for joint-venture partners to keep 11 other units going.

The other units closing down are Mayurakshi Cotton Mills, Pulvar Ash Project, Electronics Test and Development Centre and Ganges Printing Ink. All five units had been making losses since Day One.

The only good news for the employees is that they will continue getting paid until the shutters roll down on their units.

For the seven units headed for the chopping block in the first phase, the government would have to hand out Rs 80 crore in compensation, with each employee getting around Rs 3.5 lakh to Rs 4 lakh, the minister said.

Incidentally, the state government has already closed down IPP Ltd, Sundarvan Sugar Beet, the West Bengal Sugar Industries Development Corporation and five subsidiary units of Webel, which have been treated as a single unit. Apart from Great Eastern Hotel, where it will keep at least a 10 per cent stake, the government is also seeking joint-venture partners for 11 other units.

Varsities team up to buy out NIL

TWO CITY universities — Calcutta and Jadavpur — are planning jointly to buy out National Instruments Ltd, a sick central government PSU. The intentions though are not commercial. The universities feel they could do with better research facilities, and the ailing PSU, just across the road from JU's main campus, has a few excellent research labs. Manab Sen Gupta, secretary, University College of Science, said the project would be bankrolled by the UGC, the department of science & technology, CSIR and some corporate houses. **HTC**

04 JUN 2005 THE HI[illegible] TIMES